প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৭
মে ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

মুদ্রক
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

স্বপ্নের পাখিরা তবু দীঘল ডানা মেলে
প্রেম-মৃত্যু-ভালোবাসার দিকে উড়ে যায়-
অসিত সরকার

বন্ধুবরেষু

আমাদের প্রকাশিত দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য বই

মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প

মপাসাঁর বাছাই গল্প

মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প

লরেন্সের সেরা প্রেমের গল্প

হিচকক নির্বাচিত এক ডজন

ভ্যালি অফ দ্য ডলস/জ্যাকলিন সুশান

আনা কারেনিনা/লেভ তলস্তয়

রেবেকা/দাফন দ্যু ম্যরিয়া

ক্রীতদাস/এরিক করভার

৫০৯ নম্বর কঙ্কাল ধীরে ধীরে নিজের করোটিটা তুলে, চোখ মেলে তাকালো। সে জানতো না, এতোক্ষণ সে অচেতন হয়ে ছিলো না কি স্রেফ ঘুমোচ্ছিলো। এখন ওই দুটোর মধ্যে আর তেমন কোনো প্রভেদ নেই, খিদে আর অবসন্নতা বহুদিন আগেই ওদের ভেদাভেদ মুছে দিয়েছে। দুটোই বদ্ধ ডোবার জলে ডুবে থাকা, যেখান থেকে ভেসে ওঠা আর সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে কান পেতে শুয়ে রইলো ৫০৯। এটা শিবিরের একটা পুরনো নীতি। বিপদ কোন দিক থেকে আসবে তা কেউ জানে না। কিন্তু যতোক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকা যায়, ততোক্ষণ চোখ এড়িয়ে যাবার আশা থাকে কিংবা আশা থাকে, হয়তো শত্রু তাকে মৃত বলে ধরে নেবে। এটা প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম—যে কোনো পতঙ্গও এটা জানে।

৫০৯ সন্দেহজনক কোনো শব্দ শুনতে পেলো না। তার সামনে মেশিনগান বসানো মিনারটাতে প্রহরীরা তন্দ্রায় ঢুলছে। পেছনেও তা-ই। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। সন্তর্পণে সে মাথা ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকালো।

মেলার্ন বন্দী শিবির রোদ্দুরে গা এলিয়ে দিয়ে শান্তিতে ঢুলছে। নাম-ডাকার বিরাট মাঠটা, এস. এস. বাহিনীর লোক যেটাকে রসিকতা করে নাচার-মাঠ বলে, এখন জনশূন্য। শুধু প্রবেশপথের ফটকের ডান দিকে শক্তপোক্ত খুঁটিগুলোতে চারটে মানুষ ঝুলছে, তাদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বাঁধা। দড়ি-বেঁধে ওদের এমন উচ্চতায় লটকে রাখা হয়েছিলো যাতে ওদের পা মাটির নাগাল না পায়। ওদের হাতের হাড় সরে গেছে। চুল্লিতে কয়লা ঢালার কাজে নিযুক্ত দুজন কর্মী একটা জানলা থেকে ওদের দিকে মজা করে ছোট ছোট কয়লার টুকরো ছুঁড়ছে, কিন্তু ওরা কেউই আর নড়ছে না। আধ ঘণ্টা ধরে ওই ক্রুশগুলোতে ঝুলে ঝুলে এখন ওরা অচেতন হয়ে গেছে।

শ্রমশিবিরের ছাউনিগুলোও নির্জন। যারা কাজে বেরিয়েছে তারা এখনও ফেরেনি। শুধু কর্তব্যে নিযুক্ত দু-চারজন রাস্তায় ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফটকের বাঁ দিকে, সাজা-কুঠরির সামনে, একটা কাঠের কুর্সিতে বসে রয়েছেন এস. এস. স্কোয়াড লিডার ব্রয়ার। একটা গোল টেবিল নিয়ে রোদে বসে তিনি কফি পান করছেন। ১৯৪৫ সালের বসন্তে ভালো কফি সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু একটু আগেই তিনি দুজন ইহুদিকে গলা টিপে খতম করে এসেছেন। ওরা দুজনেই গত ছ সপ্তাহ ধরে সাজা-কুঠরিতে পচছিলো। তাই ব্রয়ারের ধারণা, এ

ধরনের একটা পরহিতব্রতের খাতিরে এ পুরস্কার তার প্রাপ্য। কফির সঙ্গে রসুইখানার 'কাপো' তাকে এক পিরিচ ময়দার কেকও পাঠিয়ে দিয়েছে। কেকটা উনি ধীরে সুস্থে রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছিলেন। বয়স্ক ইহুদিটা তাকে তেমন মজা দিতে পারেনি, কিন্তু অল্প-বয়সীটার শরীরে খানিকটা শক্তি ছিলো—বেশ কিছুক্ষণ সে পা দাপিয়েছে আর কর্কশ গলায় চিৎকার করেছে। তন্দ্রা জড়ানো চোখে ব্রয়ার মুচকি হাসলেন, তারপর শুনতে লাগলেন বাগানের পেছন দিকে অনুশীলনরত বাদক দলের টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন বাজনার আওয়াজ। ঐকতান বাদ্যবৃন্দে ওয়ালৎজে 'দক্ষিণের গোলাপ' বাজছে। সুরটা কম্যানডাণ্ট, ওবেরস্টুর্ম-বনফ্যুরার নয়বায়োরের ভারি প্রিয়।

শিবিরের বিপরীত দিকে মুখ রেখে শুয়েছিলো ৫০৯, কাছেই এক সারি কাঠের ছাউনি। বড়ো শ্রম-শিবিরটা থেকে একটা কাঁটা-তারের বেড়া তাদের পৃথক করে রেখেছে। তাদের আবাসটা ছোটো-শিবির বলেই পরিচিত। যে সমস্ত বন্দীরা কাজ করার পক্ষে খুবই দুর্বল, তারাই এখানকার বাসিন্দা। তারা মরার জন্যই এখানে আসে এবং প্রায় প্রত্যেকেই দ্রুত মরে যায়। কিন্তু পুরনো বন্দীরা মরে পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবার আগেই অনিবার্যভাবে নতুনরা এসে পৌঁছে যায়, ফলে ছাউনিগুলো সর্বদাই ভিড়ে ঠাসাঠাসি। প্রায়ই মৃত্যুপথযাত্রীরা বারান্দায় একজনের ওপরে আর একজন গাদাগাদি হয়ে পড়ে থাকে কিংবা বাইরের খোলা জায়গায় মরে থাকে। মেলার্নে কোনো গ্যাস চেম্বার নেই। এই কারণেই এখানকার কম্যানডাণ্ট বিশেষভাবে গর্বিত। উনি বলতে ভালোবাসেন, মেলার্নে প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুকে বরণ করে। সরকারী ভাষ্যে ছোটো শিবিরকে দাক্ষিণ্য-বিভাগ বলা হয়—অবিশ্যি সেই দাক্ষিণ্যে দু-এক সপ্তাহের বেশি টিঁকে থাকার ক্ষমতা এখানকার খুব কম আবাসিকেরই থাকে। এদের মধ্যে অদম্য মানুষের ছোট্ট একটা দল বাইশ নম্বর ছাউনিতে বাস করে। অবশিষ্ট করুণ-রসিকতায় এরা নিজেদের বলে, 'শিবিরের প্রবীণ দল'। ৫০৯ এদেরই একজন। চার মাস আগে তাকে ছোটো শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছে। সে যে এখনও বেঁচে রয়েছে, এটা এখন তার নিজের কাছেই একটা পরম বিস্ময়।

দাহন-চুল্লি থেকে কালো মেঘের মতো ধোঁয়া উঠছিলো। বাতাসের চাপে ধোঁয়াগুলো শিবিরের দিকে নেমে এসে ছাউনিগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে চললো। ওই ধোঁয়ার চর্বি মেশানো মিঠে গন্ধে গা গুলিয়ে বমি আসতে চায়। ৫০৯ কিছুতেই ওই গন্ধটাতে অভ্যস্ত হতে পারেনি—দশটা বছর শিবিরে কাটিয়েও

না। আজ দুজন প্রবীণের মরদেহ ওখানে পোড়ানো হবে। একজন ঘড়ি তৈরির কারিগর জান সিবেলস্কি আর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোয়েল বুখসবাউম। দুজনেই বাইশ নম্বর ছাউনিতে মারা গেছে এবং দুপুরবেলাই তাদের দেহ দুটোকে চুল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুখসবাউমের পুরো শরীরটা অবিশ্যি ওখানে যায়নি—তার দেহে তিনটি আঙুল, সতেরোটা দাঁত, পায়ের নখ আর জননেন্দ্রিয়ের কিছুটা অংশ ছিলো না। একজন কাজে লাগার মতো মানুষ হয়ে ওঠার জন্যে শিক্ষা অর্জনের সময়েই সে দেহের ওই অংশগুলিকে খোয়ায়। এস. এস.দের শিবিরে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাগুলোতে তার জননেন্দ্রিয়ের বিষয়টা অনেক হাসির প্ররোচনা জুগিয়েছিলো। আসলে মতলবটা এসেছিলো শিবিরে সদ্য আগত স্কোয়াড লিডার গুয়েন্‌থের স্টাইন্‌ব্রেনারের মাথায়। সমস্ত বড়ো বড়ো আবিষ্কারের মতো এটাও আসলে খুবই সহজ ব্যাপার—বেশি পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের একটি ইনজেকশন—ব্যাস। ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্টাইনব্রেনার সহকর্মীদের কাছে সম্মানের অধিকারী হয়ে উঠেছিলো।

মার্চের অপরাহ্ন, সূর্য এখনও কিছুটা উষ্ণতা ছড়াচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ৫০৯-এর শীত করছিলো—যদিও তার পরনে নিজের পোশাক ছাড়াও আরও তিনজনের পোশাক: জোসেফ বুশেরের জ্যাকেট, লেবেনথালের ওভারকোট আর জোয়েল বুখসবাউমের ছেঁড়া সোয়েটার—মৃতদেহটা পাঠিয়ে দেবার আগে ছাউনিতে যেটা রেখে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ছ ফুটের কম লম্বা আর আশি পাউণ্ডের চাইতেও কম ওজন বিশিষ্ট একটা মানুষকে ফারের পোশাকও সম্ভবত তেমন উষ্ণতা দিতে পারে না।

৫০৯-এর আরও আধ ঘণ্টা সময় রোদে শুয়ে থাকার অধিকার আছে। তারপর তাকে ছাউনিতে ফিরে গিয়ে ধার-করা পোশাকগুলোর সঙ্গে নিজের জ্যাকেটটাও অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হবে—তখন তার পালা আসবে রোদে যাবার। শীত চলে যাবার পর প্রবীণরা নিজেদের মধ্যে এই বন্দোবস্তটা চালু করে নিয়েছে। কেউ কেউ এখন আর এ ব্যাপারে আগ্রহী নয়—শীতের অসহ্য দুর্ভোগ কাটিয়ে এসে এখন তারা বড়ো অবসন্ন, এখন তারা শুধু ছাউনির নিরিবিলিতে নিশ্চিন্তে শুয়ে মরতে চায়। কিন্তু ওদের ঘরের নেতা ব্যার্গারের কঠোর নির্দেশ, যারা এখনও বুকে ভর দিয়ে চলতে পারে তাদের প্রত্যেককেই প্রতিদিন কিছুটা সময় বাইরের খোলা বাতাসে কাটাতে হবে। ৫০৯-এর পরে ওয়েস্টহফের পালা, তারপর আসবে বুশের। লেবেনথাল আসবে না বলেছে, তার কাজ আছে।

৫০৯ ফিরে তাকায়। একটা পাহাড়ের ওপরে তাদের শিবির। বসন্তের স্বচ্ছ আলোয় কাঁটা তারের ফাঁক দিয়ে দূরের শহরটাকে এবারে সে স্পষ্ট দেখতে পায়। শিবির থেকে অনেক নিচে উপত্যকার কোলে ছোট্ট শহর। অসংখ্য ছাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে গির্জার চূড়াগুলো। শহরটা প্রাচীন—ওখানে অনেক গির্জা, কেল্লা, দু-ধারে লেবু গাছের সারির মাঝখানে প্রশস্ত অ্যাভিনিউ আর আঁকাবাঁকা গলিপথ। উত্তর দিকে শহরের আধুনিক অংশ—সেখানে চওড়া রাস্তা, রেলের স্টেশন, উঁচু উঁচু বাড়ি, তামা আর লোহা ঢালাইয়ের কারখানা—যেখানে শিবিরের শ্রমিকরা কাজ কবতে যায়। একটা নদী বড়সড়ো একটা বাঁক নিয়ে শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। নদীর ঘুম-ঘুম শরীরে সেতু আর মেঘের ছায়া।

৫০৯ মাথাটা নামিয়ে আনে। সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে সে মাথাটা তুলে রাখতে পারে। ঘাড়ের মাংসপেশী শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেলে করোটিটা বড্ড ভারি বলে মনে হয়। তাছাড়া উপত্যকার চিমনিগুলো থেকে উঠে আসা ধোঁয়ার দৃশ্য মানুষকে স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি ক্ষুধার্ত করে তোলে। এখন শুধু তার পেটে নয়, মগজেও খিদের অনুভূতি। পেট বহু দিন ধরেই খিদে সয়ে অভ্যস্ত, পেটে খিদে পেলে এখন শুধু একটা অস্পষ্ট লোভের অনুভূতি জেগে থাকে। কিন্তু মগজে খিদের অনুভূতি আরও খারাপ—তা চোখের সামনে অনেক অলীক দৃশ্য জাগিয়ে তোলে। এমন কি ঘুমের মধ্যেও তার হাত থেকে রেহাই মেলে না। শীতের দিনে তিন মাসের চেষ্টায় ৫০৯ আলুভাজার দৃশ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে। তখন সর্বত্র সে শুধু আলুভাজার গন্ধ পেতো, এমন কি দুর্গন্ধে ভরা শৌচাগারগুলোতে পর্যন্ত। এখন এসেছে শুয়োরের মাংস। শুয়োরের মাংস আর ডিম।

কাছেই মাটিতে রাখা নিকেলের ঘড়িটার দিকে এক ঝলক তাকালো সে। লেবেনথাল এটা তাকে ধার দিয়েছে। এটা ছাউনির এক মূল্যবান সম্পদ। আজ থেকে বহুদিন আগে মৃত এক পোল, জুলিয়াস সিলবার, বেশ কয়েক বছর আগে চোরাপথে ঘড়িটা ছাউনিতে আমদানি করেছিলো। ৫০৯ দেখলো, এখনও তার হাতে দশ মিনিট সময়। তবু সে ঠিক করলো, এখুনি সে বুকে হেঁটে ছাউনিতে ফিরে যাবে। কারণ ফের সে ঘুমিয়ে পড়তে চায় না। একবার ঘুমোলে, ঘুম ভাঙবে কি না তা কেউ জানে না। ফের একবার সে সন্তর্পণে শিবিরের প্রধান সড়কটার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো। কিন্তু এবারেও বিপদের কোনো লক্ষণ সে দেখতে পেলো না। আসলে তেমন কিছু দেখতে পাবে বলে সে

আশাও করেনি। আসলে সত্যিকারের ভয় নয়, শিবিরের পুরনো নিয়ম-রক্ষাই এই সাবধানতার কারণ।

আমাশয়ের জন্যে ছোটো শিবিরকে মোটামুটি আলাদা করেই রাখা হয়েছে। এস, এস. বাহিনীর লোক এখানে কদাচিৎ আসে। যুদ্ধের বছরগুলোতে সব কটা শিবিরের তত্ত্বাবধান-ব্যবস্থাই ক্রমশ ঢিলেঢালা হয়ে উঠছিলো। যে সমস্ত এস. এস. প্রহরীরা এতোদিন পর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধবিহীন বন্দীদের অত্যাচার আর হত্যা করা ছাড়া আর কিছুই করেনি, দৃশ্যপটে মহাযুদ্ধ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠায় তাদের একটা অংশকে সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আগের তুলনায় ১৯৪৫ সালের এই বসন্তে শিবিরে এস. এস. বাহিনীর সংখ্যা এখন তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। আজ বেশ কিছুদিন ধরে শিবিরের আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে আবাসিকরাই চালিয়ে আসছে। প্রতিটা ছাউনিতে রয়েছে একজন করে ব্লক-সিনিয়ার আর বেশ কয়েকজন করে রুম সিনিয়ার। শ্রমিক-দল থাকে কাপো আর ফোরম্যানদের অধীনে আর ক্যাম্প সিনিয়ারদের অধীনে থাকে গোটা শিবিরটা। এরা প্রত্যেকেই বন্দী। এদের নিয়ন্ত্রণ করে ক্যাম্প নেতা, ব্লক নেতা আর শ্রমিক দলের নেতারা—যারা প্রত্যেকেই এস এস. বাহিনীর লোক। প্রথম দিকে শিবিরে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হতো। তারপর বছরের পর বছর শহর এবং শহরতলির উপছে ওঠা কয়েদখানাগুলো থেকে দলে দলে সাধারণ অপরাধীদেরও এখানে এনে ঢোকানো হয়েছে। পোশাকের নম্বরের ওপরে সেলাই করে লাগানো ত্রিভুজ আকৃতির এক টুকরো রঙিন কাপড়ের সাহায্যে বন্দীদের শ্রেণীবিভাগ বোঝানো হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রে ত্রিভুজটা লাল, সাধারণ অপরাধী-দের সবুজ। ইহুদিদের সেই সঙ্গে একটা হলুদ ত্রিভুজও সাঁটতে হয় এবং তার ফলে দুটো ত্রিভুজ মিলে তাদের পোশাকে ডেভিডের নক্ষত্র গড়ে ওঠে।

লেবেনথালের ওভারকোট আর জোসেফ বুশেরের জ্যাকেটটা কাঁধে ঝুলিয়ে ৫০৯ বুকে হেঁটে ছাউনির দিকে এগুতে শুরু করলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনে হলো, স্বাভাবিকের চাইতেও সে বেশি ক্লান্ত হয়ে উঠেছে—এখন বুকে হেঁটে এগুনোও তার পক্ষে শক্ত। পরক্ষণেই তার দেহের নিচে পৃথিবীটা ঘুরতে শুরু করলো। চলা থামিয়ে, চোখ বন্ধ করে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো সে। এবং সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পেলো, শহর থেকে সাইরেনগুলো বেজে উঠেছে।

প্রথমে দুটো সাইরেন বাজছিলো। কিন্তু সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই

তাদের সংখ্যা বেড়ে উঠলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হতে লাগলো, পুরো শহরটাই যেন আর্তচিৎকারে মুখর হয়ে উঠেছে। চিৎকার উঠছে বাড়ির ছাদ থেকে, পথঘাট থেকে, মিনার আর কারখানাগুলো থেকে। রোদে অনড় হয়ে পড়ে আছে শহরটা, কোথাও এতোটুকু গতিবিধি বা চাঞ্চল্য নেই, অথচ আচমকা চিৎকার উঠছে তার সমস্ত অস্তিত্ব থেকে—যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে থাকা একটা প্রাণী অকস্মাৎ চোখের সামনে মৃত্যুকে দেখতে পেয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে, কিন্তু ছুটে পালাতে পারছে না কিছুতেই।

৫০৯ সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে মাথা নামালো। বিমান আক্রমণের সাবধানী সংকেত বেজে উঠলে ছাউনির বাইরে থাকা নিষেধ। এখন তার ছাউনির দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু শরীর এতো দুর্বল যে যথেষ্ট দ্রুতগতিতে ছোটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ছাউনিটা এখান থেকে বেশ দূরে। ইতিমধ্যে হয়তো বিচলিত হয়ে ওঠা কোনো প্রহরী তার দিকে গুলি ছুঁড়ে বসবে। হামাগুড়ি দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে কয়েক গজ পিছিয়ে গিয়ে, অগভীর একটা খাদে সে শরীরটাকে গুঁজে দিলো। তারপর ধার-করা পোশাকগুলোকে টেনে দিলো শরীরের ওপরে। দেখে মনে হবে, কেউ মরে পড়ে আছে। এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে, এমনধারা দৃশ্য কারুর মনেই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে না। তাছাড়া সাবধানী সংকেতও বেশিক্ষণ ধরে চলবে না। গত কয়েক মাস ধরে শহরে কয়েক দিন অন্তরই ওই সংকেত বেজেছে, কিন্তু কোনোদিনই কিছু ঘটেনি। উড়োজাহাজগুলো প্রতিবারই হ্যানোভার আর বার্লিনের দিকে উড়ে গেছে।

এবারে শিবিরের সাইরেনগুলোও বেজে উঠলো। তারপর কিছুক্ষণ বাদে এলো দ্বিতীয় সংকেত। চিৎকৃত গর্জনটা ক্রমাগত উঠছে আর নামছে, যেন বহু ব্যবহৃত জীর্ণ কতকগুলো রেকর্ড একটানা ঘুরে চলেছে অতিকায় গ্রামোফোন-গুলোতে। উড়োজাহাজগুলো শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। ৫০৯-ও তা জানে। কিন্তু এতে তার কিছু এসে যায় না। সমস্ত শহর যাদের আশঙ্কায় চিৎকৃত হয়ে উঠেছে তারা তার শত্রু নয়। তার শত্রু মেশিনগানধারী প্রথম লোকটা, যে লক্ষ্য করবে সে মৃত নয়। কাঁটা তারের বেড়ার বাইরে যা কিছুই ঘটুক না কেন, তাতে তার কিছুই এসে যায় না।

৫০৯-এর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। শরীরের ওপরে স্তূপীকৃত পশমের অন্ধকার-আড়ালে বাতাস গুমোটে ভরে উঠেছে। খাদের গভীরে যেন কবরের মধ্যে শুয়ে আছে সে এবং ক্রমশ তার মনে হতে লাগলো, এটা যেন সত্যিই তার কবর, যেন এখান থেকে সে আর কোনোদিনই উঠতে পারবে না, যেন এই তার

শেষ—এখানেই তাকে শুয়ে শুয়ে মরতে হবে—শেষ পর্যন্ত সেই শেষ দুর্বলতাই তাকে অধিকার করে নেবে যার বিরুদ্ধে সে লড়াই চালিয়ে এসেছে এতোদিন। ৫০৯ প্রাণপণে প্রতিরোধ চালাতে সচেষ্ট হয়ে উঠলো, কিন্তু লাভ হলো সামান্যই। তার মনে হলো, বলিষ্ঠতর এক আশ্চর্য আত্মসমর্পিত-প্রতীক্ষা ক্রমশ তার সমস্ত অস্তিত্বে ছড়িয়ে পড়ছে, তার ভেতরে এবং বাইরে সমস্ত কিছুই যেন আচমকা এক বিচিত্র প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে—যেন শহরটাও অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে বাতাস, এমন কি অপেক্ষা করছে পৃথিবীর আলোটুকু পর্যন্ত। এ যেন এক সূর্যগ্রহণের সূচনা, যখন সমস্ত রঙ মুছে গিয়ে পৃথিবীটা সীসের মতো ধুসর হয়ে ওঠে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে সূর্যহীন এক মৃত ধরিত্রীর অশুভ আভাস—এক মহাশূন্যতা—মৃত্যু এবারেও রেহাই দেবে কি না তা দেখার জন্যে দম বন্ধ করা এক প্রাণান্তকর প্রতীক্ষা—

আঘাতটা প্রচণ্ড না হলেও অপ্রত্যাশিত ছিলো। যেদিকটা বেশি সুরক্ষিত বলে মনে হয়েছিলো, আঘাতটা এলো সেদিক থেকেই। ৫০৯-এর মনে হলো, তার পেটের নিচে জমিটা যেন এক তীব্র বিক্ষোভে ওপরের দিকে ঠেলে উঠলো। সেই সঙ্গে বাইরের চিৎকৃত গর্জনটাকে ছাপিয়ে একটা তীক্ষ্ণ ধাতব-ঘূর্ণির আওয়াজ ভেসে এলো। আওয়াজটা সাইরেনের মতোই হিংস্রভাবে বেড়ে উঠতে লাগলো ক্রমশ, কিন্তু সাইরেনের চাইতে এ আওয়াজ একেবারে আলাদা। ৫০৯ বুঝতে পারছিলো না, কোন্‌টা আগে হয়েছিলো—মাটিটার অমন করে ঠেলে ওঠা, নাকি ওই বনবন ঘূর্ণির আওয়াজ আর তার পরবর্তী ভেঙেচুরে পড়ার শব্দটা। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিলো, আগেকার কোনো সাবধানী সংকেতের পরেই এমনটি ঘটেনি। এবং ঘটনাটা যখন আরও কাছাকাছি আরও তীব্রভাবে, তার ওপরে ও নিচে ফের পুনরাবৃত্তি হলো, তখন সে স্থির নিশ্চিত হলো—এই প্রথম উড়োজাহাজগুলো উড়ে চলে যায়নি। শহরে বোমা পড়েছে।

মাটিটা ফের কেঁপে উঠতেই ৫০৯ সহসা সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলো। ঝড়ের মুখে উড়ে যাওয়া ধোঁয়ার মতো মৃত্যু-অবসন্নতা যেন উধাও হয়ে গেছে কোথায়। মাটির বুক থেকে জেগে ওঠা প্রতিটা আঘাত তার মস্তিষ্কে আঘাত হানছিলো। আরও কিছুক্ষণ সে নিস্পন্দ হয়েই শুয়ে রইলো—তারপর, কি করতে চলেছে তা ঠিকমতো উপলব্ধি না করেই, নিচের শহরটার দিকে এক পলক উঁকি মেরে তাকাবার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে মুখের ওপর থেকে কোটের আবরণ খানিকটা উঁচু করে তুলে ধরলো।

৫০৯ দেখতে পেলো, রেলস্টেশনটা আস্তে আস্তে ছন্দিল ভঙ্গিতে যেন ভাঁজ

খুলে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সোনালি গম্বুজটা যেভাবে পার্কের গাছ-গুলোর মাথার ওপর দিকে ভাসতে ভাসতে উধাও হয়ে গেলো, তাকে রীতিমতো সুন্দর দৃশ্যই বলা চলে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণগুলোর সঙ্গে ওদের যেন কোনো সম্পর্ক নেই—সমস্ত কিছুই ঘটে চলেছে অসম্ভব ঢিমেতালে। পরবর্তী বিধ্বংসী আওয়াজটার সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট ক্যাথেরিন গির্জার একটা মিনার বেঁকে যেতে শুরু করলো। এটাও ভীষণ ধীরে ধীরে খসে পড়লো এবং পড়ার মুখে নিঃশব্দে কয়েকটা টুকরো হয়ে গেলো—যেন ঘটনাটা বাস্তব নয়, একটা ধীরগতির চলচ্চিত্র।

বাড়িঘরের মাঝখান দিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো বাষ্পের ফোয়ারা উঠছিলো। তখনও ৫০৯-এর মনে ধ্বংসের কোনো অনুভূতি নেই। তার শুধু মনে হচ্ছিলো যেন অদৃশ্য দানবের দল ওখানে খেলে বেড়াচ্ছে ইচ্ছেমতো। শহরের অবিধ্বস্ত অংশটাতে তখনও চিমনি থেকে একটানা ধোঁয়া উঠছে, নদীর বুকে আগের মতোই মেঘের প্রতিচ্ছবি, বিমানবিধ্বংসী কামানের ধোঁয়া যেন একটা নিরীহ গদির মতো সেঁটে রয়েছে আকাশের গায়ে—যেন সেলাই ছিঁড়ে গদিটার সর্বাঙ্গ থেকে ধূসর-শুভ্র পেঁজা তুলো বেরিয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

শহর থেকে অনেক দূরে, শিবিরের দিকে উঠে আসা প্রান্তরটাতে একটা বোমা পড়লো। ৫০৯ তবুও এতোটুকু আতঙ্ক অনুভব করলো না—তার এ যাবৎ চেনাজানা ছোট্ট দুনিয়াটা থেকে ওসব অনেক দূরে। এখানে আতঙ্ক বলতে চোখ আর অণ্ডকোষে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনশন কুঠরিতে পড়ে থাকা—যেটা স্রেফ একটা পাথুরে শবাধার, যার মধ্যে দাঁড়ানো যায় না শোয়াও যায় না। এখানে ভয় শরীরকে টানটান করে রাখার সেই যন্ত্রটাকে—যেখানে বৃক্ক দুটোকে চেপ্টে ফেলা হয়, ভয় ফটকের কাছাকাছি বাঁ দিকের সেই অত্যাচারের আখড়াটাকে। এখানে ভয় স্টাইন-ব্রেনার, ব্রয়ার আর ক্যাম্প লিডার ওয়েবেরকে। কিন্তু ৫০৯ ছোটো শিবিরে আসার পর থেকে এই আতঙ্কগুলোও যেন খানিকটা ফিকে হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকার জন্যে শক্তি খুঁজে পেতে গেলে দ্রুত ভুলে যাবার ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। তাছাড়া দশ বছরে মেলার্ন বন্দীশিবির অত্যাচার করে করে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। এমন কি একজন টগবগে তাজা আদর্শবাদী এস. এস.ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালদের অত্যাচার করতে করতে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ বোমা বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেলো। শুধু বিমানবিধ্বংসী কামানটা তখনও গর্জন করে চলেছে। সব চাইতে কাছের মেশিনগান বসানো মিনারটাকে

দেখবে বলে ৫০৯ কোটটাকে আরও একটু উঁচু করে তুলে ধরলো। কেউ নেই ওখানটাতে। আরও ডান দিকে এবং তারপর বাঁ দিকে ঘুরে তাকালো সে। সব জায়গাতেই তাই, কোনো মিনারেই পাহারাদার নেই। এস. এস. বাহিনীর লোকজন ওখান থেকে নেমে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। ৫০৯ এবারে কোটটাকে পুরোপুরি ফেলে দিয়ে বুকে হেঁটে কাঁটাতারের বেষ্টনীটার দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর কনুইয়ের ওপরে শরীরের ভর রেখে তাকালো নিচের উপত্যকার দিকে।

সমস্ত শহর এখন আগুনে পুড়ছে। আগে যা সুন্দর দেখাতো, ইতিমধ্যেই তা আদিম রূপ ফিরে পেয়েছে—শুধু আগুন আর ধ্বংসস্তূপ। প্রলয়ের রাক্ষুসে শামুকের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে হলদে আর কালো ধোঁয়া—গিলে ফেলছে ঘরবাড়িগুলোকে। আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে সমস্ত জায়গায়। রেল-স্টেশন থেকে একরাশ স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠলো আকাশের দিকে। সেণ্ট ক্যাথেরিন গির্জার ভাঙা মিনারটা এতোক্ষণে জ্বলতে শুরু করেছে, বিজলির পাণ্ডুর ঝিলিকের মতো তাকে ঘিরে আগুনের অসংখ্য লেলিহান জিভ। অথচ এই দৃশ্যপটের পেছনে নিজের সোনালি মহিমায় সূর্যটা এখনও অবিচলিত—যেন কিছুই হয়নি। নীল-সাদা ভূতুড়ে আকাশটা আগের মতোই খুশিয়াল, হালকা আলোয় আগের মতোই শান্ত হয়ে রয়েছে চতুর্দিকে অরণ্য-পর্বতের দীর্ঘ রেখা—যেন এক অজানা অলক্ষুণে বিচারে একমাত্র শহরটাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

৫০৯ নিচের দিকে তাকায়। সমস্ত সাবধানতা ভুলে গিয়ে নিচের দিকে তাকায় সে। ওই শহরে সে কোনোদিনও যায়নি, কাঁটাতারের ফাঁক দিয়েই সে শহরটাকে দেখেছে এতোদিন। কিন্তু দশ বছরের শিবির-জীবনে শহরটা তার কাছে শহরের চাইতেও বেশি কিছু হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে শহরটা ছিলো তার হারানো-স্বাধীনতার এক প্রায় অসহনীয় প্রতিমূর্তি। দিনের পর দিন সে নিচের দিকে তাকিয়ে শহরটাকে দেখেছে—ক্যাম্প লিডার ওয়েবেরের কাছে বিশেষ শাস্তি ভোগের পর যখন সে বুকে হেঁটেও এগুতে পারতো না, তখন তাকিয়ে দেখেছে শহরের নিশ্চিন্ত জীবনধারা—গ্রন্থিচ্যুত বাহু নিয়ে ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছে শহরের মিনার আর ঘরবাড়িগুলোকে—মূত্রগ্রন্থিতে চোট পেয়ে সে যখন রক্তপেচ্ছাপ করেছে তখন দেখেছে, শহরের নদীতে সাদা বজরা আর পথে পথে অসংখ্য মোটর গাড়ি ছোটাছুটি করছে খুশিয়াল ভঙ্গিতে। যখনই শহরের দিকে তাকিয়েছে, তার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠেছে। এতোদিন

তার কাছে এটা ছিলো একটা শাস্তিবিশেষ, শিবিরের অন্যান্য শাস্তির ওপরে একটা বাড়তি শাস্তি।

তারপর শহরটাকে সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিবিরে যা কিছুই হোক না কেন, শহরটার কোনোই পরিবর্তন হয়নি। প্রতিদিন শহরের রান্নার উনুনগুলো থেকে আকাশের দিকে ধোঁয়া উঠে গেছে, দাহন-চুল্লির ধোঁয়ায় তা বিষাক্ত হয়নি কখনও। শিবিরে নাচের মাঠে যখন হাজারটা তাড়া-খাওয়া প্রাণী জীবন খুইয়েছে, তখন ভিড় জমে উঠেছে শহরের খেলার মাঠ আর পার্কগুলোতে। প্রতি গ্রীষ্মে ছুটির আনন্দে মশগুল সুখী মানুষের দল যখন শহর থেকে বেরিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে, তখন বন্দীরা খানাখন্দ থেকে টেনে টেনে বের করেছে তাদের মৃত ও আহত সহবন্দীদের দেহগুলোকে। শহরটাকে সে ঘৃণা করতো—কারণ সে ভেবেছিলো, তাকে এবং অন্য বন্দীদের মানুষ চিরদিনের মতো ভুলে গেছে।

তারপর ঘৃণাটাও মরে গেলো। অন্য যে কোনো জিনিসের তুলনায় এক টুকরো রুটির লড়াই অনেক তখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। আর সেই সঙ্গে প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো যে জ্ঞানটা তা হচ্ছে, যন্ত্রণার মতো ঘৃণা এবং স্মৃতিও অতি সহজে একটা বিপদগ্রস্ত মানুষকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। ৫০৯ তখন থেকে মুখ বুজে থাকতে শিখলো, ভুলে যেতে শিখলো—প্রতি প্রহরে শুধুমাত্র নগ্ন অস্তিত্বটুকু ছাড়া আর কিছু নিয়েই সে মনে কোনো দুশ্চিন্তা রাখলো না। শহরটা সম্পর্কে সে তখন থেকেই নির্বিকার। তার ভাগ্যের যে আর কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, শহরটার অপরিবর্তিত দৃশ্য হয়ে উঠলো তারই এক মর্মান্তিক প্রতীক।

সেই শহর এখন জ্বলছে। ৫০৯ অনুভব করলো, তার বাহু দুটো কাঁপছে। থামাতে চেষ্টা করেও সে পারলো না, কাঁপুনিটা আরও বেড়ে গেলো। মনে হতে লাগলো, আচমকা তার ভেতরের সমস্ত কিছুই যেন ঢিলেঢালা আর যোগাযোগহীন হয়ে উঠেছে। মাথায় যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে ভেতরটা যেন ফাঁপা, যেন কেউ দুন্দুভি পিটছে মাথার ভেতরে।

৫০৯ চোখ বুজলো। এমনটি সে চায়নি। সে চায়নি, ফের কিছু তার মনে এসে হাজির হোক। মনের সমস্ত আশাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে, সে তাকে কবরে পুঁতে রেখেছিলো—বড়ো কষ্ট হয়েছিলো তাতে। একটা হাত সে মাটিতে বিছিয়ে, হাতের ওপরে মুখটা রাখলো। শহরটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। সে চায়নি শহরটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকুক। আগের

মতোই নির্বিকার মনে সে চেয়েছিলো তার করোটিকে ঢেকে রাখা নোংরা পার্চমেণ্ট কাগজের মতো চামড়াটাতে রোদ মেখে নিতে, সে চেয়েছিলো নিঃশ্বাস নিতে, উকুন মারতে আর চিন্তা না করতে—যা সে আজ দীর্ঘদিন ধরে করে এসেছে।

কিন্তু ৫০৯ তা পারলো না। তার ভেতরের কাঁপুনিটা কিছুতেই বন্ধ হলো না। একটা গড়াগড়ি খেয়ে সে চিৎ হয়ে শুলো। এখন তার ওপরে বিরাট আকাশ—আকাশের বুকে বিমানধ্বংসী কামানের গোলা থেকে ঠিকরে বেরোনো টুকরো টুকরো ধোঁয়ার মেঘ। মেঘগুলো দ্রুত ভেঙেচুরে বাতাসের সঙ্গে উড়ে গেলো। ৫০৯ এভাবেই শুয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর এটাও তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। মনে হতে লাগলো, আকাশটা যেন একটা নীল-সাদা অতল গহ্বর আর সে তার ভেতরে উড়ে চলেছে অবিরাম। মুখ ফিরিয়ে ৫০৯ উঠে বসলো। আর সে শহরের দিকে তাকালো না। শিবিরের দিকে তাকিয়ে সে ওই দিকেই তাকিয়ে রইলো, যেন এই প্রথম সে ওদিক থেকে সাহায্য পাবে বলে আশা করলো।

ছাউনিগুলো আগের মতোই রোদে ঝিমোচ্ছে। নাচের মাঠে চারটে মানুষ সেই আগের মতোই ক্রুশে ঝুলছে। স্কোয়াড লিডার ব্রয়ার উধাও হয়ে গেছেন, কিন্তু দাহন-চুল্লি থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে—তবে ধোঁয়াটা আগের চাইতে পাতলা। হয় ওরা এইমাত্র বাচ্চাদের পোড়াচ্ছিলো আর নয়তো ওদের কাজকর্ম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫০৯ সচেষ্ট প্রয়াসে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। এই তার পৃথিবী। আগের মতো এখনও তা তেমনি নির্মম। শুধুমাত্র এই নির্মম পৃথিবীটাই তাকে শাসন করে। এর ওই কাঁটাতারের বেষ্টনীর বাইরে যা কিছু আছে, তার কোনো কিছুর সঙ্গেই ৫০৯-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

সেই মুহূর্তে বিমানবিধ্বংসী গুলিগোলা বন্ধ হলো। পলকের জন্যে ৫০৯-এর মনে হলো, এতোক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিলো—এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে। চমকে উঠে সে ঘুরে তাকালো।

স্বপ্ন নয়। ওই তো ওখানে শহরটা জ্বলছে। ওই তো ধোঁয়া আর ধ্বংসস্তূপ—এর সঙ্গে তার নিজের কিছুটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে! কোথায় কোথায় বোমা পড়েছিলো তা এখন সে আর আলাদা করে চিনতে পারলো না, দেখতে পেলো শুধু ধোঁয়া আর আগুন—অন্য সমস্ত কিছুই এখন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। শহর জ্বলছে—যে শহরকে মনে হয়েছিলো অপরি-

বর্তনীয়, যে শহরকে মনে হয়েছিলো এই বন্দী-শিবিরের মতোই পরিবর্তনহীন আর ধ্বংসাতীত—সেই শহর।

৫০৯ চলতে শুরু করলো। সহসা তার মনে হলো, তার পেছন দিকে প্রতিটা মিনার থেকে শিবিরের সবকটা মেশিনগান তার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চকিতে সে এক ঝলক পেছনে তাকিয়ে নিলো। কিছুই হয়নি। মিনারগুলি আগের মতোই জনহীন। সড়কগুলোতেও কাউকে দেখা গেলো না। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না, এক উন্মাদ আতঙ্ক যেন আচমকা তার টুঁটি চেপে ধরে এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগিয়ে দিলো। সে মরতে চায়নি! এখনও চায় না! আর কোনোদিনও চাইবে না! তাড়াতাড়ি পোশাকগুলোকে আঁকড়ে ধরে ৫০৯ গুঁড়ি মেরে পেছোতে থাকে। হঠাৎ লেবেনথালের কোটটা তার পায়ে জড়িয়ে যায়। একটা অস্ফুট কাতরোক্তি আর অভিশম্পাত উচ্চারণ করে কোটটাকে সে হাঁটুর তলা থেকে টেনে নেয়। তারপর প্রচণ্ড উত্তেজিত আর বিভ্রান্ত অবস্থায় বুকে হেঁটে দ্রুতগতিতে এগুতে থাকে ছাউনিগুলোর দিকে—যেন শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুর কাছ থেকেও ছুটে পালাচ্ছে সে।

২

বাইশ নম্বর ছাউনির দুটো শাখা, প্রতি শাখার নেতা দুজন করে রুম সিনিয়ার। দ্বিতীয় শাখার দ্বিতীয় অংশে বাস করে প্রবীণরা। ছাউনির মধ্যে ওই অংশটাই সব চাইতে সঙ্কীর্ণ আর স্যাঁতসেঁতে, কিন্তু তা নিয়ে আবাসিকদের তেমন কোনো মাথা-ব্যথা নেই। তারা যে একসঙ্গে থাকতে পেরেছে, এটাই তাদের কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এতে প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে একটু বেশি করে প্রতিরোধ-শক্তি খুঁজে পায়। মৃত্যু এখানে টাইফাসের মতোই সংক্রামক। একা হলে মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেঙে পড়ে, কিন্তু কয়েকজন একত্র হলে একটু ভালোভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। তখন কেউ ভেঙে পড়তে চাইলেও বন্ধুরা তাকে শক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করে। বেশি খেতে পায় বলেই ছোটো শিবিরের প্রবীণরা বেশি দিন বেঁচে থাকে—তা নয়। প্রতিরোধের শেষ খুদ-কুঁড়োটুকু মরিয়া হয়ে সঞ্চয় করে রাখে বলেই তারা বেঁচে থাকে।

প্রবীণদের অংশে এখন একশো চৌত্রিশটি কঙ্কাল বাস করে। জায়গা মোটে চল্লিশজনের। ওপর থেকে নিচে চার সারি কাঠের পাটাতনে শোবার ব্যবস্থা। তক্তাগুলো হয় ফাঁকা আর নয়তো তাতে পুরনো পচা খড় বেছানো। নোংরা

কম্বল আছে মাত্র গুটি কয়েক। মালিক মারা গেলে প্রতিবার তার স্বত্ব নিয়ে তিক্ত টানাটানি চলে। প্রতিটা তক্তায় অন্তত তিন-চারজন করে শোয়। কঙ্কালদের পক্ষেও এতে ঘেঁষাঘেঁষি হয়—কারণ শরীর শুকোলেও কাঁধ আর পাছার হাড় শুকোয় না। কৌটো বোঝাই সার্ডিন মাছের মতো গাদাগাদি করে পাশ ফিরে শুলে একটু বেশি জায়গা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায়ই রাত্রিবেলা কারুর না কারুর ঘুমের মধ্যে মাটিতে পড়ে যাবার শব্দ শোনা যায়। অনেকেই গুটিসুটি হয়ে বসে বসে ঘুমোয়। সন্ধ্যাবেলায় যার শয্যাসঙ্গী মারা যায়, সে খানিকটা ভাগ্যবান। কারণ লাশটা তখনই বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নতুন আবাসিক না আসা পর্যন্ত, অন্তত একটা রাত, সে বেচারা একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারে।

দরজার বাঁ দিকের কোণটাতে প্রবীণরা নিজেদের জায়গা ঠিক করে নিয়েছে। এখনও তারা বারোজন বেঁচে আছে। দু মাস আগে সংখ্যাটা ছিলো চুয়াল্লিশ। দুরন্ত শীত অন্যদের শেষ করে দিয়েছে। তারা প্রত্যেকেই জানে, তারা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। খাদ্যের বরাদ্দ নিয়মিত কমে আসছে। মাঝে মধ্যে দু-একদিন কিছুই জোটে না, তখন বাইরে স্তূপীকৃত লাশ জমে ওঠে।

বারোজনের মধ্যে একজন পাগল। তার ধারণা, সে জার্মান জাতীয় একটা মেষ-পাহারাদার কুকুর। মানুষটার দুটো কানের একটাও নেই। এস. এস. কুকুরদের শিক্ষিত করে তোলার কাজে তাকে ব্যবহার করায়, বেচারার দুটো কানই ছেঁড়া গেছে। সব চাইতে অল্পবয়সী প্রবীণটি চেকোস্লোভাকিয়ার একটি বালক—নাম কারেল। ওর বাব-মা দুজনেই মারা গেছেন। ওরা ওয়েস্টলেজ গ্রামে এক ধর্মভীরু কৃষকের আলুক্ষেতে কাজ করতো। কারেলের পোশাকে রাজনৈতিক বন্দীদের লাল প্রতীকচিহ্ন, তার বয়েস এগারো।

সব চাইতে বয়স্ক প্রবীণ, বাহাত্তর বছর বয়সী এক ইহুদি, তার দাড়ি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দাড়ি রাখা তার ধর্মের অঙ্গ। এস. এস.রা দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে—কিন্তু তবু সে দাড়ি রাখে, দাড়ি বড়ো করার চেষ্টা চালায়। প্রতিবারই এই কারণে শ্রমশিবিরে সে চাবুক খেয়েছে। ছোটো শিবিরে এসে তার ভালোই হয়েছে। এস.এস.-এর লোক এখানে নিয়ম-কানুনের দিকে ততোটা নজর রাখে না, তল্লাশিও করে কম। উকুন, আমাশয়, টাইফয়েড আর ক্ষয়রোগের প্রতি তাদের ভীষণ ভয়। জুলিয়াস সিলবার বুড়োকে আহাসফের বলে ডাকতো—কারণ সে প্রায় গোটা বারো ডাচ, পোলিশ, অস্ট্রিয়ান আর জার্মান বন্দী শিবিরে থেকেও মরেনি। ইতিমধ্যে সিলবার টাইফয়েডে মরে গিয়ে কম্যানডান্ট

নয়বায়োরের বাগানে প্রিমরোজের গাছ হয়ে ফুটে উঠেছে। কম্যানডাণ্ট দাহন-চুল্লি থেকে বিনি পয়সায় লাশ-পোড়া ছাই পেয়ে থাকেন। ওই ছাইগুলো থলেতে পুরে কৃত্রিম সার হিসেবে বিক্রি হয়। ওতে যথেষ্ট পরিমাণে ফসফরাস আর ক্যালসিয়াম থাকে। এখন সিলবার নেই, কিন্তু তার দেওয়া আহাসফের নামটা রয়েই গেছে। ছোটো শিবিরে এসে বৃদ্ধের মুখটা শুকিয়েছে, কিন্তু তার দাড়িগুলো বড়ো হয়ে বলিষ্ঠ চেহারার উকুনদের পুরুষানুক্রমিক ঘরবাড়ি আর জঙ্গল হয়ে উঠেছে।

ছাউনির এই অংশের রুম সিনিয়ার, প্রাক্তন চিকিৎসক ডক্টর এফ্রাইম ব্যার্গার। ছাউনিটাকে নিবিড় করে ঘিরে থাকা মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার কাজে সে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। শীতের দিনে পিছল বরফে আছাড় খেয়ে কঙ্কালদের হাড়-পাঁজর ভাঙলে, সে ভাঙা হাড় জোড়া লাগিয়ে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বাঁচিয়ে তোলে। ছোটো শিবির থেকে কাউকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় না। যারা কাজ করতে পারে এবং যারা গণমান্য ব্যক্তি, হাসপাতাল শুধু তাদের জন্যে। বড়ো শিবিরে বরফও তুলনায় কম বিপজ্জনক। নিতান্ত দুর্দিনে সেখানকার পথে দাহন-চুল্লির ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়—বন্দীদের কথা ভেবে নয়, লোকবল অক্ষুণ্ণ রাখতে। শ্রমিক যোগানোর কেন্দ্র হিসেবে কাজে লাগাবার পর থেকেই বন্দী-শিবিরগুলোর ওপরে আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে বন্দীরা অবিশ্যি খেটে খেটে দ্রুত মারা যাচ্ছিলো। কিন্তু সে ক্ষতিতে কিছু এসে যায়নি, কারণ প্রতিদিনই যথেষ্ট পরিমাণে নতুন নতুন মানুষ গ্রেপ্তার হচ্ছিলো।

সামান্য যে কজন বন্দীকে ছোটো শিবির থেকে বেরুবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো, ব্যার্গার তাদের মধ্যে একজন। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তাকে দাহন-চুল্লির শবাগারে কাজ করতে হচ্ছে। সাধারণত রুম সিনিয়ারদের কোনো কাজ করতে হয় না। কিন্তু শিবিরে ডাক্তার বাড়ন্ত হয়ে ওঠায় তার ডাক পড়েছে। এতে সুবিধে হয়েছে তাদের ছাউনিরই। হাসপাতালের 'কাপো' অনেক দিন আগে থেকেই ব্যার্গারকে চিনতো। তার সাহায্যে ব্যার্গার মাঝে মধ্যে কঙ্কালদের জন্যে কিছু কিছু লাইজল, তুলো, অ্যাসপিরিন বা ওই জাতীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসে। নিজের শোবার খড়ের নিচে সে এক শিশি আয়োডিনও লুকিয়ে রেখেছে।

কিন্তু প্রবীণদের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটির নাম, লিও লেবেনথাল। শ্রম শিবিরের কালোবাজারের সঙ্গে—এবং গুজব আছে বাইরের সঙ্গেও—তার

গোপন যোগাযোগ আছে। এটা সে কিভাবে সম্ভব করলো তা কেউই সঠিক ভাবে জানে না। শুধু জানা গেছে, শহরের বাইরে হ্ব ব্যাট নামে এক সংস্থার দুটো বেশ্যা এ ব্যাপারে জড়িত। এমন কি এস. এস. বাহিনীর এক ব্যক্তিও নাকি এর মধ্যে আছে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, আসলে এ ব্যাপারে কেউই কিছু জানে না। এবং লেবেনথালও কাউকে কিছু বলে না।

সমস্ত কিছু নিয়েই ব্যবসা করে লেবেনথাল। তার মাধ্যমে সিগারেটের শেষাংশ, একটা গাজর, মাঝে-মধ্যে দু-একটা আলু, রসুইখানার ঝড়তি-পড়তি জিনিস, এক টুকরো হাড়, এমন কি কখনও-সখনও দু-এক টুকরো রুটিও পাওয়া যায়। সে কাউকে ঠকায় না, কখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজের আখের গোছাবার কথা ভাবে না। ব্যবসার বস্তু নয়, ব্যবসাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

৫০৯ বুকে হেঁটে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। পেছন থেকে সূর্যরশ্মি আড়াআড়িভাবে তার কানের ওপরে এসে পড়ছিলো। মুহূর্তের জন্যে কালো মাথাটার দুধারে হলুদের আভা লাগা কান দুটোকে মনে হলো যেন মোম দিয়ে গড়া। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বললো, 'ওরা শহরে বোমা ফেলেছে।'

কেউ কোনো জবাব দিলো না। ৫০৯ তখনও কিছু দেখতে পায়নি। বাইরের আলোর পরে ছাউনির ভেতরটা বড্ড অন্ধকার। চোখ দুটো একবার বন্ধ করে ফের তাকালো সে। তারপর ফের বললো, 'ওরা শহরে বোমা ফেলেছে। তোমরা শব্দ শোনোনি?'

এবারেও কেউ কোনো জবাব দিলো না। এতোক্ষণে ৫০৯ দেখতে পেলো, আহাসফের দরজার কাছে বসে কুকুর-মানুষটার মাথায় চাপড় মারছে। কুকুর গর্জন করে উঠলো, সে ভয় পেয়েছে। তার আতঙ্কিত মুখে জট-বাঁধা চুলগুলো এলিয়ে রয়েছে, আর তার ফাঁক দিয়ে জলজল করছে ভয়ার্ত দুটো চোখ।

'বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি,' আহাসফের বিড়বিড় করে বললো, 'তা ছাড়া আর কিছু নয়! চুপ কর উলফ, চুপ!'

৫০৯ গুঁড়ি মেরে আরও খানিকটা ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলো। সে বুঝতে পারছিলো না, সবাই কেন এতো উদাসীন। 'ব্যার্গার কোথায়?' জিগেস করলো সে।

'এখনও চুল্লির কাজ থেকে ফেরেনি।'

কোট আর জ্যাকেটটা সে মেঝেতে নামিয়ে রাখলো, 'তোমরা কেউ বাইরে যাবে না?'

৫০৯ ওয়েস্টহফ আর বুশেরের দিকে তাকালো। ওরা কোনো জবাব দিলো না। শেষ অব্দি আহাসফের বললো, 'তুমি তো জানো, সাবধানী সংকেত চলার সময় বাইরে যাওয়া বারণ।'

'সংকেত শেষ হয়ে গেছে।'

'এখনও শেষ হয়নি।'

'হয়েছে। উড়োজাহাজগুলো চলে গেছে। ওরা শহরে বোমা ফেলেছে।'

'ওকথা তো তুমি কতোবারই বলেছো!' অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন গর্জন করে ওঠে।

আহাসফের চোখ তুলে তাকায়, 'হয়তো এর শাস্তি হিসেবে ওরা আমাদের কয়েকজনকে গুলি করবে।'

'গুলি!' ওয়েস্টহফ খুকখুক করে কাশে, 'এখানে ওরা আবার গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো কবে থেকে?'

মেষ-পাহারাদার কুকুর ফের ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। আহাসফের শক্ত হাতে তাকে সামলে রেখে বলে, 'হল্যাণ্ডে বিমান আক্রমণের পরে ওরা দশ থেকে বিশজন রাজনৈতিক বন্দীকে গুলি করে মারতো। ওরা বলতো, এতে বন্দীদের মনে কোনো ভুল ধারণা জন্মাতে পারবে না।'

'এটা হল্যাণ্ড নয়।'

'জানি। আমি শুধু বললাম যে হল্যাণ্ডে ওরা বন্দীদের গুলি করে মারতো।'

'গুলি!' ওয়েস্টহফের কণ্ঠস্বর ঘৃণায় ভরে ওঠে, 'তুমি কি সৈনিক, যে তুমি গুলি খেয়ে মরার দাবী রাখবে? এখানে ওরা বন্দীদের ফাঁসিতে লটকে দেয়, পিটিয়ে পিটিয়ে মারে।'

'হয়তো মুখ বদলাবার জন্যে গুলিও করতে পারে।'

'তোদের পোড়ামুখগুলো এবারে বন্ধ কর্,' অন্ধকারের লোকটা ফের চিৎকার করে বলে।

বুশেরের সামনে উবু হয়ে বসে ৫০৯ চোখ বুজে থাকে। এখনও সে দেখতে পায় জ্বলন্ত শহরের ধোঁয়া, অনুভব করে বিস্ফোরণের সেই প্রবল গর্জন।

'তোমার কি মনে হয়, আজ রাতে আমরা খাবারদাবার কিছু পাবো?' আহাসফের প্রশ্ন করে।

'চুলোয় যাও তোমরা!' অন্ধকারের ভেতর থেকে কণ্ঠস্বরটা জবাব দেয়, 'প্রথমে চাইলে গুলি, এখন চাইছো খাবার। আর কি চাই তোমাদের?'

'একজন ইহুদিকে মনে মনে আশা রাখতেই হয়।

'আশা!' ওয়েস্টহফের কণ্ঠস্বরে অবজ্ঞার হাসি ফুটে ওঠে।

'তা ছাড়া আর কি?' আহাসফের শান্ত সুরে জবাব দেয়।

ওয়েস্টহফ ঢোক গিলে আচমকা ফোঁপাতে শুরু করে। আজ কদিন ধরেই সে কেমন যেন পাগলাটে হয়ে রয়েছে।

৫০৯ চোখ মেলে তাকায়, 'বোমা বর্ষণের মূল্য হিসেবে আজ রাতে ওরা হয়তো আমাদের কিছু খেতে দেবে না।'

'জাহান্নামে যাও তোমরা আর তোমাদের বোমাবর্ষণ!' অন্ধকার থেকে কণ্ঠস্বরটা চিৎকার করে ওঠে, 'ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা একটু চুপ করো!'

'কারুর কাছে খাবারদাবার কিছু আছে?' আহাসফের প্রশ্ন করে।

'হায় ভগবান!' এই নতুন নির্বুদ্ধিতায় কণ্ঠস্বরটার যেন প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে আসে।

আহাসফের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে থাকে, 'থেরেজিয়েনস্টাটে একজনের কাছে এক টুকরো চকলেট ছিলো। ওখানে গিয়ে চকলেটটাকে সে লুকিয়ে রেখে ভুলে যায়। চকলেটের মোড়কে হিন্ডেনবুর্গের একটা ছবিও ছিলো।'

'আর কি ছিলো?' পেছন দিক থেকে কণ্ঠস্বরটা চিৎকার করে ওঠে, 'একটা পাসপোর্ট?'

'না, কিন্তু দুটো দিন আমরা ওই চকলেট খেয়েই বেঁচে ছিলাম।'

'কে চ্যাঁচাচ্ছে বলো তো?' ৫০৯ বুশেরকে জিগেস করে।

'গতকাল যারা এলো, তাদের মধ্যেই একজন। নয়া আদমি। শীগগিরি চুপ করে যাবে।'

হঠাৎ আহাসফের উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, 'শেষ হয়ে গেছে—'

'কি?'

'বাইরে বিপদ কেটে যাবার সংকেত বাজছে। শেষ সংকেত।'

আচমকা চতুর্দিক ভীষণ নিস্তব্ধ-নিঝুম হয়ে ওঠে। তারপর পায়ের শব্দ শোনা যায়। বুশের ফিসফিসিয়ে বলে, 'কুকুরটাকে লুকোও।'

আহাসফের পাগল-মানুষটাকে দুটো পাটাতনের মধ্যে ঠেলে দেয়, 'শুয়ে পড়! চুপ করে শুয়ে থাক!' পাগলটাকে সে হুকুম তালিম করতে শিখিয়েছে। এস. এস.রা ওকে দেখতে পেলেই পাগল বলে ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলবে।

বুশের দরজার কাছ থেকে ফিরে আসে, 'ব্যার্গার আসছে।'

ডাক্তার এফ্রাইম ব্যার্গার ছোটখাটো চেহারার মানুষ। কাঁধ দুটো ঢালু। মাথাটা ডিমের মতো, তাতে একগাছিও চুল নেই। চোখ দুটো ফুলোফুলো আর ছলছলে।

'শহর জ্বলছে,' ভেতরে ঢুকে সে জানায়।

৫০৯ উঠে বসে, 'ওখানে এ ব্যাপারে ওরা কি বলছে ?'

'জানি না।'

'কেন ? তুমি নিশ্চয়ই কিছু শুনেছো ?'

'না,' ব্যার্গার ক্লান্ত স্বরে জবাব দেয়। 'সংকেত বেজে উঠতেই ওরা লাশ পোড়ানো বন্ধ রাখতে হুকুম দেয়।'

'কেন ?'

'আমি তা কি করে জানবো ? হুকুম—ব্যাস।'

'আর এস. এস.রা ? তাদের কাউকে দেখেছো ?'

'না।'

সারি সারি শোবার পাটাতনের মাঝখান দিয়ে ব্যার্গার ভেতরের দিকে হেঁটে যায়। তার সঙ্গে কথা বলবে বলে ৫০৯ এতোক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলো, অথচ এখন তাকে অন্যদের মতোই উদাসীন বলে মনে হচ্ছে। ৫০৯ এর কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। বুশেরকে সে জিগেস করে, 'তুমি বাইরে যেতে চাও ?'

'না।'

পঁচিশ বছর বয়সী বুশের আজ সাত বছর ধরে শিবিরে রয়েছে। ওর বাবা একটা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং সেটাই তাঁর ছেলেকে আটক করার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। ৫০৯ ভাবে, বুশের কোনোদিন এখান থেকে বেরুতে পারলে আরও চল্লিশটা বছর বেঁচে থাকতে পারবে। চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর। অথচ আমার বয়েস এখনই পঞ্চাশ। আমি হয়তো আর দশ, বড়োজোর বিশটা বছর টিঁকে থাকবো। পকেট থেকে এক টুকরো কাঠ বের করে ৫০৯ সেটাকে চুষতে শুরু করলো। হঠাৎ আমি এ সমস্ত কথা চিন্তা করছি কেন ? ভাবলো সে।

ব্যার্গার ফিরে এলো, '৫০৯, লোমান তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

ছাউনির একেবারে শেষের দিকে, একটা নিচের পাটাতনে শুয়েছিলো লোমান। পাটাতনটাতে খড় বেছানো নেই। ওর ইচ্ছেমতোই এই বন্দোবস্ত করা হয়েছে। লোমান প্রচণ্ড আমাশয়ে ভুগছে, এখন আর পাটাতন থেকে উঠতেও পারে না। ওর ধারণা, এতে তবু কিছু পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে

কিন্তু আসলে তা নয়। তবে ওরা সকলেই এখন এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। লোমানের পক্ষে রোগটা এখন এক নির্মম অত্যাচারের সামিল। এখন সে মৃত্যুপথযাত্রী, প্রতিটা আন্ত্রিক বিক্ষোভের সময়েই সে প্রত্যেকের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে। তার মুখটা এমন পাণ্ডুর যে সহজেই তাকে একজন রক্তশূন্য নিগ্রো বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সে একটা হাত নাড়াতেই ৫০৯ তার কাছে ঝুঁকে দাঁড়ালো। লোমানের অক্ষিগোলক দুটোকে হলদেটে দেখালো।

'দেখতে পাচ্ছো?' ফিসফিসিয়ে উঠে লোমান বড়ো করে মুখ হাঁ করলো।

'কি?' লোমানের নীল মাড়ির দিকে তাকিয়ে ৫০৯ প্রশ্ন করলো।

'পেছন দিকে, ডান ধারে···একটা সোনা বাঁধানো দাঁত আছে।'

ছোট্ট জানলাটার দিকে মাথা ঘোরালো ৫০৯। জানলার ওপাশেই সূর্য, তাই ছাউনির এই অংশটাতে এখন একটু হালকা গোলাপি আলোর ছটা।

'হ্যাঁ, দেখেছি।' বললো ৫০৯, যদিও দাঁতটা সে দেখতে পায়নি।

'ওটাকে বের করে নাও।'

'অ্যাঁ?'

'বের করে নাও ওটাকে,' অধীর কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলে লোমান।

৫০৯ ব্যার্গারের দিকে এক ঝলক তাকায়। ব্যার্গার মাথা নাড়ে। ৫০৯ বলে, 'কিন্তু ওটা শক্ত করে লাগানো।'

'তাহলে দাঁতটাকে টেনে তোলো। খুব একটা শক্ত নয় দাঁতটা। ব্যার্গার এসব পারে। চুল্লির শবাগারেও ও এসব করে। তোমরা দুজনে সহজেই কাজটা করে ফেলতে পারবে।'

'কেন তুমি এ কাজ করতে বলছো?'

লোমানের চোখের পাতা দুটো আস্তে আস্তে ওপর-নিচ করে। দেখে মনে হয় যেন কাছিমের চোখ। একটাও অক্ষিপক্ষ্ম নেই।

'কেন জানো? সোনাটার জন্যে। ওটা দিয়ে তোমরা খাবার কিনবে। লেবেনথাল ওটার বিনিময়ে খাবার আনতে পারবে।'

৫০৯ কোনো জবাব দেয় না। দাঁতের সোনা দিয়ে ব্যবসা করতে যাওয়া বিপজ্জনক। শিবিরে কেউ এলেই নিয়ম-অনুসারে দাঁতের-সোনা তালিকাভুক্ত করে রাখা হয় এবং পরে চুল্লির শবাগারে সোনাটা বের করে নেওয়া হয়। তালিকাভুক্ত দাঁতের-সোনা যথাসময়ে পাওয়া না গেলে, এস. এস.রা পুরো ছাউনিকেই এজন্যে দায়ী করে। যতোক্ষণ সোনাটা ফেরত দেওয়া না হয়,

ততোক্ষণ ছাউনির আবাসিকরা খাবার-দাবার পায় না এবং শেষঅব্দি যার কাছ থেকে সেটা পাওয়া যায়, তাকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়।

'তোলো দাঁতটা,' লোমান হাঁফাতে থাকে। 'সহজ কাজ, খুবই সহজ! একটা সাঁড়াশি! এমন কি এক টুকরো তার হলেও যথেষ্ট।'

'আমাদের কাছে কোনো সাঁড়াশি-টাঁড়াশি নেই।'

'তাহলে এক টুকরো তার! তারটাকে বাঁকিয়ে নিলেই চলবে।'

'তা-ও নেই।'

লোমানের চোখ দুটো বোজা। সে অবসন্ন হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁট দুটো নড়ে, কিন্তু কোনো শব্দ ফুটে বেরোয় না। শরীরটা নিস্পন্দ, একেবারে টানটান। শুধু শুকনো কালো ঠোঁট দুটো তখনও কুঁকড়ে রয়েছে—ওটা যেন জীবনের একটা অতি ক্ষুদ্র কেন্দ্রবিন্দু, যার ভেতর দিয়ে নীরবতা ইতিমধ্যেই সীসের স্রোতের মতো ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে।

৫০৯ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যার্গারের দিকে অপাঙ্গে তাকায়। ওপরের সারির পাটাতনগুলো মাঝখানে থাকায় লোমান ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

'কেমন আছে ও?'

'অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর কিছুই করার নেই।'

৫০৯ ঘাড় নাড়ে। এ ধরনের ঘটনা প্রায়শই এতো ঘটে যে সেজন্যে এখন সে আর তেমন করে লোমানের জন্যে দুঃখ অনুভব করে না। ওপরের পাটাতনে শুকনো বানরের মতো গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা পাঁচটা মানুষের ওপরে তির্যক ভঙ্গিতে সূর্যের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে। বগল চুলকোতে চুলকোতে আর হাই তুলতে তুলতে ওদের মধ্যে একজন জিগেস করে, 'ও কি শীগগিরি পটল তুলছে?'

'কেন?'

'তাহলে আমরা ওর পাটাতনটা পাবো—কাইজার আর আমি।'

'তা পাবে বইকি, নিশ্চয়ই পাবে।'

ঘরের আলোর টুকরোটার দিকে এক পলক তাকিয়ে থাকে ৫০৯। ওই আলোটুকুকে কিছুতেই এই দুর্গন্ধময় ঘরের অংশ বলে মনে করা যায় না। যে লোকটা প্রশ্ন করেছিলো, ওই আলোয় তার দেহের চামড়াটাকে চিতাবাঘের চামড়ার মতো দেখায়—সর্বাঙ্গে কালো কালো ছোপ। লোকটা পচা খড় খেতে শুরু করে। খানিকটা দূরে একটা পাটাতনের ওপরে দুটো লোক ক্ষীণ কণ্ঠে উঁচু স্বরে ঝগড়া করছে। দুর্বল হাতে চড়ের আওয়াজও শোনা যায়।

৫০৯ নিজের পায়ে সামান্য আকর্ষণ অনুভব করে। লোমান তার পাতলুন ধরে টানছে। ফের নিচু হয় সে।

'দাঁতটা টেনে তোলো,' লোমান ফিসফিসিয়ে বলে।

৫০৯ পাটাতনের ধার ঘেঁষে বসে, 'ওটা দিয়ে আমরা কিছু যোগাড় করতে পারবো না। কাজটা বিপজ্জনক। কেউই ওটা নেবার ঝুঁকি নেবে না।'

লোমানের মুখটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, 'ওটা কিছুতেই ওদের হাতে দেওয়া চলবে না। কিছুতেই না। ওটার জন্যে আমি পঁয়তাল্লিশ মার্ক খরচ করেছিলুম। উনিশশো উনত্রিশ সালে। ওটাকে টেনে তোলা!'

হঠাৎ লোমানের শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে ওঠে। লোমান গোঙাতে থাকে। শুধু তার চোখের চারদিকে চামড়াটা কুঁচকে ওঠে, আর ঠোঁট দুটো—তাছাড়া শরীরের অন্য কোনো পেশীতেই যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে না। খানিকক্ষণ বাদে ফের সে টানটান হয়ে শোয়। বুকের ভেতরে বন্ধ হয়ে থাকা বাতাসের সঙ্গে একটা করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। ব্যার্গার তাকে বলে, 'এই নিয়ে চিন্তা কোরো না। এখনও আমাদের কাছে খানিকটা জল আছে—ধুয়ে সাফ করে দেবো। ওতে কিচ্ছু ক্ষতি হয়নি।'

লোমান কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে থাকে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমি মরে গেলে ওরা যখন আমার দেহটাকে নিয়ে যাবে···কথা দাও, তার আগেই তোমরা আমার দাঁতটাকে তুলে নেবে! তখন কাজটা তোমাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে।'

'বেশ, তাই হবে।' ৫০৯ জিগেস করে, 'তুমি যখন এখানে এসে পৌছুলে, তখন ওটা কি নথিপত্রে লিখে নেওয়া হয়নি?'

'না। তোমরা আমাকে কথা দাও। ঠিক করে বলো।'

'ঠিক বলছি।'

লোমানের চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। শান্ত হয়ে সে বলে, 'বাইরে—এইমাত্র বাইরে কিসের শব্দ হচ্ছিলো?'

'বোমার শব্দ,' ব্যার্গার জবাব দেয়। 'শহরে বোমা পড়েছে। এই প্রথম। অ্যামেরিকার উড়োজাহাজ।'

'ওহ্,—'

'হ্যাঁ,' ব্যার্গার নিচু ও কঠিন স্বরে বলে, 'দিন এগিয়ে আসছে! তুমি প্রতিশোধ নেবে, লোমান!'

৫০৯ চকিতে ফিরে তাকায়। ব্যার্গার তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে

ব্যার্গারের মুখটা দেখতে পায় না, শুধু হাত দুটো দেখতে পায়। হাত দুটো অনবরত মুঠি খুলছে আর বন্ধ করছে—যেন অদৃশ্য কারুর টুঁটি টিপে ধরছে··· ছেড়ে দিচ্ছে, আবার চেপে ধরছে।

লোমান নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। ফের সে চোখ দুটো বুজে ফেলেছে নিঃশ্বাস প্রায় নিচ্ছেই না। ৫০৯ বুঝতে পারছে না, তখনও সে ব্যার্গারের কথাটার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছে কি না। উঠে দাঁড়ালো সে।

'মরে গেছে ?' ওপরের পাটাতন থেকে লোকটা জিগেস করলো। এখনও সে গা চুলকোচ্ছে। অন্য চারজন তার আশেপাশে উবু হয়ে বসে রয়েছে স্বয়ংচল যন্ত্রের মতো। প্রত্যেকেরই চোখে শূন্য দৃষ্টি।

'না।' ৫০৯ ব্যার্গারের দিকে তাকায়, 'তুমি ওকে ওই কথাটা বললে কেন ?'

'কেন বললাম ?' ব্যার্গারের মুখটা কুঁচকে ওঠে, 'কারণ! তুমি কি তা বুঝতে পারছো না ?'

ব্যার্গারের ডিমের মতো মাথাটাকে ঘিরে হালকা গোলাপি আলোর মেঘ। মহামারীর ভারি বাতাসে দেখে মনে হয় যেন তার দেহ থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে। চোখ দুটো জলজলে। জলে ভরা। কিন্তু সর্বদাই লাল হয়ে ফুলে থাকে বলে অধিকাংশ সময়েই তার চোখ দুটো অমন দেখায়। ৫০৯ অনুমান করে নিতে পারে, ব্যার্গার কেন ওই কথাটা বলেছে। কিন্তু একটা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ তা জেনে আর কতোটুকু শান্তি পাবে ? এতে তার পক্ষে পরিস্থিতিটা আরও কঠিন হয়েও উঠতে পারে। ৫০৯ লক্ষ্য করলো, একটা মাছি একটা যন্ত্র-মানুষের স্লেট-রঙা চোখে গিয়ে বসলো। মানুষটা তবু চোখের পাতা ফেললো না। কে জানে—হয়তো এতে শান্তি মেলে, ভাবলো সে। হয়তো একটা মৃত্যুমুখী মানুষের কাছে এটাই একমাত্র শান্তি!

ব্যার্গার মুখ ঘুরিয়ে সরু বারান্দাটা ধরে ফিরে যেতে লাগলো। মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলোকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। দেখে মনে হয় যেন একটা অতিকায় ম্যারাবু-পাখি জলাভূমির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ৫০৯ ওকে অনুসরণ করলো। তারপর বারান্দাটা পেরিয়ে এসেই ফিসফিসিয়ে ডাকলো, 'ব্যার্গার!'

ব্যার্গার নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়ালো। আচমকা ৫০৯ যেন বেদম হয়ে উঠলো।

'কথাটা কি তুমি বিশ্বাস করো ?'

'কোন্ কথা ?'

৫০৯ স্থির করে উঠতে পারছিলো না, কথাটা সে পুনরাবৃত্তি করবে কি না।

যেন ফের বললে, কথাটা আর সত্যি হয়ে ফলবে না। তাই বললো, 'লোমানকে তুমি যা বললে ?'

ব্যার্গার তার দিকে তাকালো, 'না।'

'না ?'

'না। আমি তা বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু—' ৫০৯ সব চাইতে কাছের বিভাজক দেয়ালটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো, 'তাহলে কথাটা তুমি বললে কেন ?'

'লোমানের কথা ভেবে বলেছি, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। কেউই প্রতিশোধ নিতে পারবে না…কেউ না—কেউ না—কেউ না !'

'আর শহরটা ? শত হলেও, শহরটা তো জ্বলছে !'

'শহরটা জ্বলছে। এর আগেও অনেক শহর জ্বলেছে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই, কোনো লাভ নেই…'

'আছে ! নিশ্চয়ই…'

'নেই, কিচ্ছু নেই,' ব্যার্গার ফিসফিসিয়ে বলে। তার পাণ্ডুর মুখটা এধার থেকে ওধারে দোলে, লাল চোখ দুটো থেকে জল নেমে আসে। 'ছোট্ট একটা শহর জ্বলছে। কিন্তু তাতে আমাদের কি এমন এসে যায় ? কিচ্ছু না। ওতে কিছুই বদলাবে না। কিচ্ছু না !'

৫০৯ গুড়ি মেরে দেয়ালের কাছে নিজের জায়গাটাতে ফিরে যায়। তার মাথার ওপরে ছাউনির সামান্য কটি জানলার মধ্যে একটা। জানলাটা সঙ্কীর্ণ, অনেক উঁচুতে। দিনের এই সময়ে ওখানে খানিকটা রোদ এসে পড়ে। তারপর আলোটা পাটাতনগুলোর তৃতীয় সারিতে গিয়ে পৌছোয়—সেখান থেকে ঘরের বাদবাকি অংশে চিরস্থায়ী অন্ধকার।

সূর্যটা এখন জানলার ডান দিকের দেয়ালে একটা বিচ্ছিন্ন বর্গক্ষেত্রের আদলে আলো ফেলেছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেয়ালের গায়ে লেখা কিছু অস্পষ্ট লিপি আর কিছু নাম। ওগুলো এখানকার প্রাক্তন আবাসিকদের লেখা। কাঠের গায়ে পেন্সিল দিয়ে অথবা তার কিংবা পেরেকের সাহায্যে আঁচড় কেটে লেখা হয়েছে ওগুলো। ৫০৯ জানে, এই মুহূর্তে আলোর বর্গক্ষেত্রটা দেয়ালের যে কোণটা থেকে অন্ধকারকে সরিয়ে দিচ্ছে সেখানে গাঢ় বেষ্টনী টানা একটা নাম লেখা রয়েছে—চেইম উলফ, ১৯৪১। চেইম উলফ যখন বুঝতে পেরেছিলো, তার মৃত্যু নিশ্চিত—সম্ভবত তখনই সে নিজের নামটা লিখে নামটার চারদিকে

রেখা টেনে দিয়েছিলো, যাতে তার পরিবারের অন্য কারুর নাম তার নামের সঙ্গে যোগ করা না যায়। এ যেন ভাগ্যের কাছে এক হতভাগ্য পিতার শেষ মিনতি—যে আশা করেছিলো হয়তো তার ছেলেরা বেঁচে যাবে। কিন্তু রেখাগুলোর ঠিক নিচেই, একেবারে কাছাকাছি আরও দুটো নাম—যেন তারা ওপরের নামটাকে জড়িয়ে রাখতে চাইছে। রুবেন উলফ আর মইশ উলফ। প্রথম নামটার লেখাগুলো এলোমেলো, স্কুলের ছেলের হাতের লেখা। দ্বিতীয়টা তির্যক, মসৃণ, ক্লান্ত আর শক্তিহীন। এদের নামের পরেই অন্য কেউ লিখে রেখেছে : 'প্রত্যেককেই গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।'

আলোর বর্গক্ষেত্রটা গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলে। চেইম, রুবেন আর মইশ উলফ আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তার বদলে মাত্র দুটি বর্ণ আলোর স্পর্শে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এফ. এম.। পেরেকের আঁচড়ে নামটা যে লিখেছে, নিজের সম্পর্কে তার হয়তো কোনো উচ্চ মনোভাব ছিলো না—এমন কি নিজের নামটা সম্পর্কেও হয়তো প্রায় নির্বিকারই ছিলো সে। তবু পৃথিবীতে কোনো একটা চিহ্ন না রেখে সে লুপ্ত হয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু তার পরেই পেন্সিলে লেখা একটা পুরো নাম : 'তেভজে লিবেশ ও তার পরিবার।' এবং তারপর আরও দ্রুত হাতে ইহুদি কাদ্দিশ প্রার্থনা মন্ত্রের প্রথমাংশ : 'ইস্ গাদাল…'

৫০৯ জানে আর সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলোটা আরও একটা অস্পষ্ট লিপিকে স্পষ্ট করে তুলবে : 'লী স্ত্যাগুকে…নিউ ইয়র্কে (রাস্তার নামটা এখন আর বোঝা যায় না) লিখে জানান, ফাখ (এবারে এক টুকরো পচা কাঠ) মারা গেছে। সে যেন লিওকে খুঁজে বের করে।' মনে হয় লিও পালাতে পেরেছিলো। কিন্তু দেয়ালে কথাগুলো বৃথাই লেখা হয়েছিলো। কারণ ছাউনির কোনো আবাসিকই নিউইয়র্কের লী স্ত্যাগুকে কথাগুলো জানাতে পারেনি, কারণ জীবিত অবস্থায় কেউই এখান থেকে বেরোয়নি।

৫০ অন্যমনস্কভাবে দেয়ালটার দিকে তাকায়। ওখানে রাশিয়ান, পোলিশ, ইদ্দিশ ভাষায় আরও বহু নাম লেখা আছে যেগুলো চিরদিন অদৃশ্য হয়েই থাকে—কারণ সূর্যের আলো কোনোদিনও তাদের স্পর্শ করে না। আর এখানে এমন মূর্খও কেউ নেই যে ওই নামগুলো পড়ার জন্যে বেহিসেবী হয়ে একটা মূল্যবান দেশলাই-কাঠি খরচ করে ফেলবে।

৫০৯ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এখন তার আর ওগুলো দেখতে ইচ্ছে করছে না। সহসা নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় তার—মনে হয় যেন অদ্ভুত ভাবে অন্য সবাই তার কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছে, কেউই পরস্পরকে বুঝতে পারছে

না। তবু খানিকটা অপেক্ষা করে থাকে সে। তারপর আর সহ্য করতে না পেরে হাতডাতে হাতডাতে দরজার কাছে গিয়ে ফের বুকে ভর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

এখন ৫০৯-এর শরীরে আবরণ বলতে শুধুমাত্র নিজের জীর্ণ পোশাকটা। বাইরে এসেই ভীষণ শীত করে তার। বাইরে এসে সে পায়ে ভর রেখে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ছাউনির দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নিচের শহরটার দিকে তাকায়।

এখন তার আর চার হাত-পায়ে শরীরের ভর রাখতে ইচ্ছে করে না, শুধু পায়ের ওপরে ভর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে—কেন তা সে নিজেই সঠিকভাবে জানে না। নজর মিনারগুলোতে পাহারাদাররা এখনও ফিরে আসেনি। আসলে এদিকটাতে তেমন কড়াকড়ি কোনোদিনই ছিলো না… যারা ঠিকমতো হাঁটতেই পারে না, তারা পালাবে কি করে!

ছাউনির ডান হাতের কোণে দাঁড়িয়েছিলো ৫০৯। এখান থেকে শুধু শহর নয়, এস. এস বাহিনীর আবাসগুলোও দেখতে পাচ্ছিলো সে। কাঁটাতারের বেষ্টনীর বাইরে একসারি গাছের পেছনে ওদের বাসস্থানগুলো। কয়েকজন এস. এস. বাড়িগুলোর সামনে ছোটাছুটি করছে। অন্যেরা কয়েকটা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে নিচের শহরটার দিকে। ধূসর রঙের একটা ঢাউস মোটর গাড়ি দ্রুত বেগে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এলো। এস. এস.দের বাড়িগুলোর একটু দূরে, কম্যানডান্টের বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়ালো গাড়িটা। নয়বায়োর আগেই বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন--উনি গাড়িতে উঠতেই গাড়িটা ফের সবেগে চলতে শুরু করলো। এ শিবিরে এতোদিন কাটিয়ে ৫০৯ এখন জানে, শহরে কম্যানডান্টের নিজস্ব একটা বাড়ি আছে—সেখানে তাঁর পরিবার পরিজন থাকে। ৫০৯-এর চোখ দুটো এতো নিবিষ্ট হয়ে গাড়িটাকে লক্ষ্য করছিলো যে সে দেখতেই পায়নি, ছাউনিগুলোর মাঝখানকার পথটা ধরে একটা লোক নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটা বাইশ নম্বর ছাউনির ব্লক সিনিয়ার হাণ্ডকে। লোকটার গাট্টাগোট্টা চেহারা, সর্বদা রবারের তলি লাগানো জুতো পরে নিঃশব্দে চলাফেরা করে। তার পোশাকে সাধারণ অপরাধীদের প্রতীকচিহ্ন —সবুজ ত্রিভুজ। শিবিরে মানুষ জবাই করাই তার কাজ। ৫০৯ তখনও লোকটার পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করতে পারতো—কারণ ভয় পাবার লক্ষণ সাধারণত হাণ্ডকের গর্বিত অহংকে তুষ্ট করে। কিন্তু ৫০৯ তা না করে দাঁড়িয়েই রইলো।

'তুই এখানে কি করছিস?'

'কিছু না।'

'কিছু না—হুঁমম্।' হাগুকে ৫০৯-এর পায়ের কাছে থুথু ফেললো, 'হতচ্ছাড়া ছারপোকা! স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, তাই না?' লোকটার বিশাল ভুরুগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠলো, 'কোনো লাভ নেই! তোরা কিছুতেই এখান থেকে বেরুতে পারবি না! রাজনীতি-করা কুত্তাগুলোকে ওরা সব চাইতে আগে চুল্লিতে পাঠাবে!'

লোকটা ফের একবার থুথু ফেলে চলে গেলো। ৫০৯ এতোক্ষণ দম বন্ধ করেছিলো। মুহূর্তের জন্যে তার মাথার মধ্যে একটা কালো পর্দা দুলে উঠলো। হাগুকে তাকে সহ্য করতে পারে না, আর সে-ও সাধারণত লোকটাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু এবারে সে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলো। শৌচাগারের আড়ালে লোকটা উধাও হয়ে যাওয়া অব্দি ৫০৯ তার দিকেই তাকিয়ে রইলো। লোকটার শাসানিতে সে ভয় পায়নি, শাসানি এ শিবিরের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ৫০৯ শুধু লোকটার কথাগুলোর মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করছিলো। হাগুকে নিশ্চয়ই কিছুর আঁচ পেয়েছে। হয়তো সে এস. এস.দের কিছু কথাবার্তা শুনে থাকবে।

৫০৯ ফের একবার শহরটার দিকে তাকায়। ধোঁয়াটা এখন ছাদগুলোর ঠিক ওপরে। নিচ থেকে দমকলের ঘন্টির মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে। রেল স্টেশনের দিক থেকে মাঝে-মধ্যে দুমদাম শব্দ শোনা যাচ্ছে, মনে হয় গুলি-বারুদ ফাটছে। কম্যানডাণ্টের গাড়িটা পাহাড়ী পথে এতো দ্রুত বাঁক নিলো যে খানিকটা পিছলে গেলো। দৃশ্যটা দেখে আচমকা ৫০৯-এর মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে। তারপর অভিব্যক্তিটা ভেঙেচুরে হাসি ফুটে ওঠে। ৫০৯ হাসে আর হাসে—নিঃশব্দে, পাগলের মতো হেলেদুলে হাসে। তার মনে পড়ে না শেষ কবে সে হেসেছিলো, কিছুতেই সে হাসি থামাতে পারে না। অথচ এ হাসিতে কোনো আনন্দ নেই! হাসতে হাসতে সন্তর্পণে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, আকাশের দিকে নিজের একখানা দুর্বল মুঠি তুলে ধরে সে। মুঠিটা শক্ত করে চেপে ধরে সে ক্রমাগত শুধু হাসে আর হাসে—হাসতেই থাকে, যতোক্ষণ পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড কাশির বেগ তাকে মাটিতে লুটিয়ে না ফেলে।

৩

মার্সিডিজ গাড়িটা দুরন্ত বেগে উপত্যকায় নেমে এলো। চালকের পাশের আসনেই ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার নয়বায়োর বসে আছেন। উনি ভারি চেহারার

মানুষ, বিয়ার খেয়ে খেয়ে মুখখানা কিঞ্চিৎ ফুলো ফুলো। চওড়া হাতে পরে থাকা সাদা দস্তানা জোড়া রোদে ঝলকাচ্ছিলো। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দস্তানা দুটো উনি হাত থেকে খুলে রাখলেন। সেলমা…ফ্রেয়া…বাড়ি—ভাবছিলেন উনি। ওঁর দূরভাষের ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি। 'চলো আলফ্রেদ,' উনি বললেন, 'জোরে চলো!'

শহরতলিতে পৌঁছে ওঁরা আগুনে-পোড়ার গন্ধ পেলেন। যেতে যেতে গন্ধটা ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠলো। নয়া বাজারের কাছে গিয়ে প্রথম বোমার আঘাতের চিহ্ন দেখা গেলো। ব্যাংকের বাড়িটা ভেঙেচুরে আগুন জ্বলছে। দমকল বাহিনী এসে আশেপাশের বাড়িগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আগুনের তুলনায় তাদের ছিটিয়ে দেওয়া জলের ধারা এতোই ক্ষীণ যে তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। পার্কে বোমার আঘাতে জেগে ওঠা গর্তটা থেকে প্রচণ্ড গন্ধক আর অ্যাসিডের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নয়বায়োরের পেটটা গুলিয়ে উঠলো। 'হাকেনস্ট্রাসে দিয়ে চলো, আলফ্রেদ।' উনি বললেন, 'এখান দিয়ে আমরা যেতে পারবো না।'

চালক গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিলো। শহরের দক্ষিণ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে এগুতে লাগলো গাড়িটা। এখানকার ছোট ছোট বাগানওলা বাড়িগুলো নিশ্চিন্তে রোদে গা এলিয়ে রয়েছে। বাতাসটাও নির্মল। কিন্তু নদী পেরোতেই ফের পোড়া গন্ধটা ফিরে এলো এবং ক্রমশ বাড়তে বাড়তে দেখা গেলো, ভারি কুয়াশার মতো তা সমস্ত পথঘাট ছেয়ে রেখেছে।

নয়বায়োর তাঁর গোঁফের চুল টানছিলেন। ফ্যরারের মতো ছোটো করে ছাঁটা গোঁফ। এক সময় উনি দ্বিতীয় উইলিয়ামের মতো গোঁফের প্রান্তভাগ দুটিকে ওপরের দিকে মুচড়ে তুলতেন। কিন্তু পাকস্থলীর খিঁচটা কিছুতেই কমছে না! সেলমা…ফ্রেয়া…সুন্দর বাড়িটা! সমস্ত পেট, বুক—সব কিছুই যেন পাকস্থলী হয়ে উঠেছে।

অবশেষে গাড়িটা মোড় ঘুরে লিবিগস্ট্রাসেতে ঢুকলো। নয়বায়োর বাইরের দিকে ঝুঁকে তাকালেন। ওই তো বাড়িটা! ওই তো সামনের বাগান! লনে পোড়ামাটির বামনমূর্তি আর লাল-চীনামাটির তৈরি ড্যাকশুনড কুকুরের মূর্তিটাও রয়েছে। সবই অক্ষত! সব কটা জানলাই অটুট! পাকস্থলীর খিঁচ ব্যথাটা সহজ হয়ে উঠলো। নয়বায়োর সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজা খুললেন। ভাগ্যবান, সত্যিই আমি দারুণ ভাগ্যবান—ভাবলেন উনি। হতেই হবে! এতো লোক থাকতে বেছে বেছে শুধু তাঁরই বা ক্ষতি হতে যাবে কেন?

হরিণের শিঙে তৈরি টুপি রাখার আলনায় টুপিটা ঝুলিয়ে নয়বায়োর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। 'সেলমা ! ফ্রেয়া ! তোমরা কোথায় ?'

কেউ কোনো জবাব দিলো না। এগিয়ে গিয়ে জানলাটা টেনে খুলে দিলেন নয়বায়োর। পেছনের বাগানে দুটো রাশিয়ান বন্দী কাজ করছিলো। চকিতে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই, ফের তারা সাগ্রহে মাটি কোপাতে লাগলো।

'এই ! এই বলশেভিকগুলো !'

একটা রাশিয়ান কাজ থামিয়ে তাকালো। 'আমার বাড়ির লোকজন কোথায় ?' সচিৎকারে জিগেস করলেন নয়বায়োর।

লোকটা রাশিয়ান ভাষায় কি একটা জবাব দিলো।

'তোর ওই শুয়োরের ভাষা থামা, হতচ্ছাড়া ! তুই তো জার্মান ভাষা বুঝিস ! নাকি আমি ওখানে গিয়ে তোকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো ?'

রাশিয়ানরা তাকিয়েই রইলো। নয়বায়োরের পেছন থেকে কে যেন বললো, 'আপনার স্ত্রী মাটির নিচের ঘরে আছেন।'

নয়বায়োর ঘুরে তাকালেন। তাঁর পেছনেই চাকরাণী মেয়েটা। 'মাটির নিচের ঘরে ? ও হ্যাঁ, তাই তো বটে। তা তুমি এতোক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

'আমি এই এক মিনিটের জন্যে একটু বাইরে গিয়েছিলুম।' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি—মুখখানা লাল, চোখ দুটো জুলজুল করছে—যেন এই সবে বিয়ের নেমন্তন্ন থেকে ফিরছে। 'সবাই বলছে, এর মধ্যে শখানেক লোক মরেছে। স্টেশনে, তারপর তামা ঢালাইয়ের কারখানায়, গির্জায়…'

'চোপড়াও !' নয়বায়োর ওকে থামিয়ে দিলেন। 'কে বলেছে এ সমস্ত, কথা ?'

'বাইরে…লোকেরা…'

'কে ?' নয়বায়োর এক পা সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, 'কে বলেছে এ সমস্ত রাষ্ট্র-বিরোধী কথাবার্তা ?'

'আমি না !' মেয়েটি একটু পেছিয়ে যায়, 'বাইরে কে যেন বললো…মানে সবাই…'

'বিশ্বাসঘাতক ! পশুর দল !' নয়বায়োর গর্জে উঠলেন, অবশেষে তাঁর ভেতরে জমে থাকা উদ্বেগটুকু মুক্তি পেলো। 'ভোঁদরের দল ! শুয়োর !…আর তুমি ? তুমি বাইরে কি করছিলে ?'

'আমি…আমি কিছু করিনি…'

'শুধু কাজে ফাঁকি মারা, তাই না ? যতো রাজ্যের মিথ্যে গুজব আর আতঙ্ক

ছড়ানো! কারা এ সমস্ত করছে তা আমরা শীগগিরি খুঁজে বের করবো। তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে! যাও—তুমি এক্ষুনি রান্নাঘরে যাও!'

মেয়েটা এক ছুটে বেরিয়ে গেলো। ভারি ভারি নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে নয়বায়োর জানলাটা ফের বন্ধ করে দিলেন। কিছুই হয়নি, ভাবলেন উনি। ওরা মাটির নিচের ঘরেই তো থাকবে—এটা আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিলো। পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরিয়ে নিলেন উনি। তারপর কোটটা টেনেটুনে একটু সোজা করে, বুকটা চিতিয়ে, আয়নার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

নয়বায়োরের স্ত্রী আর কন্যা দেয়ালের সঙ্গে লাগানো একখানা সোফায় পাশাপাশি বসে ছিলেন। ওঁদের মাথার ওপরে দেয়ালে চওড়া সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ফ্যুরারের একখানা বহুরঙা ছবি ঝোলানো।

'ব্রুনো!' সেলমা নয়বায়োর সোফা ছেড়ে উঠে ফোঁপাতে শুরু করলেন। সেলমার চুলগুলো সোনালি, চেহারাটা মোটাসোটা, গায়ে লেস বসানো একটা ফরাসী বহির্বাস। ১৯৪১ সালে নয়বায়োর প্যারী থেকে ওটা কিনে এনেছিলেন।

'বিপদ কেটে গেছে, সেলমা। শান্ত হও।'

'কেটে গেছে? কিন্তু কতোদিন, কতোক্ষণের জন্যে?'

'চিরদিনের জন্যে। ওরা চলে গেছে। ওদের আক্রমণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা ফিরে আসবে না।'

সেলমা নয়বায়োর বহির্বাসটা বুকের ওপরে টানটান করে গুছিয়ে নিলেন, 'কে বলেছে কথাটা, ব্রুনো? তুমি তা কি করে জানলে?'

'আমরা ওদের অন্তত অর্ধেক উড়োজাহাজ গুলি করে নামিয়েছি। ওরা আর ফিরে আসতে সাহস পাবে না।'

'তুমি তা কি করে জানলে?'

'আমি জানি। এবারে ওরা আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পরের বার থেকে আমরা সঠিক পাহারায় থাকবো।'

'ব্যাস? আমাদের কাছে তোমার কি আর কিছুই বলার নেই?'

নয়বায়োর জানেন, এটুকু কিছুই নয়। তাই কর্কশস্বরে বললেন, 'এটুকুই কি যথেষ্ট নয়?'

হালকা দুটি নীল চোখ মেলে সেলমা স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, 'না, ওটুকুই যথেষ্ট নয়। ওগুলো শুধু কথার প্যাঁচ!

অর্থহীন কথা! অমন গল্প আমরা অনেক শুনেছি। প্রথমে বলা হলো, আমরা এতোই শক্তিমান যে শত্রুপক্ষের কোনো বিমান কোনোদিনই জার্মানিতে ঢুকতে পারবে না। অথচ হঠাৎ একদিন তারা এসে হাজির হলো। তখন বলা হলো, ওরা আর ফিরে আসবে না—কারণ সীমান্তের কাছে আমরা ওদের সব কটাকে গুলি করে নামিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার বদলে দশ গুণ বেশি বিমান বারবার এদেশে উড়ে এলো, বিমান-আক্রমণের সাবধানী সংকেত আর কোনোদিনও বন্ধ হলো না। শেষ পর্যন্ত এখন ওরা এখানেও আমাদের তাড়া করে এসেছে—আর এখনও তুমি জোর গলায় বলতে এসেছো, ওরা আর আসবে না। তুমি কি আশা করো, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে এমন কোনো মানুষ তোমার এসমস্ত কথা বিশ্বাস করবে?'

'সেলমা!' নিজের অজান্তেই নয়বায়োর ফ্যুরারের ছবিটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন। তারপর এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা। হিংস্র স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'নিজেকে সংযত করো, সেলমা! তুমি কি আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলতে চাও? এতো জোরে জোরে চিৎকার করে এ সমস্ত কথা বলছো—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

সেলমার ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন নয়বায়োর। সেলমার স্থূল পিঠটার পেছন দিকের দেয়ালে ফ্যুরার অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ব্যার্থ-টেসগাডেনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে। মুহূর্তের জন্যে নয়বায়োরের যেন মনে হলো, এতোক্ষণ ফ্যুরার ওদের সমস্ত কথাবার্তাই শুনছিলেন। সেলমা কিন্তু ফ্যুরারকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। উনি চিৎকার করে উঠলেন, 'পাগল! কে পাগল? আমি পাগল নই! যুদ্ধের আগে কতো সুন্দর জীবন ছিলো আমাদের! আর এখন? এখন কি হাল হয়েছে এর? আমি জানতে চাই, এখানে কে পাগল!'

নয়বায়োর দু হাতে শক্ত করে সেলমার দুই বাহু আঁকড়ে ধরে সজোরে ঝাঁকুনি লাগাতেই সেলামাকে চিৎকার করা বন্ধ করতে হলো। ওঁর চুলের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেলো, দু-একটা কাঁটা খসে পড়লো চুল থেকে, অন্যমনস্কভাবে ঢোক গিলে উনি কেশে উঠলেন। নয়বায়োর ওঁকে ছেড়ে দিলেন, একটা বস্তার মতো সোফায় লুটিয়ে পড়লেন সেলমা।

'কি হয়েছে ওর?' মেয়েকে জিগেস করলেন নয়বায়োর।

'তেমন কিছু নয়। তবে মা ভীষণ উত্তেজিত।'

'কেন? কিছু তো হয়নি!'

'কিছু হয়নি ?' মহিলা ফের শুরু করলেন, 'তুমি ওপরের শিবিরে রয়েছো, তোমার আর কি ! কিন্তু নিচে, এখানে একা আমরা…'

'চোপড়াও ! অতো চেঁচিয়ো না ! আমি গত পনেরো বছর ধরে গোলামি করে আসছি, সে কি তুমি চিৎকার করে রাতারাতি সব কিছু নষ্ট করে দেবে বলে ? তুমি কি জানো না, আমার চাকরিটা খাবার জন্যে এখনই বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করে রয়েছে ?'

'এখানে এই তো প্রথমবার বোমা পড়লো, বাবা !' ফ্রেয়া শান্ত স্বরে বললো, 'এতোদিন অব্দি আমরা তো শুধু সংকেতই শুনেছি ! মা-ও আস্তে আস্তে এসবে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। এখন মা একটু বিচলিত।'

'বিচলিত !' মেয়ের প্রশান্তিতে নয়বায়োর বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'কে বিচলিত নয় ? তুমি কি মনে করো আমি বিচলিত হইনি ? কিন্তু নিজেদের সংযত করে রাখতে হবে। আমরাই যদি তা না করি, তা হলে কি হবে বলো তো ?

'সেই এক কথা !' সেলমা হাসলেন। মোটাসোটা পা দুটি ছড়িয়ে সোফায় শুয়ে রয়েছেন উনি। ওঁর পায়ে গোলাপি রঙের রেশমি চটি। ওঁর ধারণা, রেশম আর গোলাপি রঙ—দুটোই সুরুচির পরিচায়ক। 'বিচলিত ! অভ্যস্ত হয়ে ওঠো ! তোমার পক্ষে এ সমস্ত কথা বলা খুব সহজ !'

'কেন ?'

'কারণ তোমার কিছু হবে না। আর আমরা এখানে একটা ফাঁদের মধ্যে পড়ে রয়েছি।'

'কি হদ্দ বোকার মতো কথা ! দুটো জায়গাই সমান। আমার কিছু হবে না, এ কথা বলছো কেন ?'

'তোমার ওই শিবিরে তুমি নিরাপদেই আছো।'

'কি ?' নয়বায়োর মুখের চুরুটটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে, পা দিয়ে সেটা মাড়িয়ে দিলেন। 'তোমাদের মতো ওখানে কোনো পাতাল-ঘর নেই।'

কথাটা মিথ্যে।

'তার কারণ, ওখানে তার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা শহরের বাইরে রয়েছো।'

'তাতে যেন কিছু এসে-যায় ! বোমা যেখানে পড়ার হয়, সেখানে পড়ে।'

'শিবিরে বোমা পড়বে না।'

'সত্যি নাকি ? নতুন একটা খবর জানা গেলো ! তা তুমি এ খবরটা

জানলে কি করে? অ্যামেরিকানরা বোমার সঙ্গে এমন কোনো খবর ছড়িয়ে গেছে নাকি? নাকি বেতারে তোমার জন্যে বিশেষ-সংবাদ পাঠিয়েছে?'

নয়বায়োর মেয়ের দিকে তাকালেন। উনি আশা করেছিলেন, মেয়ে ওঁর এই রসিকতায় সায় জানাবে। কিন্তু ফ্রেয়া তখন সোফার কাছের টেবিলটায় বেছানো মখমলের ঢাকাটার ঝালরগুলো একমনে খুঁটছে। মেয়ের বদলে ওঁর স্ত্রীই জবাব দিলেন, 'নিজেদের লোকের ওপরে ওরা বোমা ফেলবে না।'

'আবার বাজে কথা! আমাদের ওখানে কোনো অ্যামেরিকান নেই, ইংরেজও নেই। আছে আজেবাজে কিছু রাশিয়ান, পোল, বলকান। আর আছে পিতৃভূমির জার্মান শত্রু—ইহুদি, বিশ্বাসঘাতক আর অপরাধীর দল।'

'কোনো রাশিয়ান পোল বা ইহুদির ওপরে ওরা বোমা ফেলবে না,' সেলমার কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট অবাধ্যতার সুর।

'তোমরা তো অনেক কিছুই জেনে গেছো বলে মনে হচ্ছে!' নয়বায়োর চকিতে ঘুরে তাকালেন। 'তবে আমি তোমাদের কয়েকটা কথা বলতে চাই। পাহাড়ের ওপরে ওটা কোন জাতের শিবির, সে সম্পর্কে ওদের মনে বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই—বুঝেছো? ওরা শুধু ছাউনিগুলোকেই দেখতে পাবে আর ওগুলোকে দেখে সহজেই ফৌজি ছাউনি বলে মনে হতে পারে। ওরা পাকা বাড়িগুলোকে দেখবে, সেগুলো আমাদের এস. এস.দের শিবির। ওরা পাকা বাড়িগুলোকে দেখবে, দেখবে লোকজন সেখানে কাজ করছে আর ভাববে ওগুলো কারখানা—ওদের লক্ষ্যবস্তু। এখানকার চাইতে পাহাড়ের ওপরে আমাদের শিবির একশোগুণ বেশি বিপজ্জনক জায়গা। এখানে কোনো ছাউনি নেই, কারখানা নেই। অন্তত এবারে কি তুমি কিছু বুঝতে পেরেছো?'

'না।'

নয়বায়োর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। সেলমা আগে কোনদিনও এমনটি ছিলো না। উনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, কেন এমন হলো। শুধুমাত্র একটু আধটু ভয় পেয়ে এমন হতে পারে না! আচমকা নিজেকে পরিজন-পরিত্যক্ত বলে মনে হলো তাঁর—অথচ এখনই তাঁদের একসঙ্গে একজোট হয়ে থাকার কথা। বিরক্ত হয়ে উনি ফের মেয়ের দিকে তাকালেন, 'আর তুমি? এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়? তুমি মুখ খুলছো না কেন?'

ফ্রেয়া নয়বায়োর উঠে দাঁড়ালো। ওর বয়েস কুড়ি বছর, ছিপছিপে চেহারা, মুখখানা হলদেটে, কপাল ঠেলে-ওঠা, দেখতে মা বা বাবা—কারুর মতোই নয়। বললো, 'মনে হচ্ছে মা এখন শান্ত হয়েছে।

নয়বায়োর খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। স্ত্রী কিছু বলবেন বলে উনি অপেক্ষা করছিলেন। শেষ অব্দি বললেন, 'ঠিক আছে। তাহলে—'

'এখন আমরা ওপর-তলায় যেতে পারি ?' ফ্রেয়া জিগেস করলো।

নয়বায়োর একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেলমার দিকে তাকালেন। এখনও তিনি ওকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ওকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কোনো শর্তেই ও কারুর সঙ্গে কথা বলবে না। এমন কি ওই চাকরানী মেয়েটার সঙ্গেও না। কিন্তু ফ্রেয়া তার আগেই বলে বসলো, 'ওপর-তলায় গেলে ভালো হয়, বাবা। ওখানে অনেক বেশি বাতাস।'

নয়বায়োর কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিলো, সেলমা যেন এক বস্তা ময়দার মতো সোফায় পড়ে রয়েছে। অন্তত একবারও কেন ও বিচক্ষণ মানুষের মতো কিছু বলতে পারে না ?

'আমাকে টাউন হলে যেতে হবে। ছটার সময়। দিয়েৎজ ফোন করেছিলেন, পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।'

'কিচ্ছু হবে না, বাবা। সব ঠিক আছে। তা ছাড়া ওপরে গিয়ে আমাদের রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করতে হবে।'

'বেশ।' নয়বায়োর ততোক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছেন। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত মেয়েটা বিপদের মধ্যেও মাথা ঠিক রাখতে পেরেছে। ওর ওপরে আস্থা রাখা চলে। তার নিজের রক্ত-মাংসে গড়া মেয়ে। পায়ে পায়ে উনি স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গেলেন, 'এ সমস্ত কথা এখন ভুলে যাও, সেলমা। এমন ব্যাপার ঘটতেই পারে। তবে এগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।' মৃদু হেসে হিমদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন উনি, 'কেমন ?'

সেলমা কোনো জবাব দিলেন না। দু হাতে ওঁর পৃথুল কাঁধ দুটোকে চেপে ধরে আদর করলেন নয়বায়োর, 'যাও, এবারে ছুটে গিয়ে রাতের জন্যে ভালো দেখে কিছু রান্না করো—কেমন ?'

সেলমা অবসন্নের মতো ঘাড় নাড়লেন।

'বাঃ, চমৎকার !' নয়বায়োর দেখলেন, বিপদ কেটে গেছে। সেলমা আর বোকার মতো অর্থহীন কথা বলবে না। বললেন, 'ত্থাখো সেলমাচেন, পাছাড়ে ওই নোংরা বদমাশগুলোর কাছেপিঠে না থেকে তোমরা যাতে এই সুন্দর বাড়িতে থাকতে পারো—তারই জন্যে আমার এতো প্রচেষ্টা। ভুলে যেও না, প্রতি সপ্তাহে কয়েকটা রাত আমি সর্বদা এখানে তোমাদের সঙ্গেই কাটাই। আমরা একই নৌকোর যাত্রী, এখন আমাদের একজোট হয়ে থাকতে হবে।

এবারে যাও, আজ রাতের জন্যে সুস্বাদু কিছু খাবার রান্না করো গে। ও ব্যাপারে তোমার ওপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এক বোতল ফরাসী শ্যাম্পেন নামিয়ে নিলে কেমন হয়? এখনও তো ওই জিনিসটা আমাদের যথেষ্টই আছে, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ,' সেলমা জবাব দিলেন, 'সেটা এখনও যথেষ্টই আছে।'

'আর একটা কথা,' গ্রুপ লিডার দিয়েৎজ আকস্মিকভাবে বলে উঠলেন, 'আমার কানে এসেছে, বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক নিজেদের পরিবারবর্গকে গ্রামে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে কি কোনো সত্যতা আছে?'

কেউ জবাব দিলো না।

'আমি এ ব্যাপারে অনুমতি দিতে অপারগ। আমাদের অর্থাৎ এস. এস. অফিসারদের একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জনসাধারণকে শহর খালি করার নির্দেশ দেবার আগেই আমরা যদি নিজেদের পরিবারবর্গকে শহর থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিই, তবে হয়তো তার ভুল অর্থ করা হতে পারে। যারা আমাদের ওপরে অসন্তুষ্ট এবং যারা অহেতুক আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়ায় তারা তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠবে। কাজেই আমি আশা করি, আমার অজ্ঞাতে তেমন কোনো ঘটনা ঘটবে না।'

সুন্দর ছাঁদের উর্দি পরা লম্বা ছিপছিপে চেহারার মানুষটি তাঁর সামনের লোকগুলোর দিকে তাকালেন। দেখে মনে হয় প্রত্যেকেই সঙ্কল্পে স্থির এবং নির্দোষ। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজের পরিবারকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু দেখে মনে হয় না এদের মধ্যেই কেউ কথাটা ফাঁস করেছে। সকলে একটা কথাই ভাবছিলো। ভাবছিলো, দিয়েৎজের পক্ষে কথাটা বলা সহজ—কারণ শহরে ওঁর পরিবারের কেউ নেই। উনি স্যাক্সনির লোক এবং ওঁর একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা, চলনে-বলনে একজন প্রাশিয়ান অফিসারের মতো হয়ে ওঠা। ব্যাপারটা সহজ। নিজের গায়ে আঁচ না লাগলে প্রত্যেকেই প্রচণ্ড সাহসী হয়ে উঠতে পারে।

'আমার আর কিছু বলার নেই।' দিয়েৎজ বললেন, 'তবে আর একবার আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি: আমাদের নতুনতম গোপন অস্ত্র ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণে তৈরি হতে শুরু করেছে। যতই কার্যকারিতা থাক না কেন, ভি/১-ও তার তুলনায় কিছু নয়। ইংলণ্ডে অনবরত বোমা বর্ষণের ফলে লণ্ডন এখন পুড়ে ছাই। নিউ ইয়র্কের আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলো এখন স্রেফ

ধ্বংসস্তূপ। ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলো আমরা অধিকার করে রেখেছি। অতিরিক্ত সেনাবাহিনীর সাহায্য যাওয়ায় আক্রমণকারী শত্রুসৈন্য এখন বিশেষ বিপদগ্রস্ত। আমাদের প্রতি-আক্রমণ শীগগিরই তাদের সমুদ্রে নিয়ে ফেলবে। এই জন্যে এখন বিশেষ প্রস্তুতি চলেছে। আমরা এক দুর্ধর্ষ সংরক্ষিত বাহিনী গড়ে তুলেছি। আমাদের নতুন অস্ত্রশস্ত্র—সে ব্যাপারে আর কিছু বলার অনুমতি আমার নেই—তবে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি, আর তিন মাসের মধ্যে সার্বিক জয় আমাদের করায়ত্ত হবে। ততোদিন অব্দি আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।' দিয়েৎজ ওপরের দিকে নিজের একখানা হাত তুলে ধরলেন, 'হেইল হিটলার!'

'হেইল হিটলার!' সমবেত অফিসারদের কণ্ঠস্বর বজ্রের মতো ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

টাউন হল থেকে বেরিয়ে এসে নয়বায়োরের মনে পড়লো, দিয়েৎজ রাশিয়ার সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। রাইনের সম্পর্কেও না। পশ্চিম-সীমান্তের ভেঙে পড়ার বিষয়টা তো উল্লেখই করেননি। ধৈর্য ধরে থাকা—সেটা ওঁর পক্ষে সহজ। ওঁর নিজস্ব বলতে কিছু নেই। রেল স্টেশনের কাছে ওঁর কোনো অফিস বাড়ি নেই। মেলার্নের সংবাদপত্রে ওঁর কোনো অংশীদারত্ব নেই। এমন কি বাড়ি করার মতো কোনো জমিও ওঁর নেই। আমার সব কিছুই আছে। আজ এর সব কিছুই যদি বাতাসে মিলিয়ে যায়, তবে কে আমাকে তার জন্যে ক্ষতিপূরণ দেবে?

হঠাৎ রাস্তাটা জনসমাগমে ভরে উঠলো। টাউন হলের সামনের মাঠটা লোকে লোকারণ্য। টাউন হলের সিঁড়িতে একটা মাইক্রোফোন এনে রাখা হয়েছে। দিয়েৎজ ভাষণ দেবেন। ওপর থেকে শার্লমান আর সিংহ-হৃদয় হেনরির স্মিত নিস্পন্দ পাথুরে মুখ দুটো তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে। নয়বায়োর মার্সিডিজে উঠে বসলেন, 'এরমান গোয়েরিং স্ট্রাসের দিকে চলো, আলফ্রেড।'

এরমান গোয়েরিংস্ট্রাসে আর ফ্রেদরিকস্ অ্যালির মোড়ে নয়বায়োরের অফিস-বাড়ি। বড়সড়ো বাড়ি—একতলায় ফ্যাশনের দোকান, দোতলা আর তিন তলায় বিভিন্ন সংস্থার অফিস। গাড়ি থামিয়ে নয়বায়োর ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগলেন। দোকানে দুটো জানলার কাচ ফেটে গেছে, তা ছাড়া সমস্ত কিছুই অক্ষত। ওপরের দিকে তাকালেন নয়বায়োর। স্টেশনের দিক থেকে আসা ধোঁয়ার কুয়াশায় ওপরের অংশটা আড়াল হয়ে আছে, তবে কোথাও কিছু জ্বলছে না। হয়তো ওদিকেও দু-একটা জানলার কাচ চিড় খেতে পারে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নয়বায়োর। দু লক্ষ মার্ক, ভাবলেন উনি। দামটা তার বেশি না হলেও, অন্ততপক্ষে তা-ই। অথচ এ জন্যে উনি দাম দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার। ১৯৩৩ সালে এটার মালিক ছিলো এক ইহুদি, ম্যাক্স ব্লাঙ্ক। সে চেয়েছিলো এক লাখ—বলেছিলো এতেই তার অনেক লোকসান হয়ে যাবে এবং এর চাইতে কম দামে সে কিছুতেই বাড়ি বিক্রি করবে না। অথচ দু সপ্তাহ বাদে বন্দী শিবিরে সে পাঁচ হাজারেই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিলো। আমি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেছি, ভাবলেন নয়বায়োর। একেবারে মাগনাতেই আমি বাড়িটা পেতে পারতাম। এস. এস.রা ওকে নিয়ে মস্করা করা শেষ করলে, ব্লাঙ্ক উপহার হিসেবেই বাড়িটা আমাকে দিয়ে দিতো। আমি তবু ওকে পাঁচ হাজার মার্ক দিয়েছি, ভালো দাম। অবিশ্যি সবটা একসঙ্গে দিইনি, তখন আমার অতো টাকা ছিলো না। তবে প্রথম মাসের ভাড়াগুলো হাতে পেয়েই আমি দাম মিটিয়ে দিয়েছিলাম। ব্লাঙ্কও এই লেনদেনে খুশি হয়েছিলো। আইনসম্মত বিক্রি। স্বেচ্ছায়। ম্যাক্স ব্লাঙ্ক যে বন্দী শিবিরে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় একটা চোখ খুইয়েছিলো, একটা হাত ভেঙেছিলো এবং তা ছাড়াও শরীরে অন্যান্য চোট আঘাত পেয়েছিলো—সেটা অবিশ্যি খুবই দুঃখজনক ঘটনা। নয়বায়োর ঘটনাটা দেখেননি, তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কোনো অন্যায় নির্দেশও দেননি। তিনি শুধু ব্লাঙ্ককে বিশেষ নিরাপত্তায় রাখার বন্দোবস্ত করেছিলেন, যাতে অতিরিক্ত ঈর্ষাপরায়ণ এস. এস.রা তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। তারপরে যা কিছু ঘটেছিলো তার দায়িত্ব ওয়েবেরের।

নয়বায়োর ঘুরে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তিনি এসমস্ত পুরনো কথা ভাবছেন কেন? কি হয়েছে তার? বাড়িটা তিনি না কিনলে পার্টির অন্য কেউ কিনতো। কম দামে। মাগনায়। কিন্তু তিনি আইন অনুসরণ করে কাজ করেছেন। ফ্যুরার তো নিজেই বলেছেন যে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের পুরস্কৃত হওয়া উচিত। আর দলের হোমরাচোমড়া—যেমন গোয়েরিং, স্ত্রিংগার বা গায়োলিতার, যিনি হোটেলের কুলি থেকে আজ লাখপতি হয়ে উঠেছেন—এদের তুলনায় চুনোপুঁটি ক্রুনো নয়বায়োর কি এমন সম্পত্তি অধিকারী হয়েছেন? নয়বায়োর কিছু চুরি করেননি, তিনি শুধু সস্তায় কিনেছেন। তার কাছে বিক্রেতার রসিদ আছে। সমস্ত কিছুই সরকারীভাবে স্বীকৃত।

রেলস্টেশন থেকে এক ঝলক আগুন ঠিকরে উঠলো। তারপরেই বিস্ফোরণের আওয়াজ। সম্ভবত গুলি-বারুদ ঠাসা ওয়াগনগুলো ফাটছে। বাড়িটার মাথার ওপরে আগুনের রক্তিম ছায়া—যেন আচমকা বাড়িটা থেকে

রক্ত ঝরে পড়ছে। অদ্ভুত কাণ্ড, ভাবলেন নয়বায়োর। আসলে আমি বিচলিত হয়ে উঠেছি। সেদিন ওপরের ঘরগুলো থেকে যে সমস্ত ইহুদি আইনজীবীদের টেনে-হিঁচড়ে বের করে নেওয়া হয়েছিলো, তাদের কথা তিনি বহুদিন আগেই ভুলে গেছেন। গাড়িতে উঠে বসলেন নয়বায়োর। বাড়িটা স্টেশনের বড্ড কাছাকাছি—ব্যবসার পক্ষে আদর্শ, তবে বোমাবর্ষণের পক্ষে ভারি বিপজ্জনক। কাজেই তিনি যে বিচলিত হয়ে উঠেছেন তা বিচিত্র কিছু নয়।

'গ্রস স্ট্রাসের দিকে চলো, আলফ্রেদ।'

মেলার্নি সংবাদপত্রের বাড়িটা সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে। নয়বায়োর অবিশ্যি আগেই দূরভাষযোগে খবরটা পেয়ে গিয়েছিলেন। এইমাত্র ওরা একটা অতিরিক্ত সংস্করণ ছেপে বের করেছে। মানুষ বিক্রেতার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিচ্ছে কাগজগুলো। নয়বায়োর লক্ষ্য করলেন, মুহূর্তের মধ্যেই কাগজের ডাঁইটা উধাও হয়ে গেলো। কাগজ প্রতি এক ফেনিগ তাঁর অংশ। নতুন বিক্রেতারা নতুন কাগজের স্তূপ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। সাইকেলে চেপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তারা। অতিরিক্ত সংস্করণের অর্থ অতিরিক্ত আয়। প্রতিটি বিক্রেতার কাছে অন্তত দুশো করে কাগজ। সতেরোজন বিক্রেতাকে গুণলেন নয়বায়োর। তার মানে অতিরিক্ত চৌত্রিশ মার্ক। তাহলে বোমাবর্ষণে কিছু ভালো অন্তত হয়েছে। চৌত্রিশ মার্ক দিয়ে উনি অন্তত কয়েকটা জানলার কাচ কিনতে পারবেন। ধ্যাৎ, তাই বা কেন—ওগুলো তো সবই বিমা করা। অবিশ্যি যদি ওরা বিমার টাকা দেয়! দিতেও পারে—অন্তত তাঁকে তো দেবেই! তার মানে চৌত্রিশ মার্ক নিট আয়।

একটা পত্রিকা কিনলেন নয়বায়োর। এর মধ্যেই ওরা দিয়েৎজের ছোট্ট একটা আবেদন ছাপিয়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে এই মর্মে এক প্রতিবেদনও বেরিয়েছে যে, শহরের আকাশ থেকে দুটো বিমানকে গুলি করে নামানো হয়েছে—বাকিগুলোর মধ্যে অর্ধেককে ধ্বংস করা হয়েছে মিণ্ডেন, ওসনাব্রুক আর হ্যানোভারে। তা ছাড়া আর আছে শান্তিপূর্ণ জার্মান শহরগুলোর ওপরে বোমা বর্ষণের অমানবিক বর্বরতা সম্পর্কে গোয়েব্‌লের একটা প্রবন্ধ। ফ্যুরারের সামান্য কয়েকটি সারবান সংক্ষিপ্ত বাণী।

কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নয়বায়োর। তারপর মোড়ের চুরুটের দোকানটাতে ঢুকে বললেন, 'তিনটে ডয়েশ ওয়াখ্‌ট।'

বিক্রেতা বাক্সটা এগিয়ে দিলো। বিনা আগ্রহে চুরুট বাছলেন নয়বায়োর। চুরুটগুলো বাজে। স্রেফ বিচ গাছের পাতা। তাঁর বাড়িতে পারী আর হল্যাণ্ড

থেকে আমদানি করা ভালো চুরুট আছে। তবু তিনি এই চুরুট চেয়েছেন, তার কারণ দোকানটা তাঁরই। জাগরণের আগে এটা ছিলো সুবিধেবাদী ইহুদিদের একটা সংস্থা—লেসার অ্যাণ্ড সাচ্‌টের। তারপর ঝটিকা বাহিনীর নেতা ফ্রাইবার্গ এটাকে করায়ত্ত করেন। ১৯৩৬ অব্দি তিনিই ছিলেন এটার মালিক। একটি সোনার খনি। দাঁত দিয়ে একটা ডয়েশ ওয়াথ্‌টের শেষ অংশটুকু কেটে নিলেন নয়বায়োর। ফ্রাইবার্গ যে চা খেতে খেতে তাঁর কাছে ফুরারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক উক্তিগুলো করেছিলেন, সে সম্পর্কে নয়বায়োর আর কি করতে পারতেন? পার্টির একজন ন্যায়পরায়ণ সদস্য হিসেবে তাঁর কর্তব্যই ছিলো বিষয়টা কর্তৃপক্ষকে জানানো। এর সামান্য কিছুদিন বাদেই ফ্রাইবার্গ উধাও হয়ে যান এবং তাঁর বিধবা পত্নীর কাছ থেকে নয়বায়োর দোকানটা কিনে নেন। তিনি মহিলাকে তাড়াতাড়ি বিক্রিবাটার কাজ মিটিয়ে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে ফ্রাইবার্গের সমস্ত সম্পত্তি শীগগিরি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। একটা দোকানের চাইতে টাকাকড়ি লুকিয়ে রাখা অনেক সহজ। মহিলা কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকেই দোকানটা বিক্রি করে দেন—অবিশ্যি সিকি মূল্যে। তবে ফ্রাইবার্গের সম্পত্তি কোনোদিনই বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। এ ব্যাপারটাও নয়বায়োর মহিলাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন যে—এ ব্যাপারে তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছেন। মহিলার সঙ্গে তিনি ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। কর্তব্য কর্তব্যই—তার কাছে কোনো খাতির নেই। দোকানটা হয়তো সত্যি সত্যিই বাজেয়াপ্ত হতে পারতো। তা না হলেও বিধবা মহিলা ওটা চালাতে পারতেন না। হয়তো আরও কম দামে ওটা তিনি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতেন।

নয়বায়োর মুখ থেকে চুরুটটা বের করে নিলেন। ধোঁয়া আসছে না। রদ্দি জিনিস। তবু মানুষ পয়সা দিয়ে এসব কেনে। ধূমপানের নামেই সবাই মেতে ওঠে। দুঃখের বিষয় ধূমপানের জিনিস এখন মাথা পিছু বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে। নয়তো বিক্রির পরিমাণ দশগুণ বাড়িয়ে নেওয়া যেতো। ফের একবার দোকানটার দিকে তাকালেন নয়বায়োর। দারুণ ভাগ্য! কিচ্ছু হয়নি দোকানটায়। থুথু ফেললেন উনি। হঠাৎ মুখের ভেতরটা কেমন একটা বিশ্রী আস্বাদে ভরে উঠেছে। নিশ্চয়ই চুরুটটার জন্যে। তা ছাড়া আর কেন হবে? সত্যি বলতে কি, তাঁর তো কোনোই ক্ষতি হয়নি! তবে কি তিনি বিচলিত? হঠাৎ এই সমস্ত পুরনো কাহিনীগুলো কেন ভাবছেন তিনি? ফের গাড়িতে উঠে নয়বায়োর চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর বাকি ছুটো গাড়ির চালককে

দিয়ে বললেন, 'এই নাও আলফ্রেদ, আজকে রাতের জন্যে বিশেষ উপহার। এবারে বাগানের দিকে যাওয়া যাক — চলো।'

বাগানটা নয়বায়োরের গর্বের জিনিস। শহরের উপান্তে বিশাল একখণ্ড জমি নিয়ে তাঁর বাগান। সবজি আর ফলের গাছই বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রেখেছে। তা ছাড়া একটা ফুলের বাগান আর পশুসম্পদের জন্যে একটা ছাউনিও আছে। শিবির থেকে নিয়ে আসা বেশ কয়েকজন রাশিয়ান দাস-শ্রমিক বাগানের সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে করে রাখে। ওদের কোনো পারিশ্রমিক দিতে হয় না, বরং ওদেরই উচিত এজন্যে নয়বায়োরকে কিছু দেওয়া—কারণ তামা-ঢালাইয়ের কারখানায় বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের বদলে, এখানে এসে ওরা তাজা বাতাস আর হালকা কাজ পেয়েছে।

বাগানে গোধূলির ছায়া নেমে এসেছে। আকাশের এদিকটা একেবারে পরিষ্কার, চাঁদটা ঝুলে রয়েছে আপেল গাছগুলোর চূড়োয়। বাতাসে সদ্য কোপানো মাটির তীব্র গন্ধ। মাটির খাঁজে পল্লব ছড়িয়ে রেখেছে সবজি-লতার দল। ফলের গাছগুলোতে ফেঁপে-ওঠা অজস্র মুকুল। কাচের ঘরে শীত কাটিয়ে আসা ছোট্ট একটা জাপানি চেরি গাছ ইতিমধ্যেই সাদা আর গোলাপি রঙের ফোয়ারা ছড়িয়ে দিয়েছে। লাজুক ফুলেরা ফুটে উঠছে সবেমাত্র।

রাশিয়ানরা নয়বায়োরের বিপরীত দিকের অঞ্চলটাতে কাজ করছিলো। নয়বায়োর ওদের ছায়াময় বাঁকানো পিঠ আর রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীটার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। রাইফেলে লাগানো বেয়নেটটা যেন আকাশটাকে গেঁথে ফেলছে। প্রহরীটা শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্যেই এখানে রয়েছে। রাশিয়ানরা এখান থেকে পালায় না। ওই উর্দি পরে, এখানকার ভাষা না জেনে ওরা পালাবেই বা কোথায়? ওদের সঙ্গে কাগজের একটা মস্তো থলে ভর্তি দাহন-চুল্লির ছাই। ছাইগুলো ওরা জমির খাঁজ বরাবর ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। ওখানে শতমূলী আর স্ট্রব্যারির চাষ হচ্ছে। ওই দুটি জিনিসের প্রতিই নয়বায়োরের বিশেষ অনুরাগ, কিন্তু ওগুলো তিনি যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পারেন না। কাগজের থলেটাতে ষাটজন মানুষের ভস্মাবশেষ, তাদের মধ্যে বারোজন ছিলো শিশু।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন নয়বায়োর। এটা তাঁর বাগান। এটা তিনি নিজের জন্যে কিনেছেন এবং উচিত মূল্যে। পুরো দামে। এটা তিনি কারুর কাছ থেকে কেড়ে নেননি। এই তাঁর জায়গা। পিতৃভূমির জন্যে কঠিন পরিশ্রম আর

সংসারের সমস্ত দায় মিটিয়ে এখানে এলে যে কেউই সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে। সতৃপ্ত মনে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন নয়বায়োর। দেখলেন বাগান জুড়ে কুঞ্জলতা আর লতানে গোলাপের অঢেল প্রাচুর্য, চুণাপাথরের তৈরি নকল গুহা আর লাইলাকের পুষ্পিত ঝোপগুলো—অনুভব করলেন বসন্তের স্পর্শ-লাগা বাতাসের মদির সুবাস, কোমল হাতে ছুঁয়ে দেখলেন দেয়ালের কাছে মাচানের ওপরে পিচ আর নাসপাতি গাছের খড়-জড়ানো গুঁড়িগুলোকে। তারপর পোষা জীবগুলোর ছাউনির দরজাটা খুলে দিলেন নয়বায়োর। উঁচু জায়গাতে বুড়িদের মতো গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা মুরগির ছানাগুলোর দিকে উনি গেলেন না—খোঁয়াড়ে ঘুমিয়ে থাকা জোয়ান শুয়োর দুটোর দিকেও না। উনি এগুলেন খরগোশগুলোর দিকে। আংকারার সাদা আর ধূসর খরগোশ, গায়ে লম্বা লম্বা রেশমি লোম। উনি যখন আলোটা জ্বাললেন, তখন ওরা ঘুমোচ্ছিলো—তারপর আস্তে আস্তে নড়াচড়া শুরু করলো। তারের ফাঁক দিয়ে খাঁচার ভেতরে একটা আঙুল ঢুকিয়ে নয়বায়োর ওদের গায়ে আলতো খোঁচা দিলেন। এতো নরম জিনিস আর কিছু আছে বলে তিনি জানেন না। ঝুড়ি থেকে বাঁধাকপির কয়েকটা পাতা আর এক টুকরো শালগম নিয়ে উনি সেগুলো খাঁচার ভেতরে গুঁজে দিলেন। খরগোশগুলো এগিয়ে এসে সরু সরু গোলাপি মুখ দিয়ে ধীরে সুস্থে সেগুলোকে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগলো।

ভেতরের উষ্ণতা নয়বায়োরকে তন্দ্রালু করে তুলছিলো। ঠিক যেন আচ্ছন্নতা-বোধ। প্রাণীগুলোর গায়ের গন্ধ অনেক ভুলে যাওয়া সরলতাকে মনে করিয়ে দেয়। এ এক ছোট্ট পৃথিবী, প্রায় নিরামিষি জীবন—বোমা, ষড়যন্ত্র আর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই থেকে এ জীবন অনেক দূরের। বাঁধাকপির পাতা, শালগম আর পশমি লোম—লোম ছাঁটানো আর জন্ম দেওয়া। নয়বায়োর ওদের লোম বিক্রি করেন, কিন্তু কখনও ওদের জবাই করার অনুমতি দেন না।

'আয় মুকি, আয়!' সুর করে ডাকেন নয়বায়োর। সাদা রঙের বড়সড়ো একটা পুরুষ খরগোশ ওঁর হাত থেকে একটা পাতা টেনে নেয়, উজ্জ্বল চুনীর মতো ঝলসে ওঠে ওর লাল চোখ দুটো। ওর ঘাড় চাপড়ে আদর করেন নয়বায়োর। সেলমা যেন কি বলেছিলো? নিরাপদ? শিবিরে তুমি নিরাপদে আছো? কে আছে নিরাপদে? কোনোদিনও কি তিনি সত্যি সত্যি নিরাপদে ছিলেন? বারোটা বছর, ভাবলেন নয়বায়োর। বিপ্লবের আগে আমি ছিলাম ডাকঘরের একটা কেরানী, রোজগার মাসে বড়জোর দুশো মার্ক। ওতে বাঁচা যায় না, মরাও চলে না। এখন আমি কিছু অর্জন করেছি, ফের তা আমি খোয়াবো না।

খরগোশটার লাল চোখ দুটোর দিকে তাকালেন নয়বায়োর। আজ সমস্ত কিছু ভালোভাবেই কেটেছে। এমনি ভালোভাবেই কাটবে দিনকাল। বোমা-গুলো ওরা হয়তো ভুল করে ফেলেছে। বাহিনীতে নতুন লোক এলে এসব হয়েই থাকে। শহরটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নয়। তেমন হলে ওরা আগেই শহরটাকে ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করতো। নয়বায়োর অনুভব করলেন, তিনি শান্ত হয়ে উঠছেন। 'মুকি!' খরগোশটাকে ফের ডেকে উনি ভাবলেন: নিরাপদ? হ্যাঁ, নিরাপদ বইকি! শত হলেও, শেষ মুহূর্তে কে আর পস্তাতে চায়?

৪

'হতচ্ছাড়া শুয়োরের বাচ্চা! ফের গোন!'

বড়ো শিবিরের শ্রমিকরা ছাউনীর নম্বর অনুযায়ী সারি বেঁধে হাজিরার মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতি সারিতে দশজন। ইতিমধ্যে চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়েছে। ডোরা-কাটা পোশাকে বন্দীদের দেখে মনে হচ্ছে যেন মৃতের মতো ক্লান্ত বিশাল একদল জেব্রা। এক ঘণ্টার ওপরে হাজিরা নেওয়া চলছে, কিন্তু এখনও মোট সংখ্যাটা মেলেনি। এর জন্যে দায়ী সেই বোমাবর্ষণ। যে সমস্ত শ্রমিকরা তামা-ঢালাইয়ের কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিলো, বোমা বর্ষণে তারা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটা বোমা তাদের ওপরে পড়ায় তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছে। তাছাড়া যে সমস্ত বন্দীরা আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটাছুটি করছিলো, প্রথম চমকটা কেটে যাবার পর এস. এস. প্রহরীরা তাদের ওপরে গুলি চালায়—তাদের ভয় ছিলো, হয়তো ওই বিভ্রান্তির অবকাশে বন্দীরা পালিয়ে যেতে পারে। ফলে আরও জনা ছয়েকও মারা গেছে।

বোমা বর্ষণের পরে বন্দীরা পাথরকুঁচি আর ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে সহ-বন্দীদের মৃতদেহ—কিংবা বলা যায় তাদের দেহের অবশিষ্টাংশগুলিকে টেনেটুনে বের করেছে। কারণ হাজিরার জন্যে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটা বন্দীর জীবনের মূল্য যতোই কম হোক, এস.এস.রা সে সম্পর্কে যতোই নির্বিকার থাকুক—জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় উপস্থিত থেকে হাজিরার সংখ্যা মেলাতেই হবে। তাই শ্রমিকের দল যে যা পেয়েছে, সাবধানে নিয়ে এসেছে। কেউ বয়ে এনেছে একখানা হাত, অন্যেরা পা বা ছিন্নবিচ্ছিন্ন মাথা। সামান্য যে কটা স্ট্রেচার জাতীয় জিনিসের বন্দোবস্ত ওরা করতে পেরেছিলো, সেগুলো হাত-পা উড়ে যাওয়া বা পেট ফেঁসে যাওয়া বন্দীদের বয়ে আনার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বাদবাকি

আহতরা এসেছে বন্ধুদের ওপরে ভর রেখে, অথবা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জিনিসপত্র প্রায় কিছুই ছিলো না। যাদের প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো, তার বা দড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের ক্ষতস্থানগুলোকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো। যাদের পেটে চোট লেগেছিল, স্ট্রেচারে শুয়ে আসার সময় তাদের নিজ হাতে সামলে রাখতে হয়েছিলো পেটের নাড়ীভুঁড়িগুলোকে।

অনেক কষ্টে বন্দী-শ্রমিকদের মিছিলটা পাহাড়ি পথ বেয়ে শিবিরে উঠে আসে। পথে আরও দুজন মারা যায়, মৃত অবস্থাতেই তাদের টেনে নিয়ে আসা হয় এবং এর ফলেই এমন একটা ঘটনার সৃষ্টি হয় যার জন্যে স্কোয়াড লিডার স্টাইনব্রেনারকে সকলের সামনে স্রেফ বোকা বনতে হয়। শিবিরের ফটকের কাছে যথারীতি বাদকের দল অপেক্ষা করছিলো। তাদের বাজনার তালে তালে বন্দীদের ডানদিকে মাথা ঘুরিয়ে এস. এস. ক্যাম্প লিডার ওয়েবের এবং তার অধীনস্থদের সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। মারাত্মক আহতরাও তখন স্ট্রেচারে শায়িত অবস্থায় ডানদিকে মাথা ঘুরিয়ে মরতে মরতেও খানিকটা ফৌজি ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলো। শুধু মৃতেরা অভিবাদন জানায়নি। সেই মুহূর্তে স্টাইনব্রেনার লক্ষ্য করে, একটা লোককে দুজনে দুদিক থেকে ধরে প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে আর লোকটার মাথা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। লোকটার পা দুটোও যে মাটির সঙ্গে ঘষটাতে ঘষটাতে যাচ্ছিলো তা লক্ষ্য না করে স্টাইনব্রেনার সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে বন্দীদের সারির মধ্যে ঢুকে, রিভলভার দিয়ে তার দু চোখের মাঝখানে গুলি করে। স্টাইনব্রেনার বয়সে নবীন, স্বভাবে উৎসাহী—তাড়াহুড়োতে সে লোকটাকে স্রেফ অচেতন বলেই মনে করেছিলো। আঘাতের তীব্রতায় লোকটার মাথা পেছন দিকে ছিটকে যায়, নিচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ে অনেকখানি—দেখে মনে হয় রক্তাক্ত মুখটা বীভৎস ভঙ্গিতে যেন শেষ বারের মতো অভিশম্পাত জানাচ্ছে রিভলভারটাকে। অন্যান্য এস. এস.রা দৃশ্যটা দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর স্টাইনব্রেনার বুঝতে পারে, জোয়েল বুখসবাউমকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইনজেকশন দিয়ে সে যতোটা সম্মান অর্জন করেছিলো তার খানিকটা আবার হারিয়ে গেলো।

তামা-ঢালাইয়ের কারখানা থেকে মিছিল করে আসতে অনেকটা সময় লেগেছিলো, তাই হাজিরাও শুরু হয়েছিলো স্বাভাবিকের চাইতে খানিকটা দেরীতে। রীতি অনুযায়ী মৃত এবং আহতদের কঠোর ফৌজি শৃঙ্খলায় নিজ নিজ ছাউনির সারির পাশেই শুইয়ে রাখা হয়েছিলো। এমন কি মারাত্মক আহতদেরও

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি বা তাদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়নি। কারণ হাজিরার মাঠে বন্দীদের সংখ্যা গুণে নেওয়াটা তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

'শুরু কর ! ফের গোন ! এবারে হিসেব না মিললে সাহায্য পাবি।'

হাজিরা-মাঠে পেতে দেওয়া একটা কাঠের কুর্সিতে দুধারে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে এস. এস. ক্যাম্প লিডার ওয়েবের। ওয়েবেরের বয়স পঁয়ত্রিশ, উচ্চতা মাঝারি, প্রচণ্ড শক্তসমর্থ গড়ন, মুখখানা চওড়া আর বাদামী, ঠোঁটের ডান কোণ থেকে চিবুক অব্দি একটা গভীর কাটা দাগ।

ব্লক সিনিয়াররা ঘামতে ঘামতে ফের সংখ্যা গোনার হুকুম দেয়। ক্লান্ত কণ্ঠস্বরগুলো আবার একঘেয়ে সুরে মুখর হয়ে ওঠে, 'এক—দুই—তিন—'

তামা-ঢালাইয়ের কারখানায় যারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের জন্যেই এতো বিভ্রান্তি। শাস্তি এড়াতে বন্দীরা মৃত বন্ধুদের হাত পা-মাথা-ধড়—যা পেয়েছে সবই কুড়িয়ে এনেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব কিছু পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছে দুজনের হদিশ মিলছে না। বোমাটা সম্ভবত তাদের থেঁৎলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অথবা হয়তো তাদের বিচ্ছিন্ন কিছু অংশ এখনও লেগে রয়েছে কারখানার ছাদের তলায়।

একজন এস. এস. ওয়েবেরের কাছে গিয়ে জানায়, 'এখন মাত্র দেড়জনের হিসেব মিলছে না। রাশিয়ানদের মধ্যে একজন কম, কিন্তু ওদের কাছে ঠ্যাং রয়েছে তিনটে। পোলদের কাছে রয়েছে একখানা হাত।'

ওয়েবের হাই তুললো, 'নাম ধরে ডেকে ডেকে ছাখো, কাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

বন্দীদের সারিতে প্রায় বোধাতীত এক চাঞ্চল্য জাগলো। নাম ডাকার অর্থ, আরও দু-এক ঘণ্টা তাদের এখানে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার চাইতে বেশি সময়ও লাগতে পারে, কারণ রাশিয়ান আর পোল—যারা জার্মান ভাষা জানে না—তাদের মধ্যে নাম নিয়ে প্রায়ই ভুলভ্রান্তি হয়।

নাম ডাকা শুরু হলো। কণ্ঠস্বরগুলো মুখর হলো। সেই সঙ্গে শোনা যেতে লাগলো মুখ খিস্তি আর মারের আওয়াজ। অবসর সময়টা নষ্ট হচ্ছে বলে বিরক্ত হয়ে চাবুক হাঁকড়াচ্ছিলো এস. এস.-এর লোকেরা। কাপো আর ব্লক সিনিয়াররা চাবুক মারছিলো ভয়ে। এখানে-সেখানে এক একজন করে বন্দী লুটিয়ে পড়ছিলো আর গাঢ় রক্তের ডোবা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিলো তার ক্ষত-

স্থানের নিচে। নিবিড় সন্ধ্যায় ধূসর-পাণ্ডুর মুখ তুলে এই মানুষগুলো হতাশ চোখে তাকাচ্ছিলো বন্ধুদের দিকে—যারা দু পাশে হাত ঝুলিয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ রক্তক্ষরণে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা এই মানুষগুলোর দিকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে পারছে না। এদের মধ্যে কারুর কারুর কাছে জেব্রার নোংরা পায়ের এই অরণ্যই পৃথিবীর শেষ দৃশ্য হয়ে রইলো।

আকাশের চাঁদ গুড়ি মেরে দাহন-চুল্লিটার পেছনে উঠে এসেছে। চারদিকে এলোমেলো বাতাস। চাঁদকে ঘিরে বিশাল এক জ্যোতির্বলয়। কিছুক্ষণের জন্যে চাঁদটা চিমনির ঠিক পেছনে থমকে রইলো। জ্যোৎস্না-ধোয়া চিমনিটাকে দেখে মনে হতে লাগলো যেন চুল্লিগুলোতে বিদেহীদের দাহ করা হচ্ছে আর ঠাণ্ডা-আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার ভেতর থেকে।

তেরো নম্বর ছাউনির দশজনের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলো গোলদস্টেইন। সারির বাঁদিকে সে-ই শেষ বন্দী। তার কাছাকাছি ছাউনির মৃত আর আহতদের শুইয়ে রাখা হয়েছে। ওদের মধ্যে একজন আহত বন্দী শিলার গোলদস্টেইনের বন্ধু। চোখের কোণ দিয়ে গোলদস্টেইন লক্ষ্য করলো, শিলারের থ্যাৎলানো পায়ের নিচে রক্তের গাঢ় ছোপটা আচমকা আগের চাইতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ওর পায়ে সামান্য যে বাঁধনটুকু দেওয়া হয়েছিলো, সেটা খুলে গেছে—রক্তক্ষরণেই এবার মৃত্যু হবে ওর। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যুয়েনজারকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে দৃশ্যটা দেখালো গোলদস্টেইন, তারপর অচেতন হয়ে যাবার ভান করে পাশের দিকে এমন ভাবে লুটিয়ে পড়লো যাতে সে শিলারের দেহের আধখানা জুড়ে পড়ে। কাজটা বিপজ্জনক। ক্রুদ্ধ এস. এস. ব্লক লিডার চিৎকৃত পুলিস-কুত্তার মতো ওদের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কপালে রগের কাছে তার ভারি জুতোর একটা লাথি খেলেই গোলদস্টেইন খতম হয়ে যাবে। আশেপাশের বন্দীরা সকলেই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করছে গোলদস্টেইনকে।

সেই মুহূর্তে ব্লক লিডার ওদের বিপরীত প্রান্তে ব্লক সিনিয়ারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলো। ব্লক সিনিয়ার কিছু বলছিলো তাকে। সে-ও গোলদস্টেইনের কাণ্ডটা লক্ষ্য করেছিলো আর তাই চেষ্টা করছিলো যাতে স্কোয়াড লিডারকে আরও খানিকক্ষণ ওই প্রান্তে আটকে রাখা যায়।

যে দড়িটা দিয়ে শিলারের পা-টা বাঁধা ছিলো, গোলদস্টেইন হাতড়ে হাতড়ে সেটা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলো। তার চোখের সামনে শুধু রক্ত আর রক্ত,

বাতাসে কাঁচা মাংসের ঘ্রাণ।

'ছেড়ে দাও,' শিলার ফিসফিসিয়ে বললো। 'ওরা আমাকে ইনজেকশন দিয়ে খতম করবেই। এই পা নিয়ে···'

গোলদস্টেইন ততোক্ষণে দড়ির ঢিলে হয়ে ওঠা গেরোটা খুঁজে পেয়েছে। সামান্য কয়েকটা পেশীতন্তু আর চামড়ার সঙ্গে ঝুলে রয়েছে শিলারের পা-টা। গোলদস্টেইনের হাত দুটো রক্তে মাখামাখি। দড়ি টেনে সে বাঁধনটা শক্ত করে দিলো, কিন্তু পরক্ষণেই পিছলে নেমে এলো দড়িটা। শিলার যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠলো, 'কেন ছেড়ে দিচ্ছো না আমাকে···'

গোলদস্টেইনকে ফের বাঁধনটা খুলতে হলো। নিজের আঙুলে শিলারের পায়ের ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া হাড়টাকে অনুভব করলো সে। পেটের ভেতরটা উলটে উঠলো তার। ঢোক গিলে পিছল মাংসের মধ্যে দড়িটাকে খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করে, সেটাকে খানিকটা ওপরের দিকে তুলে আনলো সে। পরক্ষণেই ম্যুয়েনজার তার পায়ে লাথি মারলো। ওটা একটা সাবধানী সংকেত। ততো-ক্ষণে এস. এস. ব্লক লিডার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে এগিয়ে এসেছে, 'ওই যে আরও একটা শুয়োর! ওটার আবার কি হলো?'

'অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে, হের স্কোয়াড লিডার।' ব্লক সিনিয়ার এগিয়ে এসে গোলদস্টেইনের পাঁজরে লাথি মারলো, 'ওঠ, হতভাগা বেজন্মা কুঁড়ের বাদশা!' লাথিটা দেখে যতোটা জোর বলে মনে হয়, লাথিতে ততোটা জোর ছিলো না। স্কোয়াড লিডারের লাথি থেকে বাঁচাবার জন্যে লোকটা ফের লাথি মারলো গোলদস্টেইনকে। গোলদস্টেইন এতোটুকুও নড়লো না, শিলারের রক্ত তার মুখে এসে লাগলো।

'চল! ওটা পড়ে থাক ওখানে!' ব্লক লিডার এগিয়ে গেলো, ব্লক সিনিয়ার তাকে অনুসরণ করলো। আরও এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে রইলো গোলদস্টেইন, তারপর দড়িটা দিয়ে শিলারের পা ভালো করে পেঁচিয়ে ফের শক্ত করে গেরো বেঁধে দিলো। রক্তস্রোতটা এবারে বন্ধ হয়েছে, শুধু টিপটিপ করে বেরুচ্ছে সামান্য। সন্তর্পণে নিজের হাতটা সরিয়ে নিলো গোলদস্টেইন। বাঁধনটা এবারে আর খসে পড়লো না।

নাম-ডাকা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। শেষ অব্দি ধরে নেওয়া হয়েছিলো, একটা রাশিয়ানের তিন-চতুর্থাংশ এবং পাঁচ নম্বর ছাউনির সিবোলস্কির দেহের ওপরের অংশটা শুধু নিপাত্তা হয়েছে। অর্থাৎ বোমা-বর্ষণের বিভ্রান্তির মধ্যে কোনো

বন্দীই পালায়নি। ওয়েবের এতোক্ষণ শান্ত হয়ে বসেছিলো। পুরো সময়টা সে কোনো নড়াচড়া করেনি বললেই চলে। খবরটা জানানোর পর সে ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পাগুলো ছাড়িয়ে নিলো।

'লোকগুলো অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটু নড়াচড়া করানো দরকার। ওদের বরং একটু ভূগোল অনুশীলন করাও!'

হাজিরা মাঠের চতুর্দিকে নির্দেশ ধ্বনিত হয়ে ওঠে, 'মাথার পেছনে হাত জড়ো করো। হাঁটু বাঁকাও। জোড়া পায়ে সামনে লাফাও!'

সারিবদ্ধ মানুষগুলো মন্থরগতিতে লাফাতে লাফাতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। ইতিমধ্যে চাঁদটা মাঝ-আকাশে উঠে এসে ঝলমলে আলো ছড়াতে শুরু করেছে চতুর্দিকে। হাজিরা-মাঠের কিছুটা অংশ এখন জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। বাকি অংশে ছাউনিগুলোর ছায়া। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দাহন-চুল্লি, ফটক, এমন কি ফাঁসিকাঠগুলোরও অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি।

'পেছনে লাফাও!'

সারিবদ্ধ মানুষগুলো লাফাতে লাফাতে আলো থেকে অন্ধকারে সরে যায়। কেউ কেউ উলটে পড়ে। এস. এস., কাপো আর ব্লক সিনিয়াররা তাদের মারতে মারতে ফের তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। অসংখ্য পায়ের আওয়াজে করুণ আর্তনাদ প্রায় শোনাই যায় না।

'সামনে! পেছনে! সামনে! পেছনে! থামো!'

এবারে শুরু হয় সত্যিকারের ভূগোল-শিক্ষা। বন্দীদের সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে হেঁটে এগুতে হবে, লাফিয়ে উঠতে হবে এবং ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে গুঁড়ি মেরে এগুতে হবে। এভাবেই কষ্টকৃত প্রয়াসে বন্দীরা নাচের মাঠের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠটা যেন রাশি রাশি ডোরা কাটা কিলবিলে বিশাল পতঙ্গের শূকে ভরে ওঠে, মানুষের কোনো লক্ষণই ওদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আহতদের ওরা যথাসম্ভব বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাড়াহুড়ো আর আতঙ্কে সব সময় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সিকি ঘণ্টা পরে ওয়েবের ওদের থামার নির্দেশ দিলো। কিন্তু ওই সিকি ঘণ্টাই অবসন্ন বন্দীদের মধ্যে নিদারুণ ধ্বংস নিয়ে এসেছে। সর্বত্রই চলৎশক্তিহীন মানুষের বিবশ দেহ।

'ছাউনির নম্বর অনুসারে সারি বেঁধে দাঁড়াও!'

মানুষগুলো নিজেদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে। যাদের তখনও দাঁড়াবার

মতো ক্ষমতাটুকু অবশিষ্ট আছে, তাদের দুজন করে দুদিক থেকে ধরে থাকে। বাকিদের শুইয়ে রাখা হয় আহতদের পাশে।

সমস্ত শিবির নিস্তব্ধ। ওয়েবের এক পা সামনের দিকে এগিয়ে আসে, 'এইমাত্র তোমরা যা করলে, তা তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই করানো হয়েছে। বোমা-বর্ষণের সময় কিভাবে আশ্রয় নিতে হয়, তা তোমাদের শেখানো হলো।'

কয়েকজন এস. এস. শব্দ করে গলা সাফ করলো। ওয়েবের সেদিকে এক ঝলক তাকিয়ে ফের বলতে শুরু করলো, 'কি ধরনের অমানবিক শত্রুর সঙ্গে আমাদের লড়তে হচ্ছে, আজ তোমরা তা হাড়ে-মাসে টের পেয়েছো। যে জার্মানি চিরদিন শুধুমাত্র শান্তি চেয়েছে, তাকে বর্বরের মতো আক্রমণ করা হয়েছে। সমস্ত সীমান্তে মার খেয়ে শত্রুপক্ষ হতাশায় এখন চরম পথ বেছে নিয়েছে—আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে নিতান্ত কাপুরুষের মতো তারা শান্তিপূর্ণ জার্মান শহরগুলোতে বোমা ফেলছে, গির্জা আর হাসপাতালগুলোকে ধ্বংস করছে, অসহায় নারী ও শিশুদের হত্যা করছে। মানুষের চাইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর এই বর্বর এবং দানবগুলোর কাছ থেকে এর চাইতে বেশি কিছু আশা করা যায় না। তবে জবাবের জন্যে আমরা তাদের অপেক্ষায় রাখবো না। শিবির কর্তৃপক্ষ আগামীকাল থেকে কাজ বাড়াবার নির্দেশ দিচ্ছেন। ধ্বংসস্তূপ সাফ করার জন্যে শ্রমিক দল এক ঘণ্টা আগে কাজে বেরুবে। ফের না জানানো পর্যন্ত রোববারেও কোনো ছুটি থাকবে না। ইহুদিরা দুদিন কোনো রুটি পাবে না। এবং এই সমস্ত কিছুর জন্যেই তোমরা শত্রুর বিবাদ-সৃষ্টির স্বভাবকে ধন্যবাদ জানাতে পারো।'

ওয়েবের চুপ করলো। কেউ এতোটুকু নড়ছে না। পাহাড়ি পথ থেকে একটা শক্তিশালী গাড়ির মৃদু গর্জন ভেসে আসছে। দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে গাড়িটা। ওটা নয়বায়োরের মার্সিডিজ।

'এবারে গান!' ওয়েবের আদেশ দিলো। 'ডয়েশল্যাণ্ড, ডয়েশল্যাণ্ড উবের অ্যালেস!'

প্রত্যেকেই অবাক। ইদানিং কয়েক মাস গান গাইবার জন্যে আর বড়ো একটা নির্দেশ দেওয়া হয় না। হলেও লোকসঙ্গীত গাইতে বলা হয়। নিয়ম অনুসারে কাউকে শাস্তি দেবার সময় অন্যদের গান গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অত্যাচারিত মানুষটার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বন্দীদের তখন চটুল সুরে গান গাইতে হয়। আর নাৎসি যুগের আগেকার পুরনো জাতীয় সঙ্গীত তো বেশ কয়েক বছর ধরেই গাওয়ানো হয় না।

'শুরু কর, বেজন্মার দল !'

তেরো নম্বর ছাউনির ম্যুয়েনজার গাইতে শুরু করলো, অন্যেরা তাতে সুর মেলালো। যারা গানের বাণীগুলি জানে না, তারা শুধু ঠোঁট নাড়তে লাগলো। আসল কথা হচ্ছে, প্রত্যেককেই ঠোঁট নাড়তে হবে।

খানিকক্ষণ বাদে গাইবার ভঙ্গি বজায় রেখেই মাথা না ঘুরিয়ে ম্যুয়েনজার তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভের্নেরকে ফিসফিসিয়ে জিগেস করলো, 'কেন ?'

'কি ?'

গানটা যথেষ্ট নিচু পর্দায় না ধরায়, শেষ লাইনের চড়া সুরে উঠে বন্দীরা গলা টেনে রাখতে পারলো না। তা ছাড়া তারা হাঁফিয়ে উঠেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ক্যাম্প লিডার চিৎকার করে উঠলো, 'এটা কোন্ ধরনের চিল্লামেল্লি হচ্ছে ? ফের প্রথম থেকে শুরু কর। এবারে ঠিক না হলে সারারাত এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে !'

বন্দীরা নিচু পর্দায় গান শুরু করলো। 'কি ?' ফের জিগেস করলো ভের্নের।

'হঠাৎ 'ডয়েশল্যাণ্ড, ডয়েশল্যাণ্ড উবের অ্যালেস' কেন ?'

ভের্নের অপাঙ্গে তাকালো, 'আজ যা হয়ে গেলো, তারপর ওদের নিজেদেরই হয়তো নাৎসি সঙ্গীতে আর বিশ্বাস নেই।'

ভের্নের অনুভব করলো, তার অস্তিত্বের গভীরে এক আশ্চর্য উদ্বেগ জেগে উঠেছে। আচমকা তার মনে হলো, শুধু সে একা নয়—ম্যুয়েনজার, মাটিতে লুটিয়ে থাকা গোলদস্টেইন এবং আরও অনেকে—এমন কি এস. এস.-রাও তা অনুভব করছে। বন্দীরা সাধারণত যেমনটি গেয়ে থাকে, গানটা হঠাৎ যেন তার চাইতে অন্য রকম শোনাচ্ছে। গানটার উঁচু পর্দা যেন মারাত্মক পরিহাসের মতো লাগছে, যেন বাণীর সঙ্গে সুরের কোনো সংযোগ নেই। ক্যাম্প লিডারের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ভের্নের ভাবলো, আশা করি ওয়েবের ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি—তা না হলে যারা মরে পড়ে আছে, আমাদের ভেতর থেকে তাদের সঙ্গে আরও কিছু যোগ হবে।

'সা-ব-ধা-ন !'

গান থামলো। ক্যামপ কম্যানডাণ্ট মাঠে এসে পৌছেছেন। ওয়েবের জানালো, 'এইমাত্র আমি বাছাদের সামান্য কিছু জ্ঞান দান করে, ওদের ওপরে এক ঘণ্টা বাড়তি কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি।'

নয়বায়োর সেদিকে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। বাতাসে গন্ধ শুঁকে

আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি মনে হয় ডাকাতগুলো আজ রাতে ফের এসে হামলা করবে?'

ওয়েবের মুচকি হাসলো, 'বেতারের শেষ খবর অনুযায়ী আমরা ওদের নব্বুই ভাগ বিমানকে গুলি করে নামিয়েছি।'

নয়বায়োর কথাটার মধ্যে কোনো মজা খুঁজে পেলেন না। আচমকা বলে উঠলেন, 'তোমার কাজ মিটে থাকলে ওদের যেতে বলে দাও।'

'ছুটি!'

আহত আর মৃতদের তুলে নিয়ে বন্দীরা ছাউনির দিকে এগুতে শুরু করে। ভের্নের, ম্যুয়েনজার আর গোলদস্টেইন শিলারকে মাটি থেকে তুলে নেয়। দেখে মনে হয়, ওর এ রাতটা আর কাটবে না। ভূগোল অনুশীলনের সময় গোলেদস্টেইন নাকে একটা লাথি খেয়েছিলো। হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে ওর নাক দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করে। রাতের পাণ্ডুর আলোয় ওর চিবুকে রক্তের ধারাটা গাঢ় দেখায়। ছাউনির দিকে মোড় ঘুরতেই শহর থেকে উঠে আসা এক ঝলক দমকা বাতাস ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাতাসের সঙ্গে আসে শহরের পোড়া ধোঁয়া। সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের মুখগুলো বদলে যায়।

'গন্ধ পাচ্ছো?' খানিকক্ষণ বাদে ভের্নের প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ,' ম্যুয়েনজার মাথা তুলে তাকায়।

গোলদস্টেইন নিজের ঠোঁটে রক্তের মধুর আস্বাদ অনুভব করছিলো। থুথু ফেলে সে মুখটা হাঁ করে ধোঁয়াটার আস্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করে।

'গন্ধতে মনে হচ্ছে যেন এখানটাও পুড়ছে।'

'হ্যাঁ।'

এবারে ওরা দৃশ্যটা দেখতেও পায়। উপত্যকা থেকে পথ ধরে হালকা সাদা কুয়াশার মতো উঠে আসছিলো ধোঁয়াগুলো। দেখতে দেখতে তা ছাউনিগুলোর চতুর্দিক ভরিয়ে তোলে। কাঁটাতারের বেষ্টনীটাও ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি—মুহূর্তের জন্যে এটাই ভের্নেরের কাছে আশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আচমকা তার মনে হয়, শিবিরটা এখন আর আগের মতো সংযোগবিহীন বা অনভিগম্য নয়।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে পথ ধরে এগিয়ে চলে ওরা। ওদের পদক্ষেপ দৃঢ় হয়ে ওঠে, ঋজু হয়ে ওঠে কাঁধগুলো। শিলারকে ওরা সন্তর্পণে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। গোলদস্টেইন তার দিকে নিচু হয়ে ঝুঁকে বলে, 'গন্ধ শোঁকো! তুমিও গন্ধটা শোঁকো!' শিলারের সরু হয়ে ওঠা মুখটার প্রতি সংযত স্বরে, মরিয়া হয়ে,

একান্ত মিনতি জানায় গোলদস্টেইন।

কিন্তু শিলার তার বহুক্ষণ আগেই অচেতন হয়ে গিয়েছিলো।

৫

ছাউনিটা অন্ধকার আর দুর্গন্ধে ভরা। বহুদিন হলো, এখানে সন্ধ্যাবেলা কোনো আলো জ্বলে না। ব্যার্গার ফিসফিসিয়ে বললো, '৫০৯, লোমান তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

সরু পথ ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে ৫০৯ কাঠের বিভাজকগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। 'লোমান ?'

কি যেন খসখসিয়ে ওঠে। 'ব্যার্গারও আছে নাকি ?' জিগেস করে লোমান।

'না।'

'ওকে নিয়ে এসো।'

'কিসের জন্যে ?'

'আনো না !'

৫০৯ আবার হাতড়াতে হাতড়াতে ফিরে যায়। পেছন থেকে গালাগাল শোনা যায়। বারান্দায় শুয়ে থাকা লোকগুলোকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হয় তাকে। কে একজন তার পায়ের ডিমটা কামড়ে ধরে। দাঁত না ছাড়া অব্দি অচেনা মাথাটাকে পিটতে হয় ৫০৯-এর। কিছুক্ষণ বাদেই সে ব্যার্গারকে নিয়ে ফিরে আসে।

'এই যে আমরা। কি বলবে ?'

'এই নাও !' লোমান তার একটা হাত এগিয়ে দেয়।

'কি ?' ৫০৯ জিগেস করে।

'আমার হাতের তলায় তোমার হাতটা পাতো। সাবধান !'

৫০৯ লোমানের ক্ষীণ মুঠিটা অনুভব করে। সরীসৃপের মতো শুকনো চামড়া। আস্তে আস্তে মুঠিটা খুলে যায়, ছোট্ট একটা ভারী মতো জিনিস ৫০৯-এর হাতে এসে পড়ে।

'পেয়েছো ?'

'হ্যাঁ। কি এটা ? এটা কি…?'

'হ্যাঁ,' লোমান ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমার দাঁত।'

'কি ?' ব্যার্গার ওর কাছাকাছি এগিয়ে যায়, 'কে তুললো ?'

লোমান হাসতে শুরু করে। প্রায় নিঃশব্দ, ভূতুড়ে হাসি। 'আমি।'

'তুমি? কি করে?'

ওরা মৃত্যুমুখী মানুষটার তৃপ্তিটুকু অনুভব করে। মানুষটাকে ভীষণ ছেলেমানুষ, গর্বিত আর ভীষণ আশ্বস্ত বলে মনে হয়। 'পেরেক দিয়ে। ছোট্ট একটা লোহার পেরেক। দু ঘণ্টা লেগেছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে নিয়েছিলুম।'

'পেরেকটা কোথায়?'

লোমান হাত বাড়িয়ে ব্যার্গারের হাতে পেরেকটা তুলে দেয়। ব্যার্গার সেটাকে জানলার কাছে তুলে ধরে, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। 'নোংরা, মরচে পড়া। রক্ত বেরিয়েছিলো?'

লোমান ফের হাসে, 'ব্যার্গার, এখন আমি রক্ত দূষিত হবার ঝুঁকিটা নিতে পারি।'

'দাঁড়াও,' ব্যার্গার নিজের পকেট খুঁজে দেখে। 'কারুর কাছে দেশলাই আছে?'

'আমার কাছে নেই,' ৫০৯ জবাব দেয়। দেশলাই এখানে বড়ো মূল্যবান।

'এই যে,' মাঝখানের পাটাতন থেকে কে একজন বলে।

ব্যার্গার একটা কাঠি জ্বালে। শিখাটা জ্বলে উঠতেই ব্যার্গার আর ৫০৯ চোখ বোজে, যাতে চোখ ধাঁধিয়ে না যায়। এতে কয়েক মুহূর্ত বেশি দেখা যায়। 'মুখটা খোলো,' ব্যার্গার বলে।

লোমান তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ফিসফিসিয়ে বলে, 'বোকামো কোরো না। সোনাটা বেচে দাও।'

'তোমার মুখটা খোলো।'

'আমাকে একা থাকতে দাও।' লোমানের অভিব্যক্তিটাকে হাসি বলে মনে করা যেতে পারে। 'ভালোই হলো, আরও একবার তোমাদের আলোতে দেখতে পেলুম!'

'তোমার ওখানটাতে আমি আইয়োডিন লাগিয়ে দেবো। দাঁড়াও, আমি শিশিটা নিয়ে আসি।'

৫০৯কে কাঠিটা দিয়ে ব্যার্গার পাটাতনের সারির ভেতর দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে যায়। কে একজন চিৎকার করে ওঠে, 'আলোটা নেভাও!'

'চুপ!' যে লোকটা দেশলাই দিয়েছিলো, সে জবাব দেয়।

'আলো নেভাও! তোমরা কি চাও পাহারাদাররা এসে আমাদের মুড়িয়ে দিয়ে যাক?'

৫০৯ এমন ভাবে দাঁড়ায়, যাতে তার বাঁকানো শরীরটা দেয়াল আর জ্বলন্ত কাঠিটার মাঝখানে থাকে। মাঝখানের পাটাতনের লোকটা কম্বল দিয়ে জানলাটাকে আড়াল করে রেখেছে। লোমানের চোখ দুটো এখন ভারি পরিষ্কার। ৫০৯ জানে, লোমানকে সে এই শেষবার জীবন্ত অবস্থায় দেখছে। আগুনের তাপ তার আঙুলে এসে লাগে, তবু অসহ্য হয়ে না ওঠা অব্দি কাঠিটা সে ধরেই থাকে। তারপরেই আচমকা চারদিক অন্ধকার, যেন হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছে সে। 'আর কাঠি আছে?'

'এই যে,' লোকটা ফের একটা কাঠি দেয়। 'এটাই শেষ।'

এ-ই শেষ, ভাবে ৫০৯। পনেরো সেকেণ্ডের আলো। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের যে অস্তিত্বটা এখনও লোমান নামে পরিচিত, তার জন্যে আর মাত্র পনেরোটা মুহূর্ত!

ফের ছোট্ট একটা আলোর বৃত্ত। 'আঃ, আলো নেভাও! কেউ ওর হাত থেকে ধাক্কা মেরে কাঠিটা ফেলে দাও।'

'বুদ্ধু কাঁহিকা! বাইরে থেকে কোনো শুয়োর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না।'

কাঠিটা নিচু করে ধরে ৫০৯। আইয়োডিনের শিশি হাতে নিয়ে ব্যার্গার তার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। 'মুখটা খোলো...'

কিছু বলতে গিয়েও ব্যার্গার থেমে যায়। এখন সে-ও লোমানকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আইয়োডিন নিয়ে আসার কোনো দরকার ছিলো না। আসলে কিছু করতে হবে বলেই সে শিশিটা নিয়ে এসেছে। এবারে শিশিটা সে আস্তে আস্তে পকেটে গুঁজে রাখে। লোমান শান্ত অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ৫০৯ অন্য দিকে তাকায়। তারপর হাতের পাতায় সোনার ছোট্ট পিণ্ডটার দিকে একবার তাকিয়ে, ফের তাকায় লোমানের দিকে। আগুনের তাপে তার আঙুলগুলো জ্বালা করে ওঠে। পাশের ছায়া থেকে কে যেন তার হাতে ধাক্কা মারে। আলোটা নিভে যায়।

'শুভ রাত্রি, লোমান।' ৫০৯ বলে।

'আমি পরে আবার আসবো,' ব্যার্গার জানায়।

'আমাকে একা থাকতে দাও,' লোমান ফিসফিসিয়ে বলে। 'এই তো, এখন আমি...এখন কতো সহজ লাগছে...'

'দেখি, আমরা হয়তো আরও কয়েকটা দেশলাই-কাঠি যোগাড় করতে পারবো—'

কিন্তু লোমান আর কোনো জবাব দেয় না।

৫০৯ আর ব্যার্গার দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছাউনির পাশের দিকে এগিয়ে যায়। নিচের শহরটা এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার, বেশির ভাগ আগুনই নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। শুধু সেণ্ট ক্যাথেরিন গির্জার মিনারটা এখনও জ্বলছে একটা রাক্ষুসে মশালের মতো। ওরা উবু হয়ে বসে। ব্যার্গার বলে, 'দাঁতটার কথা যদি ওদের খাতাপত্রে লেখা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা গেছি। খোঁজখবর নিয়ে ওরা তখন আমাদের কয়েকজনকে ফাঁসিতে লটকে দেবে—আমাকে লটকাবে প্রথম।'

'লোমান বলেছে ওটা খাতায় লেখানো নেই। সাত বছর ধরে ও এই শিবিরে রয়েছে। ও যখন এখানে আসে, তখন ওসব খাতায় তোলা হতো না—দাঁতটা স্রেফ তুলে নেওয়া হতো।'

'তুমি ঠিক জানো?'

৫০৯ দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে।

'ওটা কষের দাঁত। লাশ আড়ষ্ট হয়ে গেলে, পরীক্ষা করে দেখা শক্ত। লোমান যদি আজ সন্ধ্যাতেই মারা যায়, তাহলে কাল সকালের মধ্যে ওর লাশটা শক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কাল ভোরে মরে, তাহলে লাশটা শক্ত না হওয়া অব্দি ওকে এখানেই রেখে দিতে হবে। সকালের হাজিরায় হাপ্তকেকে আমরা ধোঁকা দিতে পারবো।'

৫০৯ ব্যার্গারের দিকে তাকায়, 'ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে। আমাদের টাকার দরকার। বিশেষ করে এখন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু দাঁতটা পার করবে কে?'

'লেবেনথাল। একমাত্র সে-ই কাজটা মেটাতে পারবে।'

'আমরা যে দাঁতটা পেয়েছি, তা কি কেউ দেখেছে?'

'মনে হয় না। একমাত্র যে লোকটা আমাদের দেশলাই দিয়েছিলো, সে যদি দেখে থাকে।'

'সে কি কিছু বলেছে?'

'না, এখনও কিছু বলে নি। তবে যে কোনো মুহূর্তেই এসে ভাগ চাইতে পারে।'

'সেটা কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নয়। আসলে প্রশ্নটা হচ্ছে, লোকটা এ ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে কি না।'

৫০৯ খানিকক্ষণ চিন্তা করে। সে জানে, এমন অনেক লোকই আছে যারা এক টুকরো রুটির লোভে অনেক কিছুই করতে পারে। শেষ অব্দি বলে, 'দেখে

তো তেমন কিছু মনে হলো না।'

'কিন্তু তাহলেও আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। তা নইলে আমরা দুজনেই খতম হয়ে যাবো। লেবেনথালও যাবে।'

৫০৯-ও তা জানে, ভালোভাবেই জানে। অনেককেই সে এর চাইতে লঘু পাপে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেছে। 'ওর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।' সে বলে, 'অন্তত যতোক্ষণ লোমানের দেহটা চুল্লিতে না পুড়ছে আর লেবেনথাল দাঁতটা পার না করছে—ততোক্ষণ তো বটেই। তারপর লোকটা আমাদের আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

ব্যার্গার ঘাড় নেড়ে সায় জানায়। 'আমি আবার ভেতরে যাবো। দেখি, যদি কিছু জানা যায়।'

'ঠিক আছে। আমি এখানেই লিওর জন্যে অপেক্ষা করবো। নির্ঘাৎ সে এখনও শ্রমিক শিবিরেই আছে।'

ব্যার্গার ছাউনিতে ফিরে যায়। লোমানকে বাঁচাবার জন্যে প্রয়োজন হলে সে আর ৫০৯ নির্দ্বিধায় জীবনের ঝুঁকি নিতো। কিন্তু লোমানকে আর কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তাই তারা লোমানের সম্পর্কে এমনভাবে কথাবার্তা বলছিলো যেন লোমান সামান্য এক টুকরো পাথর। বছরের পর বছর ধরে শিবির-জীবন তাদের এভাবে বাস্তবানুগ চিন্তা করতে শিখিয়েছে।

৫০৯ শৌচাগারের ছায়ায় গুটিসুটি হয়ে বসে থাকে। জায়গাটা বেশ, এখানে কেউ তাকে খেয়াল করে দেখছে না। দুটো শিবিরের সীমানার মাঝখানে, ছোটো শিবিরের সব কটা ছাউনির জন্যে এই একটিমাত্র বিশাল বারোয়ারী শৌচাগার। দিন-রাত্তির এখানে কঙ্কালদের আনাগোনার আর শেষ নেই। সত্যি বলতে কি, ছোটো শিবিরের প্রত্যেকেই পেটের রোগী। অনেকেই শৌচাগারের আশেপাশে অবসন্ন শরীর নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে থাকে—অপেক্ষা করে থাকে একটু শক্তি সঞ্চয় করে আবার ছাউনিতে ফিরে যাবে বলে। শৌচাগারের দুধারে কাঁটাতারের বেষ্টনী ছোটো শিবির থেকে শ্রমিক শিবিরটাকে আলাদা করে রেখেছে।

৫০৯ এমন জায়গায় বসে থাকে, যেখান থেকে কাঁটাতারের বেড়ার মাঝখানকার দরজাটার দিকে নজর রাখা চলে। দরজাটা এস. এস. ব্লক লিডার, ব্লক সিনিয়ার আর শববাহকদের জন্যে। শুধু দাহন চুল্লিতে কাজে যাবার সময় বাইশ নম্বর ছাউনির ব্যার্গার ওটা ব্যবহার করতে পারে। অন্যদের ওখান দিয়ে

যাতায়াত করা সম্পূর্ণ নিষেধ। কোনো কঙ্কাল ওই দরজা দিয়ে শ্রম শিবিরে ঢোকার চেষ্টা করলে, যে কোনো পাহারাদার তাকে গুলি করতে পারে। বলতে গেলে কেউই তেমন চেষ্টা করে না। কাজ না থাকলে শ্রম শিবির থেকেও কেউ এধারে আসে না। সাধারণভাবে অন্য বন্দীরা ছোটো শিবিরকে স্রেফ একটা সমাধিভূমি বলেই মনে করে, যেখানে মৃতেরা সামান্য কিছু দিন কোনোক্রমে চলে ফিরে বেড়ায়।

কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ৫০৯ শ্রমিক শিবিরের পথঘাটগুলোর একটা অংশ স্পষ্ট দেখতে পায়। অবসর সময়ের অবশিষ্ট অংশটুকুতে ওখানে বন্দীরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, ছোটো ছোটো দলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইচ্ছে মতো। বন্দী-শিবিরের একটা অংশ হওয়া সত্ত্বেও ৫০৯-এর মনে হয়, তার সঙ্গে ওদের এক বিরাট ব্যবধান—কিছুতেই এ ব্যবধান দূর হবার নয়। ওটা যেন একটা হারানো গৃহ, যেখানে জীবন আর সহমর্মিতার কিছুটা এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে। পেছন দিকে শৌচাগারে সহবন্দীদের আনাগোনার মৃদু শব্দ শুনতে পায় ৫০৯। ওরা কথাবার্তা প্রায় বলেই না—বড়ো জোর ক্ষীণ কণ্ঠে কাতরায়, গুঙিয়ে ওঠে। রসিকতা করে শিবিরে ওদের মুসলমান বলা হয়, কারণ ওরা ভাগ্যের হাতে নিজেদের সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছে। ওরা কিছু চিন্তা করে না, ওরা যন্ত্রমানবের মতো চলাফেরা করে, ওদের নিজস্ব ইচ্ছে বলতে আর কিছু নেই। সামান্য কয়েকটা শারীরিক কৃত্য ছাড়া ওদের মধ্যে আর সমস্ত কিছুই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ওরা ভাঙাচোরা মানুষ, পরাজিতের দল—আর কিছুই ওদের রক্ষা করতে পারবে না, মুক্তিও না।

নিজের অস্থির গভীরে রাত্রির হিমময়তা অনুভব করে ৫০৯। তার পেছনের ওই অস্ফুট আর্তনাদ যেন এক ধূসর বন্যা, যে কেউই ওতে ডুবে যেতে পারে। ওর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বড়ো লোভ হয়—যে লোভের বিরুদ্ধে ছাউনির প্রবীণরা এতোদিন মরিয়া হয়ে লড়ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৫০৯ কাঁধ দুটো উঁচু করে পেছনে ফিরে তাকায়…অনুভব করতে চায় সে এখনও বেঁচে আছে, এখনও তার নিজস্ব ইচ্ছে আছে। তারপরেই সে শ্রমিক শিবিরের শেষ সঙ্কেত ধ্বনি শুনতে পায়। মুহূর্তের মধ্যে ওদিককার রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়, উধাও হয়ে যায় মানুষগুলো। শুধু থাকে ছোটো শিবিরে ছায়ামূর্তিদের নিরানন্দ মিছিল—কাঁটা-তারের ওধারের বন্ধুরা যাদের ভুলে গেছে, যারা বাতিল হয়ে গেছে, যারা পরিত্যক্ত—নিশ্চিত মৃত্যুর রাজ্যে যারা কেঁপে-কেঁপে-ওঠা জীবনের শেষ তলানি মাত্র।

লেবেনথাল দরজাটা দিয়ে আসে নি। ৫০৯ আচমকা দেখতে পায়, সে আড়াআড়িভাবে মাঠটা পেরিয়ে তার দিকে হেঁটে আসছে। মানুষটা নিশ্চয়ই শৌচাগারটার পেছন দিয়ে কোনো উপায়ে ভেতরে ঢুকেছে। কেউ জানে না, ও কি করে চোরাপথে ভেতরে ঢোকে।

'লিও!'

লেবেনথাল নিস্পন্দ হয়ে থমকে দাঁড়ায়, 'কি ব্যাপার! সাবধান, এস. এস.রা এখনও ওখানে আছে কিন্তু। সরে এসো।'

ওরা ছাউনির কাছে ফিরে আসে। 'কিছু পেলে?' জিগেস করে ৫০৯।

'কি?'

'খাবার! তা ছাড়া আর কি?'

'খাবার! তা ছাড়া আর কি!' লেবেনথাল কাঁধ উঁচু করে বিরক্তির সুরে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে। 'তুমি কি মনে করো, বলো তো? আমি কি হেঁসেলের কাপো?'

'না।'

'বেশ! তাহলে আমার কাছ থেকে কি চাও তুমি?'

'কিছু না। শুধু জানতে চাইছিলাম, খাওয়ার মতো কিছু যোগাড় করতে পেরেছো কি না।'

'তুমি কি জানো, শিবিরের প্রত্যেকটা ইহুদিকে দুটো দিন বিনা রুটিতে কাটাতে হবে? ওয়েবেরের হুকুম।'

৫০৯ লেবেনথালের দিকে তাকায়, 'কথাটা কি সত্যি?'

'না, আমি বানিয়ে বলছি!'

'হে ঈশ্বর! তার মানে যে অনেকগুলো লোক মরবে!'

'মরবে বইকি! মড়ার স্তূপ জমে উঠবে। অথচ তুমি এখনও জানতে চাইছো, আমার কাছে কোনো খাবার আছে কি না—'

'শান্ত হও, লিও—এখানে বোসো।' ৫০৯ খানিকক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে জলন্ত গির্জাটাকে দেখিয়ে বলে, 'ওটা কি হচ্ছে, বলো তো?'

'কি?'

'ওই যে, নিচে! ওল্ড টেস্টামেণ্টে অমনি কি একটা আছে যেন?'

'এর সঙ্গে ওল্ড টেস্টামেণ্টের কি সম্পর্ক?'

'মোজেসের সময় এমন কি একটা ঘটেছিলো না? আগুনের একটা মিনার না মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির পথে নিয়ে গিয়েছিলো?'

লেবেনথালের চোখ দুটো পিটপিটিয়ে ওঠে, 'দিনের বেলায় ধোঁয়ার মেঘ আর রাতে আগুনের মিনার। তুমি কি তাই বলতে চাইছো?'

'হ্যাঁ। ঈশ্বর কি সেখানে ছিলেন না?'

'জেহোভা ছিলেন।'

'বেশ, জেহোভা ছিলেন। নিচের ওটাও অনেকটা তাই। ওটা আশা, লিও ওটা আমাদের আশা! তুমি কি তা বুঝতে পারছো না?'

লেবেনথাল কোনো জবাব দেয় না, কুঁকড়ে বসে থাকে। আর তাকিয়ে থাকে নিচের শহরটার দিকে। ৫০৯ ফের বলে, 'ওখানে অমন হওয়ার অর্থ, এখানেও সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

'যদি যুদ্ধে ওরা হারে,' লেবেনথাল ফিসফিসিয়ে বলে, 'শুধু তাহলেই তা হবে! কিন্তু যুদ্ধে কি হবে, তা কে জানে?' যান্ত্রিকভাবে ভয়ে ভয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় লেবেনথাল।

শিবির জীবনের প্রথম বছরগুলোতে প্রত্যেককেই যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর জানানো হতো। কিন্তু পরে, বিজয় যাত্রা ব্যাহত হবার সঙ্গে সঙ্গেই, নয়বায়োর শিবিরে খবরের কাগজ আনা এবং বেতারে পশ্চাদপসরণের খবর শোনানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেন। সেই থেকে সমস্ত শিবিরটাই যেন গুজবের রাজত্ব—কেউই জানে না তার কতোটুকু বিশ্বাসযোগ্য। সবাই জানে যুদ্ধের অবস্থা খারাপ। কিন্তু বিপ্লব, যার জন্যে অনেকেই এতো বছর ধরে অপেক্ষা করে রয়েছে, তা আজ অব্দি আসেনি।

'লিও, যুদ্ধে ওরা হারছে।' ৫০৯ বলে, 'আজ যা হলো তা যদি প্রথম দিকের বছরগুলোতে ঘটতো, তা হলে তার কোনো গুরুত্ব থাকতো না। কিন্তু আজ, পাঁচ বছর বাদে এটা ঘটছে—তার অর্থ, অন্য পক্ষ জিতছে।' পকেট থেকে সোনার দাঁতটা বের করে লেবেনথালের হাতে তুলে দেয় সে, 'এই নাও—এটা লোমান পাঠিয়েছে। সম্ভবত খাতাপত্রে এটা লেখানো নেই। বিক্কির করা যাবে?'

লেবেনথালকে এতোটুকুও বিস্মিত বলে মনে হয় না, 'বিপজ্জনক কাজ। শিবির থেকে বেরুতে পারে বা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে—একমাত্র এমন লোককে দিয়েই কাজটা করানো যেতে পারে।'

'তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'অতো তাড়াতাড়ি হয় না। এ সমস্ত কাজ সাবধানে মগজ খাটিয়ে করতে হয়। তা নইলে হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে, আর নয়তো এর বদলে কানা-কড়িও মিলবে না।'

'আজ রাতেই কাজটা সারতে পারবে না?'

'৫০৯, গতকালও তুমি কিন্তু যুক্তি মেনে চলতে।'

'গতকাল এখন দূর অতীত।'

হঠাৎ শহর থেকে কি যেন ভেঙেচুরে পড়ার আওয়াজ পাওয়া যায় এবং পরক্ষণেই একটা তীব্র ঘণ্টা নিনাদ প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তোলে চতুর্দিকে। আগুনের শিখা গির্জার মিনারের বরগাগুলোকে গ্রাস করে ফেলায় ঘণ্টাটা ছিটকে পড়লো এতোক্ষণে। লেবেনথাল আতঙ্কে মাথা নিচু করে শুধোয়, 'ওটা কি?'

'ওটা একটা চিহ্ন,' ৫০৯ ঠোঁট দুটো চুষতে চুষতে বলে, 'গতকাল যে এখন দূর অতীত হয়ে গেছে, ওটা তারই একটা চিহ্ন।'

'গির্জার ঘণ্টাটা, তাই না? অ্যাদ্দিনে ওরা ঘণ্টাটা গলিয়ে কামান গড়ে নেয়নি কেন, বলো তো?'

'জানি না। হয়তো ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু আজ রাতে মালটা পার করতে পারবে কিনা, বলো? আমাদের খাবার দরকার··দুদিন ওরা এখানে রুটি দেবে না।'

'আজ রাতে হবে না। আজ বেস্পতিবার। এস. এস.দের আখড়ায় আজ সংস্কৃতি চর্চার আসর বসবে।'

'তারমানে আজই তো বেশ্যাগুলো এখানে আসে, তাই না?'

লেবেনথাল চোখ তুলে তাকায়, 'তাহলে কথাটা তুমি জানো। কিন্তু কি করে জানলে?'

'শুধু আমি নই। ব্যার্গার জানে, বুশের জানে, আহাসফেরও জানে।'

'আর?

'আর কেউ না।'

'তাহলে তোমরা সবাই ব্যাপারটা জানো! তোমরা যে আমাকে নজরে রেখেছো তা আমি বুঝতেই পারিনি! নাঃ, আরও সাবধানে চলতে হবে। হ্যাঁ, বেস্পতিবার রাতেই ওরা আসে।'

'লিও, আজ রাতেই তুমি দাঁতটা পার করার চেষ্টা করো। তুমি শুধু টাকাটা আমার হাতে এনে দাও, বাকি কাজটুকু আমিই করতে পারবো।'

'সেটা কিভাবে করতে হয়, তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, গর্তটা থেকে··'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে লেবেনথাল বলে, 'ট্রাক বাহিনীর একটা লোক

আগামী কাল গাড়ি নিয়ে শহরে যাবে। দেখি, সে টোপটা গেলে কি না। ঠিক আছে, তাহলে তা-ই করবো। তারপর সময় মতো ফিরে এসে আমি নিজেই হয়তো লেনদেনের কাজটা মেটাতে পারবো।' দাঁতটা সে ৫০৯-এর দিকে এগিয়ে দেয়।

'আমি এটা নিয়ে কি করবো?' ৫০৯ অবাক হয়ে ওঠে, 'তুমি এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না?'

লেবেনথাল সামান্য অবজ্ঞার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, 'এই তুমি বাণিজ্য করতে শিখেছো? তুমি কি মনে করেছো ওরা কেউ এটার ওপরে একবার থাবা বসাতে পারলে, আমি আর এটার বদলে কিছু আদায় করতে পারবো? ওভাবে এ সমস্ত কাজ হয় না। সব ঠিকঠাক হলে, আমি ফের এসে এটা নিয়ে যাবো। ততোক্ষণ তুমি এটা লুকিয়ে রাখো। আর শোনো ·· ···'

কাঁটাতারের বেষ্টনীটার একটু দূরেই জমির একটা খোঁদলের মধ্যে শুয়ে রইলো ৫০৯। মেশিনগান বসানো মিনারগুলো থেকে এখানটাতে সহজে নজর আসে না—রাত্রিবেলা আর কুয়াশার মধ্যে দেখা যায় আরও কম। প্রবীণরা দীর্ঘদিন আগেই এ জায়গাটা আবিষ্কার করেছে, কিন্তু একমাত্র লেবেনথালই কয়েক সপ্তাহ আগে এ জায়গাটা থেকে ফয়দা তুলতে পেরেছে।

শিবিরের বাইরে বেশ কয়েকশো গজ জুড়ে সমস্ত অঞ্চলটাই নিষিদ্ধ এলাকা, একমাত্র এস. এস.দের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে ওখানে ঢোকা যায়। ওখানকার বেশ কিছুটা জায়গা থেকে আগাছা আর গাছপালা নির্মূল করে ফেলা হয়েছে—ওই পুরো জায়গাটাই মেশিনগানগুলোর আওতার মধ্যে। লেবেনথাল লক্ষ্য করেছে, গত কয়েক মাস ধরে প্রতি বৃহস্পতিবার দুটি মেয়ে ছোটো শিবিরের পাশের ওই চওড়া রাস্তাটা ধরে এস. এস.দের আখড়ায় যায়। স্থ ব্যাট থেকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ওরা এস. এস.দের সাংস্কৃতিক সান্ধ্য সমাবেশে যোগ দেয়। এস. এস.রা ওদের ওই নিষিদ্ধ এলাকা দিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়ায়, ওদের প্রায় দু-মাইল পথ কম হাঁটতে হয়। সাবধানতা হিসেবে তখন ছোটো শিবিরের কাঁটাতারের বেষ্টনী থেকে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ রাখা হয়; যদিও শিবিরের পরিচালন কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অবিশ্যি এস. এস.দের এতে কোনো ঝুঁকি নেই, কারণ ছোটো শিবির থেকে কারুরই পালাবার মতো ক্ষমতা নেই।

যাই হোক, একদিন দয়াপরবশ হয়ে একটি বেশ্যা কাঁটাতারের কাছে দাঁড়িয়ে

থাকা লেবেনথালের দিকে এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিয়েছিলো। তারপর অন্ধকারে অস্ফুটে কিছু কথাবার্তার আদানপ্রদান হয় এবং সেই থেকে মেয়েগুলো মাঝে-মধ্যে কিছু না কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসে—বিশেষ করে যেদিন বৃষ্টি হয় কিংবা কুয়াশা পড়ে। মোজা ঠিক করে নেবার বা জুতো থেকে বালি ঝেড়ে নেবার অছিলায় ওরা তারের ফাঁক দিয়ে খাবারদাবার ছুঁড়ে দেয়। রাত্রিবেলা শিবিরটা সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ থাকে, এদিককার প্রহরীরাও প্রায়ই ঘুমিয়ে থাকে। তবে কোনো রকম সন্দেহ হলেও তারা ওই মেয়েদের দিকে গুলি ছুঁড়তো না, কেউ তদন্ত করতে এলেও তার বহু আগেই সমস্ত সূত্র উধাও হয়ে যেতো।

কতোক্ষণ অপেক্ষা করেছে, ৫০৯ তা সঠিকভাবে জানে না। শিবিরের জীবনে সময় একটা অর্থহীন সংজ্ঞা। কিন্তু ওই অস্বস্তিকর অন্ধকারের মধ্যেও সহসা সে কণ্ঠস্বর এবং তারপর পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। লেবেনথালের কোটের আড়ালে দেহটা লুকিয়ে বেষ্টনীটার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে কান পেতে রইলো সে। বাঁ দিক থেকে হালকা পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। মুখ ফিরিয়ে শিবিরের দিকে তাকালো ৫০৯। শিবিরটা ভীষণ অন্ধকার, শৌচাগারে আনাগোনা করতে থাকা মুসলমানদের অস্পষ্ট দেহরেখাগুলোও আর দেখা যাচ্ছে না। ৫০৯ শুনতে পেলো একটা পাহারাদার মেয়ে দুটোর উদ্দেশ্যে বলছে, 'বারোটার সময় আমার কাজ শেষ হবে। তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো, কেমন?'

'নিশ্চয়ই করবে, আর্থার।'

পায়ের শব্দ আরও কাছাকাছি এগিয়ে এলো। আকাশের পটভূমিতে মেয়ে দুটির অস্পষ্ট দেহরেখা দুটো ঠাহর করতে আরও কিছুটা সময় লাগলো ৫০৯-এর। মেশিনগান বসানো মিনারগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে। কিন্তু চারদিকে এত অস্পষ্টতা আর অন্ধকার যে পাহারাদার-গুলোকে সে দেখতে পেলো না—তারাও দেখতে পেলো না ওকে। সন্তর্পণে হিসহিস আওয়াজ করতে শুরু করলো ৫০৯।

মেয়ে দুটি নিস্পন্দ হয়ে থমকে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে একজন ফিসফিসিয়ে জিগেস করলো, 'তুমি কোথায়?'

৫০৯ একখানা বাহু তুলে ইঙ্গিত জানালো।

'ও, ওখানে! টাকাকড়ি আছে তো?'

'আছে বইকি। তোমাদের কাছে কি আছে?'

'আগে মাল ছাড়ো। তিন মার্ক।'

লম্বা একটা লাঠি দিয়ে সুতোয় বাঁধা টাকার থলেটা বেড়ার তলা দিয়ে ঠেলে দেয় ৫০৯। একটি মেয়ে নিচু হয়ে টাকাটা বের করে দ্রুত গুনে নেয়। তারপর বলে, 'এই যে! এই নাও!'

দুজনেই কোটের পকেট থেকে আলু বের করে তারের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দেয় আর ৫০৯ লেবেনথালের কোটটাতে সেগুলোকে লুফে নেবার চেষ্টা করে।

'এবারে রুটি,' মোটা মেয়েটি বলে।

রুটির টুকরোগুলোকে তারের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসতে দেখে ৫০৯। দ্রুত সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে নেয় সে।

'আরও কিছু নিয়ে আসতে পারবে?'

'আসছে হপ্তায়।'

'না। এস এস.দের ওখান থেকে ফেরার সময়। ওখানে তোমরা যা চাইবে ওরা নিশ্চয়ই তোমাদের তা দেবে।'

'আচ্ছা, সাধারণত তুমিই কি এখানে অপেক্ষা করো?' মোটা মেয়েটি সামনের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করে।

'ফ্রিৎজি, ওদের সবাইকে দেখতে এক রকম,' অন্য মেয়েটি বলে।

'আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারি,' ৫০৯ ফিসফিসিয়ে বলে। 'আমার কাছে আরও কিছু টাকা আছে।'

'কতো?'

'তিন।'

'ফ্রিৎজি, এবারে আমাদের এগুনো দরকার,' অন্য মেয়েটি বললো। এতোক্ষণ, এই পুরো সময়টা, ও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জুতোর আওয়াজ করছিলো—যাতে পাহারাদাররা বুঝতে না পারে যে ওরা হাঁটছে না।

'আমি সারা রাত অপেক্ষা করতে পারি। পাঁচ মার্ক।'

'তুমি নতুন লোক, তাই না?' ফ্রিৎজি জিগেস করে, 'অন্য লোকটা কোথায়? মরে গেছে?'

'অসুস্থ। সে-ই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। পাঁচ মার্ক। তার বেশিও হতে পারে।'

'চলে আয়, ফ্রিৎজি। আমরা এখানে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।'

'ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়। তুমি এখানে অপেক্ষা করতে পারো।'

মেয়ে দুটো এগিয়ে যায়। ৫০৯ ওদের স্কার্টের খসখসানি শুনতে পায়। গুঁড়ি

মেরে খানিকটা পেছিয়ে এসে, কোটটা কাছে টেনে এনে, অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ে সে। মনে হয় তার সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বইছে, অথচ শরীরটা একেবারে শুকনো। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই সে লেবেনথালকে দেখতে পায়।

'কাজ হয়েছে ?' জিগেস করে লিও।

'হ্যাঁ, এই যে—আলু আর রুটি।'

লেবেনথাল নিচের দিকে ঝুঁকে তাকায়, 'পশু !...রক্তচোষার দল ! দেড় মার্ক দিলেই যথেষ্ট হতো ! তিন মার্কে এর সঙ্গে সসেজও থাকার কথা।...কি আর করা যাবে, নিজের কাজ নিজে না করলে এই হয় !'

'চলো, এগুলো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া যাক।'

ছাউনির পেছন দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় ওরা। আলু আর রুটির টুকরোগুলো ভাগ করে নেয়। লেবেনথাল বলে, 'আসছে কাল বাণিজ্য করার জন্যে আলুগুলো আমার দরকার।'

'না, এখন এর সমস্ত কিছুই আমাদের নিজেদের জন্যে দরকার।'

'তার মানে ?' লেবেনথাল চোখ তুলে তাকায়, 'তাহলে পরের বার বাণিজ্য করার জন্যে আমি পয়সা কোথায় পাবো ?'

'তোমার হাতে এখনও নিশ্চয়ই কিছু আছে।'

হঠাৎ ওরা দুজনেই জানোয়ারের মতো চার হাত-পায়ে দুজনের দিকে রুখে দাঁড়ায়, তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় পরস্পরের মুখের দিকে।

'আজ রাতে ওরা আরও খাবার নিয়ে আসবে।' ৫০৯ বলতে থাকে, 'সেগুলো দিয়ে তোমার পক্ষে বাণিজ্য করা সহজ হবে। আমি ওদের বলেছি, আমাদের কাছে এখনও পাঁচটা মার্ক আছে।'

'শোনো—' লেবেনথাল কথাটা বলতে শুরু করে কাঁধ ঝাঁকায়, 'তোমার হাতে টাকা থাকলে তুমি তা দিয়ে কি করবে, সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু সত্যি করে বলো তো. কি চাও তুমি ? হঠাৎ তুমি সব ব্যাপারে এমন করে নাক গলাতে শুরু করলে কেন ?'

এক দুর্নিবার লোভের হাত থেকে প্রাণপণে নিজেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিলো ৫০৯। তার ইচ্ছে করছিলো, কেউ কোনো রকম বাধা দেবার আগেই দ্রুত একের পর এক সব কটা আলু নিজের মুখে গুঁজে দেয়। লেবেনথাল তখনও ফিসফিসিয়ে বলে চলেছে, 'বোকার মতো তুমি পয়সা খরচ করে চলেছো। এর পরে আমাদের চলবে কি করে ?'

৫০৯ আলুগুলোর গন্ধ শোঁকে। রুটি। হঠাৎ তার হাত দুটো আর নিজের

বশে থাকতে চায় না। পেটের মধ্যে শুধু লোভ আর লোভ! লোভ ছাড়া যেন অন্য কিছুরই আর কোনো অস্তিত্ব নেই! সচেষ্ট প্রয়াসে নিজের মুখটা ঘুরিয়ে নেয় সে, 'দাঁতটার ব্যাপারে কি করলে? ওটার বদলে আমরা নিশ্চয়ই কিছু পাবো!'

'আজ আর তেমন কিছু করার ছিলো না। ওতে সময় লাগে। তা ছাড়া নিশ্চয়তাও কিছু নেই। হাতে যা থাকে, তাই নিয়েই হিসেব কষতে হয়।'

৫০৯ ভাবে, লেবেনথাল কি ক্ষুধার্ত নয়? তীব্র খিদে কি ওর পাকস্থলীটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে না?

'তুমি লোমানের কথাটা চিন্তা করো, লিও। এখন আমাদের কাছে প্রতিটা দিনই মূল্যবান। আগামী দিনের কথা এখন আর আমাদের ভাবতে হবে না।'

মেয়েদের শিবিরের দিক থেকে একটা ক্ষীণ আর্তচিৎকার ভেসে আসে—যেন একটা ভয়ার্ত পাখির আর্তনাদ। একজন মুসলমান ওখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত দুটো তুলে রেখেছে আর দ্বিতীয় জন তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এক মুহূর্ত পরে ওরা দুজনেই শুকনো কাঠের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, চিৎকারও বন্ধ হয়ে যায়।

৫০৯ ফের লেবেনথালের দিকে তাকায়, 'ওদের মতো অবস্থায় পৌঁছুলে, আমাদের আর কোনো রকম সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। তখন আমরা সমস্ত সাহায্যের বাইরে চলে যাবো। লিও, আমাদের প্রতিরোধ গড়তে হবে…'

'প্রতিরোধ…কিভাবে?'

আক্রমণের আঘাতটা কেটে গেছে। এখন আবার সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে ৫০৯। রুটির গন্ধ এখন আর তার চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে তুলছে না। নিজের মাথাটা লেবেনথালের কানের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে সে প্রায় নিঃশব্দে উচ্চারণ করে, 'প্রতিরোধ আগামী দিনের জন্যে, প্রতিশোধ নেবার জন্যে—'

লেবেনথাল কুঁকড়ে ওঠে, 'আমি ওসবের মধ্যে থাকতে চাইনে।'

'তোমাকে থাকতেও হবে না,' ৫০৯ ক্ষীণ হাসে, 'তুমি শুধু খাবারের দিকটা দেখো।'

লেবেনথাল খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থাকে। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা মুদ্রা চোখের সামনে তুলে এনে গুনে গুনে ৫০৯-এর হাতে তুলে দেয়, 'এই নাও, তিন মার্ক। এই শেষ। এবারে খুশি হলে তো?'

৫০৯ কোনো জবাব না দিয়ে মুদ্রাগুলো নিজের কাছে রাখে। লেবেনথাল রুটি আর আলুগুলো গুনতে গুনতে বলে, 'বারোজনের পক্ষে বড্ড কম।'

'এগারোজন। লোমানের আর ওসবের প্রয়োজন নেই। ওগুলো তুমি ভেতরে ব্যার্গারের কাছে নিয়ে যাও। ওরা অপেক্ষা করছে।'

'হ্যাঁ, এই নাও তোমার ভাগ। মেয়ে দুটো না ফেরা অব্দি তুমি কি এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও সময় আছে। একটা-দুটোর আগে ওরা ফিরবে না। তবে ওরা আগের বারের চাইতে বেশি খাবার না আনলে, তোমার এখানে অপেক্ষা করার কোনো অর্থ হয় না। ওই দামে আমি বড়ো শিবির থেকেও খাবার আনতে পারি।'

'ঠিক আছে, লিও। আমি বেশি পাবার চেষ্টা করবো।'

৫০৯ গুটিসুটি মেরে কোটটার তলায় ঢুকে পড়ে। তার শীত করছিলো। আলু আর রুটির টুকরোটা এখনও তার হাতের মুঠোয়। রুটিটা সে পকেটে গুঁজে রাখে। আজ রাতে আমি কিছু খাবো না, ভাবলো সে। আসছে কাল অব্দি অপেক্ষা করবো। যদি তা পারি—৫০৯ জানে না, তাহলে কি হবে। কিছু একটা হবে···গুরুত্বপূর্ণ কিছু। কি—তা সে ভেবে বের করার চেষ্টা করে। পারে না। আলু দুটো তখনও তার হাতে। একটা বড়ো, আর একটা খুব ছোটো। বড্ড শক্ত। ছোটোটা সে একবারে খেয়ে নেয়। বড়োটা খায় একটু একটু করে। খেয়ে খিদেটা এমন বেড়ে যাবে, তা সে আশা করে নি। কিন্তু এটা তার জানা উচিত ছিলো। আঙুলগুলো চেটেপুটে হাতটা সে কামড়ে রাখে—যাতে রুটিটা তুলে আনার জন্যে হাতটা পকেটে ঢুকে না পড়ে। আসছে কালের আগে আমি রুটিটা খাবো না, ভাবে ৫০৯। আজ সন্ধ্যায় আমি লেবেনথালের কাছে জিতেছি ইচ্ছে না থাকলেও সে আমাকে তিনটে মার্ক দিয়েছে। এখনও আমি শেষ হয়ে যাইনি, এখনও আমার মধ্যে ইচ্ছেশক্তি আছে। আসছে কাল অব্দি আমি যদি রুটিটা না খেয়ে থাকতে পারি···৫০৯-এর মনে হয়, বিন্দু বিন্দু কালো বৃষ্টির ফোঁটা তার মাথার মধ্যে ঝরে ঝরে পড়ছে···তাহলে বুঝবো···৫০৯ হাত দুটো মুঠি বদ্ধ করে জ্বলন্ত গির্জাটার দিকে তাকায়···তাহলে বুঝবো আমি জানোয়ার নই, আমি শুধুমাত্র একটা ক্ষুধার্ত যন্ত্র নই। বুঝবো আমাকে আবার···ফের সেই দুর্বলতাটা ফিরে এসেছে···লোভ··এইমাত্র আমি লেবেনথালকে প্রতিরোধের কথা বলছিলাম, কিন্তু তখন আমার পকেটে রুটি ছিলো না···প্রতিরোধ—বলাটা সহজ···বুঝবো আমাকে আবার মানুষ হয়ে উঠতে হবে···এই তার শুরু—

নিজের অফিস-ঘরে বসে ছিলেন নয়বায়োর। তাঁর বিপরীত দিকে মুখোমুখি হয়ে বসে রয়েছেন সার্জন মেজর উইজ—ছোটখাটো বাঁদরের মতো চেহারার একটি মানুষ, মুখে মেচেতার দাগ, খোঁচা খোঁচা লালচে গোঁফ। নয়বায়োরের মেজাজটা ভালো নেই। গম্ভীর মুখে উনি প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে কটা লোক আপনি চাইছেন?'

'আপাতত ছ-জনই যথেষ্ট—যারা দৈহিক দিক দিয়ে খানিকটা দুর্বল।'

উইজ শিবিরের কেউ নন। শহরের বাইরে ওর একটা হাসপাতাল আছে। ওর উচ্চাশা, বৈজ্ঞানিক হিসেবে নাম কিনবেন। অন্যান্য কয়েকজন ডাক্তারের মতো উনিও জ্যান্ত মানুষের ওপরে পরীক্ষা চালান এবং এজন্যে শিবির থেকে বেশ কয়েকবারই কয়েকজন বন্দীকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ অঞ্চলের পূর্বতন শাসকের সঙ্গে উইজের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো—তাই বন্দীদের কি কাজে ব্যবহার করা হয়, সে বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। পরে অবিশ্যি ওদের লাশগুলোকে যথারীতি দাহন চুল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'ডাক্তারি-পরীক্ষার জন্যে লোকগুলোকে আপনার দরকার, তাই না?'

'হ্যাঁ। পরীক্ষাগুলো সামরিক বাহিনীর স্বার্থে। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা অবশ্যই গোপনীয়,' উইজ মৃদু হাসলেন। গোঁফের জঞ্জালের নিচে তাঁর দাঁত-গুলোকে বিস্ময়কর রকমের বড়ো দেখালো।

নয়বায়োর সজোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। এই সমস্ত উচ্চতর শ্রেণীর পণ্ডিতগুলোকে উনি দুচোখে দেখতে পারেন না। এরা সমস্ত ব্যাপারে নাক গলায় আর প্রবীণ যোদ্ধাদের অর্জিত গৌরব থেকে বিচ্যুত করে। 'আপনি যে কজনকে খুশি, নিয়ে যেতে পারেন।' নয়বায়োর বললেন, 'এদের কোনোরকম কাজে লাগানো গেলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হবো। আমরা শুধু দায়িত্ব হস্তান্তরের আদেশটা পেলেই খুশি।'

উইজ বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন, 'দায়িত্ব হস্তান্তরের আদেশ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ।'

'কিন্তু কেন···মানে, আমি তো বুঝতেই পারছি না যে···'

নয়বায়োর নিজের তৃপ্তিটুকু লুকিয়ে রাখলেন। উইজের এমনধারা বিস্ময় তিনি আশা করেছিলেন। 'আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না,' সার্জন মেজর ফের বললেন। 'আজ অব্দি তো এ ধরনের কোনো আদেশের প্রয়োজন হয়নি!'

নয়বায়োর তা জানেন। আগেকার গাউলেইতারের সঙ্গে উইজের পরিচয় ছিলো বলেই তেমন কোনো আদেশের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে নয়বায়োরও সার্জন মেজরকে অসুবিধেয় ফেলার একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন।

'পুরো ব্যাপারটাই আসলে নিয়ম-রক্ষা,' নয়বায়োর অমায়িক ভঙ্গিতে বুঝিয়ে বললেন, 'সেনাবাহিনী যদি আপনাকে দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব জানায়, তবে আপনি বিনা ঝামেলাতেই ওদের পেয়ে যাবেন।'

সেনাবাহিনীর ব্যাপারে উইজের আগ্রহ সামান্যই। সেনাবাহিনীর স্বার্থকে তিনি একটা মিথ্যে ওজর হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নয়বায়োরও তা জানেন। বিচলিত ভঙ্গিতে গোঁফে তা দিতে দিতে উইজ বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে। এ যাবৎ চিরদিন আমি তো বিনা ঝামেলাতেই লোক পেয়ে গেছি!'

'পরীক্ষার জন্যে? আমার কাছ থেকে?'

'এই শিবির থেকে।'

'নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে।' নয়বায়োর দূরভাষের কথামুখটা তুলে নিলেন, 'দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

এর কোনো প্রয়োজন ছিলো না। নয়বায়োর এ ব্যাপারে সবকিছুই জানেন। সামান্য গুটি কয়েক প্রশ্নের পরেই উনি কথামুখটা নামিয়ে রাখলেন। 'আমি যেমনটি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ঠিক তা-ই, হের ডকটর। এর আগে আপনি হালকা কাজের জন্যে লোক চেয়েছেন এবং পেয়েছেন। আমাদের শ্রমিক পরিচালন পরিষৎ এ ব্যাপারে কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতার ধার ধারে না। প্রতিদিন আমরা ডজন ডজন কারখানায় শ্রমিক যোগান দিই। এ সমস্ত ক্ষেত্রে শিবির কর্তৃপক্ষের হাতেই লোকগুলোর তত্ত্বাবধানের ভার থাকে। কিন্তু আপনার ব্যাপারটা আলাদা। আপনি ডাক্তারি পরীক্ষা চালাবার জন্যে লোক চাইছেন। এ ক্ষেত্রে লোকগুলোকে খাতাপত্রে লিখিত-পড়িতভাবে শিবির ছেড়ে যেতে হবে। এ জন্যে আমার ওপর-মহলের নির্দেশ পাওয়া দরকার।'

উইজ মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা তো একই! আগেও ওই লোক-গুলোকে পরীক্ষার কাজেই লাগানো হতো!'

'আমি সে ব্যাপারে কিছু জানি না, নথিপত্রে যেমনটি আছে আমি শুধু তা-ই জানি।' নয়বায়োর হেলান দিয়ে বসলেন, 'আশা করি আপনিও ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। কারণ এমন একটা ভুলের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে আপনার নিশ্চয়ই তেমন কোনো আগ্রহ নেই।'

মুহূর্তের জন্যে উইজ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। উনি বুঝতে পারলেন, উনি নিজে থেকেই ফাঁদে ধরা দিয়েছেন। তারপর জিগেস করলেন, 'আচ্ছা, আমি হালকা কাজের জন্যে লোক চাইলে পেতাম কি?'

'নিশ্চয়ই!'

'বেশ, তাহলে আমি হালকা কাজের জন্যে ছটা লোক চাইছি!'

'কিন্তু হের সার্জন-মেজর! সত্যি বলতে কি, আপনার আবেদনের এহেন চকিত পরিবর্তনের কোনো অর্থই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। প্রথমে আপনি দৈহিক দিক দিয়ে যথাসম্ভব দুর্বল অশক্ত লোক চাইলেন। তারপর লোক চাইলেন হালকা কাজের জন্যে। দুটো নিশ্চয়ই পরস্পরবিরোধী কথা!'

উইজ ঢোক গিললেন। তারপর দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা তুলে নিলেন। নয়বায়োরও উঠে দাঁড়ালেন! উইজের বিরক্তি উৎপাদন করে তিনি যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করছিলেন। কিন্তু লোকটাকে সত্যিকারের শত্রু করে তোলার কোন আগ্রহই তাঁর নেই। কারণ পুরনো গাউলাইতের কোনোদিন আবার এখানে ফিরে আসবেন কি না, সে বিষয়ে কেউই নিশ্চিত নয়। তাই বললেন, 'আমার আর একটা প্রস্তাব আছে, হের ডকটর।'

উইজ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'বলুন—'

'আপনার যদি লোকের খুব বেশি প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি স্বেচ্ছাসেবক চাইতে পারেন। কেউ বিজ্ঞানের স্বার্থে শ্রমদান করতে চাইলে আমরা আপত্তি করি না। সে ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকরা শুধু ওই মর্মে একটা বিবৃতিতে সই করে দেবে—ব্যাস। ওদের কোনো মাইনেপত্রও দেবার প্রয়োজন নেই। নথিপত্রে ওরা শিবিরের আবাসিক হয়েই থাকবে।...তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন, আমি আপনার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি!'

উইজ তখনও সন্দিগ্ধ, 'তার মানে আমি ছ-জন স্বেচ্ছাসেবক পেতে পারি?'

'ইচ্ছে হলে ছ-জনের বেশিও নিতে পারেন। আমি আপনার সঙ্গে আমাদের ফার্স্ট ক্যাম্প লিডারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্টর্ম লিডার ওয়েবের একজন সম্পূর্ণ সুদক্ষ মানুষ। উনি আপনাকে ছোটো শিবিরটা ঘুরিয়ে দেখাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

'না না, এ তো আনন্দের বিষয়!'

উইজ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই নয়বায়োর দূরভাষে ওয়েবেরকে নির্দেশ জানালেন, 'ও নিজেই লোক খুঁজে নিক। কোনো জোর-জবরদস্তি নয়—স্রেফ স্বেচ্ছাসেবক। কেউ নিজে থেকে রাজি না হলে আমাদের কিছু করার নেই।'

মৃদু হেসে নয়বায়োর কথামুখটা নামিয়ে রাখলেন। এতোক্ষণে তাঁর মেজাজটা শরিফ হয়ে উঠেছে। উইজ স্বেচ্ছাসেবক খুঁজতে গিয়ে মুশকিলে পড়বে। স্বেচ্ছাসেবক হবার অর্থ কি, তা এতোদিনে প্রায় সমস্ত বন্দীই জেনে গেছে। নয়বায়োর স্থির করিলেন, পুরো ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো তা তিনি পরে খোঁজ করে জেনে নেবেন।

'দাঁতের গর্তটা কি দেখা যাচ্ছে?' লেবেনথাল প্রশ্ন করে।

'এস. এস.রা দেখতে পাবে না,' ব্যার্গার জবাব দেয়। 'চোয়ালটা এতোক্ষণে আড়ষ্ট হয়ে গেছে।'

লোমানের মৃতদেহটা ওরা ছাউনির বাইরে এনে রেখেছে। সকালের হাজিরা শেষ। লাশটা ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হবে বলে অপেক্ষা করছে সকলে।

আহাসফেরের ঠোঁট দুটো নড়ছিলো। ৫০৯ বললো, 'ওর জন্যে তোমাকে কাদ্দিশ বলতে হবে না, বুড়ো। লোমান প্রোটেস্টাণ্ট ছিলো।'

'তাতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, আহাসফের শান্ত গলায় জবাব দিয়ে ফের বিড়বিড় করতে শুরু করলো।

'ওই যে, ট্রাকটা আসছে,' ব্যার্গার বললো।

'ট্রাকে লাশ তোলার লোক আছে?'

'না।'

'তাহলে লোমানকে তো আমাদেরই ট্রাকে তুলতে হবে! ওয়েস্টহফ আর মেয়ারকে ছাউনি থেকে নিয়ে এসো।'

'ওর জুতো!' লেবেনথাল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ওর জুতো জোড়া আমরা খুলে রাখতে ভুলে গেছি। ওগুলো তো এখনও ব্যবহার করা যায়!'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওর পায়ে তো কিছু পরিয়ে দিতে হবে। তেমন কিছু কি আছে?'

'ছাউনিতে বুখসবাউমের এক জোড়া ছেঁড়া জুতো আছে। আমি নিয়ে আসছি।'

'তোমরা গোল হয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়াও,' ৫০৯ বলে, 'শীগগির।'

৫০৯ লোমানের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে। অন্যেরা এমনভাবে তাকে ঘিরে রাখে, যাতে সতেরো নম্বর ছাউনির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটা আর আশে-

পাশের নজর-মিনারগুলো থেকে কোনো পাহারাদার তাকে দেখতে না পায়। জুতো জোড়া সহজেই টেনে খুলে নেওয়া গেলো, লোমানের পায়ের তুলনায় জুতো জোড়া অনেক বড়ো। লোমানের পায়ে শুধু হাড় ছাড়া আর কিছু নেই।

'অন্য জুতো দুটো কই? শীগগিরি দাও, লিও—'

'এই যে—'

লেবেনথাল বৃত্তটার ভেতরে এসে জ্যাকেটের ভেতর থেকে এক জোড়া ছেঁড়া জুতো ৫০৯-এর সামনে ফেলে দেয়। তারপর লোমানের জুতো জোড়া ফের জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে, বগলের নিচে চেপে ধরে ছাউনিতে ফিরে যায়। ৫০৯ বুখসবাউমের ছেঁড়া জুতো দুটো কোনো রকমে লোমানের পায়ে গুঁজে দিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। রোদ্দুরে পড়ে থাকে লোমানের দেহটা। মুখটা সামান্য খোলা, একটা চোখ চকচক করতে থাকে একটা হলদে রঙের বোতামের মতো। সকলে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সকলকে ছেড়ে অনন্ত দূরে চলে গেছে লোমান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লেবেনথাল ফিরে আসে। ট্রাকটাও সামনে এসে দাঁড়ায়। ছাউনির প্রবীণরা ভেবে পায় না, লোমানের দেহটা ট্রাকের কোথায় তুলবে। খোলা ট্রাকটাতে একটার ওপরে একটা—গাদা গাদা লাশ। অধিকাংশই এতোক্ষণে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

নিচ থেকে লোমানকে কিছুতেই ট্রাকে তুলতে না পেরে লাশটাকে ওরা ফের মাটিতে নামিয়ে রাখে।

'কয়েকজন ওপরে ওঠ না, শুয়োরের বাচ্চা!' ট্রাকের চালক খিঁচিয়ে ওঠে। 'এই একটা কাজই তো তোদের করতে হয়—শুধু লাশ তোলা!'

আহাসফের আর ব্যার্গার বুশের আর ওয়েস্টহফকে ট্রাকে উঠতে সাহায্য করে। বুশের প্রায় উঠে গিয়েও হঠাৎ পিছলে নেমে আসতে থাকে। যে কোনো একটা অবলম্বনের জন্যে যে লাশটাকে সে আঁকড়ে ধরে, সেটা তখনও আড়ষ্ট হয়ে ওঠেনি। ফলে লাশটাকে নিয়েই সে মাটিতে নেমে আসে। সবাই মিলে হাঁফাতে হাঁফাতে বুশেরকে ফের ওপরের দিকে ঠেলে ট্রাকে তুলে দেয়। ৫০৯ বলে, 'প্রথমে অন্য লাশটাকে তোলা যাক। ওটা এখনও নরম রয়েছে, তুলতে সুবিধে হবে।'

লাশটা মেয়েমানুষের। শিবিরের অন্যান্য লাশগুলো সাধারণত এর চাইতে হালকা হয়। ওর মৃত্যু হয়েছে, তবে উপবাসক্লিষ্ট মৃত্যু নয়। ওর স্তন দুটো এখনও পুরুষ্টু, স্রেফ চামড়ার শুকনো থলে নয়। ওকে মেয়েদের শিবির থেকে

আনা হয়নি, কারণ সেক্ষেত্রে লাশটা আরও রোগা হতো। দক্ষিণ অ্যামেরিকায় অভিবাসনের কাগজপত্রসহ যে সমস্ত ইহুদিরা বিনিময় শিবিরে রয়েছে, ও সম্ভবত তাদেরই একজন। ওখানে পরিবারের সদস্যরা এখনও এক সঙ্গেই থাকে।

'কিরে ভেড়ার দল, গরম হয়ে উঠছিস নাকি ?' ট্রাকের চালক গাড়ি থেকে নেমে এসে মেয়েমানুষের লাশটাকে দেখে হো হো করে হেসে ওঠে।

ওরা আটজনে মিলে নরম লাশটাকে ফের ট্রাকে তুলে দেয়। তারপর লোমানকে। মেয়েমানুষটার পর লোমানের লাশটাকে অনেক হালকা বলে মনে হয়। প্রচণ্ড পরিশ্রমে কাঁপতে থাকে ওদের শরীরগুলো। লোমানের একটা হাত ওরা ট্রাকের পাশের দিকের ডালাটার একটা ছিলকার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে হাতটা বেরিয়ে থাকে বাইরের দিকে, দেহটা চাপা থাকে আড়াআড়ি ছড়ানো খিলটার নিচে। পরক্ষণেই অসমতল পথ ধরে ট্রাকটা দাহন-চুল্লির দিকে এগুতে শুরু করে। ট্রাকের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে লোমানের হাতখানা, মনে হয় সে যেন হাত নেড়ে ডাকছে অবশিষ্ট কঙ্কালগুলোকে।

দাহন-চুল্লিতে কাজে যাবার পথে ওয়েবের আর উইজকে দেখতে পেয়ে ব্যার্গার তক্ষুনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছাউনিতে ফিরে এসে জানালো, 'ওয়েবের আসছে ! সঙ্গে হাণ্ডকে আর একটা অসামরিক লোক—বোধহয় সেই গিনিপিগ ডাক্তার। সাবধানে থাকো !'

সঙ্গে সঙ্গে সবকটা ছাউনিতেই গোলযোগ ছুটোপুটি শুরু হয়ে গেলো। উচ্চপদস্থ এস. এস. অফিসাররা ছোটো শিবিরে খুব কমই আসে। এতএব প্রত্যেকেই বুঝতে পারলো, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণ রয়েছে। 'কুকুর-মানুষ, আহাসফের !' ৫০৯ বললো, 'শীগগিরি ওকে লুকিয়ে ফ্যালো !'

আহাসফের পাগল-মানুষটাকে চাপড় মেরে আদর করতেই সে বিশ্বস্ত জন্তুর মতো মেঝেতে শুয়ে পড়লো। সেই অবসরে ৫০৯ মানুষটার হাত-পা বেঁধে ফেললো, যাতে সে বাইরে ছুটে যেতে না পারে। আসলে এর কোনো প্রয়োজন ছিলো না, কারণ মানুষটা কোনোদিনই তেমন চেষ্টা করেনি। কিন্তু এখন এ ধরনের ঝুঁকি নেওয়াটা আদৌ বুদ্ধিমানের মতো কাজ নয়। আহাসফের লোকটার মুখে খানিকটা ন্যাকড়া গুঁজে দিয়ে, তাকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিলো, 'শুয়ে থাকো, চুপটি করে শুয়ে থাকো !' পাগল-মানুষটা মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়লো।

'প্রত্যেকে বেরিয়ে আয় !' বাইরে থেকে হাণ্ডকে চিৎকার করে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালরা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এসে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। অর্ধমৃত, মৃত্যুমুখী আর উপোসী মানুষের এ এক করুণ সমাবেশ। ওয়েবের উইজের দিকে ফিরে তাকালো, 'আপনার তো এই জিনিসেরই প্রয়োজন ?'

উইজ নাসারন্ধ্র স্ফীত করে বাতাসের আঘ্রাণ গ্রহণ করলেন, যেন উনি ঝলসানো মাংসের সুগন্ধ পাচ্ছেন। অস্ফুটে শুধু বললেন, 'চমৎকার নমুনা !'

'বেছে নিতে চান ?'

উইজ সামান্য কাশলেন, 'হ্যাঁ···মানে একটা কথা হয়েছিলো···যারা স্বেচ্ছাসেবক হতে চাইবে···'

'বেশ, আপনার যেমন অভিরুচি।' ওয়েবের বললো, 'হালকা কাজ করতে হবে—ছ-জন সামনে এগিয়ে আয় !'

কেউ নড়লো না। ওয়েবের লাল হয়ে উঠলো। ব্লক সিনিয়াররা সচিৎকারে আদেশটার পুনরাবৃত্তি করে, লোকগুলোকে সামনের দিকে ঠেলে দিতে শুরু করলো। বিরক্তিভরা মুখে এগুতে এগুতে ওয়েবের হঠাৎ বাইশ নম্বর ছাউনির শেষ সারিতে আহাসফেরকে আবিষ্কার করে চিৎকার করে উঠলো, 'বেরিয়ে আয় হতচ্ছাড়া দেড়েল ! তুই জানিস না, এভাবে দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো নিষেধ ? ব্লক সিনিয়ার, এটা কি করে সম্ভব হলো ? তোমরা এখানে কি জন্যে রয়েছো ?'

আহাসফের সামনের দিকে এগিয়ে এলো। উইজ অস্ফুটে বললেন, 'বড্ড বুড়ো !' তারপর ওয়েবেরকে বললেন, 'একটু দাঁড়ান। এ ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে মোকাবিলা করতে হবে।' এবারে উনি বন্দীদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, 'শোনো হে, তোমাদের হাসপাতালে থাকা দরকার। তোমাদের প্রত্যেকেরই। শিবিরে জায়গা কম। আমি তোমাদের মধ্যে ছজনকে অন্য জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। তোমাদের সুরুয়া, মাংস আর পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া দরকার। যে ছজনের এগুলো সব চাইতে বেশি দরকার, তারা সামনের দিকে এগিয়ে এসো।'

কেউ এগুলো না। শিবিরের কেউই এসমস্ত রূপকথা বিশ্বাস করে না। তাছাড়া প্রবীণরা উইজকে চিনে ফেলেছে। তারা জানে, লোকটা এর আগে বেশ কয়েক বার এখান থেকে কয়েকজনকে নিয়ে গেছে—তারা কেউই আর ফেরেনি।

'মনে হচ্ছে তোরা এখনও অনেক খাবার-দাবার পাচ্ছিস ?' ওয়েবের বললো, 'ওটা বদলে দেওয়া হবে। ছজন সামনের দিকে এগিয়ে আয় বলছি—জলদি !'

খ বিভাগ থেকে একটা কঙ্কাল টলতে টলতে এগিয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

'বাঃ, বেশ!' উইজ লোকটাকে নজর করে দেখলেন। 'তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। আমরা তোমাকে ভালোভাবে খাওয়া-দাওয়া করাবো।'

এবারে দ্বিতীয়জন এগিয়ে গেলো। তারপর আরও একজন। এরা সকলেই এ শিবিরে নবাগত।

'আরও তিনজন!' ওয়েবের ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠলো। নয়বায়োরের প্রস্তাব মতো স্বেচ্ছাসেবক দেবার ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। অফিস থেকে নির্দেশ পাঠানো হবে আর সেইমতো ছটা লোককে যোগান দেওয়া হবে—ব্যাস, তাহলেই তো সবকিছু মিটে যায়!

উইজের ঠোঁটের প্রান্ত দুটি কুঁচকে উঠলো, 'তোমাদের ভালো খাবার দেবার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ রইলাম। মাংস, কোকো, পুষ্টিকর খাদ্য।'

'হের সার্জেন-মেজর,' ওয়েবের বললো, 'এভাবে কথা বললে এই হতচ্ছাড়া-গুলো অর্থ বুঝতে পারে না।'

'মাংস?' ৫০৯-এর পাশে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াসিয়া নামে কঙ্কালটা জিগেস করলো।

'অবশ্যই,' উইজ ঘুরে তাকালেন। 'মাংস পাবে বইকি, ভাই—প্রতিদিনই মাংস পাবে।'

ওয়াসিয়া মুখ চুষতে লাগলো। ৫০৯ ওকে সাবধান করে দেবার জন্তে কনুইয়ের গুঁতো মারলো। কিন্তু ওই সামান্য চাঞ্চল্যটুকুও ওয়েবেরের নজর এড়ালো না। 'হতচ্ছাড়া বেজম্মা!' এগিয়ে গিয়ে সে ৫০৯-এর পেটে লাথি মারলো। লাথিটাতে অতিরিক্ত জোর ছিলো না। ওয়েবেরের মতে, ওটা সতর্ক করে দেবার লাথি—শাস্তির নয়। কিন্তু ৫০৯ তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

'উঠে দাঁড়া, বাঞ্চোত!'

'না না, ওভাবে নয়—ওভাবে নয়।' উইজ ওয়েবেরকে পেছনে টেনে রাখলেন, 'আমার অক্ষত গোটা মানুষ দরকার।' নিচের দিকে ঝুঁকে উনি ৫০৯কে পরীক্ষা করে দেখলেন। খানিকক্ষণ বাদে ৫০৯ চোখ খুলে তাকালো। উইজ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 'তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে, ভাই। ওখানে আমরা তোমার যত্ন নেবো।'

'আমার চোট লাগেনি,' ৫০৯ হাঁফাতে হাঁফাতে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালো।

উইজ মৃদু হাসলেন, 'একজন চিকিৎসক হিসাবে সেটা আমি ভালো বুঝবো।' উনি ওয়েবেরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তাহলে আরও দুজন হলো। শেষ

জনের বয়েসটা একটু কম হওয়া দরকার।' ৫০৯-এর অন্য ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বুশেরকে আঙুল তুলে দেখালেন উনি, 'ওইটি হলে বোধহয়…'

'এগিয়ে আয়!'

বুশের এগিয়ে এসে ৫০৯ এবং অন্যদের পাশে দাঁড়ালো।

'ধন্যবাদ, এতেই আমার কাজ চলে যাবে।'

'ঠিক আছে, তোরা দুজনে তাহলে পনেরো মিনিটের মধ্যে অফিসে এসে হাজির হবি। ব্লক সিনিয়ার, তুমি ওদের নম্বরগুলো লিখে নাও। তোরা ততোক্ষণে হাত-মুখ ধুয়ে সাফ হয়ে নে, নোংরা শুয়োরের দল!'

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো মানুষগুলো। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। ওরা জানে, এর কি অর্থ। শুধু ওয়াসিয়া মুখ টিপে হাসছে। খিদের তাড়নায় তার মনটা দুর্বল হয়ে উঠেছে, তাই উইজের সমস্ত কথাই সে বিশ্বাস করেছে। নবাগত তিনজন উদাসীনের মতো তাকিয়ে রয়েছে শূন্যের দিকে। যে কোনো হুকুম—এমনকি তড়িৎশক্তিবাহী কাঁটাতারগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিলেও ওরা বিনা প্রতিরোধে এখন তা তামিল করতো। আহাসফের মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। ওয়েবের এবং উইজ চলে যাবার পরে হাণ্ডকে ওকে আচ্ছা করে লাঠিপেটা করেছে।

'জোসেফ!' মেয়েদের শিবিরের দিক থেকে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

বুশের তবু নড়েনি। ৫০৯ কনুই দিয়ে ওকে গুঁতো মারলো, 'রুথ হল্যাণ্ড ডাকছে।'

ছোটো শিবিরের বাঁ ধারে মেয়েদের শিবির, মাঝখানে তড়িৎশক্তিবিহীন দু-সারি কাঁটাতারের বেষ্টনী। ওখানে মোটে দুটি ছোট্ট ছাউনি—যুদ্ধের সময় যখন নতুন করে গণ গ্রেফতার শুরু হয়, তখনই ওই ছাউনি দুটোকে তৈরি করা হয়েছিলো। তার আগে এ শিবিরে কোনো মেয়েমানুষ থাকতো না।…দু-বছর আগে বুশের কয়েক সপ্তাহের জন্যে মেয়েদের শিবিরে ছুতোর মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেছিলো, তখনই রুথ হল্যাণ্ডের সঙ্গে তার আলাপ। মাঝে মধ্যে ওরা তখন লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলতো। কিন্তু তারপর বুশের অন্য একটা শ্রমিক দলে বদলি হয়ে যায়। ফের ওদের দেখা হয়, বুশেরকে ছোটো শিবিরে পাঠিয়ে দেবার পর। তারপর থেকে কখনো-সখনো রাত্রিবেলা অথবা কুয়াশা পড়লে ওরা দুজনে ফিসফিসিয়ে দুজনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

ছুটো শিবিরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা কাঁটাতারের বেষ্টনীটার ওধারে দাঁড়িয়েছিলো রুথ, দুরন্ত বাতাস পরনের ডোরাকাটা সেমিজটাকে জড়িয়ে রেখেছিলো ওর শীর্ণ পা দুটির সঙ্গে। ফের ও ডাকলো, 'জোসেফ!'

বুশের এবারে মাথা তুলে তাকালো, 'তারের কাছ থেকে সরে যাও, রুথ! ওরা তোমাকে দেখতে পাবে।'

'আমি সব শুনেছি। তুমি এখান থেকে যেও না, জোসেফ!'

'তুমি তারের কাছ থেকে সরে যাও, রুথ! পাহারাদাররা গুলি ছুঁড়তে পারে!'

রুথ মাথা নাড়ে। ওর চুলগুলো ছোটো করে ছাঁটা, সম্পূর্ণ ধূসর। 'তুমি যাবে না! তুমি এখানেই থাকো, লক্ষীটি—তুমি যেও না!'

বুশের অসহায় ভঙ্গিতে ৫০৯-এর দিকে তাকায়। ৫০৯ বুশেরের হয়ে বলে, 'আমরা ফিরে আসবো।'

'ও ফিরবে না! আমি জানি, ও ফিরবে না! তোমরাও তা জানো।' রুথ নিজের হাত দুটিকে তারের সঙ্গে চেপে ধরে, 'কেউ কোনোদিনও ফেরে না।'

৫০৯ কোনো জবাব দেয় না। জবাব দেবার মতো কিছু নেই। তার ভেতরটা কালা হয়ে গেছে। মনের মধ্যে আর কোনো অনুভূতিও অবশিষ্ট নেই—অন্যের জন্যেও না, নিজের জন্যেও না। সে জানে, সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে গেছে—কিন্তু এখনও সে তা অনুভব করতে পারে না। শুধু অনুভব করতে পারে, তার কোনো অনুভূতি নেই।

'ও যাবে না, গেলে ও আর ফিরবে না,' প্রার্থনা-সঙ্গীতের মতো ফের বলতে থাকে রুথ। একঘেয়ে, আবেগ-বর্জিত, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'ওর বয়েস কম। ওর হয়ে অন্য কেউ যাক—'

কেউ কোনো জবাব দেয় না। সবাই জানে, বুশেরকে যেতেই হবে। হাণ্ডকে ওদের নম্বরগুলো লিখে নিয়েছে। তাছাড়া বুশেরের হয়ে যেতোই বা কে?

ওরা দুদল—যাদের শিবির ছেড়ে যেতে হবে আর যারা শিবিরে পড়ে থাকবে—পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ৫০৯-এর মনে হয়, এর চাইতে বজ্রাঘাতে মৃত্যুও বরঞ্চ সহনীয় হতো। কারণ এই শেষ দৃষ্টিপাতের মধ্যে রয়েছে কিছু না বলা কথা। একদিকে রয়েছে: 'আমি কেন যাবো? কেন আমাকেই যেতে হবে?' আর অন্য দিকে: 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি নই! আমাকে যেতে হচ্ছে না!'

আহাসফের আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, মুহূর্তের জন্যে তাকে বিভ্রান্ত বলে মনে

হয়। তারপরেই আচমকা চিৎকার করে ওঠে বুড়ো মানুষটা, 'আমার দোষ! আমার দাড়ি...আমার দাড়ি দেখেই তো ওয়েবের এদিকে এলো! না হলে সে তো ওদিকেই থাকতো!'

দু হাতে প্রাণপণে নিজের দাড়ি ধরে টানতে থাকে মানুষটা। চোখের জলে গাল ভেসে যায়। কিন্তু শরীর এতো দুর্বল যে এক গাছি দাড়িও টেনে ছিঁড়তে পারে না। অবসন্ন হয়ে মাটিতে বসে ক্রমাগত এধার থেকে ওধারে মাথা ঝাঁকাতে থাকে সে।

'ছাউনিতে ফিরে যাও,' ব্যার্গার তীক্ষ্ণ স্বরে বলে।

আহাসফের তার দিকে তাকায়। তারপর মাটিতে মুখ গুঁজে চিৎকার করে বিলাপ করতে থাকে।

'দাঁতটা কোথায়?' লেবেনথাল জিগেস করে।

৫০৯ পকেট হাতড়ে দাঁতটা বের করে লেবেনথালের দিকে এগিয়ে দেয়, 'এই যে—'

লেবেনথাল দাঁতটা হাতে তুলে নেয়। ৫০৯ ফের পকেটে হাত গোঁজে। দাঁতটা খোঁজার সময় রুটির টুকরোটা তার হাতে লেগেছিলো। কাল রাতে রুটিটা না খেয়ে কি লাভ হলো? ওটাও সে লেবেনথালের দিকে এগিয়ে দেয়।

'ওটা তোমার। তুমিই খাও।' লেবেনথালের কণ্ঠে অসহায় ক্রোধ ফুটে ওঠে।

'এখন আমার কাছে এটার আর কোনো প্রয়োজন নেই।'

একটা মুসলমান রুটির টুকরোটা দেখতে পেয়ে হাঁ করে টলতে টলতে দ্রুত এগিয়ে আসে, তারপর ৫০৯-এর হাতটা আঁকড়ে ধরে রুটির টুকরোটা ছিনিয়ে নিতে যায়। ৫০৯ লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চেক-বালক কারেলের হাতে রুটিটা তুলে দেয়। মুসলমানটা এবারে কারেলের দিকে হাত বাড়াতেই, কারেল শান্তভাবে তার পায়ে একটা লাথি বসিয়ে দেয়। মুসলমানটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, অন্যেরা তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়।

'তোমাদের কি ওরা গ্যাস দিয়ে মারবে?' আবেগ বর্জিত স্বরে ৫০৯কে প্রশ্ন করে কারেল।

'এখানে কোনো গ্যাস-কুঠরি নেই, কারেল।' ব্যার্গার রেগে ওঠে, 'তোমার তা জানা উচিত।'

'বার্কেনাউতেও ওরা তাই বলতো। তোয়ালে হাতে ধরিয়ে চান করতে বলতো, কিন্তু জলের বদলে আসতো গ্যাস।'

ব্যার্গার ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, 'যা ভাগ! রুটিটা খেয়ে নে, নয়তো ফের কেউ এসে কেড়ে নেবে।'

কারেল একসঙ্গে রুটিটা মুখে পুরে দেয়। আসলে সে খারাপ কিছু ভেবে প্রশ্নটা জিগেস করেনি। আসলে বিভিন্ন বন্দী-শিবিরেই সে বড়ো হয়ে উঠেছে, তাই এর বাইরে আর কিছুই সে জানে না।

'চলো, যাওয়া যাক—' ৫০৯ বলে।

রুথ হল্যাণ্ড ফোঁপাতে শুরু করে। ওর হাত দুটো পাখির নখরের মতো আঁকড়ে রাখে কাঁটাতারটাকে। অথচ ওর চোখে অশ্রু নেই।

'চলো—' ফের বলে ৫০৯। পেছনে যা কিছু পড়ে রইলো, তার দিকে একবার দৃষ্টিটা ঘুরে আসে তার। ইতিমধ্যে অনেকেই নির্বিকারভাবে হামাগুড়ি দিয়ে ছাউনিতে ঢুকে গেছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু প্রবীণরা আর সামান্য কয়েক-জন। হঠাৎ ৫০৯-এর মনে হয়, কি যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তার এখনও বলা বাকি রয়ে গেছে—যেন তার ওপরেই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মনের চিন্তাটাকে সে কিছুতেই ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত শুধু বলে, 'এ ব্যাপারটা তোমরা ভুলে যেও না।'

কেউ কোনো জবাব দেয় না। ৫০৯ জানে, ওরা সবাই ভুলে যাবে। এমন ঘটনা ওরা অনেক দেখেছে। হয়তো বুশের ভুলতো না—বুশেরের বয়েস কম। কিন্তু বুশেরকেও তার সঙ্গে যেতে হচ্ছে।

হোঁচট খেতে খেতে পথ ধরে এগিয়ে চলে ওরা। হাত-মুখ ওরা ধোয়নি। আসলে ওটা ওয়েবেরের একটা রসিকতা—শিবিরে কোনোদিনই অতো জলের ব্যবস্থা নেই। কাঁটাতারের বেষ্টনীর দরজাটা পেরিয়ে ওরা শ্রমিক-শিবিরের প্রথম দিককার ছাউনিগুলো পেরিয়ে যায়। শ্রমিকের দল অনেক আগেই কাজে বেরিয়ে গেছে। ছাউনিগুলো জনহীন, বিষণ্ণ। কিন্তু এখন আচমকা ওই ছাউনিগুলোকেই পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে আকাঙ্ক্ষিত জায়গা বলে মনে হয় ৫০৯-এর। হঠাৎ ওই ছাউনিগুলোই যেন জীবন আর নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া এই পদযাত্রা থেকে পালিয়ে গিয়ে ওই ছাউনিগুলোর কোটরে ঢুকে লুকিয়ে থাকতে।

'কমরেড—' হঠাৎ তেরো নম্বর ছাউনির সামনে থেকে কে যেন ডেকে ওঠে।

৫০৯ চোখ তুলে তাকায়। লোকটাকে সে চেনে না। তবু বিড়বিড় করে বলে, 'ভুলো না, তোমরা এটা ভুলো না।'

'ভুলবো না,' লোকটা জবাব দেয়। 'কোথায় যাচ্ছো তোমরা?'

শ্রমিক শিবিরের পেছনের অংশে যারা থাকে, তারা ওয়েবের এবং উইজকে দেখতে পেয়েছিলো। তারা জানে, এ যাত্রাপথের কোনো বিশেষ অর্থ আছে।

৫০৯ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে তাকায়। আচমকা তার সমস্ত ঔদাসীন্য কেটে যায়। যে কথাটা এখনও বলা বাকি রয়ে গেছে, তার গুরুত্ব আবার নতুন করে অনুভব করে সে। কিছুতেই কথাটাকে হারিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। 'ভুলো না,' বারবার ফিসফিসিয়ে সে মিনতির ভঙ্গিতে বলে, 'ভুলো না—কিছুতেই ভুলো না! কোনদিনও না!'

'কোনোদিনও ভুলবো না!' দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো ফের উচ্চারণ করে লোকটা। 'কিন্তু কোথায় যেতে হচ্ছে তোমাদের?'

'একটা হাসপাতালে। গিনিপিগ হিসেবে।...কি নাম তোমার?'

'লিউইনস্কি—স্তানিস্লাস লিউইনস্কি।'

'তুমি ভুলো না, লিউইনস্তি।' ৫০৯-এর মনে হয়, নাম ধরে বলায় তার কথাটার জোর বেড়েছে।

'ভুলবো না, আমি ভুলবো না।' লিউইনস্কি ৫০৯-এর কাঁধে হাত রাখে। ৫০৯-এর মনে হয়, স্পর্শটা যেন তার কাঁধ ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে। ফের সে লিউইনস্কির দিকে তাকায়। লিউইনস্কি ঘাড় নাড়ে।

অফিস-ঘরটাতে বুটপালিশের গন্ধ! অফিস সিনিয়ার কাগজপত্র তৈরি করে রেখেছিলেন। শূন্যদৃষ্টিতে ওদের ছজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এগুলোতে তোমাদের সই করতে হবে।'

৫০৯ টেবিলটার দিকে তাকালো। সই কেন করতে হবে, তা সে বুঝে উঠতে পারলো না। সাধারণত বন্দীদের হুকুম দেওয়া হয় এবং সেখানেই ঘটনাটার সমাপ্তি ঘটে। ৫০৯ লক্ষ্য করলো, কাপোর পেছন দিকে বসে থাকা একটি কেরানী তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটার মাথায় গাজরের মতো লাল চুল। ৫০৯ তাকে লক্ষ্য করেছে বুঝতে পেরে লোকটা—যাতে কেউ বুঝতে না পারে এমনিভাবে—একেবারে আস্তে আস্তে একবার ডান দিক থেকে বাঁ দিকে মাথাটা নেড়েই তৎক্ষণাৎ নিজের টেবিলের দিকে চোখ নামিয়ে নিলো। তারপরেই ওয়েবের ঘরে এসে ঢুকলো। সকলেই উঠে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নিয়ে সে, বললো, 'একি, এখনও কাজ মেটেনি? নে নে, এটাতে সই কর্!'

'আমি লিখতে জানিনে,' সব চাইতে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াসিয়া বললো।

'তাহলে তিনটে ঢেরা লাগা।'

ওয়াসিয়া তিনটে ঢেরা লাগালো।

'পরের জন!'

নবাগত তিনজন একে একে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। ৫০৯ তখন মরিয়া হয়ে নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। তার মন বলছে, এখনও বাঁচার কোনো একটা পথ রয়ে গেছে। ফের সে কেরানীটির দিকে তাকালো। কিন্তু লোকটা সেই থেকে আর মাথা তোলেনি। 'এবারে তোর পালা!' হঠাৎ ওয়েবের গর্জে উঠলো, 'এগিয়ে আয়, শুয়োরের বাচ্চা! স্বপ্ন দেখছিস নাকি, অ্যাঁ?'

৫০৯ কাগজটা হাতে তুলে নিলো। তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। টাইপ করা সামান্য লাইন কটা কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকছে না।

'আবার পড়ে দেখতে হবে, অ্যাঁ? ওয়েবের একটা লাথি বসিয়ে দিলো, 'সই কর, নোংরা কুত্তা কাঁহিকা!'

৫০৯ ততোক্ষণে যথেষ্ট পড়ে ফেলেছে। সে পড়েছে—'এতদ্বারা আমি নিজেকে একজন স্বেচ্ছাসেবক বলে ঘোষণা করছি…'

কাগজটা সে টেবিলে নামিয়ে রাখলো। এই তার শেষ সুযোগ! কেরানীটি এটাই তাকে বোঝাতে চেয়েছিলো।

'আমি স্বেচ্ছাসেবক হবো না,' ৫০৯ বললো।

অফিস সিনিয়ার তার দিকে তাকালেন। কেরানীরা একবার মাথা তুলে, পরক্ষণেই নিজেদের কাগজপত্রের দিকে চোখ নামালো। মুহূর্তের জন্যে সমস্ত কিছুই যেন ভীষণ নিস্তব্ধ-নিঝুম হয়ে রইলো।

'কি?' ওয়েবের যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

৫০৯ বড়ো করে একটা নিঃশ্বাস নিলো, 'আমি স্বেচ্ছাসেবক হবো না।'

'তার মানে তুই সই করবি না?'

'না।'

নিজের ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিলো ওয়েবের। তারপর ৫০৯-এর বাঁ হাতটা মুচড়ে ধরে এক ঝাঁকুনিতে হাতটা পিঠের ওপরের দিকে তুলে দিলো। ৫০৯ মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। মোচড়ানো হাতটা ধরে তাকে টেনে তুলে, পেছনে লাথি মারলো ওয়েবের। ৫০৯ একটা চিৎকার তুলে নিশ্চুপ হয়ে গেলো। এবারে অন্য হাতটা দিয়ে ওয়েবের তাকে কলার ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো। ৫০৯ অচেতন হয়ে ফের লুটিয়ে পড়লো।

'ক্লেইনার্ত! মিকেল!' দরজাটা খুলে ওয়েবের গর্জন করে উঠলো, 'হতচ্ছাড়াকে নিয়ে গিয়ে জ্ঞান ফেরা। আমি আসছি।'

ওরা ৫০৯কে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলো।

'এবারে তুই!' ওয়েবের বুশেরকে বললো, 'সই কর্!'

বুশেরের সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে। সে না কেঁপে থাকতে চাইছিলো, কিন্তু নিজের শরীরের ওপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। হঠাৎ সে যেন বড্ড একা হয়ে গেছে। ৫০৯ যা করেছে, তাকেও খুব তাড়াতাড়ি তা-ই করতে হবে—নয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে…তখন তাকে যা করতে বলা হবে, যন্ত্রচালিতের মতো সে তা-ই করবে।

'আমিও সই করবো না।'

আঘাতটা বুশের প্রায় বুঝতেই পারেনি। একরাশ অন্ধকার যেন চুরমার হয়ে তার ওপরে ভেঙে পড়লো। জ্ঞান যখন ফিরলো, ওয়েবের তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভোঁতা অনুভূতি নিয়ে বুশের ভাবলো, ৫০৯ আমার চাইতে বিশ বছরের বড়ো…তাকেও লোকটা এমনি করে মেরেছে—আমাকেও সহ্য করতেই হবে। তারপরেই ঝাঁকুনি, আগুন আর কাঁধে ছুরির আঘাতের মতো একটা তীব্র বেদনা অনুভব করলো সে। সে যে আর্তনাদ করে উঠেছিলো, বুশের তা শুনতে পায়নি। তারপর অন্ধকার নেমে এলো আবার।

দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফিরতে বুশের দেখলো, অন্য একটা ঘরের শান বাঁধানো মেঝেতে ভিজে জুবজুবে অবস্থায় সে ৫০৯-এর পাশে পড়ে রয়েছে। শুনতে পেলো ওয়েবের গর্জন করে বলছে, 'আমি সহজেই অন্য কাউকে দিয়ে তোদের সই দুটো করিয়ে নিতে পারতাম, তাহলেই ব্যাপারটা মিটে যেতো। কিন্তু আমি তা করবো না। তোদের জেদ আমি ভাঙবো। আমার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে তোরা নিজেরাই সই করতে চাইবি—অবিশ্যি তখন পর্যন্ত সই করার মতো শক্তি যদি তোদের থাকে।'

কেন আমি এভাবে প্রতিরোধ করছি? ৫০৯ হতাশ হয়ে ভাবলো, আমি এভাবে মার খেয়ে মরবো আর নয়তো কাগজটাতে সই করে একটা ইনজেকশন নিয়ে এর চাইতে অনেক সহজে আর অনেক কম যন্ত্রণা পেয়ে শেষ হয়ে যাবো—তাতে কি এমন এসে-যাবে? পরক্ষণেই নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে…মনে হলো যেন অন্য কেউ বলছে, 'না! সই আমি করবো না…আপনি আমাকে মারতে মারতে মেরে ফেললেও…'

ওয়েবের হাসলো, 'তাহলে সেটাই তোদের ইচ্ছে! কিন্তু মারতে মারতে মেরে ফেলতে আমাদের কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যায়। এটা তো সবে শুরু!'

বেলটের প্রথম আঘাতটা ৫০৯-এর চোখে এসে পড়লো। কিন্তু চোখ দুটো বড্ড বেশি গর্তে ঢুকে গেছে বলে চোখের কোনো ক্ষতি হলো না। দ্বিতীয় আঘাতটা তার ঠোঁটে এসে পড়তেই ঠোঁট দুটো শুকনো পার্চমেণ্ট কাগজের মতো ফেটে গেলো। তারপর মাথায় বকলেস সুদ্ধু আরও কয়েকটা বেলটের বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো মানুষটা।

৫০৯কে এক পাশে ঠেলে দিয়ে ওয়েবের এবারে বুশেরের দিকে হাত চালালো। বুশের মাথা নিচু করার চেষ্টা করলো, কিন্তু অত্যন্ত শ্লথ তার চেষ্টা। আঘাতটা তার নাকে এসে পড়লো। বুশের হুমড়ি খেয়ে পড়তেই ওয়েবের তার দু পায়ের মাঝখানে লাথি বসিয়ে দিলো। বুশের চিৎকার করে উঠলো। সে টের পেলো বেলটের বকলেসটা আরও কয়েকবার তার ঘাড়ে এসে আছড়ে পড়লো। তারপরেই অন্ধকারের ঝঞ্ঝায় ফের হারিয়ে গেলো সে।

কিছু বিভ্রান্তিকর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলো বুশের, কিন্তু সে এতোটুকুও নড়ছিলো না। যতক্ষণ তাকে দেখে অচেতন বলে মনে হবে, ততোক্ষণ ওরা তাকে পিটবে না। সে কিছু শোনার চেষ্টা করছিলো না, কিন্তু কথাগুলো তার কানের ভেতর দিয়ে মগজে গিয়ে বিঁধছিলো

'আমি দুঃখিত, হের ডকটর! কিন্তু ওরা যদি স্বেচ্ছাসেবক হতে না চায়… দেখতেই পাচ্ছেন, ওয়েবের ওদের রাজি করাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।' চমৎকার খোশমেজাজে রয়েছেন নয়বায়োর। উইজকে উনি জিগেস করলেন, 'এদের এ অবস্থার জন্যে দায়ী কি আপনি?'

'মোটেই না!'

বুশের চোখ পিটপিট করে তাকাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু চোখের পাতা-দুটোকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না। যান্ত্রিক পুতুলের মতো ঝপ করে খুলে গেলো চোখ দুটো। পরক্ষণেই উইজ এবং নয়বায়োরকে দেখতে পেলো সে। তারপর দেখলো ৫০৯কে। ৫০৯-এর চোখ দুটোও খোলা। ওয়েবের ঘরে নেই।

'মোটেই না,' উইজ ফের বললেন। 'একজন রুচিশীল মানুষ হিসেবে…'

'একজন রুচিশীল মানুষ হিসেবে,' নয়বায়োর ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে এই লোকগুলোকে আপনার প্রয়োজন—তাই নয় কি?'

'এটা বিজ্ঞানের ব্যাপার! আমাদের গবেষণা, আমাদের পরীক্ষা হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করে। আপনি হয়তো ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারছেন না...'

'তা বটেই তো! তবে কি না, আপনিও হয়তো এখানকার পরিস্থিতিটা ঠিকমতো বোঝেননি। এটা স্রেফ শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপার। এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণও বটে। আমি দুঃখিত, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে আর সাহায্য করতে পারছি না। মনে হচ্ছে এখানকার আবাসিকদের শিবির ছেড়ে যাবার বিষয়ে আপত্তি আছে।' নয়বায়োর ৫০৯ এবং বুশেরের দিকে তাকালেন, 'তোরা কি শিবিরেই থাকতে চাস?'

৫০৯ ঠোঁট দুটো সামান্য নাড়লো। 'কি?' তীক্ষ্ণস্বরে ফের জানতে চাইলেন নয়বায়োর।

'হ্যা।'

'আর তুই?'

'আমিও', বুশের ফিসফিসিয়ে বললো।

'দেখলেন তো, হের সার্জেন-মেজর?' নয়বায়োর মৃদু হাসলেন।

উইজ হাসলেন না। 'হতভাগাগুলো!' ৫০৯ আর বুশেরের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালেন উনি। 'এবারে খাবারদাবার সংক্রান্ত পরীক্ষা করা ছাড়া, আমাদের সত্যিই অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না।

নয়বায়োর মুখের চুরুটটা থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন, 'আপনি যদি শিবির থেকে অন্য কাউকে বুঝিয়ে রাজি করাতে চান—'

'ধন্যবাদ,' উইজ ঠাণ্ডা গলায় বললেন।

দরজাটা বন্ধ করে নয়বায়োর আবার ঘরে ফিরে এলেন। ওঁকে ঘিরে চুরুটের নীল ঝাঁঝালো ধোঁয়ার মেঘ। ধোঁয়ার গন্ধে ৫০৯-এর ফুসফুসে আচমকা এক তীব্র লালসা জেগে উঠলো। নয়বায়োরকে লক্ষ্য করতে করতে নিজের অজান্তেই সে বুক ভরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে চুরুটের সুগন্ধ অনুভব করতে লাগলো।

নয়বায়োর ৫০৯-এর বুকে লেখা নম্বরটা পড়ে দেখলেন, 'তুই কতোদিন হলো এখানে আছিস?'

'দশ বছর, হের ওবেরস্টুর্ম বনফ্যুরার।'

এতোদিন আগেকার বন্দীরা যে এখনও বেঁচে রয়েছে, নয়বায়োর তা ভাবতেই পারেননি। আসলে এটা আমারই কোমল মনোবৃত্তির লক্ষণ, ভাবলেন উনি। বাজি ফেলে বলা যায়, খুব কম শিবিরেই এতোদিনকার বন্দীরা এখনও

বেঁচে আছে। একদিন এ সমস্ত জিনিসগুলো খুব কাজে আসতে পারে। কারণ কবে যে কি হয়, তা কেউই বলতে পারে না।

ওয়েবের ঘরে ঢুকতেই নয়বায়োর মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিলেন, 'স্টর্ম লিডার ওয়েবের, এ সমস্ত তো করার নির্দেশ ছিলো না!'

ওয়েবের এক টুকরো রসিকতা শুনতে পাবে বলে অপেক্ষা করে রইলো। কিন্তু রসিকতাটুকু এলো না। শেষ অব্দি সে বললো, 'আজ রাতে হাজিরার সময় ওদের দুটোকে ফাঁসিকাঠে লটকে দেবো।'

'তেমন নির্দেশ কিন্তু দেওয়া হয়নি,' নয়বায়োর বললেন। ইদানিং ওয়েবের খানিকটা স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে। এখানে কে হুকুম দেয়, তা ওকে বুঝিয়ে দেওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। নয়বায়োর ফের বললেন, 'ভালো কথা, তুমি নিজের হাতে এসব মারধোর করো কেন, ওয়েবের? এসব করার মতো লোক তো এখানে প্রচুর আছে! কি হয়েছে তোমার? স্নায়ুর জোর হারিয়েছো?'

'না।'

'শোনো, ওরা যে সরাসরি হুকুম অমান্য করেছে—তা কিন্তু নয়। আমি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিলাম। যাই হোক, তুমি দুদিন ওদের সাজা-কুঠরিতে ফেলে রাখো—তার বেশি কিছু নয়। বুঝতে পেরেছো? আমি দেখতে চাই, আমার হুকুম ঠিকমতো তামিল করা হয়েছে।'

'বেশ।'

নয়বায়োর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওয়েবের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। স্নায়ুর জোর! স্নায়ুর জোর কার আছে এখানে? কে এখানে নরম হয়ে উঠেছে? ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো ওয়েবের। এক টুকরো রোদ ৫০৯-এর থ্যাংলানো মুখটাতে এসে পড়েছে। ওয়েবের একটু নজর করে তাকালো।

'আমি নির্ঘাত তোকে চিনি। কোথায় দেখেছি?'

'জানি না, হের স্টর্ম লিডার।'

৫০৯ ভালো করেই কথাটা জানে। সে শুধু আশা করতে থাকে, ওয়েবের কথাটা মনে করতে পারবে না।

'ভেবে আমি ঠিকই বের করবো। তা শরীরে এই চোটগুলো কি করে লেগেছে?'

'পড়ে গিয়েছিলাম, হের স্টর্ম লিডার।'

৫০৯ স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এটাও একটা পুরনো রীতি। এখানে কাউকে

পেটাক্না হয়েছে বলে স্বীকার করতে দেওয়া হয় না।

ওয়েবের দরজাটা খুলো বললো, 'এদের দুটোকে নিয়ে গিয়ে সাজা-কুঠরিতে ফেলে রাখ। দু-দিন।' ৫০৯ এবং বুশেরের দিকে ফিরে তাকালো সে, 'মনে করিস না এতেই তোরা রেহাই পেয়ে গেলি। ফাঁসিকাঠে তোদের আমি লটকাবোই!'

ওদের চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। যন্ত্রণায় ৫০৯ চোখ বুজে রাখে। তারপরেই সারা অস্তিত্বে বাইরের বাতাসের স্পর্শ অনুভব করে সে। ফের সে চোখ খুলে দেখতে পায় দূরের আকাশটাকে। নীল আর অনন্ত আকাশ। ৫০৯ মাথা ঘুরিয়ে বুশেরের দিকে তাকায়। ওরা রেহাই পেয়েছে। অন্তত এই অব্দি। অথচ ব্যাপারটা বিশ্বাস করাও কঠিন।

৭

দুদিন বাদে ব্রয়ার যখন সাজা-কুঠরির দরজা খুলে দিলেন, তখন ওরা দুজনেই অচৈতন্য। নাচার মাঠে, দাহন চুল্লিটাকে ঘিরে রাখা দেয়ালটার কাছাকাছি ফেলে রাখা হলো ওদের দুজনকে। অনেকেই ওদের দেখলো, কিন্তু কেউই ওদের স্পর্শ করলো না বা ছাউনিতে বয়ে নিয়ে গেলো না। প্রত্যেকেই এমন ভান করলো যেন ওদের দেখতেই পায়নি। ওদের কি করা হবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি—অতএব ওদের যেন কোনো অস্তিত্বই নেই। কারণ কেউ ওদের স্পর্শ করলে, শেষ অব্দি তাকেও সাজা-কুঠরিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।

দু ঘণ্টা বাদে দিনের শেষ লাশটাকে চুল্লিতে নিয়ে আসা হলো। এস. এস. বাহিনীর কর্তব্যরত লোকটা অলস মেজাজে জিগেস করলো, 'ওই দুটোর কি হবে? ওরাও কি চুল্লিতে ঢুকবে নাকি?'

'ওরা সাজা-কুঠরি থেকে ছাড়া পেয়েছে।'

'খতম হয়ে গেছে?'

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

লোকটা লক্ষ্য করলো ৫০৯-এর হাতের মুঠি আস্তে আস্তে বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলছে। 'এখনও পুরোপুরি মরেনি।' একজন শববাহককে সে বললো, 'সাজা-কুঠরি কিংবা অফিস থেকে জিগেস করে এসো, কি করবো।'

একটু বাদেই লোকটা ফিরে এলো। তার সঙ্গে লালচুলওলা কেরানীটি শশব্যস্তে এসে জানালো, 'ওদের সাজা-কুঠরি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা ছোটো শিবিরে থাকে।'

'তাহলে এখান থেকে ওদের সরিয়ে নিন। এখানে আটত্রিশটা লাশ রয়েছে।' তালিকাটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে লোকটা ফটকের সামনে সারি সারি ফেলে রাখা লাশগুলোকে একবার গুনে নিলো, 'হ্যাঁ, আটত্রিশটা—ঠিকই আছে। ওদের দুজনকে এখান থেকে সরিয়ে নিন, নয়তো আবার লাশগুলোর সঙ্গে মিশে যাবে।'

'চারজন, এদিকে আয়!' শববাহকদের 'কাপো' চিৎকার করে বললো, 'ওদের দুটোকে ছোটো শিবিরে নিয়ে যা।'

'ওরা এখনও বেঁচে আছে,' লালচুলওলা লোকটা বললো, 'স্ট্রেচার নিয়ে এসো। শীগগির!'

স্ট্রেচার এসে পৌঁছনো অব্দি লোকটা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। ফটক আর চুল্লির চৌহদ্দিটা সব সময়ই বিপজ্জনক। এস. এস.-এর লোকজন সর্বদাই এখানে ঘোরাফেরা করে। নয়বায়োরও আশেপাশেই আছেন—জ্যান্ত অবস্থায় সাজা-কুঠরি থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা তাঁর আদপেই পছন্দ নয়। তাছাড়া অন্য যে কেউই ওদের ওপরে মনের ঝাল মিটিয়ে নিতে পারে। বিশেষ করে ওয়েবের। ঘটনাটা মনে পড়লেই হয়তো সে এখানে এসে ওদের দুজনকে ফাঁসিতে লটকে দেবে।

'অদ্ভুত কাণ্ড!' একজন বাহক বিরক্ত হয়ে উঠলো, 'এখন ওদের আমরা ছোটো শিবিরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। অথচ কাল সকালেই ওদের নির্ঘাত ফের এখানে বয়ে আনতে হবে। আর কয়েকটা ঘণ্টাও তো এরা টিকবে কিনা সন্দেহ!'

'তাতে তোর কি, বুদ্ধু, কাঁহিকা?' কেরানীটি হঠাৎ রেগে উঠলো, 'তোদের মধ্যে কারুরই কি কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা নেই? শীগগিরি চল্!'

'এরা কারা?' ৫০৯-এর স্ট্রেচারটা তুলে নিয়ে ওদের মধ্যে বয়স্ক মানুষটা জিগেস করলো, 'এরা কি বিশেষ কেউ?'

'এরা বাইশ নম্বরে থাকে।' কেরানীটি চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে লোকটার কাছাকাছি এগিয়ে যায়, 'গত পরশুদিন এরাই কাগজে সই করেনি।'

'কোন্ কাগজে?'

'গিনিপিগ-ডাক্তারের স্বেচ্ছাসেবক হবার কাগজে। অন্য চারজনকে সে নিয়ে গেছে।'

'কি বলছেন আপনি? এর পরেও এদের ফাঁসিতে লটকানো হবে না?'

'না, ওদের ছাউনিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই রকমই নির্দেশ

আছে। কাজেই ফের কিছু হবার আগে তাড়াতাড়ি চলো।'

'হে ভগবান! বহু বছর এমন কাণ্ড দেখিনি!'

কেরানীটি এবারে পেছিয়ে পড়লো। নিঃশব্দে এবং দ্রুত পায়ে অফিস-বাড়িটা পেরিয়ে, চারজন বাহক প্রথম-ছাউনিটার কাছে গিয়ে পৌছলো। আজ রোববার। শ্রমিকের দল সারাটা দিন পরিশ্রম করে সবেমাত্র শিবিরে ফিরে এসেছে। সমস্ত পথঘাটে বন্দীদের ভিড়। খবরটা তাদের মধ্যে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়লো। দুজনকে কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তা শিবিরের সবাই জানতো। ৫০৯ এবং বুশের যে সাজা-কুঠরিতে ছিলো, তা-ও তারা জানতো। কিন্তু ওরা জ্যান্ত অবস্থায় ফিরে আসবে বলে কেউই আশা করেনি।

ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে গিয়ে একজন পেছন দিককার বাহককে বললো, 'দেখি ভাই, আমিও একটু হাত লাগাই। তাহলে তোমার পক্ষে কাজটা একটু সহজ হবে।' স্ট্রেচারের একটা হাতল আঁকড়ে ধরলো লোকটা। আর একজন গিয়ে ধরলো সামনের হাতলটা। খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো, দুটো স্ট্রেচারকেই চারজন করে বন্দী বয়ে নিয়ে চলেছে। এর কোনো প্রয়োজন ছিলো না—৫০৯ এবং বুশের কেউই ভারি নয়। কিন্তু বন্দীরা তাদের জন্যে কিছু করতে চাইছিলো এবং এই মুহূর্তে আর কিছু করারও নেই। স্ট্রেচার দুটো ওরা এমনভাবে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো যেন ওগুলো কাচ দিয়ে গড়া। আর খবরটা ওদের আগে আগে ছুটে যাচ্ছিলো যেন ভুতুড়ে পায়ে। যে দুজন হুকুম অমান্য করেছিলো তারা জ্যান্ত অবস্থায় ফিরে আসছে। ছোটো শিবিরের দুটো লোক। এমন কথা কেউ কোনোদিনও শোনেনি। কেউ বুঝলো না যে স্রেফ নয়বায়োরের খামখেয়ালিতেই এটা সম্ভব হয়েছে—কিন্তু সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, ওরা হুকুম অমান্য করেও জ্যান্ত ফিরে আসছে।

স্ট্রেচার দুটো এসে পৌছবার অনেক আগে থেকেই লিউইনস্কি তেরো নম্বর ছাউনির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। দূর থেকেই সে জিগেস করলো, 'কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

লিউইনস্কি এগিয়ে গিয়ে স্ট্রেচার দুটোর দিকে ঝুঁকে তাকালো, 'হ্যাঁ, এর সঙ্গেই আমি কথা বলেছিলাম। অন্য চারজন কি মারা গেছে?'

'শুধু এই দুজনই সাজা-কুঠরিতে ছিলো। কেরানীবাবু বলেছেন, অন্য চারজন চলে গেছে, এরা যায়নি। এরা হুকুম অমান্য করেছিলো।'

লিউইনস্কি আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। দেখলো, গোল্‌ড্‌স্টেইন তার

পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বললো, 'বিশ্বাস করতে পারো?'

'না। অন্তত ছোটো শিবিরের লোক এমন কাজ করেছে বলে বিশ্বাস করা যায় না।'

'আমি তা বলতে চাইনি। ওদের যে আবার ছেড়ে দেওয়া হলো, আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম।'

গোল্‌দস্টেইন আর লিউইনস্কি পরস্পরের দিকে তাকালো। ম্যুয়েনজার ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো, 'মনে হচ্ছে হাজার বছরের বন্ধুরা যেন ক্রমশ কোমল হয়ে উঠছেন।'

'কি বললে?' লিউইনস্কি ঘুরে দাঁড়ালো। সে নিজে এবং গোলদস্টেইন এতোক্ষণ যে কথাটা চিন্তা করছিলো, ম্যুয়েনজার সেটাই সংক্ষেপে প্রকাশ করে দিয়েছে। 'এটা তোমার মাথায় এলো কি করে?'

'ওয়েবের ওদের ফাঁসিতে লটকাতে চেয়েছিলো,' ম্যুয়েনজার বললো, 'বড়োকর্তা নিজে ওদের ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন।'

'তুমি তা কি করে জানলে?'

'লাল-চুলো কেরানীটা বলেছে। ও সবকিছু শুনতে পেয়েছিলো।'

মুহূর্তের জন্যে লিউইনস্কি একেবারে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটখাটো চেহারার পাঁশুটে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভের্নেরের কাছে যাও। গিয়ে বলো, যে লোকটা আমাদের ভুলে যেতে মানা করেছিলো সে এদের মধ্যে একজন।'

লোকটা মাথা নেড়ে ছাউনির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো। ইতিমধ্যে বাহকরা স্ট্রেচারটা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বন্দীরা এসে ভিড় জমিয়েছে ছাউনিগুলোর দরজায়। দু-একজন সামনে এগিয়ে লাজুক চোখে দেখে নিচ্ছে দেহ দুটোকে। ৫০৯-এর একটা হাত স্ট্রেচার থেকে ঝুলে পড়েছিলো—মাটির সঙ্গে ঘষটাচ্ছিলো হাতটা। দুজন চকিতে ছুটে এসে সযত্নে তুলে দিলো হাতটা। লিউইনস্কি দু চোখ দিয়ে ওদের অনুসরণ করতে করতে গোলদস্টেইনকে বললো, 'ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কিছুতেই ওদের মরতে দেওয়া চলবে না। কেন জানো?'

'অনুমান করতে পারছি। তুমি বলতে চাইছো, ওরা যদি বেঁচে থাকে তাহলেই ব্যাপারটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই না?'

'হ্যাঁ। ওরা মরে গেলে আসছে কালই সবাই ঘটনাটা ভুলে যাবে। আর যদি তা না হয়…'

যদি তা না হয় তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে, শিবিরের আবহাওয়ায় একটা

পরিবর্তন এসেছে—ভাবলো লিউইনস্কি। কিন্তু কথাটা সে সরবে বললো না। তার বদলে বললো, 'তাহলে আমরা জিনিসটা ব্যবহার করতে পারবো। বিশেষ করে এখন। শিবিরের নৈতিক শক্তি জাগিয়ে তোলার কাজে।'

গোলদস্টেইন ঘাড় নেড়ে সায় জানালো। বাহকরা এখন ছোটো শিবিরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আকাশে সূর্যাস্তের রক্তিম হিংস্রতা। তার আভা ছড়িয়ে পড়েছে শ্রম-শিবিরের ছাউনিগুলোর ডান ধারের অংশে। বাঁ ধারে নীল ছায়া। ছায়াময় অংশের জানলা আর দরজাগুলো যথারীতি ম্লান আর অস্পষ্ট। কিন্তু বিপরীত দিকে যেন ধার-করা-আয়ুর চকিত উচ্ছ্বাসের মতো উজ্জ্বল আলোর বন্যা। বাহকরা সোজা ওই আলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো। রাশি রাশি আলো এসে ছড়িয়ে পড়লো ধুলো আর রক্তে মাখামাখি হয়ে থাকা দেহ দুটোর ওপরে। মনে হতে লাগলো, এ যেন শুধুমাত্র দুটো অত্যাচারক্লিষ্ট বন্দীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়—এ যেন করুণ এক বিজয়-মিছিল। ওরা প্রতিরোধ করেছিলো। এখনও ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। ওরা হেরে যায়নি।

৫০৯ চোখ মেলে তাকালো। ফিসফিসিয়ে বললো, 'জল।'

ব্যার্গার ওর ক্ষত-বিক্ষত গ্রন্থিগুলোতে আয়োডিন লাগিয়ে দিচ্ছিলো। চোখ তুলে তাকিয়ে সে সুরুয়ার মগটা ৫০৯-এর মুখের কাছে তুলে ধরলো, 'এটুকু খেয়ে নাও।'

'বুশের কোথায়?' সুরুয়াতে চুমুক দিয়ে ৫০৯ ক্লান্ত স্বরে শুধালো।

'তোমার পাশেই শুয়ে আছে—জীবিত। এবারে একটু বিশ্রাম নাও।'

হাজিরার সময় উপস্থিত রাখার জন্যে ওদের দুজনকেই বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছিলো। শুইয়ে রাখা হয়েছিলো অসুস্থদের সঙ্গে। হাজিরা নিতে এসে স্কোয়াড লিডার বোলতে ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে বলেছিলো, 'ওরা দুটোতে তো মরে গেছে! ওদের এনে অসুস্থদের সঙ্গে রাখা হয়েছে কেন?'

'ওরা মরেনি, হের স্কোয়াড লিডার।'

'তাহলে আসছে কাল মরবে। আসছে কাল ওরা চুল্লিতে যাবেই। এই নিয়ে তোরা নিজেদের মাথাগুলোও বাজি রাখতে পারিস।'

বোলতের পকেটে কিছু টাকা ছিলো। জুয়া খেলার জন্যে সে তাড়াহুড়ো করে চলে যায়। প্রবীণরা তখন অতি সন্তর্পণে ওদের আবার ছাউনিতে বয়ে নিয়ে আসে। ব্লক সিনিয়ার হাণ্ডকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মুচকি হেসে বলে, 'কিরে, ওরা কি চীনে মাটিতে গড়া নাকি?'

কেউ হাণ্ডকেকে কোনো জবাব দেয়নি। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাণ্ডকেও তারপর চলে যায়।

'শুয়োরের বাচ্চা!' ওয়েস্টহফ একদলা থুথু ফেলে গর্জে ওঠে, 'হারামজাদা আমাদেরই মতো একটা বন্দী। অথচ ভাবখানা এমন যেন ··'

'ঠাণ্ডা হও,' ব্যার্গার বলে। 'ক্ষমতা মানুষকে পশু করে তোলে—এটা তোমার অনেক আগেই শেখা উচিত ছিলো। এখন এদিকে এসো, হাত লাগাও।'

৫০৯ আর বুশেরের জন্যে ওরা একটা করে পাটাতন খালি করে দেয়। এর ফলে ছজনকে আজ মাটিতে শুতে হবে। কারেল এদের মধ্যে একজন। সে-ও ওদের দুজনকে ভেতরে বয়ে আনতে সাহায্য করেছে। ব্যার্গারকে সে বলে, স্কোয়াড লিডার ভুল করেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওরা চুল্লিতে যাবে না—কাল তো কিছুতেই নয়। আমরা নিশ্চিন্ত মনে বাজিটা ধরতে পারতাম।'

ব্যার্গার কারেলের দিকে তাকায়। কারেলের ছোট্ট মুখখানা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন।

'শোনো কারেল, তুমি যদি নিজের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হও—একমাত্র তাহলেই একজন এস. এস.-এর সঙ্গে বাজি ধরতে পারো। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বাজিটা না ধরাই ভালো।'

'এরা দুজনে কাল চুল্লিতে যাবে না। তবে ওরা তিনজন যাবে,' কারেল আঙুল তুলে মেঝেতে শুয়ে থাকা তিনজন মুসলমানকে দেখায়।

ব্যার্গার ফের কারেলের দিকে তাকায়, 'তুমি ঠিকই বলেছো।'

কারেল বিনা গর্বে ঘাড় নাড়ে। এ বিষয়ে সে একজন অভিজ্ঞ।

পরদিন সন্ধ্যা বেলায় ওরা কথা বলতে পারলো। দুজনেরই মুখ এতো শীর্ণ যে ফুলে ওঠার কোনো অবকাশ নেই, শুধু গোটা মুখ কালো আর নীল হয়ে রয়েছে। চোখ খুলতে পারছে, কিন্তু ঠোঁট তখনও ফাটা। ব্যার্গার বললো, 'কথা বলার সময় ঠোঁট নাড়িয়ো না।'

কাজটা শক্ত নয়। বছরের পর বছর শিবিরে থেকে ওরা এটা শিখে নিয়েছে। যারা কিছুদিন এখানে থেকেছে তারা প্রত্যেকেই একটিও পেশী না নেড়ে কথা বলতে পারে।

খাবার নিয়ে আসার পরেই হঠাৎ দরজায় টোকা দেবার শব্দে প্রত্যেকেরই যেন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলো। প্রত্যেকেই নিজেকে প্রশ্ন করলো, 'তবে কি জার্মানরা ওদের দুজনকে নিয়ে যেতে আসছে?'

'তোমরা দুজনে মড়ার মতো পড়ে থাকো,' আহাসফের ফিসফিসিয়ে বললো।

'দরজাটা খুলে দাও, লিও।' ৫০৯ বললো, 'এস. এস. নয়—ওদের ধাক্কা দেবার আওয়াজ অন্য রকম।'

টোকা দেবার আওয়াজটা থেমে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পরে জানলার অস্পষ্ট আলোর সামনে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেলো। লোকটা হাত নাড়লো।

'দরজাটা খোলো, লিও।' ৫০৯ ফের বললো, 'ও নিশ্চয়ই শ্রম-শিবির থেকে এসেছে।'

লেবেনথাল দরজা খুলতেই ছায়ামূর্তিটা ভেতরে ঢুকে বললো, 'আমি স্তানিসলাস লিউইনস্কি। কে কে জেগে আছো?'

'আমরা প্রত্যেকেই।'

'কোথায়?' ব্যার্গারের কণ্ঠস্বর শুনে হাত বাড়ালো লিউইনস্কি। 'আমি কাউকে মাড়িয়ে যেতে চাই না।'

'ওখানেই স্থির হয়ে দাঁড়াও।' ব্যার্গার এগিয়ে এসে বললো, 'এই যে—বোসো এখানে।'

লিউইনস্কি ব্যার্গারের হাতে কি যেন গুঁজে দিলো, 'এই নাও—'

'কি?'

'আয়োডিন, অ্যাসপিরিন আর তুলো। এই নাও খানিকটা ব্যাণ্ডেজের কাপড়। আর এই যে পেরক্সাইড।'

'এ যে পুরো একটা ডাক্তারখানা!' ব্যার্গার অবাক হয়ে উঠলো। 'এ সমস্ত পেলে কোথায়?'

'হাসপাতাল থেকে—চুরি করে। আমাদের মধ্যে একজন হাসপাতাল সাফ-সুফো করে। আর এই নাও চিনির টুকরো, জলে গুলে ওদের দুজনকে খাইয়ে দাও।'

'চিনি?' লেবেনথাল জিগেস করলো, 'চিনি তুমি কোথায় পেলে?'

'পেলাম যেখান থেকে হোক! তুমি লেবেনথাল, তাই না?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'কারণ তুমি কথাটা জানতে চাইলে যে!'

'আমি কোনো কারণের জন্যে কথাটা জানতে চাইনি,' লেবেনথাল আহত হলো।

'জিনিসটা কোত্থেকে এসেছে, তা আমি বলতে পারবো না। তবে ন-নম্বর ছাউনি থেকে একজন ওটা নিয়ে এসেছিলো ওদের দুজনের জন্যে। এই যে, খানিকটা পনিরও রয়েছে। আর এই ছটা সিগারেট পাঠানো হয়েছে এগারো নম্বর ছাউনি থেকে।'

সিগারেট! ছটা সিগারেট! এ যে এক অকল্পনীয় সম্পদ! খানিকক্ষণ ওরা সকলেই নিশ্চুপ হয়ে রইলো। তারপর ৫০৯ ফিসফিসিয়ে ডাকলো, 'লিউইনস্কি!'

'বলো—'

'ছাউনির দরজায় তালা বন্ধ হলে তুমি বেরুতে পারো?'

'পারি বইকি! নয়তো আমি এখানে এলাম কি করে? আমি একজন মিস্ত্রি, তালার কাজ আমি ভালোই জানি। এক টুকরো তার দিয়ে সহজেই তালা খোলা যায়। তাছাড়া জানলা দিয়ে তো যে কেউই যখন-তখন বেরুতে পারে। তোমরা বেরোও কি করে?'

'এখানে ওরা তালা লাগায় না। আমাদের শৌচাগারটা বাইরে,' ব্যার্গার জবাব দিলো।

'ওহো, কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লিউইনস্কি ৫০৯-এর দিকে তাকালো, 'তোমাদের সঙ্গে আর যারা ছিলো, তারা কি সই করেছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা করোনি?'

'না।'

লিউইনস্কি সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো, 'ওরা যে তোমাদের আরও কিছু করেনি, এটা আমরা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।'

'ওরা দুর্বল, ওদের সঙ্গে আর কথা বোলো না।' ব্যার্গার বললো, 'কিন্তু তুমি এতো সব খুঁটিনাটি জানতে চাইছো কেন?'

'তোমরা যতোটা ভাবছো, এটা তার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' লিউইনস্কি অন্ধকারের মধ্যে নড়ে-চড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'আমি চলি, শীগগিরি আবার আসবো। আরও কিছু নিয়ে আসবো। তা ছাড়া আমি তোমাদের সঙ্গে অন্য কিছু আলোচনা করতে চাই।'

'বেশ।'

'রাত্রিবেলা তোমাদের এখানে কি প্রায়ই তল্লাশি হয়।

'না। কেন আসবে ওরা? মড়া গুনতে?'

'লিউইনস্কি—' ৫০৯ ফিসফিসিয়ে ডাকলো।

'কেন?'

'তুমি কি সত্যিই আবার আসবে?'

'নিশ্চয়ই!'

'শোনো—' ৫০৯ উত্তেজিত হয়ে কথা খুঁজতে থাকে। 'আমরা···আমরা এখনও শেষ হয়ে যাইনি···এখনও···এখনও আমরা কিছু কাজে লাগতে পারি···'

'সেই জন্যেই আমি আবার আসবো। শুধু দাক্ষিণ্য দেখাবার জন্যে নয়।'

'বেশ, তাহলে তুমি অবশ্যই এসো—'

'অবশ্যই আসবো।'

'আমাদের ভুলে যেও না···'

'এ কথাটা তুমি আগেও একবার আমাকে বলেছো। আমি ভুলিনি, তাই এসেছি। আবার আসবো।'

লিউইনস্কি হাতড়াতে হাতড়াতে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। লেবেনথাল তাকে বাইরে রেখে দরজা টানতেই লিউইনস্কি ফিসফিসিয়ে বলে, 'দাঁড়াও! আর একটা জিনিস আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এই নাও—এটা আমরা আজই পেয়েছি। পড়ে ছাখো—'

এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ লেবেনথালের হাতে গুঁজে দিয়ে লিউইনস্কি শিবিরের ছায়া ধরে চলে যায়। লেবেনথাল দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

'চিনি!' আহাসফের বলে, 'আমাকে এক টুকরো চিনি একটু ছুঁয়ে দেখতে দাও। শুধু ছোঁবো, আর কিছু নয়।'

'আর জল আছে?' ব্যার্গার প্রশ্ন করে।

'এই যে—' লেবেনথাল মগটা তার দিকে এগিয়ে দেয়। ব্যার্গার দু-টুকরো চিনি জলে গুলে নেয়। তারপর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় ৫০৯ আর বুশেরের দিকে।

'এটুকু খেয়ে নাও। আস্তে আস্তে গিলবে। প্রত্যেকে এক চুমুক।'

'কে খাচ্ছে ওখানে?' মাঝখানের পাটাতন থেকে একজন প্রশ্ন করে।

'কেউ না। এখানে কে আর কি খাবে?'

'আমি ঢোক গেলার শব্দ পেয়েছি।'

'তুমি স্বপ্ন দেখছো, অ্যামার্স।'

'আমি স্বপ্ন দেখছি! মোটেই না। তোমরা ওখানে বসে খাচ্ছো। আমাকেও দাও। আমি আমার ভাগ চাই!'

'কাল অব্দি অপেক্ষা করো।'

'ততোক্ষণে তোমরা সবই গিলে ফেলবে। প্রত্যেক বারই তাই হয়। প্রতিবার আমি সব চাইতে কম পাই। আমি...' অ্যামার্স ফোঁপাতে শুরু করে। কেউ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। কয়েক দিন হলো লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার স্থির বিশ্বাস, অন্যেরা সব সময় তাকে ঠকাচ্ছে।

লেবেনথাল এগিয়ে আসতেই ৫০৯ জিগেস করে, 'দরজার কাছে লিউইনস্কি তোমাকে কি দিলো, লিও?'

'টাকা নয়, এক টুকরো কাগজ। মনে হচ্ছে খবরের কাগজের টুকরো।'

'খবরের কাগজের টুকরো?' ব্যার্গার অবাক হয়।

'একটু দ্যাখো তো ওটা,' ৫০৯ বলে।

লেবেনথাল এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়, 'ঠিকই বলেছি। এক টুকরো খবরের কাগজ। ছেঁড়া টুকরো।'

'পড়তে পারছো?'

লেবেনথাল টুকরোটা উঁচু করে তুলে ধরে, 'আলো বড্ড কম।'

'দরজাটা একটু বেশি করে খুলে বুকে হেঁটে বাইরে চলে যাও। বাইরে চাঁদের আলো আছে।'

লেবেনথাল দরজা খুলে বাইরে যায়। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বেশ কিছুক্ষণ কাগজটা পড়ে বলে, 'মনে হচ্ছে ফৌজি খবর।'

'পড়ো!' ৫০৯ ফিসফিসিয়ে বলে, 'ঈশ্বরের দোহাই—তুমি ওটা পড়ো!'

'রেমাগেন...রাইন...'

'কি বলছো?'

'অ্যামেরিকানরা রেমাগেনে পৌঁছেছে—রাইন পার হয়েছে!'

'রাইন পার হয়েছে? কি বলছো তুমি, লিও? তুমি ঠিক পড়ছো তো? আর কিছু নেই ওতে?'

'না—রাইন...রেমাগেন...অ্যামেরিকান...'

'বাজে বোকো না! ঠিক করে পড়ো! দোহাই তোমার—তুমি ঠিক করে পড়ো, লিও!'

'আমি ঠিকই বলেছি,' লেবেনথাল বলে। 'এখানে তাই-ই লেখা আছে। এখন একেবারে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি লেখাগুলো।'

'রাইন পেরিয়েছে? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? তাহলে ওরা নিশ্চয়ই জার্মানিতে ঢুকেছে! পড়ো, লিও—তুমি পড়ে যাও—পড়ো!'

হঠাৎ ওরা সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। ৫০৯-এর খেয়াল থাকে না, তার ঠোঁট দুটো ফেটে যাচ্ছে। 'রাইন পেরিয়েছে! কিন্তু কি করে? উড়ো জাহাজে? নৌকোয়? প্যারাস্যুটে? কি করে? পড়ো, লিও—পড়ো!'

'সেতু···ওরা একটা সেতু পেরিয়েছে,' লেবেনথাল বলে।

'সেতু?' ব্যার্গারের কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাসের সুর।

'হ্যাঁ, একটা সেতু···রেমাগেনে—'

'সেতু দিয়ে রাইন পেরিয়েছে? তাহলে নিশ্চয়ই স্থলবাহিনী।' ৫০৯ বলে, 'পড়ো, লিও! নিশ্চয়ই আরও কিছু খবর আছে।'

'খুদে খুদে অক্ষরগুলো পড়তে পারছি না।'

'কারুর কাছে কি দেশলাই নেই?' মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করে ব্যার্গার।

'এই যে—' অন্ধকার থেকে কে একজন বলে, 'কয়েকটা কাঠি আছে।'

'ভেতরে এসো, লিও।'

'কম্বল আর কোট জানলাগুলোর সামনে ধরে রাখো,' ব্যার্গার বলে। 'তুমি কোণের দিকে চলে এসো, লিও।'

ব্যার্গার দেশলাই জ্বালতেই লেবেনথাল যথাসম্ভব দ্রুত পড়তে শুরু করে। যথারীতি প্রকৃত ঘটনা চেপে যাওয়া হয়েছে। অ্যামেরিকানরা নদীর ধারে পৌছতেই তাদের ওপরে প্রচণ্ড গুলি-গোলা চালানো হয়েছে। তবে যে বাহিনীটি সেতুটাকে উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের ভাগ্যে সামরিক শাস্তি অপেক্ষা করছে।···কাঠিটা নিভে যায়। ৫০৯ বলে, 'সেতুটা ধ্বংস হয় নি! তার মানে ওরা নদী পার হয়েছে! এর অর্থটা কি হয়, তা বুঝতে পারছো?'

'ওরা নিশ্চয়ই অতর্কিতে গিয়ে আক্রমণ করেছিলো···'

'এর অর্থ, পশ্চিমের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে,' ব্যার্গার বলে।

'নিশ্চয়ই পদাতিক বাহিনী, প্যারাস্যুট বাহিনী নয়।'

'হে ঈশ্বর—অথচ আমরা এসবের কিছুই জানতাম না! আমাদের ধারণা ছিলো জার্মানরা এখনও ফ্রান্সের একটা অংশ দখল করে রেখেছে!'

'তুমি ওটা ফের একবার পড়ো, লিও।' ৫০৯ বলে, 'ওটা কবেকার ঘটনা? কোনো তারিখ দেওয়া আছে?'

ব্যার্গার দ্বিতীয় কাঠিটা জ্বালে। লেবেনথাল বলে, '১১ই মার্চ, ১৯৪৫।'

কেউ সঠিকভাবে জানে না, এটা মার্চের শেষ, নাকি এপ্রিলের শুরু। কিন্তু

সবাই জানে, ১১ই মার্চ বেশ কিছুদিন আগে চলে গেছে। ৫০৯ বলে, 'ওটা আমাকে একটু দেখতে দাও, শীগগিরি!' দৈহিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে বুকে হেঁটে কোণের দিকে এগিয়ে যায়। লেবেনথাল একপাশে সরে দাঁড়ায়। ৫০৯ কাগজের টুকরোটার দিকে তাকায়। প্রায় ফুরিয়ে আসা কাঠিটার ছোট্ট বৃত্তটা শুধুমাত্র বড়ো বড়ো অক্ষরগুলোকে আলোকিত করে তুলেছে। 'একটা সিগারেট ধরাও, ব্যার্গার—শীগগির!'

হাঁটু মুড়ে বসে ব্যার্গার সিগারেট ধরায়। 'তুমি আবার কষ্ট করে এখানে এলে কেন? সিগারেটটা সে ৫০৯-এর ঠোঁটে গুঁজে দেয়। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যায়।

৫০৯ লেবেনথালকে বলে, 'কাগজটা আমাকে দাও।'

লেবেনথাল কাগজটা এগিয়ে দেয়। ৫০৯ সেটাকে ভাঁজ করে জামার ভেতরে গুঁজে রাখে। নিজের ত্বকে কাগজটার স্পর্শ অনুভব করে সে। একটা টান মেরে সিগারেটটা এগিয়ে দেয় সে, 'এই নাও—'

'কে সিগারেট টানছে ওখানে?' যে লোকটা দেশলাই দিয়েছিলো, সে হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।'

'তোমার পালাও আসবে। প্রত্যেকে একটা করে টান।'

'আমি সিগারেট খেতে চাইনে,' অ্যামার্স ককিয়ে ওঠে, 'আমি চিনি চাই।'

৫০৯ গুঁড়ি মেরে নিজের পাটাতনে ফিরে যায়। ব্যার্গার আর লেবেনথাল তাকে সাহায্য করে। একটু পরে সে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ব্যার্গার, এবারে কি তুমি বিশ্বাস করছো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে শহরে বোমা পড়ার ব্যাপারটাও সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'লিও, তুমিও বিশ্বাস করছো?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আমাদের…'

'এসব নিয়ে আমরা কাল আলোচনা করবো,' ব্যার্গার বলে। 'এখন ঘুমোও।'

৫০৯ শুয়ে পড়ে। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। সম্ভবত সিগারেট টানার ফল, ভাবলো সে। হাতের পাতায় ঢাকা আলোর ছোট্ট রক্তিম বিন্দুটা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'এই নাও,' ব্যার্গার বললো, 'বাকি চিনির জলটা খেয়ে ফ্যালো।'

৫০৯ জলটা খেয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'বাকি চিনিটা রেখে দাও, জলে গুলে ফেলো না। ওটার বদলে আমরা খাবার যোগাড় করতে পারবো। সত্যিকারের খাবার এর চাইতে অনেক বেশি দরকারী।'

'আরও কয়েকটা সিগারেটও তো আছে,' কে একজন বললো, 'সেগুলো টানতে দাও।'

'আর নেই,' জবাব দিলো ব্যার্গার।

'আলবৎ আছে!'

'এখানে যা কিছু এসেছে, তা শুধু এদের দুজনের জন্যে।'

'বাজে কথা ছাড়ো। ওগুলো আমাদের সবার। দাও বলছি!'

'সাবধান, ব্যার্গার।' ৫০৯ বললো, 'তুমি একটা লাঠি-সোটা রাখো। সিগারেট দিয়ে আমাদের খাবার যোগাড় করতে হবে। তুমিও লক্ষ্য রেখো, লিও।'

'ঠিক আছে।'

ওদিকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অন্য মানুষগুলো তখন প্রবীণদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। কেউ পড়ে যাচ্ছে, কেউ ধাক্কা খেয়ে চিৎকার করছে। অন্যেরা নিজেদের পাটাতনে শুয়ে গর্জন করছে, অভিশম্পাত দিচ্ছে। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে ব্যার্গার চিৎকার করে উঠলো, 'এস. এস.-রা আসছে!' সঙ্গে সঙ্গে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি আর গোঙানির আওয়াজ। তারপর সবকিছু শান্ত হয়ে আসে। লেবেনথাল বলে, 'আমাদের সিগারেট ধরানো উচিত হয়নি।'

'ঠিক বলেছো। অন্য সিগারেটগুলো তুমি কি লুকিয়ে রেখেছো?'

'বহুক্ষণ আগে!'

'প্রথম সিগারেটটাও আমাদের জমিয়ে রাখা উচিত ছিলো। কিন্তু এমন একটা ঘটনার পরে...'

হঠাৎ ৫০৯ ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করে। কোনো রকমে সে শুধু প্রশ্ন করে, 'বুশের, তুমিও কি খবরটা শুনেছো?'

'হ্যাঁ।'

৫০৯ অনুভব করে, তার মাথার ঝিমঝিমে ভাবটা ক্রমশ আরও তীব্র হয়ে উঠছে। ফুসফুসে সিগারেটের ধোঁয়া। মনে হয় সামান্য কিছুক্ষণ আগেই ঠিক এমনি একটা অনুভূতি জেগেছিলো তার। কিন্তু কখন? হ্যাঁ, নয়বায়োরের চুরুটের ধোঁয়া। এখনই মনে হচ্ছে সেটা যেন কতো যুগ আগেকার কথা। তারপরেই ধোঁয়াটা বদলে যায়—হয়ে ওঠে কাঁটাতারের ওপার থেকে ভেসে

আসা শহরের পোড়া ধোঁয়া, যা সে বুক ভরে গ্রহণ করেছিলো…রাইনের ধোঁয়া। সহসা তার মনে হয়, সে যেন কুয়াশা-ঘেরা এক অসীম প্রান্তরে শুয়ে আছে, প্রান্তরটা ধাপে ধাপে নেমে গেছে নিচের দিকে। চারদিকে সমস্ত কিছুই একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। আর এই প্রথম তার মনে হয়, অন্ধকার থাকলেও সেখানে আতঙ্কের কোনো অস্তিত্ব নেই।

৮

শৌচাগারটা কঙ্কালদের ভিড়ে বোঝাই। দীর্ঘ সারি বেঁধে ওরা অপেক্ষা করছে, আর চিৎকার করে অন্যদের তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে আসতে বলছে। কয়েকজন মাটিতে শুয়ে পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কেউ কেউ চেপে থাকতে না পেরে দেয়ালের কাছেই উবু হয়ে বসে নিজেদের হালকা করে নিচ্ছে।

লেবেনথাল এখানেই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো। সে বেথকেকে খুঁজছিলো। তাকে বলা হয়েছিলো, বেথকে এখানে আসবে। বেথকে লোমানের দাঁতটার একজন সম্ভাব্য খদ্দের। কিন্তু বেথকে আসেনি। সত্যি বলতে কি লেবেনথালও বুঝে উঠতে পারছিলো না, এই উকুন-অধ্যুষিত শৌচাগারে বেথকে কেন আসবে।

শেষ পর্যন্ত লেবেনথাল আর অপেক্ষা না করে স্নানঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। এটা শৌচাগারেরই একটা অংশ। ভেতরে ছোটো ছোটো মুখ লাগানো জলের নল। বন্দীরা সেগুলোকে ঘিরে থাকে। অধিকাংশই আসে জল খেতে আর নয়তো টিনের মগে করে জল নিয়ে যেতে। স্নান করার মতো পর্যাপ্ত জল কখনই থাকে না। তাছাড়া পোশাক খুলে রেখে স্নান করতে গেলে পোশাক চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট।

শৌচাগারের মতো এখানেও ব্যবসায়িক লেনদেন চলে। লেবেনথাল ভেতরে ঢুকতেই একজন জিগেস করলো, 'কি আছে?'

লিও চকিতে লোকটাকে এক ঝলক দেখে নিলো। এক চোখ কানা একটা হতশ্রী বন্দী। 'কিছু নেই,' বললো সে।

'আমার কাছে কয়েকটা গাজর আছে।'

'দরকার নেই।'

বেথকের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা না থাকলে লেবেনথাল গাজর নিয়েই কিছুটা দর কষাকষি করার চেষ্টা করতো। আর একজনও অগ্নিমূল্যে তাকে কয়েকটা আলু আর এক টুকরো মাংসের হাড় দেবার প্রস্তাব জানালো। কিন্তু

লেবেনথাল এবারেও প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে সামনের দিকে এগুতে এগুতে ছাউনির একেবারে শেষ প্রান্তে মেয়েলি চেহারার একটি ছেলেকে দেখতে পেলো। ছেলেটাকে দেখে এখানকার আবাসিক বলে মনে হয় না। একটা টিনের পাত্র থেকে ছেলেটা লোভীর মতো কি যেন খাচ্ছে। লেবেনথাল বুঝতে পারলো, জিনিসটা শুধুমাত্র পাতলা সুরুয়া নয়—কারণ ও চিবোচ্ছেও বটে। ছেলেটার পাশে বছর চল্লিশেক বয়সের একটা হৃষ্টপুষ্ট লোক। লোকটার চেহারাও এখানে বেমানান। ও নিঃসন্দেহে শিবিরের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। লোকটার বিশাল টেকো মাথাটা চকচক করছে আর হাতটা তরুণটির পিঠ বেয়ে ক্রমশ নেমে আসছে নিচের দিকে। ছেলেটার মাথা কামানো নয়, সিঁথি কেটে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। চেহারা আর বেশবাসও নোংরা বা অপরিষ্কার নয়।

লেবেনথাল ঘুরে দাঁড়ালো। হতাশ হয়ে সে গাজরের মালিককেই খোঁজ করতে যাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলো, নিষ্ঠুর হাতে ভিড় ঠেলে বেথকে তরুণটির দিকে এগিয়ে আসছে। লেবেনথাল তার পথ জুড়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বেথকে তাকে সরিয়ে দিয়ে ছেলেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। 'লুডউইগ, তুমি তাহলে এখানে এসে লুকিয়েছো! বেশ্যা কোথাকার! এবারে আমি তোমাকে ধরে ফেলেছি।'

ছেলেটি বেথকের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সুরুয়ায় চুমুক দিলো। একটি কথাও বললো না।

'শেষটাতে কিনা একটা বদমাশ টেকো, হেঁসেলের একটা ষাঁড়ের সঙ্গে!' বেথকের কণ্ঠস্বর হিংস্র হয়ে উঠলো।

'তুমি খেয়ে নাও, বাছা!' হেঁসেলের ষাঁড় বেথকেকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লুডউইগকে বললো, 'খিদে থাকলে আরও খেতে পারো।'

বেথকে লাল হয়ে উঠে টিনের পাত্রটাতে ঘুঁষি মারতেই সুরুয়াটা চলকে উঠে লুডউইগের মুখে লাগলো। এক টুকরো আলু মেঝেতে ছিটকে পড়েছিলো, দুটো কঙ্কাল ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপরে। বেথকে লাথি মেরে কঙ্কাল দুটোকে পাশে সরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি আমার কাছ থেকে যথেষ্ট খাবার পাও না?'

লুডউইগ টিনের পাত্রটাকে দু হাতে বুকের কাছে চেপে রেখেছিলো। শঙ্কিত মুখে সে একবার বেথকের দিকে, তারপর টেকো লোকটার দিকে তাকালো।

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তা পায় না,' হেঁসেলের ষাঁড় উঁচু গলায় বেথকেকে বললো। তারপর ছেলেটিকে বললো, 'তুমি চিন্তা কোরো না, বাছা। তুমি খেয়ে

যাও। এতে না হলে, আরও আছে।'

বেথকেকে দেখে মনে হলো, সে টেকো লোকটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সাহস পেলো না। কারণ অন্য লোকটার পেছনে কতোটা নিরাপত্তার প্রশ্রয় আছে তা সে জানে না। শিবিরের জীবনে এ সমস্ত ব্যাপার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। হেঁসেলের 'কাপো' যদি টেকোটার দলে থাকে, তাহলে টেকোটার সঙ্গে লড়াইয়ের ফল বেথকের পক্ষে সুবিধেজনক হবে না। কারণ হেঁসেলের সঙ্গে ক্যাম্প সিনিয়ার আর বিভিন্ন এস. এস.-এর ভালো যোগাযোগ আছে। এদিকে বেথকের নিজের কাপোও বেথকেকে বিশ্বাস করে না। কারণ বেথকে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে তেল দিয়ে চলেনি। কাজেই সাবধানে না থাকলে বেথকেকে নিজের কাজটা খুইয়ে ফের একটা সাধারণ কয়েদী হয়ে যেতে হবে। ফলে গাড়ি চালিয়ে রেল স্টেশন এবং ডিপোতে যাতায়াতের সময় শিবিরের বাইরে সে যে লাভজনক ব্যবসাটা চালায়, সেটাও খতম হয়ে যাবে। তাই শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করলো, 'এসবের অর্থ কি ?'

'অর্থ যাই হোক, তাতে তোমার কি দরকার ?'

বেথকে ঢোক গিললো, 'আমার কিছুটা দরকার আছে।' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'আমি কি তোমাকে ওই স্ন্যাটটা দিইনি ?'

লুডউইগ এতোক্ষণ দ্রুত খেয়ে নিচ্ছিলো। এবারে সে হাত থেকে পাত্রটা ফেলে দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দুজনের মাঝখান দিয়ে বাইরের দিকে ছুট লাগালো। পাত্রটাকে চেঁছেপুঁছে খাবে বলে কয়েকটা কঙ্কাল ততোক্ষণে পাত্রটাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। হেঁসেলের ষাঁড় চিৎকার করে বললো, 'আবার এসো! তোমার জন্যে আমি সব সময়েই অনেক খাবার রাখবো।' বেথকে ছেলেটাকে থামাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মেঝেতে ধস্তাধস্তি করতে থাকা কঙ্কালগুলোর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো। রাগে গনগন করতে করতে উঠে সে ওদের শীর্ণ আঙুলগুলোকে মাড়িয়ে দিলো। একটা কঙ্কাল ইঁদুরের মতো চিঁহি চিঁহি করতে লাগলো, আর একজন পাত্রটা নিয়ে চম্পট দিলো। হেঁসেলের ষাঁড় দৃশ্যটা দেখে হাসলো। তারপর শিস দিয়ে 'দক্ষিণের গোলাপ' গাইতে গাইতে, প্ররোচনা দেবার মতো মন্থর গতিতে এগুতে লাগলো। লোকটার ভুঁড়িটা দিব্যি নধরকান্তি। চলার তালে তালে তার বিশাল পাছা দুটো উঠছে আর নামছে। হেঁসেলের সমস্ত কয়েদীরাই ভালো খাবার-দাবার পায়। বেথকে লোকটার দিকে থুথু ছুঁড়লো। কিন্তু এতো সন্তর্পণে ছুঁড়লো যে থুথুটা গিয়ে লেবেনথালের গায়ে পড়লো।

'তুই কে?' অপমানজনক ভঙ্গিতে বেথকে প্রশ্ন করলো, 'কি চাস? আমি এখানে আসবো তা তুই কি করে জানলি?'

লেবেনথাল কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিলো না। এখানে সে কাজে এসেছে। অহেতুক ব্যাখ্যা দেবার মতো সময় তার নেই। লোমানের দাঁতটার সম্ভাব্য খদ্দের দুজন: বেথকে এবং বাইরের শ্রমিক-দলের একজন ফোরম্যান। ফোরম্যানটি কোনো এক মাথিলদের গোলাম হয়ে আছে। মাথিলদে তার সঙ্গে একই কারখানায় কাজ করে এবং ঘুষের বিনিময়ে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতও করে। মেয়েটির ওজন প্রায় দুশো পাউণ্ড। ফোরম্যানটির কাছে সে স্বর্গের সুষমা, কারণ শিবিরের চিরস্থায়ী খিদের রাজত্বে শরীরের ওজনই সৌন্দর্যের মাপকাঠি। দাঁতটার বিনিময়ে লেবেনথালকে সে কয়েক পাউণ্ড আলু এবং এক পাউণ্ড চর্বি দিতে চেয়েছিলো। লেবেনথাল তাতে রাজী হয়নি এবং রাজী হয়নি বলে এখন সে নিজেকে অভিনন্দন জানালো। এইমাত্র দেখা দৃশ্যগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সে অবিলম্বে মনে মনে দাঁতটার দাম বাড়িয়ে নিলো। কারণ তার ধারণা, অস্বাভাবিক প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাভাবিকের চাইতে বেশি ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে।

'দাঁতটা তোর সঙ্গে আছে?' বেথকে জিগেস করলো।

'না।'

'না দেখে আমি কিছু কিনি না।'

লেবেনথাল জানে, বেথকে তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিমান। দাঁতটা দেখতে পেলে সে ওটা স্রেফ কেড়ে নেবে। লেবেনথাল তখন কিছুই করতে পারবে না। নালিশ করলে সে নিজেই ফাঁসিকাঠে ঝুলবে। শান্ত গলায় সে বললো, 'তাহলে কিছু করার নেই। অন্যেরা এতো ঝামেলা করে না।'

'অন্যেরা! বুদ্ধু কাঁহিকা! আগে খুঁজে বের কর অন্য একজনকে।'

'আমার একখদ্দেরকে তুমি এক মিনিট আগেই দেখেছো', বললো লেবেনথাল। কিন্তু কথাটা মিথ্যে।

'কে?' বেথকে চমকে ওঠে, 'হেঁসেলের ষাঁড়টা?'

লেবেনথাল কাঁধ ঝাঁকালো, 'এই মুহূর্তে আমার এখানে থাকার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে। ধরো, কেউ হয়তো কাউকে একটা উপহার কিনে দিতে চায়—সেজন্যে তার টাকার দরকার। বাইরে সোনার ভীষণ চাহিদা আর দাঁতটার বদলে দেবার মতো খাবার-দাবার তার অবশ্যই ঢের আছে।'

'বদমাশ!'

'ধরো সে এমন উপহার দিতে চায়, যা শিবিরে মেলে না। যেমন ধরো রেশমের তৈরি কোনো জিনিস।'

বেথকের প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে আসে, 'কতো চাস ?'

'পঁচাত্তোর,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো লেবেনথাল। আসলে সে তিরিশ চাইবে বলে ভেবেছিলো।

বেথকে তার দিকে তাকালো, 'তুই কি জানিস, আমার মুখের একটা কথাই তোকে ফাঁসিকাঠে চড়িয়ে দিতে পারে ?'

'জানি বইকি। কিন্তু তাতে তোমার কি লাভ হবে ? কিছু না। তুমি দাঁতটা চাও। কাজেই এসো, কাজের কথা আলোচনা করা যাক।'

এক মুহূর্তে নিশ্চুপ থেকে বেথকে বললো, 'টাকা-পয়সা নয়, খাবার।' লেবেনথাল কোনো জবাব দিলো না। বেথকে ফের বললো, 'একটা খরগোশ দিতে পারি। মরা খরগোশ। চাপা পড়েছিলো। চলবে ?'

'কি রকম খরগোশ ? কুকুর না বেড়াল ?'

'বলছি তো, খরগোশ। আমি নিজে চাপা দিয়েছিলাম।'

'কুকুর না বেড়াল ?'

খানিকক্ষণ ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। লেবেনথালের দু চোখ নিস্পলক। শেষ অব্দি বেথকে বললো, 'কুকুর।'

'ভেড়া-পাহারাদার কুকুর ?'

'টেরিয়ারের মতো। মাঝারি চেহারা। মোটা।'

'চলবে না। আমরা তো ওটাকে রান্না করতে পারবো না। ছালও ছাড়াতে পারবো না।'

'আমি ওটাকে ছাল ছাড়িয়ে দিতে পারি।' বেথকে এতোক্ষণে আরও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সে জানে, খাবার দিয়ে সে লুডউইগের চোখে হেঁসেলের ষাঁড়কে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে তাকে বাইরে থেকে কিছু আনতে হবে। যেমন, রেশমী অন্তর্বাস। তাতে সে ছেলেটার মনে একটা ছাপ ফেলতে পারবে আর নিজেও আনন্দ পাবে। তাই বললো, 'ঠিক আছে, আমি ওটা রান্না করেই দেবো।'

'তাতেও মুশকিল আছে। আমাদের একটা ছুরিরও দরকার হবে।'

'ছুরি ? ছুরি কেন ?'

'আমাদের ওখানে কোনো ছুরি নেই। ওটাকে কাটতে হবে তো! হেঁসেলের ষাঁড় আমাকে বলেছিলো...'

অন্তর্বাসগুলো হবে নীল রঙের, ভাবলো বেথকে। অথবা হালকা বেগনী। হালকা বেগনীই ভালো। ডিপোর কাছে ওই সমস্ত জিনিসের একটা দোকান আছে। কাপো সেখানে তাকে যেতে দেবে। পাশের দাঁতের-ডাক্তারের দোকানেই সে দাঁতটাকে বিক্রি করে দেবে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বেথকে বললো, 'ছুরিও পাবি। কিন্তু ব্যাস, আর কিছু নয়।'

লেবেনথাল অনুভব করলো, এই মুহূর্তে সে চাপ দিয়ে আর কিছু আদায় করতে পারবে না। তবু বললো, 'একটা পাঁউরুটি অবশ্যই থাকবে! তাহলে ওই কথাই রইলো। কিন্তু কখন পাওয়া যাবে?'

'কাল সন্ধ্যায়। অন্ধকার হবার পর। পাইখানার পেছনে। দাঁতটা সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। তা নইলে…'

'টেরিয়ারটা কি কচি?'

'তা আমি কি করে জানবো? কেন?'

'কচি না হলে মাংসটা যেন বেশিক্ষণ ধরে সিদ্ধ করা হয়।'

'আর কিছু? ক্র্যানবেরি স্যস? ক্যাভিয়ার?'

'পাঁউরুটি।'

'রুটির কথা আবার কে বললো?'

'হেঁসেলের ষাঁড়…'

'চোপরাও! তাহলে কাল সন্ধ্যায়।'

লেবেনথাল ফিরে এলো। নিজের সৌভাগ্যকে সে তখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ছাউনিতে সে খরগোশের কথাই বলবে। কুকুরের মাংস শুনে কেউ যে চমকে উঠবে, তা নয়—কারণ ওদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা মৃতদেহ থেকেও মাংস খাবার চেষ্টা করেছে। আসলে অতিরঞ্জিত করে তোলাই এ ব্যবসার একটা মজা। তাছাড়া লোমানকে সে ভালোবাসতো। তাই লোমানের দাঁতের বদলে সে এমন কিছু পেতে চায় যা ঠিক সাধারণ নয়। ছুরিটা শিবিরে সহজেই বিক্রি করে দেওয়া যাবে। তার অর্থ, ব্যবসার জন্যে আরও কিছু কাঁচা টাকা।

লেনদেন মিটে গেলো। সন্ধ্যা থেকে কুয়াশার শুভ্র ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে শিবিরের সর্বত্র। অন্ধকারে গা ঢেকে ছাউনিতে ফিরছিলো লেবেনথাল। তার জ্যাকেটের তলায় কুকুরের মাংস আর পাঁউরুটি। হঠাৎ সে দেখতে পেলো

ছাউনি থেকে সামান্য দূরে একটা ছায়ামূর্তি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝলো, ওটা কোনো সাধারণ কয়েদী নয়। এক মুহূর্ত পরেই লোকটাকে চিনতে পারলো সে—ওটা বাইশ নম্বরের ব্লক-সিনিয়ার হাণ্ডকে। আজ ওর ছুটির দিন ছিলো, নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে মদ গিলেছে। লেবেনথাল দেখলো, এখন আর কোনো মতেই লোকটার নজর এড়িয়ে ছাউনিতে গিয়ে ঢোকা বা সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সে দেয়ালের আড়ালে ছায়ার অন্ধকারেই গা-ঢাকা দিয়ে রইলো।

প্রথম যে লোকটার সঙ্গে হাণ্ডকের মোলাকাত হলো, সে ওয়েস্টহফ। 'এই, কে ওখানে?' চিৎকার করে উঠলো হাণ্ডকে।

ওয়েস্টহফ স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তুই এখন ছাউনিতে নেই কেন?'

'পাইখানায় যাচ্ছি।'

'হেগে মর, শালা! আয় এদিকে!'

ওয়েস্টহফ লোকটার কাছাকাছি এগিয়ে গেলো। কুয়াশার আড়াল থেকে সে শুধু অস্পষ্টভাবে হাণ্ডকেকে দেখতে পাচ্ছিলো।

'কি নাম তোর?'

'ওয়েস্টহফ।'

'তোর নাম ওয়েস্টহফ নয়,' হাণ্ডকে টলতে থাকে। 'তুই একটা নোংরা দুর্গন্ধময় ইহুদি। কি নাম তোর?'

'আমি ইহুদি নই।'

'কি বললি?' হাণ্ডকের হাতটা ওয়েস্টহফের মুখে আছড়ে পড়ে। 'কতো নম্বরে থাকিস?'

'বাইশ নম্বর।'

'অ্যাঁ, বলে কি! আমার নিজের ব্লক! কোন্ ঘরে?'

'গ'—

'শুয়ে পড়।'

ওয়েস্টহফ নিজে থেকে শোয় না, দাঁড়িয়ে থাকে। হাণ্ডকে এবারে আরও কাছে এগিয়ে আসে। এতোক্ষণে তার মুখটা দেখতে পেয়ে ওয়েস্টহফ ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্লক সিনিয়ার হিসেবে হাণ্ডকে খাবার-দাবার ভালোই পায়, শিবিরের যে কোনো লোকের চাইতে সে বেশি বলবান। ওয়েস্টহফকে সে জঙ্ঘাস্থিতে লাথি মেরে শুইয়ে দেয়। 'শুয়ে থাক, শালা

শুয়োরের বাচ্চা ইহুদি !' ওয়েস্টহফের বুকে লাথি মেরে চিৎকার করে ওঠে হাণ্ডকে। ওয়েস্টহফ চিত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে।

'বাইশ নম্বরের গ-ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে আয় !'

কঙ্কালগুলো বেরিয়ে আসে। ততোক্ষণে সবাই জেনে গেছে কি হতে চলেছে। হাণ্ডকের মাল-গেলার দিনগুলো সর্বদা এভাবেই শেষ হয়।

'সবাই আছে এখানে ?'

'সবাই হাজির,' জবাব দেয় ব্যার্গার।

ছায়াময় সারিগুলোর দিকে তাকায় হাণ্ডকে। ওখানে সকলের সঙ্গে ৫০৯ আর বুশেরও রয়েছে। অনেক কষ্টে তারা আবার হাঁটতে আর দাঁড়াতে পেরেছে। আহাসফের ওখানে নেই। সে ছাউনির ভেতরে কুকুর-মানুষকে নিয়ে রয়েছে। হাণ্ডকে তার খোঁজ করলে ব্যার্গার জানিয়ে দিতো, আহাসফের মরে গেছে। হাণ্ডকে এখন মাতাল। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকলেও সে বুঝতে পারতো না, তার সামনে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ টাইফাস আর আমাশয়ের আতংকে ছাউনির ভেতরে যেতে তার প্রবল অনীহা।

'এখানে আর কেউ হুকুম অমান্য করতে চাস ?' হাণ্ডকের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'হত···হতচ্ছাড়া ইহুদির বাচ্চা !'

কেউ জবাব দেয় না।

'সো···সোজা হয়ে দাঁড়া বাঞ্চোৎ ! পুরুষ-মানুষের মতো···ভদ্রলোকের মতো সোজা।'

সবাই ঋজু হয়ে দাঁড়ায়। হাণ্ডকে খানিকক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দু-পায়ে মাড়াতে থাকে ওয়েস্টহফকে। ওয়েস্টহফ দু হাত দিয়ে নিজের মুখটা বাঁচাবার চেষ্টা করে। হাণ্ডকে তবু অনবরত লাথি চালিয়ে যায়। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু ওয়েস্টহফের পাঁজরে হাণ্ডকের জুতোর চাপা আওয়াজ ছাড়া কোথাও এতোটুকু শব্দ নেই। ৫০৯ অনুভব করে, তার পাশে বুশের যেন নড়েচড়ে উঠছে—হাত বাড়িয়ে বুশেরের মণিবন্ধটা শক্ত করে চেপে ধরে সে। বুশেরের হাতটা দুমড়ে-মুচড়ে ছাড়া পাবার চেষ্টা করে, তবু ৫০৯ হাতটা ছাড়ে না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হাণ্ডকে ওয়েস্টহফের পিঠের ওপরে কয়েকবার লাফালাফি করে নেমে আসে। ওয়েস্টহফ নড়ে-চড়ে না। ঘামে ভেজা মুখে হাণ্ডকে বলে, 'শালা ইহুদি, তোদের উকুনের মতো পায়ে টিপে মারা উচিত !' তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে এগিয়ে যায় শিবিরের রাস্তা ধরে। ব্যার্গার আর কারেল এবারে ওয়েস্টহফের কাছে গিয়ে ওকে চিত করে শুইয়ে দেয়।

ওয়েস্টহফ অচেতন হয়ে গেছে।

'পাঁজর ভেঙে ফেলেছে নাকি?' বুশের জিগেস করে।

'হারামজাদাটা ওর মাথায় লাথি মেরেছে,' কারেল বলে, 'আমি দেখেছি।'

'ওকে কি আমরা ভেতরে নিয়ে যাবো?'

'না,' ব্যার্গার বলে, 'এখানেই থাক। আপাতত ও এখানেই ভালো থাকবে। ভেতরে তো তেমন জায়গা নেই। জল আছে নাকি একটুও?'

ওদের কাছে এক পাত্র জল ছিলো। ব্যার্গার ওয়েস্টহফের জ্যাকেটটা খুলে দেয়। 'ওকে ভেতরে নিয়ে গেলেই ভালো হতো না?' বুশের বলে, 'পশুটা হয়তো ফিরে আসতে পারে।'

'আসবে না। আমি ওকে চিনি। ওর মজা লোটা হয়ে গেছে।'

এতোক্ষণে লেবেনথাল ছাউনির কোণ থেকে বেরিয়ে এসে জিগেস করে, 'ও কি মরে গেছে?'

'না, এখনও মরেনি।'

লেবেনথাল দু হাতে নিজের জ্যাকেট চেপে ধরে, 'আমার কাছে কিছু খাবার আছে।'

'আস্তে বলো। নইলে ছাউনি সুদ্ধ সবাই শুনে ফেলবে। কি পেয়েছো?'

'মাংস,' লেবেনথাল ফিসফিসিয়ে বলে। 'দাঁতটার বদলে।'

'মাংস?'

'হ্যাঁ, অনেকটা। আর রুটি।'

লেবেনথাল খরগোশের কথাটা তুললো না। এ পরিবেশে ওটা বেমানান। হাঁটু মুড়ে বসে থাকা ব্যার্গারের কাছে মাটিতে পড়ে থাকা ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকালো সে, 'হয়তো এখনও ও একটু খেতে পারবে। রান্না করা মাংস তো!'

কুয়াশা গাঢ়তর হয়ে উঠেছিলো। মেয়েদের ছাউনিটাকে আলাদা করে রাখা দু-সারি কাঁটাতারের বেষ্টনীর কাছে দাঁড়িয়ে বুশের ফিসফিসিয়ে ডাকলো, 'রুথ! রুথ!'

একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো। প্রাণপণে ওধারে দৃষ্টি ছড়িয়েও বুশের মানুষটাকে চিনতে পারলো না। ফের সে ফিসফিসিয়ে বললো, 'রুথ, তুমি কি ওখানে আছো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কাছে কিছু খাবার আছে। তুমি আমার হাত দেখতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—পাচ্ছি।'

'মাংস আছে। আমি তোমাকে ছুঁড়ে দিচ্ছি। এই যে—'

মাংসের ছোট্ট টুকরোটাকে বুশের বেষ্টনীর ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো। এটা তার ভাগের অর্ধেকটা। টুকরোটা মাটিতে পড়ার শব্দ শুনতে পেলো সে। ছায়ামূর্তিটা নিচু হয়ে ওটা খুঁজছে। 'বাঁ দিকে! তোমার বাঁ দিকে,' বুশের ফিসফিসিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই গজখানেকের মধ্যে পড়েছে। পেয়েছো?'

'না।'

'বাঁ দিকে। আরও এক গজ দূরে। রান্না করা মাংস। ভালো করে খোঁজো, রুথ।' ছায়ামূর্তিটা থমকে দাঁড়ালো। 'পেয়েছো?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ! এক্ষুনি খেয়ে নাও। ভালো?'

'হ্যাঁ। আর আছে?'

বুশের চমকে উঠলো, 'না। আমার ভাগটা আমি আগেই খেয়ে নিয়েছি।'

'তোমার কাছে আরও আছে! ছুঁড়ে দাও!'

বুশের বেষ্টনীর এতো কাছে গিয়ে দাঁড়ায় যে তারের কাঁটাগুলো তার চামড়াতে গিয়ে বেঁধে। শিবিরের ভেতর দিককার বেষ্টনীগুলোতে তড়িৎপ্রবাহ চালানো হয় না। 'তুমি রুথ নও! তুমি কি রুথ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—রুথ। তুমি আরও দাও! ছোঁড়ো!'

সহসা বুশের অনুভব করে, ও রুথ নয়। রুথ হলে এমন করে কথা বলতো না। কুয়াশা, উত্তেজনা, ছায়া আর ফিসফিসে কণ্ঠস্বর তাকে প্রতারিত করেছে। 'তুমি রুথ নও! আমার কি নাম, বলো তো?'

'ধ্যাৎ! চুপ করো! ছোঁড়ো!'

'আমার নাম কি? কি নাম আমার?'

ছায়ামূর্তি জবাব দেয় না। 'মাংসের টুকরোটা রুথের জন্যে! রুথের!' বুশের ফিসফিসিয়ে বলে, 'ওটা ওকে দাও! বুঝেছো? ওটা ওকে দিয়ে দাও!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবো। তোমার কাছে আর আছে?'

'না! তুমি ওটা ওকে দাও! ওটা ওর, তোমার নয়!'

'হ্যাঁ, তাই বই কি—'

'ওটা ওকে গিয়ে দাও বলছি! তা না হলে আমি…আমি…'

বুশের থেমে যায়। কি করতে পারে সে? সে জানে, ছায়ামূর্তিটা বহুক্ষণ আগেই মাংসটুকু খেয়ে নিয়েছে। হতাশায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—যেন একটা অদৃশ্য মুঠি প্রবল আঘাতে ছিটকে ফেলে তাকে। 'হতচ্ছাড়ি কুত্তি···মরে যা··· মরে যা তুই···'

এ আঘাত বড়ো তীব্র। কতো মাস বাদে এক টুকরো মাংস পেয়েও সে তা এমন মূর্খের মতো খুইয়ে বসলো! অশ্রুহীন কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো বুশের।

ওধারের ছায়ামূর্তিটা ফিসফিসিয়ে বললো, 'আরও নিয়ে এসো···আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো·· এই যে—'

মনে হলো, ও নিজের স্কার্টটাকে ওপরের দিকে তুলছে। কুয়াশার শুভ্র প্রবাহে কেমন যেন বিকৃত দেখালো ওর অঙ্গ-ভঙ্গিমা। মনে হলো, একটা অমানুষিক ভূতুড়ে দেহ যেন ওখানে ডাইনির নাচ নাচছে।

'কুত্তি···কুত্তি কাঁহিকা!' বুশের ফিসফিসিয়ে বললো, 'মরে যা তুই!··· বোকা···ইস, কি বোকা আমি—'

মাংসটা ছুঁড়ে দেবার আগে তার নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত ছিলো। নয়তো কুয়াশা সরে যাওয়া অব্দি অপেক্ষা করা উচিত ছিলো। কিন্তু তাহলে মাংসটা সে ততোক্ষণে হয়তো নিজেই খেয়ে ফেলতো। ওটা সে অবিলম্বে রুথকে দিতে চেয়েছিলো। মুঠিবদ্ধ হাতে মাটিতে আঘাত করে বুশের ককিয়ে উঠলো, 'এ আমি কি করলাম! কি বোকা আমি!' এক টুকরো মাংসের অর্থ এক মুঠো জীবন। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় পারলে সে বমি করে মাংসটা বের করে ফেলতো।

রাতের হিম বুশেরের ঘুম ভাঙিয়ে দিলো। টলতে টলতে ফিরে চললো সে। কিন্তু ছাউনির সামনে এসে যেন কার গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। তারপরই ৫০৯কে দেখতে পেলো সে। 'এটা কে এখানে?' জিগেস করলো বুশের। 'ওয়েস্টহফ?'

'হ্যাঁ।'

'মরে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

মাটিতে পড়ে থাকা মুখটাকে ঝুঁকে দেখলো বুশের। কুয়াশায় ভেজা মুখ। হাণ্ডকের লাথির কালশিরে। 'নিকুচি করেছে,' বললো সে। 'আমরা ওকে সাহায্য করলাম না কেন?'

৫০৯ চোখ তুলে তাকালো, 'বাজে বোকো না। কি করে করতাম?'

'করতে পারতাম। হয়তো পারতাম। ওয়েবেরের সঙ্গে তো আমরা এঁটে উঠতে পেরেছিলাম।'

৫০৯ কুয়াশার দিকে তাকালো। আবার সেই অর্থহীন বীরত্ব, ভাবলো সে। সেই পুরনো সমস্যা। কয়েক বছরের মধ্যে ছেলেটা এই প্রথম এক টুকরো বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে আর তাতেই মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে রোম্যান্টিক কল্পনা তাকে এর ঝুঁকির কথাটা ভুলিয়ে দিয়েছে।

'তোমার ধারণা: যেহেতু আমরা স্বয়ং ক্যাম্প-লিডারের সঙ্গে এঁটে উঠেছিলাম, অতএব মাতাল ব্লক সিনিয়ারটার সঙ্গেও আমরা নিশ্চয়ই সফল হতাম। তাই না?'

'হ্যাঁ। নয় কেন?'

'তাহলে কি করা উচিত ছিলো আমাদের?'

'তা জানি না। তবে ওয়েস্টহফকে এভাবে স্রেফ পায়ের চাপে মরতে দেওয়াটা উচিত হয়নি।'

'তাহলে কি একসঙ্গে ছজন বা আটজন মিলে হাণ্ডকেকে আক্রমণ করা উচিত ছিলো? তুমি কি তাই বলতে চাইছো?'

'না. তাতে কোনো কাজ হতো না। আমাদের চাইতে ওর গায়ের জোর বেশি।'

'তাহলে? তাহলে কি ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো উচিত ছিলো?'

বুশের কোনো জবাব দিলো না। কারণ সে জানে, তাতেও কোনো লাভ হতো না। ৫০৯ খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করে নিলো। তারপর বললো, 'শোনো. ওয়েবেরের ক্ষেত্রে আমাদের হারাবার মতো কিছু ছিলো না। আমরা হুকুম মানতে রাজী হইনি। তবে আমরা অবিশ্বাস্য রকমের ভাগ্যবান, তাই বেঁচে ফিরেছি। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমরা হাণ্ডকেকে যদি কিছু করতাম, তাহলে ও দু-একজনকে স্রেফ মেরে ফেলতো এবং ছাউনিতে বিদ্রোহ হয়েছে বলে খবর দিতো। ফলে ব্যার্গার এবং আরও কয়েকজনকে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো। ওয়েস্টহফকে তো বটেই। খুব সম্ভব তোমাকেও। তারপর বেশ কয়েক দিন এখানে খাবার দেওয়া বন্ধ করা হতো। তার মানে, আরও কয়েক ডজন মরতো। ঠিক কি না?'

'হয়তো।'

'তুমি কি আর কিছু করার কথা ভাবতে পারছো?'

'না,' খানিকক্ষণ চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলো বুশের।

'আমিও পারছি না। ওয়েস্টহফ একটা আধ-পাগল। হাণ্ডকে ওকে যা বলাতে চেয়েছিলো ও যদি তা-ই বলতো, তাহলে হয়তো গোটা কতক লাথি খেয়েই ও ছাড়া পেয়ে যেতো। মানুষটা ভালো ছিলো, আমরা ওকে কাজে লাগাতে পারতাম। বোকা!' ৫০৯-এর কণ্ঠস্বর তিক্ততায় ভরে উঠলো। বুশেরের দিকে ফিরে তাকালো সে, 'তোমার কি ধারণা, একমাত্র তুমিই এখানে বসে বসে ওর কথা চিন্তা করছো?'

'না।'

'আমরা যদি ওয়েবেরের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারতাম, তাহলে ওয়েস্টহফ হয়তো মুখ বুজেই থাকতো এবং এখনও বেঁচে থাকতো। হয়তো আমাদের দৃষ্টান্তই আজ ওকে বেপরোয়া করে তুলেছিলো। এটা কি তুমি কখনও ভেবে দেখেছো?'

'না।'

'একুশ নম্বর ছাউনির ওয়াগ্‌নারকে চেনো?'

'হ্যাঁ।'

'আজ সে একটা ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু এক সময় সে একজন সাহসী পুরুষ ছিলো। বড্ড বেশি সাহসী। পালটা মার দিয়েছিলো সে। ফলে দু বছর ধরে সে এস. এস.দের আনন্দ দানের বস্তু হয়ে রইলো। তারপর সব খতম। কি লাভ হলো? ওকে আমরা অনেক কাজে লাগাতে পারতাম। কিন্তু ও সাহসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ওর মতো আরও অনেকেই ছিলো। তাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই বেঁচে আছে। তাই আজ হাণ্ডকে যখন ওয়েস্টহফকে মাড়াচ্ছিলো, আমি তোমাকে ধরে রেখেছিলাম। বুঝতে পারলে?'

'তুমি মনে করো ওয়েস্টহফ…'

'এখন আর ওতে কিছু এসে-যায় না। সে মরে গেছে…'

বুশের নিশ্চুপ হয়ে গেলো। এখন ৫০৯কে সে আরও স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে। কুয়াশা সামান্য একটু সরে যাওয়ায় একটা জায়গা দিয়ে জোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়েছে। ৫০৯ উঠে দাঁড়ালো। ওর মুখে কালশিরের কালো নীল আর সবুজ দাগ। সহসা ৫০৯ আর ওয়েবেরের সম্পর্কে শোনা গল্পগুলোর কথা মনে পড়লো বুশেরের। এইমাত্র ৫০৯ যাদের কথা বলছিলো, নিশ্চয়ই সে নিজেই তাদের মধ্যে একজন।

'শোনো,' ৫০৯ বললো, 'মন দিয়ে শোনো। উদ্দীপনা ভাঙা যায় না—এটা

একটা চরম ভাঁওতা। প্রায় সমস্ত প্রতিরোধই ভেঙে ফেলা যায়—তার জন্যে প্রয়োজন শুধু যথেষ্ট সময় আর সুযোগের।' হাতের ভঙ্গিমায় এস. এস.দের বাসস্থানগুলোকে দেখালো সে, 'ওরা তা খুব ভালো ভাবেই জানে। প্রতিরোধের চেহারাটা নয়—প্রতিরোধের বদলে কি পাওয়া গেলো, একমাত্র সেটাই হচ্ছে সব চাইতে বড়ো কথা। অর্থহীন সাহস হলো সুনিশ্চিত আত্মহত্যা। একটু প্রতিরোধ-ক্ষমতা এখনও আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এটুকু আমাদের লুকিয়ে রাখতে হবে, যাতে ওরা তার খোঁজ না পায়…যাতে শুধুমাত্র চরম প্রয়োজনের সময়ই আমরা তা ব্যবহার করতে পারি—যেমন আমরা করেছিলাম ওয়েবেরের কাছে। তা না হলে…'

চাঁদের আলো এতোক্ষণে ওয়েস্টহফের দেহটাতে গিয়ে পৌছোয়, লুটোপুটি খায় ওর মুখে আর গলায়।

'ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের মধ্যে অন্তত কয়েকজনকে টিকে থাকতেই হবে।' ক্লান্তিতে পেছনে হেলে পড়ে ৫০৯। ছোটাছুটির মতো চিন্তা করাটাও বড়ো ক্লান্তি বয়ে আনে। খিদে আর দুর্বলতার জন্যে অধিকাংশ সময় চিন্তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবু মাঝে মাঝে সমস্ত সত্তা যেন আশ্চর্য হালকা হয়ে যায়, সমস্ত কিছুই অতিরিক্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ তখন অনেক দূর অব্দি দেখতে পায়—যতোক্ষণ না ক্লান্তির কুয়াশা ফের এসে ঢেকে ফেলে সমস্ত কিছুকে।

'এমন কয়েকজনকে বেঁচে থাকতে হবে যারা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি, যারা এসব ভুলতে চায় না,' ৫০৯ বুশেরের দিকে তাকালো। ও আমার চাইতে বিশ বছরেরও বেশি ছোটো, ভাবলো সে। এখনও ও অনেক কিছু করতে পারে, এখনও ও ফুরিয়ে যায়নি। আর আমি? সময়—আচমকা মরিয়া হয়ে ৫০৯ ভাবলো--সময় সবকিছু গ্রাস করে…শুধু গ্রাস করে। কেউ নতুন করে শুরু করতে গেলে পুরোপুরি বুঝতে পারে, সে শেষ হয়ে গেছে কি না। শিবিরের দশটা বছরের অর্থ স্বাভাবিক জীবনে তার চাইতেও দুই বা তিন গুণ বেশি সময়।… অনেক শক্তির প্রয়োজন হবে। এতোদিন বাদে কারই বা এমন শক্তি অবশিষ্ট আছে?

'এখান থেকে আমরা যখন বেরুবো, তখন ওরা কিন্তু আমাদের সামনে হাঁটু মুড়ে বসবে না।' ৫০৯ বললো, 'ওরা তখন অস্বীকার করার আর সবকিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করবে। আমাদেরও। আর আমাদের মধ্যেও অনেকে তখন এসব ভুলতে চাইবে।'

'আমি ভুলবো না,' বিষণ্ণ সুরে জবাব দিলো বুশের।

'বেশ।' ক্লান্তির প্রবাহ আরও তীব্র হয়ে ফিরে এলো। ৫০৯ চোখ দুটো বন্ধ করলো। কিন্তু তখুনি আবার চোখ মেলে তাকালো সে। তখনও তার আরও কিছু বলার আছে—হারিয়ে যাবার আগেই কথাগুলো তাকে বলে ফেলতে হবে। কথাগুলো বুশেরের জানা দরকার। হয়তো এখানে একমাত্র সে-ই বেঁচে থাকবে।...'হাণ্ডকে নাৎসি নয়,' সচেষ্ট প্রয়াসে ৫০৯ ফের বললো, 'সে আমাদের মতোই একজন কয়েদী। বাইরে থাকলে সে হয়তো কোনো দিনই কাউকে খুন করতো না। এখানে সে খুন করে, কারণ এখানে তার সে ক্ষমতা আছে। সে জানে, আমরা অভিযোগ জানালেও কোনো লাভ হবে না। তার নিরাপত্তা আছে, দায়িত্ব নেই। এটাই হচ্ছে আসল কথা—ক্ষমতা...অন্যায্য হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা। বুঝেছো?'

'হ্যাঁ,' বললো বুশের।

একখণ্ড কালো মেঘের মতো অবসন্নতা এখন যেন সশব্দে ধেয়ে আসছে। ৫০৯ পকেট থেকে এক টুকরো রুটি বের করে বুশেরের দিকে এগিয়ে ধরলো, 'এই নাও—এটা আমার লাগবে না, আমি মাংস খেয়েছি। এটা তুমি রুথকে দিয়ে দাও—'

বুশের তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু নড়লো না। 'আমি সবই শুনতে পেয়েছি... এটা ওকে দিও...' ৫০৯-এর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এলো, মাথাটা ঝুলে পড়লো সামনের দিকে। তবু ফের মাথাটা তুললো সে, চকিত হাসিতে ভরে উঠলো কালশিরে পড়া ক্লান্ত মুখখানা। বললো, 'এটাও গুরুত্বপূর্ণ...দিতে পারা...'

বুশের রুটিটা নিয়ে নারী-শিবিরের রেষ্টনীর কাছে এগিয়ে গেলো।

কুয়াশা এখন কাঁধের সমান উচ্চতা দিয়ে ভেসে চলেছে। নিচের দিকে সবকিছু পরিষ্কার। ফলে চারদিকে কেমন যেন একটা ভূতুড়ে পরিবেশ। মনে হচ্ছে, কবন্ধ মুসলমানেরা যেন টলতে টলতে শৌচাগারে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ বাদে রুথ এলো। ওরও মুণ্ডু নেই। বুশের ফিসফিসিয়ে বলো, 'নিচু হও।'

দুজনে মাটিতে উবু হয়ে বসলো। বুশের রুটিটা ছুঁড়ে দিলো। ভাবলো, ওর জন্যে সে যে মাংস রেখেছিলো তা ওকে বলবে কি না। কিন্তু বললো না। তার বদলে বললো, 'রুথ, আমার মনে হচ্ছে আমরা এখান থেকে বেরুতে পারবো—'

রুথ কোনো জবাব দেয় না। ওর মুখ ভর্তি রুটি। বিস্ফারিত চোখে ও বুশেরের দিকে তাকায়। বুশের ফের বলে, 'আমি এখন সত্যিই এটা বিশ্বাস করি।'

বুশের জানে না, হঠাৎ কেন সে এটা বিশ্বাস করলো। এর সঙ্গে ৫০৯ এবং

তার কথাগুলোর হয়তো কোনো যোগাযোগ আছে। আবার ফিরে গেলো সে। ৫০৯ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওয়েস্টহফের মাথাটার একেবারে কাছেই এলিয়ে রয়েছে তার মাথাটা। দুটো মুখেই কালশিরের কলঙ্ক। বুশের স্পষ্ট করে বুঝতেই পারলো না, ওদের মধ্যে কার এখনও শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। ৫০৯-কে সে জাগালো না। সে জানে, ৫০৯ দুদিন ধরে লিউইনস্কির জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলো। রাতটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নয়—তবু বুশের ওয়েস্টহফের গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে, সেটা ৫০৯-এর শরীরে বিছিয়ে দিলো।

৯

পরবর্তী বিমান-আক্রমণটা হলো দুদিন পরে। সন্ধ্যে আটটা থেকেই সাইরেনগুলো চিৎকার করতে শুরু করেছিলো। তার একটু পরেই প্রথম বোমাটা পড়লো। তারপর যেন বৃষ্টিধারার মতো ঝরতে লাগলো বোমাগুলো। মেলার্ন সংবাদপত্রের বাড়িটাতে আগুন ধরে গেলো, গলতে লাগলো সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো, অন্ধকার আকাশে সশব্দে ফাটতে লাগলো গোল করে পাকিয়ে রাখা কাগজের স্তূপ। তারপর আস্তে আস্তে ভেঙে পড়লো বাড়িটা।

ওই যে, শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার এক লক্ষ মার্ক—ভাবলেন নয়বায়োর। এক লক্ষ মার্ক! এতোগুলো টাকা যে এতো সহজে পুড়ে যেতে পারে তা আমি আগে জানতাম না। শুয়োরের বাচ্চারা! এমন জানলে আমি খনিজ সংস্থার শেয়ার কিনতাম। কিন্তু খনিও তো পুড়ে যায়। সেখানেও বোমা ফেলা হয়। এখন ওগুলোও আর নিরাপদ নয়। সবাই বলছে রুঢ় জেলা নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে। তাহলে কোন্‌টা এখনও নিরাপদ?

নয়বায়োরের উর্দিটা পোড়া কাগজে ছাইতে ধূসর। ধোঁয়া আর অশ্রুতে চোখ দুটো লাল। উলটো দিকে চুরুটের দোকান, যেটা তাঁরই ছিলো—সেটাও এখন ধ্বংসস্তূপ। গতকালও যা ছিলো সোনার খনি, আজ তা ছাইয়ের গাদা। আরও তিরিশ হাজার মার্ক। চল্লিশও হতে পারে। পার্টি? প্রত্যেকেই শুধু নিজের কথা চিন্তা করছে। বীমা সংস্থা? আজ রাতে যা ধ্বংস হয়ে গেলো তার মূল্য দিতে হলেই ওরা দেউলিয়া হয়ে যাবে। তাছাড়া সমস্ত কিছুই অত্যন্ত কম মূল্যে বীমা করেছিলেন নয়বায়োর। ভুল জায়গায় মিতব্যয়িতা করা হয়েছে। তবে বোমার আঘাতে ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব বীমা সংস্থা মেনে নেবে বলেও মনে হয় না। চিরদিনই বলা হয়েছে, জয়ের পরে শত্রুপক্ষকে সমস্ত ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সেজন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে বহুদিন। নতুন করে সব কিছু শুরু

করার পক্ষেও এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এরকম আর একটা অগ্নিকাণ্ড··· ম্যাক্স ব্ল্যাঙ্কের অফিস-বাড়িতে কয়েকটা বোমা, কয়েকটা তাঁর বাগানে আর নিজের বাড়িটাতে—যা আগামী কালই ঘটতে পারে—তাহলেই তিনি যেখান থেকে জীবন শুরু করেছিলেন আবার সেখানে ফিরে যাবেন। তাও নয়। অবস্থা আরও খারাপ! ইতিমধ্যে তাঁর বয়েসটা যে আরও বেড়ে গেছে! চিরদিন যা আড়ালে-আবডালে ওত পেতে ছিলো, আজ অতর্কিতে তা নিঃশব্দে তাঁর সামনে এসে হাজির হয়েছে। সন্দেহ, আতংক আর আশংকা—যাদের এতোদিন তিনি শক্ত হাতে দমিয়ে রেখেছিলেন, আজ তারা খাঁচা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসেছে··· তাঁর দিকে তাকাচ্ছে···বসে রয়েছে চুরুটের দোকানটার ধ্বংসস্তূপে, ঘুরে বেড়াচ্ছে খবরের কাগজের বাড়িটার পোড়া দেয়ালগুলোতে, শাসানোর ভঙ্গিতে ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষ্ণ নখর তুলে হাসছে তাঁর দিকে তাকিয়ে। নয়বায়োরের মোটা লাল ঘাড়টা ঘেমে উঠলো। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তিনি খানিকটা পেছিয়ে গেলেন। মুহূর্তের জন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। বুঝতে পারা সত্ত্বেও তিনি নিজের কাছে স্বীকার করতে চাইছিলেন না যে এ যুদ্ধটা আর জিতে নেওয়া যাবে না।

'না!' নয়বায়োর সরবে বলে উঠলেন, 'না, না···এখনও নিশ্চয়ই কিছু··· ফ্যুরার·· সমস্ত কিছু সত্ত্বেও কোনো অলৌকিক···অবশ্যই···'

চারদিকে তাকালেন নয়বায়োর। কেউ কোথাও নেই। এমন কি আগুন নেভাবার মতোও কেউ নেই ধারে কাছে।

অবশেষে সেলমা নয়বায়োর নিশ্চুপ হলেন। ওঁর মুখটা ফুলে উঠেছে, ফরাসী দেশের রেশমী বহির্বাসে অশ্রুর মালিন্য, মোটাসোটা হাত দুটি কাঁপছে।

'আজ রাতে ওরা আর আসবে না,' প্রত্যয়হীন কণ্ঠে বললেন নয়বায়োর। 'সমস্ত শহরটাই আগুনে জ্বলছে। আর কিসে বোমা ফেলবে ওরা?'

'তোমার বাড়িতে, তোমার অফিস-বাড়িতে, তোমার বাগানে। সেগুলো তো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই নয় কি?'

এমন একটা সম্ভাবনার চকিত আতংক আর ক্রোধ জয় করে নয়বায়োর বললেন, 'বোকার মতো কথা! বিশেষ করে শুধু ওগুলোর জন্যে ওরা নিশ্চয়ই আসবে না!'

'আরও বাড়ি আছে, দোকান আছে, কল-কারখানা আছে।'

'সেলমা—'

'তোমার যা ইচ্ছে হয় বলতে পারো। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে শিবিরে

যাবোই—কয়েদীদের সঙ্গে থাকতে হলেও যাবো ! শহরে আমি কিছুতেই থাকবো না। এটা একটা ইঁদুর-মারার কল ! আমি মরতে চাই না ! অবিশ্যি যতোক্ষণ তুমি নিজে নিরাপদে আছো, ততোক্ষণ তোমার তো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। নিজে বিপদের বাইরে থাকলেই হলো ! তুমি চিরদিনই এমনি !'

নয়বায়োর আহত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'আমি কোনোদিনও তেমন নই, সেলমা—আর তুমিও তা জানো ! তাকিয়ে ছাখো তোমার পোশাক-আশাকের দিকে ! তোমার জুতো ! তোমার বহির্বাস ! সমস্ত কিছুই পারীর জিনিস। ওগুলো কে তোমাকে এনে দিয়েছে ? আমি ! তোমার লেসগুলো—বেলজিয়ামের সেরা জিনিস—ওগুলো আমিই তোমাকে কিনে দিয়েছিলাম। তোমার ফারের কোট ! ফারের কম্বল ! ওগুলো আমিই তোমাকে ওয়ারশ থেকে পাঠিয়েছিলাম ! তাকিয়ে ছাখো তোমার মদের ভাণ্ডারের দিকে ! তোমার বাড়ি ! তোমাদের জন্যে আমি অনেক যত্ন নিয়েছি, সেলমা !'

'তুমি একটা জিনিসের কথা ভুলে গেছো। একটা শবাধার। এখনও তাড়া-হুড়ো করলে কিনে নিতে পারবে। আগামী কাল সকাল হলে শবাধার আর ততোটা শস্তা থাকবে না। জার্মানীতে শবাধার আর কমই আছে। তবে শিবির থেকে তুমি অবিশ্যি একটা বানিয়ে নিতে পারবে ! শত হলেও এসব কাজের জন্যে তোমার হাতে তো প্রচুর লোক !'

'তাহলে এ-ই তোমার কৃতজ্ঞতা ! তোমাদের জন্যে যতো ঝুঁকি আমি নিয়েছি, সেজন্যে এটুকুই আমি পেলাম !'

'আমি পুড়ে মরতে চাই না। আমি চাই না কেউ আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলুক।' সেলমা মেয়ের দিকে ফিরে তাকালেন, 'ফ্রেয়া, তুই তো তোর বাবার কথাগুলো শুনলি ! তোর নিজের বাবা ! আমরা শুধু প্রাণ বাঁচাতে রাত্তিরটা ওঁর বাড়িতে গিয়ে থাকতে চেয়েছি, আর কিছু চাইনি। কিন্তু উনি তাতে রাজী নন। পার্টি ! দিয়েৎজ এতে কি বলবেন ! তা বোমা পড়ার ব্যাপারে দিয়েৎজ কি বলছেন ? পার্টি এ ব্যাপারে কিছু করছে না কেন ?'

'চুপ করো, সেলমা !'

'চুপ করো, সেলমা ! শুনলি ফ্রেয়া ? চুপ করো···স্থির হয়ে দাঁড়াও···নিঃশব্দে মরো !—উনি শুধু এসবই বলতে জানেন।'

'পঞ্চাশ হাজার মানুষ আজ এই একই পরিস্থিতিতে রয়েছে,' নয়বায়োর ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তারা সবাই···'

'পঞ্চাশ হাজার মানুষকে নিয়ে আমার কোনো মাথা-ব্যথা নেই। আমি মরলে তাদেরও কিছু এসে যাবে না। তোমার ওই সংখ্যাতত্ত্বগুলো পার্টির বক্তৃতার জন্যে রেখে দাও।'

'ওহ্ ভগবান!'

'ভগবান? কোথায় ভগবান? তোমরাই তো তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছো! আমার কাছে তুমি ভগবানের কথা উল্লেখ করবে না।'

হঠাৎ আমি এতো ক্লান্ত হয়ে উঠলাম কেন? ভাবলেন নয়বায়োর। আরাম-কুর্সিতে বসে বললেন, 'আমাকে এক বোতল বিয়ার এনে দাও, ফ্রেয়া।'

'এক বোতল শ্যাম্পেন এনে দে, ফ্রেয়া! জয়ের উৎসব পালন করতে হবে না?' ফ্রেয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সেলমা উঠে দাঁড়ালেন, 'বলো—হ্যাঁ, কি না? আমরা আজ রাতে তোমার সঙ্গে যাবো কি যাবো না?'

নয়বায়োর নিজের জুতোর দিকে তাকালেন। জুতোয় ছাইয়ের আস্তরণ। এক লাখ তিরিশ হাজার মার্ক দামের ছাই। 'এমন হঠাৎ করে আমরা যদি তা করি, তাহলে চারদিকে নানান কথা উঠবে। পরিবারকে শিবিরে নিয়ে যাবার অনুমতি নেই, তা নয়—কিন্তু আজ অব্দি আমরা তা করিনি। সবাই বলবে, আমি আমার পদমর্যাদার সুযোগ নিচ্ছি। তাছাড়া এই মুহূর্তে শহরের চাইতে শিবির আরও বেশি বিপজ্জনক জায়গা। ওদের বোমাবর্ষণের পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হবে ওই শিবির। ওখানে আমাদের যুদ্ধের উপযোগী জিনিসপত্রের কলকারখানা রয়েছে।'

কথাগুলোর কিছুটা সত্যি। কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে, নয়বায়োর ওখানে একা থাকতে চান। ওপরের শিবিরে—তাঁর নিজের ভাষায়—তাঁর একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে। সেখানে থাকে খবরের কাগজ, কঁনিয়াক আর প্রায়শই একটি মেয়েমানুষ—যার ওজন সেলমার চাইতে অন্তত পঞ্চাশ পাউণ্ড কম, উনি কথা বললে যে মন দিয়ে শোনে, যে তাঁকে একজন চিন্তাবিদ মরমী এবং বীর-পুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের পর এটুকু নির্দোষ আনন্দ বড়ো প্রয়োজনীয়।

'ওরা যে যা বলে বলুক,' সেলমা বললেন, 'কিন্তু তোমার পরিবারের ভালো-মন্দের দায়িত্ব তোমারই!'

'এ বিষয়ে আমরা পরে কথা বলবো। আমাকে এখুনি একবার পার্টির সদর-দফতরে যেতে হবে। দেখি, সেখানে কি ঠিক করা হয়েছে। হয়তো ইতিমধ্যেই ওরা এখানকার লোকজনকে গ্রামে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। যারা

ঘরবাড়ি খুইয়েছে তাদের তো অবশ্যই পাঠাবে। তা হলে তোমরাও হয়তো...'

'হয়তো নয়। শহরে থাকতে হলে আমি চারদিকে ছুটে বেড়াবো আর চিৎকার করবো, চিৎকার করে বলবো...'

ফ্রেয়া বিয়ার নিয়ে এলো। ঠাণ্ডা নয়। নিজেকে সংযত করে উঠে দাঁড়ালেন নয়বায়োর। 'হ্যা কি না?' ফের জিগেস করলেন সেলমা।

'আমি ফিরে আসি, তারপর ও ব্যাপারে কথা বলবো। আগে আমাকে নিয়ম-কানুনগুলো জানতে হবে।'

'হ্যা কি না?'

নয়বায়োর লক্ষ্য করলেন, ফ্রেয়া মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়ছে, আপাতত ব্যাপারটা তাঁকে মেনে নিতে ইঙ্গিত করছে মেয়েটা।

'ঠিক আছে—হ্যা।'

সেলমা নয়বায়োর হাঁ করলেন। বেলুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাওয়া গ্যাসের মতো সমস্ত দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ বেরিয়ে গেলো তাঁর ভেতর থেকে। 'আমি মরতে চাইনে...আমি মরতে চাইনে! এতো সুন্দর সুন্দর জিনিস ফেলে, এতো শীগগিরি...' অষ্টাদশ শতকের দামী ফরাসী সোফায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলেন উনি। হঠাৎ উনি যেন কেঁপে কেঁপে ওঠা একদলা নরম মাংসপিণ্ড হয়ে উঠলেন। একরাশ বিরক্তি নিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন নয়বায়োর। ওর পক্ষে ব্যাপারটা কতো সহজ—ও কাঁদে, চিৎকার করে, তর্জন-গর্জন করে। কিন্তু নয়বায়োরকে কিভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে তা নিয়ে কে ভাবে? তাঁকে তো সমস্ত কিছুই গিলতে হচ্ছে! এক লক্ষ তিরিশ হাজার মার্ক! কিন্তু সেলমা একবারও সে ব্যাপারে কিছু জিগেস করেনি।

'ওঁর দিকে নজর রেখো,' সংক্ষেপে ফ্রেয়াকে উপদেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নয়বায়োর।

অন্ধকার নেমে আসা সত্ত্বেও বাড়ির পেছন দিককার বাগানে রাশিয়ান কয়েদী দুজন তখনও কাজ করছিলো। কোদাল হাতে নিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় নয়বায়োরকে দেখতে পেলো ওরা।

'অমন চোখ পাকিয়ে দেখার কি আছে?' নয়বায়োরের চেপে-রাখা ক্রোধ এতোক্ষণে সহসা ফেটে বেরুলো।

বয়স্ক লোকটি রাশিয়ান ভাষায় কি একটা জবাব দিলো।

'তোরা তো এখনও চোখ পাকাচ্ছিস! বলশেভিক শুয়োর, তোদের

এতোদূর ধৃষ্টতা! সং নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেলো বলে খুব ফূর্তি হয়েছে, তাই না?'

রাশিয়ানরা কোনো জবাব দিলো না।

'হাত চালা, কাজ কর—অলস কুত্তা কাঁহিকা!'

ওরা তবু কিছু বললো না। শুধু নয়বায়োরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলো, উনি কি বলতে চাইছেন। পা তুলে ওদের একজনের পেটে একটা লাথি বসিয়ে দিলেন নয়বায়োর। লোকটা উলটে পড়ে গেলো, তারপর কোদালটা আঁকড়ে ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো আবার। ওর চোখ আর কোদালটা লক্ষ্য করলেন নয়বায়োর, সহসা এক নিবিড় আতংক যেন তীক্ষ্ণ ছুরির মতো তাঁর পেটে গিয়ে বিঁধলো। রিভলভারটা আঁকড়ে ধরে হাতলটা দিয়ে লোকটার ভ্রূ চোখের মাঝখানে সজোরে আঘাত করলেন উনি, 'হতচ্ছাড়া বেজন্মা! বিদ্রোহ হচ্ছে, অ্যাঁ?'

লোকটা লুটিয়ে পড়লো, ফের উঠে দাঁড়ালো না। 'আমি তোকে গুলি করতে পারতাম,' হাঁফাতে হাঁফাতে গর্জে উঠলেন নয়বায়োর। 'বিদ্রোহ! কোদাল তুলে মারতে আসা! তোকে গুলি করাই উচিত ছিলো। অন্য কেউ হলে গুলিই করতো!' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাদারটার দিকে তাকালেন উনি, 'ও কোদালটা তুলতে যাচ্ছিলো—তুমি দেখেছো তো?'

'হ্যাঁ, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।'

'ঠিক আছে। এবারে যাও, এক বালতি জল এনে ওর মাথায় ঢেলে দাও।' দ্বিতীয় রাশিয়ানটার দিকে তাকালেন নয়বায়োর। নিজের কোদালের ওপরে নিচু হয়ে ঝুঁকে রয়েছে লোকটা। নির্বিকার অভিব্যক্তিহীন মুখ। পাশের জমি থেকে একটা কুকুর পাগলের মতো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। মুখের ভেতরটা ভীষণ শুকনো বলে মনে হলো নয়বায়োরের। হাত দুটো কাঁপছে। বাগান থেকে বেরিয়ে গেলেন উনি। কি হলো আমার? ভাবলেন নয়বায়োর। ভয়? না, আমি ভয় পাইনি। ওই বুদ্ধু রাশিয়ানটাকে আমি মোটেই ভয় পাইনি! তাহলে কিসের ভয়? কি হয়েছে আমার? কিছুই হয়নি! আমি দিব্যি আছি! ওয়েবের হলে লোকটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে একটু একটু করে মারতো। দিয়েৎজ্ হলে ওখানেই গুলি করতেন। কিন্তু আমি তা করিনি। আমার মনটা বড্ড নরম, সেটাই হচ্ছে মুশকিল।

গাড়িটা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলো। নয়বায়োর নিজেকে ঋজু করে তুললেন। 'পার্টির নতুন সদর-দফতরে চলো, আলফ্রেদ।' গাড়িটা মুখ ঘোরালো। 'কিছু

হয়েছে নাকি, আলফ্রেদ ?' চালকের মুখটা লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন নয়বায়োর।

'আমার মা খুন হয়ে গেছেন।'

অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে উঠলেন নয়বায়োর। এক লক্ষ তিরিশ হাজার মার্ক, সেলমার চিৎকার—তার ওপরে এখন আবার তাঁকেই অন্য একজনকে সান্ত্বনা জানাতে হবে! 'তোমার শোকে আমি বেদনা জানাচ্ছি, আলফ্রেদ—' ব্যাপারটা দ্রুত শেষ করে দেবার বাসনায় সামরিক কায়দায় সংক্ষেপে বললেন উনি। 'শুয়োরের বাচ্চারা! নারী আর শিশু হত্যাকারীর দল!'

'আমরাও ওদের ওপরে বোমা ফেলেছি,' আলফ্রেদের দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে স্থির। 'ওয়ারশতে, রটারদামে। প্রথমে আমরাই ফেলেছি। আহত হয়ে বাহিনী থেকে ছাড়া পাবার আগে আমি সেখানেই ছিলাম।'

নয়বায়োর অবাক বিস্ময়ে লোকটার দিকে তাকালেন। কি হলো আজ? প্রথমে সেলমা, তারপর এখন আবার গাড়ির চালকটাও! সমস্ত কিছুই কি তবে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে? 'সেটা আলাদা ব্যাপার, আলফ্রেদ—সম্পূর্ণ আলাদা। সামরিক দিক থেকে ওগুলোর প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু এ তো স্রেফ খুন!'

আলফ্রেদ কোনো জবাব দিলো না। মা, ওয়ারশ, রটারদাম আর সেই মোটাসোটা জার্মান এয়ার-মার্শালের কথা ভাবতে ভাবতে সে হিংস্র ভঙ্গিতে রাস্তার বাঁক ঘুরলো।

'এভাবে চিন্তা করাটা ঠিক নয়, আলফ্রেদ! বলতে গেলে এটা কিন্তু প্রচণ্ড বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। এ সময় তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, তবে এ সমস্ত ভাবা কিন্তু নিষেধ! হুকুম হচ্ছে হুকুম—এটুকুই আমাদের বিবেকের পক্ষে যথেষ্ট। অনুশোচনার ব্যাপারটা ঠিক জার্মানসুলভ নয়। ফ্যুরার কি করছেন তা তিনি নিশ্চয়ই জানেন! আমরা শুধু তাঁকে অনুসরণ করছি। এই সমস্ত গণহত্যাকারীদের তিনি উপযুক্ত শাস্তিই দেবেন। দ্বিগুণ—তিনগুণ শাস্তি! আমরা ওদের হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য করবো। ভি-১ বিমানের সাহায্যে আমরা দিন-রাত্রি ইংলণ্ডের ওপরে বোমা ফেলছি। নতুন নতুন আবিষ্কার করা অস্ত্র দিয়ে পুরো দ্বীপটাকেই আমরা ছাই করে ফেলবো। একেবারে শেষ মুহূর্তে। আমেরিকাকেও শাস্তি পেতে হবে। দুগুণ-তিনগুণ শাস্তি!' বলতে বলতে নয়বায়োর নিজের কথাগুলোকে প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। চামড়ার থলে থেকে একটা চুরুট বের করে চুরুটের শেষাংশটুকু দাঁত দিয়ে কেটে নিলেন উনি। ওঁর কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু আলফ্রেদের চেপে-রাখা ঠোঁট দুটোকে

লক্ষ্য করে বাধ্য হয়েই চুপ করে রইলেন। আমার জন্যে কে ভাবে? ভাবলেন উনি। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি বরং গাড়ি নিয়ে শহরের বাইরে আমার বাগানটাতে যাই। সেখানে খরগোশ আছে—নরম, ফুলো ফুলো, লাল চোখ। চিরদিন, এমন কি নিতান্ত বালক বয়সেও, তিনি খরগোশ পুষতে চাইতেন। কিন্তু বাবা কোনোদিনও দেন নি। এখন তাঁর কয়েকটা খরগোশ আছে। খড়, নরম লোম আর তাজা পাতার গন্ধ। শৈশব-স্মৃতির নিরাপত্তা। ভুলে যাওয়া স্বপ্ন। মাঝে মাঝে মানুষ বড়ো একা হয়ে পড়ে! এক লাখ তিরিশ হাজার মার্ক! বালক বয়সে একবার তিনি সব চাইতে বেশি পঁচাত্তর ফেনিগের মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু দুদিন বাদেই সেটা তাঁর কাছ থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিলো।

একটার পর একটা অগ্নিকুণ্ড জেগে উঠছে। শুকনো খড়কুটোর মতো জ্বলছে পুরনো শহরটা। ওদিককার বাড়িগুলো প্রায় সমস্তই কাঠের তৈরি। নদীর জলে প্রতিফলিত আগুনের শিখায় মনে হচ্ছে যেন নদীতেও আগুন লেগেছে।

যে সমস্ত প্রবীণরা হাঁটতে সক্ষম, তারা ছাউনির বাইরে একটা জায়গায় জড়ো হয়ে বসেছিলো। রক্তিম অন্ধকারে তারা দেখতে পাচ্ছিলো, মেশিনগান মিনারগুলো তখনও শূন্য। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেঘের নরম ধূসর পরতে পরতে ফ্লেমিংগো পাখির পালকের মতো হাল্কা গোলাপী আভা। প্রবীণদের পেছনে স্তূপীকৃত মৃতদেহগুলোর চোখেও ঝলসে উঠছে আগুনের শিখা।

লিউইনস্কির দিক থেকে সামান্য খসখস শব্দ শুনেই একটা বড়সড়ো নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ৫০৯। বুকে হাঁটতে সক্ষম হওয়ার পর থেকে এই মুহূর্তটির জন্যেই সে এতোদিন ধরে অপেক্ষা করছিলো। সে বসেই থাকতে পারতো, তবু উঠে দাঁড়ালো—কারণ লিউইনস্কিকে সে দেখাতে চাইছিলো সে হাঁটতে পারে, সে পঙ্গু নয়।

'সব কিছু আবার ঠিক হয়ে গেছে তো?' জিগেস করলো লিউইনস্কি।

'অবশ্যই! আমাদের শেষ করে ফেলা অতো সহজ নয়।'

লিউইনস্কি ঘাড় নেড়ে সায় জানালো, 'এখানে এমন কোনো জায়গা আছে, যেখানে আমরা কথা বলতে পারি?' স্তূপীকৃত মৃতদেহগুলোর ওধারে গিয়ে চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে, 'পাহারাদাররা এখনও তোমাদের এখানে ফিরে আসেনি—'

'এখানে পাহারা দেবার মতো তেমন কিছু নেই। এখান থেকে কেউ কোনোদিনও পালায় না।'

'দিনের বেলা এস. এস.-রা কি প্রায়ই ছাউনিতে যায় ?'

'প্রায় কখনই না। ওরা উকুন, আমাশয় আর টাইফাসকে ভরায়।'

'তোমাদের ব্লক লিডার ?'

'শুধু হাজিরার সময় আসে। তাছাড়া আমাদের বড়ো একটা ঘাঁটায় না।'

'কি নাম তার ?'

'বোল্লতে। স্কোয়াড লিডার।'

লিউইনস্কি ঘাড় নাড়ে। ব্লক-সিনিয়াররা তো ছাউনিতে ঘুমোয় না, তাই না ? শুধু রুম সিনিয়াররা থাকে। তোমাদেরটি কেমন ?'

'সেদিনই তো তুমি তার সঙ্গে কথা বললে। ব্যার্গার। ওর চাইতে ভালো আর হয় না।'

'সে কি চুল্লির ডাক্তার নাকি ?'

'হ্যাঁ। তুমি তো সমস্ত খবরই ভালোমতো জানো।'

'খবরটা আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি। তোমাদের ব্লক সিনিয়ার কে ?'

'হাণ্ডকে। সবুজ ত্রিভুজ। সেদিন লাথি মেরে আমাদের একজনকে খুন করেছে। তবে আমাদের তেমন করে চেনে না। তারও রোগের ছোঁয়াচ লাগার ভয়। মাত্র কয়েকজনকেই চেনে। এখানে মুখগুলো বড়ো দ্রুত বদলে যায়। ব্লক লিডার চেনে আরও কম। তাই আসল নিয়ন্ত্রণ রুম সিনিয়ারের হাতে। এখানে যা ইচ্ছে, করা যায়। তুমি তো এটাই জানতে চাইছো, তাই না ?'

'হ্যাঁ।' সামান্য অবাক হয়ে ৫০৯-এর জামায় লাগানো লাল ত্রিভুজটার দিকে তাকালো লিউইনস্কি। এতোটা সে আশা করেনি। 'তুমি কি কমিউনিস্ট ?'

৫০৯ মাথা নাড়লো।

'সোশ্যাল ডেমোক্রাট ?'

'না।'

'তাহলে ? কিছু তো বটেই ?'

৫০৯ মুখ তুলে তাকালো। কালশিরের কলঙ্কে তার চোখের চারদিকের চামড়া এখনও বিবর্ণ, ফলে চোখ দুটোকে বেশি উজ্জ্বল বলে মনে হয়। মনে হয় চোখ দুটো যেন ওই মলিন ভাঙাচোরা মুখটার অংশ নয়। 'আমি স্রেফ একজন মানুষ,' বললো সে।

মুহূর্তের জন্যে লিউইনস্কি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর হালকা অবজ্ঞার স্বরে বললো, 'বুঝেছি, তুমি একজন আদর্শবাদী। ঠিক আছে ওতেই চলবে।

বিশ্বাস রাখা গেলে তাতে আমার আপত্তি নেই।'

'আমাদের পুরো দলটাকেই তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। ওই যে, যারা ওখানে বসে রয়েছে। আমরা সব চাইতে দীর্ঘ দিন ধরে এখানে রয়েছি।' ৫০৯ মৃদু হাসে, 'প্রবীণের দল।'

'আর অন্যেরা?'

'তারাও সমান নিরাপদ। মুসলমান। মৃতের মতো নিরাপদ। ওরা শুধু খাবার আর সম্ভাব্য মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে পারে। বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো শক্তি ওদের নেই।'

লিউইনস্কি ৫০৯-এর দিকে তাকায়, 'তাহলে তোমাদের এখানে কাউকে কয়েকদিনের জন্যে লুকিয়ে রাখা যায়। তাই না?'

'যদি সে অত্যধিক মোটা না হয়।'

রসিকতাটুকু গায়ে না মেখে লিউইনস্কি ৫০৯-এর আরও কাছাকাছি এগিয়ে আসে, 'বাতাসে অনেক খবর শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন ছাউনিতে লাল ত্রিভুজের জায়গায় সবুজদের ব্লক সিনিয়ার করা হচ্ছে। রাত-কুয়াশায় চালান দেবার খবর আসছে। তার অর্থটা কি, জানো?'

'হ্যাঁ, নিধন-শিবিরে চালান করা।'

'ঠিক তাই। গণহত্যার গুজবও শোনা যাচ্ছে। অন্য শিবির থেকে যারা এখানে আসছে, তারাই এ সমস্ত খবর নিয়ে আসছে। আমাদের সাবধান হতে হবে। প্রতিরোধ গড়ে তোলো। এ যাবৎ আমরা এ ব্যাপারে তোমাদের কথা চিন্তা করিনি। কিন্তু এখন দেখছি, ওদিককার দরকারী মানুষদের কিছুদিনের জন্যে উধাও করে রাখতে গেলে আমরা তোমাদের কাজে লাগাতে পারি।'

'বুঝতে পেরেছি। তোমরা এমন একটা জায়গা চাইছো, যেখানে সমস্ত কিছুই তালগোল পাকানো অবস্থায় রয়েছে, যেখানে বাসিন্দাদের মুখ অনবরতই বদলে যায়, যেখানে এস. এস. রা খানাতল্লাশির জন্যে খুব একটা হানা দেয় না।'

'ঠিক তাই। আর যেখানকার হাল ধরে থাকা সামান্য কটি লোককে আমরা বিশ্বাস করতে পারি।'

'সে ব্যাপারে আমাদের ওপরে তোমরা আস্থা রাখতে পারো। কিন্তু ব্যার্গারের সম্পর্কে তুমি কি জানতে চাইছিলে?'

'দাহন-চুল্লিতে ও কি কাজ করে, তাই জানতে চাইছিলাম। ওখানে আমাদের কেউ নেই। কাজেই ও আমাদের ওখানকার খবরাখবর জানাতে পারে।'

'তা পারে। ও ওখানে দাঁত তোলে আর ডেথ সার্টিফিকেটে সই করে। ব্যার্গারের আগে যে ওই কাজটা করতো, গতবার কর্মী বদলের সময় চুল্লির পুরো দলটার সঙ্গে তাকেও রাত-কুয়াশায় চালান করে দেওয়া হয়েছে।'

'তার মানে ওর হাতে আর দু-তিন মাস সময় আছে,' লিউইনস্কি ঘাড় নাড়ে। 'শুরুর পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট।'

'হ্যাঁ,' ৫০৯ নিজের কালশিরে পড়া নীল-সবুজ মুখটা তুলে তাকায়। সে জানে, প্রতি চার-পাঁচ মাস অন্তর দাহন-চুল্লির কর্মীদের বদলে নেওয়া হয়, গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করার জন্যে পুরনোদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় নিধন-শিবিরে। যারা বড্ড বেশি দেখে ফেলেছে তাদের সাক্ষ্য লোপ করে দেবার পক্ষে এটাই হচ্ছে সব চাইতে সহজ পন্থা। কাজেই ব্যার্গারের আয়ু বড়ো জোর আর তিন মাস। কিন্তু তিন মাস অনেকটা সময়। তার মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। বিশেষ করে শ্রম শিবিরের সাহায্য পেলে।

'বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারি?' ৫০৯ প্রশ্ন করে।

'আমরা তোমাদের কাছে যা আশা করি।'

'আমাদের কাছে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপাতত আমাদের মধ্যে লুকিয়ে রাখার মতো কেউ নেই। আমাদের দরকার খাবার।'

লিউইনস্কি এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে বলে, 'তোমাদের পুরো ছাউনিকে খাওয়াবার সামর্থ্য আমাদের নেই।'

'তেমন কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা জনা বারো মানুষ। মুসলমানদের এমনিতেই বাঁচানো যাবে না।'

'আমাদেরও খাবার-দাবার বড্ড কম। তা না হলে প্রতিদিন তোমাদের এখানে নতুন লোক আসতো না।'

'জানি। কিন্তু আমি পেট পুরে খাওয়ার কথা বলছি না। তবে আমরা না খেয়ে মরতে চাই না।'

'আমরা যেটুকু খাবার সঞ্চয় করতে পারি সেটুকু যারা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে, তাদের জন্যে প্রয়োজন। কারণ তাদের জন্যে আমরা খাবার পাই না। তবে তোমাদের জন্যে আমরা যতটুকু পারি, করবো। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'বেশ, এবার তাহলে ব্যার্গারের সঙ্গে কথা বলা যাক। ও আমাদের শিবিরে ঢুকতে পারে, কাজেই ও তোমাদের যোগাযোগের সূত্র হতে পারে। এখানে

যতো কম লোক আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, ততোই মঙ্গল। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের যোগাযোগের জন্যে সর্বদা একটি মাত্র লোককে রাখতে হয়। আর তার বদলী হিসেবে আর একজন। এ হচ্ছে সেই পুরনো নিয়ম, যা তুমি জানো।' লিউইনস্কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ৫০৯-এর দিকে তাকায়।

'জানি,' জবাব দেয় ৫০৯।

রক্তিম অন্ধকারের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে লিউইনস্কি ছাউনির পেছন দিয়ে শৌচাগারগুলো পেরিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলো। ৫০৯ পেছন দিকে হেলে রইলো। সহসা নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত বলে মনে হলো তার। মনে হলো আজ কদিন ধরে সে বড্ড বেশি কথা বলেছে আর চিন্তা করেছে। লিউইনস্কির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের জন্যে সে তার অস্তিত্বের সমস্ত কিছু একেবারে একাগ্র করে রেখেছিলো। এখন তার মাথাটা টলমল করছে। অনেক নিচে শহরটা জ্বলছে একটা রাক্ষুসে চুল্লির মতো। বুকে হেঁটে সে ব্যার্গারের দিকে এগিয়ে গেলো। আহাসফের কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'ওর সঙ্গে কথা হলো?'

'হ্যাঁ। ওরা আমাদের সাহায্য করবে। আর আমরাও সাহায্য করবো ওদের।'

'আমরা ওদের সাহায্য করবো?'

'হ্যাঁ,' ৫০৯ আবার নিজেকে সোজা করে তুলে ধরলো। এখন তার মাথা আর টলছে না। 'আমরাও ওদের সাহায্য করবো। কিছু না করলে, কিছু মিলবে না।' ৫০৯-এর কণ্ঠস্বরে এক অর্থহীন অহংকারের রেশ। তারা কোনো উপহার পাবে না—পাবে প্রতিদান। এখনও তারা কিছু কাজে লাগতে পারে। এমন কি বড়ো শিবিরকেও সাহায্য করতে পারে। দৈহিক দিক দিয়ে তারা দুর্বল—একটা দমকা বাতাসও তাদের উড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা কেউই তা অনুভব করলো না।

'এখন আমরা আর বিচ্ছিন্ন নই,' ৫০৯ ফের বললো, 'আবার আমরা যোগাযোগের সূত্র পেয়েছি। আমাদের একাকীত্বের আড়াল ভেঙে গেছে।'

'ও কোনো খবর আনেনি?' লেবেনথাল জিগেস করলো। 'খবরের কাগজের টুকরো বা অন্য কিছু?'

'না, সমস্ত কিছুই এখানে নিষিদ্ধ। তবে ভাঙাচোরা জঞ্জাল আর চুরি করা যন্ত্রাংশ দিয়ে ওরা একটা গোপন বেতার তৈরি করে ফেলেছে। আর সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই সেটা কাজ করতে শুরু করবে। ওরা হয়তো সেটা

আমাদের এখানেই লুকিয়ে রাখবে। তখন আমরা জানতে পারবো, কোথায় কি ঘটছে।' ব্যার্গারের দেওয়া দু-টুকরো রুটি পকেট থেকে বের করে ব্যার্গারের দিকে এগিয়ে দিলো ৫০৯, 'এই নাও এক্রাইম—সবাইকে ভাগ করে দাও। ও আরও আনবে।'

প্রত্যেকে যে যার টুকরোটা নিয়ে আস্তে আস্তে খেতে থাকে। ওদের অনেক নিচে জলন্ত শহরের উজ্জ্বল দীপ্তি। পেছনে মৃতের স্তূপ। এক জায়গায় নিঃশব্দে জড়ো হয়ে বসে খেতে থাকে ওরা। আগের যে কোনো রুটির চাইতেই যেন এ রুটির স্বাদ আলাদা। এ যেন এক আশ্চর্য সম্পত্তি, যা ছাউনির অন্যান্যদের থেকে ওদের পৃথক করে তুলেছে। ওরা সংগ্রাম বেছে নিয়েছে। ওরা সহযোদ্ধা বন্ধুদের পেয়েছে। ওদের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। ওরা সামনের প্রান্তর, পর্বত, শহর আর রাত্রিটার দিকে তাকালো—কিন্তু ওই মুহূর্তটিতে কাঁটাতারের বেষ্টনী আর মেশিনগানের মিনারগুলোকে ওরা কেউই দেখতে পেলো না।

১০

লেখার টেবিলে রাখা কাগজটা ফের তুলে নিলেন নয়বায়োর। নির্দেশটা পড়লে নেহাত নিরীহ বলেই মনে হয়, কিন্তু তার আসল অর্থটা একেবারেই আলাদা। শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বন্দীদের একটা তালিকা করতে বলা হয়েছে আর সেই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে: যদি এখনও শিবিরে তেমন কেউ থেকে থাকে। মারপ্যাঁচটা এখানেই। ইঙ্গিতটা যথেষ্ট সুস্পষ্ট। এর অর্থ বোঝার জন্যে আজ সকালে দিয়েৎজের সঙ্গে ওই আলোচনা-সভাটারও কোনো প্রয়োজন ছিলো না। দিয়েৎজ বলে দিয়েছেন, বিপজ্জনক লোকগুলোকে ছেঁটে ফেলুন—এই কঠিন সময়ে পিতৃভুমির শত্রুদের আমরা নিজেদের মধ্যে রেখে খাইয়ে-দাইয়ে পুষতে পারি না। বলা সহজ, কিন্তু পরে অন্য কাউকে সেটা কাজে করতে হয়—সেটা আলাদা ব্যাপার। সে সব ক্ষেত্রে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো সমেত লিখিত নির্দেশ হাতে রাখা দরকার। দিয়েৎজ লিখিতভাবে কোনো নির্দেশ দেননি, ফলে হুকুম তামিল করতে গেলে পুরো দায়িত্বটাই নিজের কাঁধে এসে পড়ে।

কাগজটা এক পাশে ঠেলে রেখে নয়বায়োর একটা চুরুট বের করে নিলেন। আজকাল চুরুটও দুর্লভ হয়ে উঠছে। জিনিস যখন প্রচুর পরিমাণে মেলে, তখন থেকেই একটু সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি আসবে বলে কে কবে ভেবেছিলো?

ওয়েবের ঘরে এসে ঢুকলো। সামান্য ইতস্তত করে চুরুটের বাক্সটা তার

দিকে ঠেলে দিলেন নয়বায়োর, 'তুলে নাও। দুর্লভ জিনিস। খাঁটি পার্তাগাস।'

'ধন্যবাদ, আমি শুধু সিগারেট খাই।' ওয়েবের হাসি চাপলো। আপ্যায়নের এতো ঘটা, বুড়ো নির্ঘাত ঝামেলায় পড়েছে! পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট তুলে নিলো ওয়েবের। ১৯৩৩ সালে সিগারেট কেসটা অ্যারন উইজেনব্লুট নামে এক আইনজীবীর সম্পত্তি ছিলো। খোদাই করা আদ্যক্ষর দুটো আস্তন ওয়েবের নামের সঙ্গে একেবারে মিলে গেছে।

'এইমাত্র একটা নির্দেশ এসেছে,' নয়বায়োর বললেন। 'এই যে—পড়ে ত্যাখো।'

ওয়েবের কাগজটা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পড়তে লাগলো। নয়বায়োর অস্থির হয়ে উঠলেন, 'রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে লেখা অংশটাই আমাদের দরকার। আচ্ছা, তেমন বন্দী আমাদের এখানে এখনও মোটামুটি কতো জন আছে বলো তো?'

'মোট সংখ্যার অর্ধেক তো বটেই। সামান্য কয়েকজন কম বেশিও হতে পারে। লাল ত্রিভুজ সাঁটা সব। অবিশ্যি এদের মধ্যে বিদেশীদের ধরছি না। বাকি অর্ধেক তো সাধারণ অপরাধী, বেশ কিছু সমকামী, জেহোভার সাক্ষী ইত্যাদি ইত্যাদি।'

নয়বায়োর চোখ তুলে তাকালেন, বুঝতে পারলেন না ওয়েবের ইচ্ছে করেই বোকা সাজছে কি না। বললেন, 'এই নির্দেশে যা বলতে চেয়েছে, লাল ত্রিভুজ সাঁটা সকলেই সে অর্থে রাজনৈতিক বন্দী নয়।'

'অবশ্যই নয়। ওদের মধ্যে ইহুদি, ডেমোক্রাট, সোশ্যাল ডেমোক্রাট, কমিউনিস্ট এবং আরও যে কতো কিছু আছে তা কে জানে!'

এ কথাটাও নয়বায়োরের জানা। দশ বছর বাদে ওয়েবেরের কাছ থেকে এ সমস্ত জ্ঞান তাঁকে আর নিতে হবে না। তিনি তখনও বুঝতে পারছেন না ক্যাম্প লিডার তাকে নিয়ে রসিকতা করছে কি না। তবু নিজেকে ধরা না দিয়ে জিগেস করলেন, 'ওদের মধ্যে সত্যিকারের রাজনৈতিক বন্দী কারা?'

'অধিকাংশই কমিউনিস্ট।'

'সেটা আমরা সঠিকভাবেই প্রমাণ করতে পারবো তো?'

'তা পারবো। ফাইলেই সব আছে।'

'ওরা ছাড়া আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লোক কি এখনো এখানে আছে?'

'খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি। তবে কিছু খবরের কাগজের লোক, সোশ্যাল

ডেমোক্রাট আর ডেমোক্রাট হয়তো থাকলেও থাকতে পারে।'

নয়বায়োর তার পার্তাগাস থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন। চুরুট কি আশ্চর্য দ্রুত-গতিতে মনকে শান্ত আর আশাবাদী করে তুলতে পারে! 'বেশ,' নয়বায়োর খোশ মেজাজে বললেন, 'তাহলে প্রথমে ওদের সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে ছাখো। পরে আমরা ঠিক করে নিতে পারবো, কতো জনকে আমরা তালিকাভুক্ত করবো। তুমি কি বলো?'

'ঠিক তাই।'

'তেমন তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এখনও প্রায় দু সপ্তাহ সময় আছে। সময়টা যথেষ্ট, তাই নয় কি?'

'ঠিক তাই।'

'যারা খুব শীগগিরি মরবে, তাদের নামগুলো তালিকায় ঢোকানোর কোনো অর্থ হয় না। ফালতু খাটুনি।'

'ঠিক তাই।'

'মনে হয় তেমন লোকের সংখ্যা এখানে খুব একটা বেশি হবে না—মানে তালিকায় এতো লোক থাকবে না যাতে সেটা নজরে পড়ে।'

'তেমন লোক রাখারই কোনো প্রয়োজন নেই।'

ওয়েঁবের জানে, নয়বায়োর কি বলতে চাইছেন। নয়বায়োরও জানেন, ওয়েবের তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

'আমি জানি, আমি এ ব্যাপারে তোমার ওপরে নির্ভর করতে পারি,' নয়-বায়োর উঠে দাঁড়ালেন। 'কাজকর্ম কেমন চলছে?'

'বোমার আঘাতে তামা ঢালাইয়ের কারখানায় কাজকর্ম অচল হয়ে আছে। আমরা লোক লাগিয়ে ওটা সাফসুফো করাচ্ছি। অন্য দলগুলোর মধ্যে প্রায় সবাই আগের মতো কাজ করে যাচ্ছে।'

'সাফসুফোর কাজ, তাই না? ভাল কথা মনে করিয়েছো। দিয়েৎজও আজ এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা, বোমায় আধভাঙা বাড়িগুলোকে ভেঙে ফেলা—কতো কাজ! শহরে এখন অনেক লোকের দরকার। জরুরী অবস্থা। আমাদের এখানে সব চাইতে সস্তায় শ্রমিক মিলবে। দিয়েৎজের সেই রকমই ইচ্ছে। অমত করার কোনো কারণই থাকতে পারে না, তাই না?'

'না।'

নয়বায়োর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, 'খাস্থ

সরবরাহের ব্যাপারেও একটা অনুরোধ এসেছে। খরচ কমাতে হবে। সেটা কি-ভাবে করা যাবে?'

'খাবার কম দিয়ে,' সংক্ষেপে জবাব দেয় ওয়েবের।

'একটা পর্যায় অব্দি সেটা সম্ভব। কিন্তু না খেয়ে অশক্ত হয়ে পড়লে তো মানুষ কাজ করতে পারে না!'

'ছোটো শিবির থেকে আমরা খাবার বাঁচাতে পারি। ওখানে তো শুধু অকর্মন্যদের ভিড়। মরে গেলে কেউ খায় না।'

'কিন্তু তুমি তো আমার আদর্শ জানো,' নয়বায়োর ঘাড় নাড়লেন। 'যতোদূর অব্দি সম্ভব, সর্বদা মানবিকতা মেনে চলতে হবে। অবিশ্যি যখন তা আর সম্ভব হবে না…'

এখন ওরা দুজনেই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছেন। নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তু নিয়ে এতো শান্ত সংযত স্বরে ওঁরা কথা বলছেন যে দেখে মনে হয় যেন কসাইখানায় আলোচনারত দুজন সম্মানিত পশু-ব্যবসায়ী। বাইরে কম্যানডাণ্টের বাড়িটাকে ঘিরে রাখা ফুলের বাগানে কাজ করছে কয়েদীর দল। 'আমি আইরিস আর নার্সিসাস ফুলের পাড় বসাচ্ছি,' নয়বায়োর বললেন। 'হলদে আর নীল…রঙের অপূর্ব সমন্বয়।'

'হ্যাঁ,' অনাগ্রহী স্বরে জবাব দিলো ওয়েবের।

'মনে হচ্ছে এসব ব্যাপারে তোমার খুব একটা আগ্রহ নেই, তাই না?' নয়-বায়োর হাসলেন।

'খুব একটা নেই।'

'ভালো কথা, শিবিরের বাদকদের কি খবর? হতভাগারা একেবারে অলস জীবন কাটাচ্ছে!'

'শ্রমিকরা শিবির থেকে মিছিল করে কাজে বেরোবার সময় আর কাজ থেকে শিবিরে ঢোকার সময় ওরা ব্যাণ্ড বাজায়। তা ছাড়া সপ্তাহে দুদিন বিকেলেও বাজায়।'

'বিকেলের বাজনা তো শ্রমিকরা শুনতে পায় না! আচ্ছা সন্ধ্যাবেলা হাজিরার পরে ঘণ্টাখানেক বাজনার বন্দোবস্ত করতে পারো না? এতে মানুষ আনন্দ পাবে, মনের চিন্তা অন্য খাতে বইবে। বিশেষ করে এখন আমাদের আবার খাদ্যের ব্যাপারে মিতব্যয়িতা করতে হচ্ছে তো।'

'দেখি।'

নয়বায়োর টেবিলের কাছে ফিরে এসে দেরাজ খুলে ছোট্ট একটা বাক্স বের

করলেন, 'এই নাও ওয়েবের, তোমার জন্যে একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছে। এটা আজই এসে পৌঁছেছে।' ওয়েবের বাক্সটা খুললো। বাক্সের ভেতরে ওয়্যার সার্ভিসের একটা ক্রুশ। অবাক বিস্ময়ে নয়বায়োর লক্ষ্য করলেন, ওয়েবের লাল হয়ে উঠেছে। এমনটি হবে বলে তিনি আদৌ আশা করেননি। 'এটা তোমার অনেক দিন আগেই পাওয়া উচিত ছিলো,' ওয়েবেরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন নয়বায়োর।

ওয়েবের বেরিয়ে যাবার পর নয়বায়োর ঘাড় নাড়লেন। তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন, মেডেলটা তার চাইতেও ভালো কাজ দিয়েছে। প্রত্যেকেরই এক একটা নিজস্ব দুর্বল স্থান থাকে। হিটলারের ছবির বিপরীত দিকের দেয়ালে ঝোলানো ইউরোপের বহুরঙা মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন নয়বায়োর। মানচিত্রে গেঁথে রাখা ছোট ছোট পতাকাগুলো এখন আর চলতি সময়ের তথ্য নির্দেশ করছে না। রাশিয়ার অভ্যন্তরে অনেক দূর অব্দি গাঁথা রয়েছে পতাকাগুলো। এক ধরনের কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে নয়বায়োর ওগুলোকে অমনিভাবেই রেখে দিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন একদিন আবার ওই পরিস্থিতিই সত্য হয়ে উঠবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন নয়বায়োর, কাঁচের ফুলদানিটা তুলে ভায়োলেট ফুলগুলোর ঘ্রাণ নিলেন একবার। একটা অস্পষ্ট চিন্তা তাঁর মনে জেগে উঠলো। এই হচ্ছি আমরা, ভাবলেন নয়বায়োর—প্রতিটি জিনিসের জন্যেই আমাদের মনে আলাদা আলাদা জায়গা থাকে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের মুহূর্তে লৌহকঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা, আবার সেই সঙ্গে গভীরতম আবেগ-অনুভূতি। ফ্যুরারের শিশু-প্রীতি। গোয়েরিঙের পশুদের প্রতি ভালোবাসা। ফের একবার ফুলগুলোর গন্ধ শুঁকলেন নয়বায়োর। এক লক্ষ তিরিশ হাজার মার্ক ক্ষতি স্বীকার করেও ইতিমধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। ভেঙে পড়া নয়! এরই মধ্যে আবার সৌন্দর্যের দিকে চোখ পড়েছে তাঁর। শিবিরে বাজনার ব্যাপারটা চমৎ-কার সময়ে মনে এসেছে। ক্রেয়া আর সেলমা আজই সন্ধ্যায় শিবিরে আসছে। এতে ওদের মনেও একটা চমৎকার ধারণা জন্মাবে।

টাইপ রাইটার যন্ত্রটার কাছে গিয়ে বসলেন নয়বায়োর। তাঁর মোটা মোটা আঙুলগুলো শিবিরের বাদ্যবৃন্দ সম্পর্কে নতুন নির্দেশ টাইপ করতে লাগলো। এটা তার ব্যক্তিগত ফাইলে থাকবে। এ ছাড়াও রয়েছে দুর্বল ও অশক্ত কয়েদীদের কাজ থেকে রেহাই দেবার নিয়মাবলী। ফাইলে এমন অনেক প্রমাণই আছে যা কয়েদীদের সম্পর্কে নয়বায়োরের উৎকণ্ঠা আর ক্ষমাশীলতার পরিচায়ক।

খুশি মনে নীল পোর্টফোলিওটা বন্ধ করে নয়বায়োর গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিলেন। উকিল তাঁকে একটা চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছেন—বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোকে কিনে নেবার উপদেশ দিয়েছেন ভদ্রলোক। ওগুলোর দর এখন সস্তা। যেগুলোতে বোমা পড়েনি—সেগুলোও। এভাবেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে, সাধারণের আতঙ্কের সুযোগ নিতে হবে।

সাফাই কর্মীদের দলটা তামা-ঢালাইয়ের কারখানা থেকে ফিরছিলো। গত বারো ঘণ্টা ওদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারখানার বড়ো ঘরটা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, অন্যান্য অংশগুলোও প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত। শাবল বা বেলচা বেশি ছিলো না, অধিকাংশ কয়েদীকেই তাই স্রেফ খালি হাতে কাজ করতে হয়েছে। ওদের হাতগুলো এখন ক্ষতবিক্ষত আর রক্তাক্ত। প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত আর মৃতের মতো ক্লান্ত। দুপুর বেলা ওদের একটা পাতলা ঝোল খেতে দেওয়া হয়েছিলো, তাতে কিছু অজানা শাক সবজি ভাসছিলো। কিন্তু তার পরিবর্তে কারখানার এঞ্জিনিয়ার আর ওভারসিয়াররা ওদের গোলামের মতো খাটিয়ে নিয়েছে।

চারশো মানুষ সারি বেঁধে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ওদের মধ্যে ষোল জন কাজ করতে করতেই লুটিয়ে পড়েছিলো। তার মধ্যে বারোজন অন্যের সাহায্য নিয়ে এখনও হাঁটতে পারছে। বাকি চারজনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—দুজনকে স্ট্রেচারে আর বাকি দুজনকে চ্যাংদোলা করে। শিবির অনেকটা দূরের পথ। শহরের পথঘাট দিয়ে ওদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। কারণ শহরের মানুষ কয়েদীদের দেখবে বা কয়েদীরা আরও বেশি ধ্বংসস্তূপ দেখবে—এস. এস. রা তা চায়নি।

ভের্নেরের একেবারে পাশাপাশি হাঁটছিলো লিভ্‌উইনস্কি। ঠোঁট না নেড়ে সে জিগেস করলো, 'কোথায় রেখেছো ?'

ভের্নের নিজের একখানা বাহু বুকের কাছে চেপে ধরলো।

'কে পেয়েছে ?'

'ম্যুয়েনজার। সেই একই জায়গায়।'

'তাহলে এখন কি সমস্ত অংশগুলোই পাওয়া গেলো ?'

'হ্যাঁ। শিবিরে ম্যুয়েনজার ওগুলোকে জুড়ে দিতে পারবে।'

'আমি এক মুঠো বুলেট পেয়েছি। তাড়াতাড়িতে লুকিয়ে ফেলতে হয়েছে—তাই ওগুলো যন্তরটাতে লাগবে কি না, দেখে নিতে পারিনি। আশা করি লাগবে।'

'কাজে ঠিকই লাগানো যাবে।'

'আর কেউ কি কিছু পেয়েছে?'

'ম্যুয়েনজার রিভলভারের কিছু কিছু অংশ পেয়েছে!'

'গতকালের মতো সেই একই জায়গায়?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই কেউ ওখানে রেখে দিয়েছিলো।'

'অবশ্যই। নিশ্চয়ই বাইরের কেউ।'

'কোনো শ্রমিক।'

'হ্যাঁ। এই নিয়ে তিনবার হলো। কাজেই ব্যাপারটা অপরিকল্পিত নয়।'

শিবিরের গুপ্ত প্রতিরোধ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছিলো। ওদের আশঙ্কা, এস. এস. দের সঙ্গে একটা শেষ সংগ্রাম একেবারে অনিবার্য—তাই ওরা সম্পূর্ণ প্রতিরোধবিহীন হয়ে থাকতে চায়নি। এতোদিন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রায় অসম্ভবই ছিলো। কিন্তু বোমাবর্ষণের পর সাফাই কর্মীরা কোনো কোনো জায়গায় আচমকা অস্ত্রশস্ত্রের অংশবিশেষ পেতে শুরু করেছে। ধ্বংসস্তূপের তলায় ওগুলো লুকনো থাকে এবং এই আবিষ্কারের ফলে সাফাইয়ের কাজে স্বাভাবিকের চাইতে বেশি স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিতে শুরু করেছে। ওরা প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত।

কয়েদীর দল কাঁটাতারের বেষ্টনী দেওয়া একটা প্রান্তর পেরিয়ে এলো। বাদামি আর সাদা রঙের দুটো গরু বেষ্টনীর কাছে এসে বাতাসের গন্ধ শুঁকছিলো। ওদের মধ্যে একটা গরু হাম্বা রবে ডেকে উঠলো। বন্দীরা প্রায় কেউই ওদের দিকে তাকালো না। তাকালে খিদে আরও বাড়বে।

'তোমার কি মনে হয়, আজ সারি ভেঙে ছাউনিতে ঢোকার আগে ওরা আমাদের তল্লাশি করবে?'

'কেন করবে? কাল তো করেনি। আমরা তো অস্ত্র-কারখানার কাছে-পিঠে ছিলাম না!'

কিছুই বলা যায় না। জিনিসগুলো যদি ফেলে দিতে হয়…'

ভের্নের আকাশের দিকে তাকায়। আকাশে গোলাপী, সোনা আর নীল রঙের আভা। 'আমরা গিয়ে পৌঁছনোর মধ্যে অন্ধকার নেমে আসবে। দেখা যাক, কি হয়। বুলেটগুলো তুমি ভালো করে মুড়ে রেখেছো তো?'

'হ্যাঁ। একফালি ন্যাকড়ার মধ্যে।'

'ঠিক আছে। তেমন কিছু হলে, ওটা তুমি তোমার পেছনে গোলদস্টেইনকে

চালান করে দিও। গোলদস্টেইন দেবে ম্যুয়েনজারকে, সে দেবে রেমনকে। ওদের মধ্যে কেউ তখন ওটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর কপাল যদি খারাপ হয়, যদি আমাদের দুধারেই এস. এস. রা থাকে—তাহলে দরকার মনে করলে ওটা আমাদের দলটার মাঝখানে ফেলে দিও, কোনো পাশে ফেলো না। সেক্ষেত্রে ওরা কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ধরতে পারবে না। গাছ-কাটার দলটা আশা করি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই শিবিরে ফিরবে। ওদের মধ্যে ম্যুলার আর লুডউইগ এ ব্যাপারটা জানে। সুযোগ বুঝে ওরা জিনিসটা তুলে নেবে।'

রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়ে আবার এক দীর্ঘ সরল পথে শহরের দিকে এগিয়ে গেছে। পথের দুধারে বাগান আর কাঠের বাড়ি। কোট খুলে রেখে সবাই যে যার বাগানে কাজ করছে। দু-একজন চোখ তুলে তাকালো। কয়েদীরা ওদের চেনা। বাগান থেকে সদ্য কোপানো মাটির তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে। রাস্তার ধারে মোটর চালকদের জন্যে বিজ্ঞপ্তি লটকানো : সাবধান, সামনে বাঁক। হলজ্‌ফেলদ সাতাশ কিলোমিটার।

'ওরা কারা ?' আচমকা ভের্নের শুধোয়, 'গাছ-কাটার দল নাকি ?'

ওদের সামনের রাস্তায় একদল ছায়ামূর্তি। এতোদূরে, যে কাউকে আলাদা করে চেনা যায় না।' 'সম্ভবত ওরা আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। হয়তো এখনও এগিয়ে গিয়ে ওদের ধরা যায়।' লিউইনস্কি পেছনে ফিরে দ্যাখে দু হাতে দুজনের কাঁধ আঁকড়ে রেখে গোলদস্টেইন টলতে টলতে পথ চলছে। লোক দুটোকে সে বলে, 'এবারে আমরা ওকে নিচ্ছি। শিবিরের ফটক থেকে আবার তোমরা নিও।'

একদিক থেকে লিউইনস্কি, অন্যদিক থেকে ভের্নের গোলদস্টেইনকে সোজা করে তুলে ধরে। 'আমার হৃৎপিণ্ডটা…' গোলদস্টেইন হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'চল্লিশ বছরের পুরনো হৃৎপিণ্ড…একেবারে গেছে !'

'এলে কেন ? জুতো তৈরির বিভাগে বদলি হতে পারতে তো।'

গোলদস্টেইনের ধূসর চোখ দুটিতে এক ক্লান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ে, 'শিবিরের বাইরেটা কেমন, তা একবারটি দেখতে ইচ্ছে করছিলো। তাজা বাতাস কিন্তু ভুল করেছিলাম।'

'এ ধাক্কাটা তুমি সামলে নিতে পারবে,' ভের্নের বললো। 'আমাদের কাঁধে ভর রেখে ঝুলতে থাকো। আমরা সহজেই তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো

শেষ উজ্জ্বলতাটুকু হারিয়ে আকাশ এখন আরও পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে পাহাড় থেকে মুখ থুবড়ে পড়েছে নীলকান্ত ছায়ার দল। 'শোনো,' গোলদস্টেইন

ফিসফিসিয়ে বলে, 'তোমাদের সঙ্গে যা কিছু আছে, তা আমার পকেটে গুঁজে দাও। তল্লাশি হলে ওরা তোমাদেরই তল্লাশ করবে। আমাদের মতো জবুথবুদের করবে না।'

'তল্লাশি চালালে ওরা সবাইকেই তল্লাশ করবে।'

'না না, ওগুলো আমাকে দাও। আমি ধরা পড়লে তেমন কিছু এসে যাবে না। কিন্তু তোমাদের কথা স্বতন্ত্র।'

'বাজে বোকো না!'

'এটা আত্মত্যাগ বা বড়ো বড়ো বুকনি নয়,' গোলদস্টেইনের মুখটা কষ্ট-কল্পিত হাসিতে বিকৃত হয়ে ওঠে। 'এটা অনেক বেশি বাস্তব। এমনিতেই আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না।'

'কি করবো তা সময় এলে দেখা যাবে,' ভের্নের জবাব দেয়। 'এখনও আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটতে হবে। শিবিরে ঢুকে তুমি তোমার আগেকার সারিতে ফিরে যাবে। তেমন কিছু হলে আমরা জিনিসগুলো তোমাকে পাচার করে দেবো। তুমি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ম্যুয়েনজারকে দিয়ে দেবে। ম্যুয়েনজারকে। বুঝেছো?'

'হ্যাঁ।'

সাইকেলে চেপে এক মহিলা ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। মোটাসোটা চেহারা, চোখে চশমা, সাইকেলের হাতলে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। উনি অন্য ধারে তাকিয়েছিলেন—কয়েদীদের দেখতে চাননি।

হঠাৎ লিউইনস্কি সামনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আরে ছাখো! ওরা কিন্তু গাছ-কাটার দল নয়!'

সামনের ছায়ামূর্তির দলটা এতোক্ষণে ওদের আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। শ্রমিক-বন্দীরা ওদের পেছন পেছন যাচ্ছে না, ওরাই এগিয়ে আসছে শ্রমিকদের দিকে। মানুষের এক দীর্ঘ সারি, কিন্তু সুশৃঙ্খল মিছিল নয়।

'নতুন দল নাকি?' লিউইনস্কির পেছন থেকে কে একজন জিগেস করলো, 'নাকি নয়া চালান?'

'না। ওদের সঙ্গে কোনো এস. এস. নেই। ওরা শিবিরের দিকেও যাচ্ছে না। ওরা অসামরিক মানুষ।'

'অসামরিক মানুষ?'

'হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ওদের মাথায় টুপি, সঙ্গে মেয়েরা। বাচ্চাও রয়েছে অনেক।'

ততোক্ষণে পাহারাদাররা বন্দীদের সারিটা ধরে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে, 'ডানদিকে চেপে চল! ডান দিকে! রাস্তার বাঁ দিকটা খালি করে দে! কেউ সারির বাইরে গেলেই গুলি খাবি।'

ভের্নের হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, 'ওরা বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। শহরের লোক। উদ্বাস্তু।'

'উদ্বাস্তু?'

'হ্যাঁ, উদ্বাস্তু,' ফের বললো ভের্নের।

'আমার বিশ্বাস, তুমি ঠিকই বলেছো!' লিউইনস্কি চোখ কুঁচকে তাকালো, 'তবে জার্মান উদ্বাস্তু।'

কথাটা ফিসফিস শব্দে সমস্ত সারিতে ছড়িয়ে পড়লো। উদ্বাস্তু! জার্মান উদ্বাস্তু! মনে হয় অবিশ্বাস্য. কিন্তু সত্যি। বছরের পর বছর ইউরোপে জয় অর্জন এবং দেশের মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পর, এখন ওদেরই স্বদেশ থেকে পালিয়ে যেতে হচ্ছে! ওদের মধ্যে মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক মানুষরা রয়েছে। ওদের সঙ্গে নানা আকৃতির প্যাকেট, থলে আর স্যুটকেস। কেউ কেউ ছোটো ছোটো ঠেলাগাড়িতে নিজেদের মালপত্রগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুটো দল আরও কাছাকাছি হতেই হঠাৎ সবাই একেবারে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো। রাস্তার বুকে জুতোর ঘষটানির শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো সাড়া নেই। শুধু দৃষ্টির ইঙ্গিত ছাড়া বন্দীরা পরস্পরের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলেনি। অথচ মনে হলো এই মৃতের মতো ক্লান্ত, জীর্ণ, উপবাসক্লিষ্ট মানুষগুলোর ওপরে কেউ যেন সচিৎকারে এক নিঃশব্দ আদেশ জারী করে দিয়েছে···যেন একটা চকিত স্ফুলিঙ্গ ওদের রক্তে আগুন জ্বেলে দিয়েছে, মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে তুলেছে, সতেজ করে তুলেছে ওদের স্নায়ু আর পেশীগুলোকে। টালমাটাল মানুষগুলো এবারে দৃঢ়পদক্ষেপে, মাথা তুলে, মিছিল করে এগুতে শুরু করলো। ওদের মুখের অভিব্যক্তি কঠোর, তু চোখে প্রাণের স্পর্শ।

'আমাকে ছেড়ে দাও,' গোলদস্টেইন বললো, 'ওরা আমাদের পেরিয়ে না যাওয়া অব্দি আমি নিজেই হাঁটবো।'

লিউইনস্কি আর ভের্নের গোলদস্টেইনকে ছেড়ে দিলো। টলতে টলতেও দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নিলো গোলদস্টেইন। লিউইনস্কি আর ভের্নের নিজেদের কাঁধ দিয়ে মানুষটাকে চেপে রেখেছিলো, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। মাথা পেছনে হেলে পড়েছে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন—তবু সে একাই হেঁটে চললো। ঘষটানোর বদলে এখন নিয়মিত ছন্দে পা পড়ছে সকলের। এক

ডিভিশন বেলজিয়ান, ফরাসী আর পোলদের ছোট্ট একটা দলও রয়েছে ওদের মধ্যে। তারাও ওদের সঙ্গে চলেছে পায়ে পা মিলিয়ে।

মিছিল দুটো মুখোমুখি হলো। জার্মানরা চলেছে গ্রামের দিকে। রেল-স্টেশন ধ্বংস হয়ে গেছে, গাড়ি নেই—তাই ওদের হেঁটে যেতে হচ্ছে। মেয়েরা ক্লান্ত। কয়েকটা বাচ্চা কাঁদছে। পুরুষদের দৃষ্টি সামনের দিকে।

'আমরা এভাবেই ওয়ারশ থেকে পালিয়েছিলাম,' লিউইনস্কির পেছন থেকে একজন পোল ফিসফিসিয়ে বললো।

'আমরা পালিয়েছিলুম লিজ থেকে,' জবাব দিলো একজন বেলজিয়ান।

'আর আমরা পারী থেকে।'

ওদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা প্রায় নেই বললেই চলে। ঘৃণাও নয়। নারী আর শিশু সর্বত্রই সমান। তাছাড়া নিয়ম অনুযায়ী প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোষীর চাইতে নির্দোষরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। ওই ক্লান্ত জনতার মধ্যে নিঃসন্দেহে এমন লোক অনেক আছে যারা সচেতনভাবে কারুর অমঙ্গল চায়নি বা এমন কিছু করেনি যার জন্যে আজ ওদের এমন দশা হয়েছে। কিন্তু কয়েদীদের তা মনে হয়নি। তাদের অনুভূতিটা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার সঙ্গে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা শহর, এমন কি কোনো দেশ অথবা জাতির কোনোই সম্পর্ক নেই। উদ্বাস্তুদের মিছিলটা পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের মনে হলো, এরই নাম বিচার। একটা প্রচণ্ড অপরাধ অনুষ্ঠান প্রায় সফল হতে চলেছিলো—মানবিক নীতিগুলোকে টান মেরে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছিলো… জীবনের সমস্ত আইন-কানুনকে থুতু ছুঁড়ে, চাবকে, কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছিলো…দস্যুবৃত্তিকে করা হয়েছিলো আইনসিদ্ধ, হত্যাকে করা হয়েছিলো পুরস্কারযোগ্য আর সন্ত্রাস হয়ে উঠেছিলো আইন। আর এখন অতর্কিতে, এই শ্বাসরোধকর মুহূর্তে, স্বৈরাচার-শক্তির শিকার এই চারশো হতভাগ্য মানুষ অনুভব করলো—সময়ের দোলক পেছনের দিকে দুলছে এবং এটুকুই যথেষ্ট। তারা অনুভব করলো শুধু কোনো দেশ বা জাতি নয়, জীবনের নিয়ম-কানুনগুলো রক্ষা পেয়ে যাবে, রক্ষা পেয়ে যাবে অনেক নামের অস্তিত্ব—যার মধ্যে সব চাইতে প্রাচীন এবং সরল নাম : ঈশ্বর। এবং তার অর্থ : মানুষ।

উদ্বাস্তুদের মিছিল কয়েদীদের মিছিলটাকে পেরিয়ে গেলো। সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, উদ্বাস্তুরাই কয়েদী, আর কয়েদীরা মুক্ত। তারপর আবার ফিরে এলো ক্লান্তি, আবার লিউইনস্কি আর ভের্নেরের কাঁধে হাত রাখতে হলো গোলদস্টেইনকে।

শিবিরের বাদকদল ফটকের সামনে অপেক্ষা করছিলো। কয়েদীরা সারিবদ্ধ অবস্থায় ভেতরে ঢুকে দাঁড়ালো। গাছ-কাটার দল তখনও এসে পৌঁছোয়নি। দ্বিতীয় ক্যাম্প-লিডার হুকুম দিলো, 'প্রত্যেককে তল্লাশি করা হবে। প্রথম দল, এক কদম আগে বাড় !'

অতি সন্তর্পণে ন্যাকড়ায় জড়ানো অস্ত্রশস্ত্রের অংশগুলো পেছনে দাঁড়ানো গোলদস্টেইনের হাতে চালান করে দেওয়া হলো। লিউইনস্কি সহসা অনুভব করলো, তার সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম নামছে।

এস. এস. স্কোয়াড-লিডার গুয়েনথের স্টাইনব্রেনার ভেড়া-পাহারাদার কুত্তার মতো চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলো। হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেই সে ঘুঁষি পাকিয়ে গোলদস্টেইনের দিকে এগিয়ে গেলো। ভের্নের প্রাণপণে ঠোঁট চেপে রইলো। মালটা যদি এখনও ম্যুয়েনজার বা রেমনের হাতে না পৌঁছোয়, তাহলেই সর্বনাশ।

স্টাইনব্রেনার হাত চালাবার আগেই গোলদস্টেইন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তা সত্ত্বেও মানুষটার পাঁজরে একটা লাথি চালালো স্টাইনব্রেনার, 'ওঠ, শুয়োরের বাচ্চা !'

গোলদস্টেইন কোনোক্রমে হাঁটুতে ভর রেখে উঠেই অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠলো। হঠাৎ তার সারা মুখ গাঁজলায় ভরে গেলো। পরমুহূর্তেই ফের লুটিয়ে পড়লো মানুষটা। স্টাইনব্রেনার ফের একটা লাথি চালিয়ে জানতে চাইলো, নাকের তলায় দেশলাইয়ের কাঠি জেলে তার জ্ঞান ফেরাতে হবে কি না। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেলো, একটু আগেই সে একটা মরা মানুষের কান মলে সহকর্মীদের চোখে বোকা বনেছিলো। অমন ব্যাপার আর দুবার ঘটতে দেওয়া চলে না। তাই সে গজরাতে গজরাতে ফিরে গেলো।

'কি বলছো ?' দ্বিতীয় ক্যাম্প-লিডার বিরক্ত হয়ে গ্যাং-লিডারকে জিগেস করলো, 'এরা অস্ত্র-কারখানায় কাজ করে ফিরছে না ?'

'না। এরা শুধু জঙ্গাল সাফ করে।'

'অ। তাহলে তারা কোথায় ?'

'পাহাড় বেয়ে উঠছে।'

'তাহলে তাদের জন্যে জায়গা খালি করে দাও। এ হতচ্ছাড়াগুলোকে আর তল্লাশি করতে হবে না।'

'প্রথম দল, সা-ব-ধান ! বাঁয়ে মুড় ! আগে বাড় !'

গোলদস্টেইন উঠে দাঁড়ালো, টলতে টলতে মিশে গেলো দলের সঙ্গে।

'মালটা তুমি ফেলে দিয়েছিলে?' গোলদস্টেইনের মাথাটা কাছাকাছি আসতেই ভের্নের প্রায় নিঃশব্দে জিগেস করলো।

'না।'

ভের্নেরের মুখ থেকে উদ্বেগ মুছে গেলো, 'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ।'

হাজিরার মাঠে পৌঁছে ওরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়ালো। এস. এস.রা এখন আর তাদের দিকে লক্ষ্য রাখছে না। ওরা এখন অস্ত্র-কারখানা থেকে ফেরা কয়েদীদের তন্নতন্ন করে তল্লাশ করছে।

'ওটা কার কাছে রয়েছে? রেমনের কাছে?' ভের্নের জানতে চাইলো।

'আমার কাছে।'

'তুমি যদি আর উঠে না দাঁড়াতে, তাহলে কি হতো বলো তো?' লিউইনস্কি বললো, 'কাউকে না দেখিয়ে ওটা আমরা কি করে তোমার কাছ থেকে নিতাম?'

'আমাকে উঠতেই হতো।'

'কি করে?'

গোলদস্টেইন মৃদু হাসলো, 'এক সময় আমি অভিনেতা হতে চেয়েছিলাম।'

'ওটা তোমার অভিনয়?'

'সবটা নয়, শেষটুকু।'

'মুখের গাঁজলাটাও?'

'ওটা স্কুল থেকে শেখা বিদ্যে।'

'তা হলেও ওটা তোমার চালান করে দেওয়া উচিত ছিলো। কেন দাওনি? কেন রেখে দিলে নিজের কাছে?'

'সে তো আমি তোমাদের আগেই বলেছি!'

'সাবধান,' ভের্নের ফিসফিসিয়ে বললো, 'এস. এস.রা আসছে।'

ওরা ফের ঋজু হয়ে দাঁড়ালো।

১১

নতুন দলের চালানটা বিকেলে এসে পৌঁছলো। প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ নিজেদের টেনে হিঁচড়ে পাহাড় বেয়ে উঠে এসেছে। এই দীর্ঘ পথে যারাই অশক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে, তাদেরই তৎক্ষণাৎ গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। শিবিরের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় আরও কয়েকজন [illegible]

পড়লো। বন্ধু-বান্ধবরা তাদের টানাটানি করে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু এস এস.রা তাড়া দেওয়ায় পঙ্গু মানুষগুলোকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়তে হলো। যাত্রাপথের শেষ দুশো গজের মধ্যে পড়ে রইলো ডজন দুই অসহায় মানুষ। আহত পাখির মতো ওরা কর্কশ আর্তনাদ করতে লাগলো অথবা আতঙ্কে তাকিয়ে রইলো বিস্ফারিত চোখে —যেন চিৎকার করার মতো শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই ওদের শরীরে।

'ছাখো হে, ছাখো,' মজা পেয়ে স্টাইনব্রেনার চিৎকার করে বললো, 'বন্দী-শিবিরে ঢোকার জন্যে ওরা কেমন কাতর মিনতি জানাচ্ছে।'

'এগো। জলদি এগো!' চালান নিয়ে আসা এস. এস.টি গর্জন করে উঠলো।

কয়েদীরা বুকে হেঁটে এগুবার চেষ্টা করতে লাগলো।

'এ যে কচ্ছপের দৌড়!' স্টাইনব্রেনারের কণ্ঠস্বর স্ফূর্তিতে উছলে উঠলো, 'মাঝখানের ওই টেকোটাকে আমি মদত দিচ্ছি।'

হাত আর হাঁটুতে ভর রেখে টেকো-মাথা লোকটা তখন অ্যাসফল্ট বেছানো রাস্তাটা ধরে একটা ক্লান্ত ব্যাঙের মতো এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ পেছন থেকে দুটো গুলির শব্দ শোনা গেলো। চালান নিয়ে আসা এস.এস. স্কোয়াড-লিডার স্রেফ মজা করার জন্যেই শূন্যে গুলি দুটো ছুঁড়েছিলো। কিন্তু আতঙ্কিত বন্দীরা ভাবলো, একেবারে শেষের দুজনকে ওরা গুলি করেছে। প্রাণপণ প্রচেষ্টায় তারা আরও দ্রুত এগুতে লাগলো। একজন সমস্ত আশা ত্যাগ করে হাত-পা গুটিয়ে পড়ে রইলো—নীরব প্রার্থনায় তার ঠোঁট দুটো শুধু কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো, বড়ো বড়ো ঘামের বিন্দু জেগে উঠলো সমস্ত কপালটাতে। আর একজন যেন মরার জন্যেই দুই করপুটে মুখ ঢেকে নিস্পন্দ হয়ে রইলো, আর নড়লো না।

'আর ষাট সেকেণ্ড!' স্টাইনব্রেনার চিৎকার করে জানালো, 'আর এক মিনিটের মধ্যেই স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে! এর মধ্যে যারা ভেতরে ঢুকতে পারবে না, তারা বাইরেই পড়ে থাকবে।'

এস. এস. স্কোয়াড-লিডার ফের একটা গুলি চালালো। হামা দিতে থাকা মানুষগুলো আরও মরিয়া হয়ে উঠলো। শুধু হাতে মুখ ঢেকে রাখা মানুষটা এতোটুকুও নড়লো না।

'বাহবা!' স্টাইনব্রেনার বলে উঠলো, 'আমার টেকো-মাথা ভেতরে ঢুকে পড়েছে!' উৎসাহ দেবার জন্যে লোকটার পেছনে একটা লাথি বসিয়ে দিলো সে। ততোক্ষণে আরও কয়েকজন ফটকের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু বাইরে রয়ে গেছে তাদের অর্ধেকেরও বেশি।

'আর তিরিশ সেকেণ্ড !'

হাত-পায়ের ঘষটানি, খসখস আওয়াজ আর চাপা আর্তনাদগুলো বেড়ে উঠলো। অসহায়ের মতো পড়ে থাকা দুটো মানুষ যেন সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে অনর্থক হাত ছুঁড়ছে। ওদের আর ওঠার মতো শক্তিটুকুও নেই। একজন হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো।

'ইঁদুরের মতো চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ছে।' স্টাইব্রেনার ফের তার হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো, 'আর পনের সেকেণ্ড !'

ফের একটা গুলি ছুটলো। এবারে আর শূন্যে গুলি ছোঁড়া হয় নি। হাতে মুখ-ঢেকে-রাখা মানুষটার শরীর একটা ঝাঁকুনি তুলে টানটান হয়ে গেলো—গাঢ় রক্ত তার মাথার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো একটা ঘন রঙের জ্যোতির্বলয়ের মতো। প্রার্থনারত বন্দীটি এবারে এক লাফে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু একটা হাঁটুতে ভর রাখার ফলে তার শরীরটা পিছলে গিয়ে চিত হয়ে পড়লো। শক্ত করে চোখ বুজে, যেন ছুটবার প্রচেষ্টাতেই প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো মানুষটা। কিন্তু হতভাগ্য বুঝতে পারলো না, দোলনায় শুয়ে থাকা শিশুর মতো সে শুধু বাতাসেই পা দাপাচ্ছে।

'এটাকে কিভাবে নেবে, রবার্ত ?' স্কোয়াড-লিডারকে একজন এস. এস. জিগেস করলো, 'পেছন থেকে, বুকে, নাকি নাকের ভেতরে গুলি চালাবে ?'

রবার্ত লোকটাকে আস্তে আস্তে একবার প্রদক্ষিণ করে পেছনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে নিলো। তারপর একটা পাশ থেকে আড়াআড়িভাবে মাথায় গুলি চালিয়ে দিলো। লোকটা ধনুকের মতো বেঁকে উঠে জুতোসুদ্ধ পা দুটো কয়েকবার রাস্তায় দাপালো। তারপর আস্তে আস্তে একটা পা গুটিয়ে নিলো, আবার টানটান করলো—আবার গোটালো, ফের টান করলো।

'গুলিটা তেমন জুতসই হয়নি, রবার্ত।'

'হয়েছে বই কি !' সমালোচকের দিকে একবারও দৃষ্টিক্ষেপ না করে রবার্ত নৈর্ব্যক্তিক স্বরে জবাব দিলো, 'ওটা স্রেফ স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া।'

'সময় শেষ !' স্টাইনব্রেনার হুকুম দেয়, 'ফটক বন্ধ করো !'

আতঙ্ক আর আর্তনাদ বেড়ে ওঠে। 'হুড়োহুড়ি নয়, ভদ্রমহোদয়গণ ! দয়া করে আপনারা একে একে আসুন !' ঝলমলে চোখে স্টাইনব্রেনার বলে, 'এতো আগ্রহ এদের—অথচ লোকে বলে আমরা নাকি জনপ্রিয় নই।'

তিনজন আর এগুতে পারছিলো না। রবার্ত শান্ত ভঙ্গিতে ঘাড়ে গুলি চালিয়ে তাদের মধ্যে দুজনকে খতম করে দেয়। কিন্তু সে তৃতীয় জনের পেছনে

গিয়ে দাঁড়াতেই মানুষটা আধ-বসা অবস্থায় তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়—যেন এভাবেই সে গুলি চালানো বন্ধ করতে পারবে। দুবার চেষ্টার পর রবার্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'তাহলে তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।' তারপর লোকটার মুখেই গুলি চালিয়ে বলে, 'এই নিয়ে ঠিক চল্লিশটা হলো।'

'চল্লিশটা ?'

রবার্ত ঘাড় নাড়লো, 'হ্যাঁ—এই চালানটাতে।'

নয়া-চালানের মানুষগুলো নথিভুক্ত হবার জন্যে সারি বেঁধে দাঁড়াবার তিন ঘণ্টা বাদে দেখা গেলো, ছত্রিশজন অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েছে—মৃত চারজন। ওরা সকাল থেকে জল পায়নি। এস. এস. দের অন্যত্র ব্যস্ত থাকার অবকাশে ছ নম্বর ছাউনির দুজন বন্দী চুপি চুপি ওদের এক বালতি জল এনে দেবার চেষ্টা করেছিলো। তাদের ধরে ফেলা হয়েছে এবং তাদের দোমড়ানো-মোচড়ানো দেহ দুটো এখন দাহন-চুল্লির কাছে ক্রুশে ঝুলছে।

নথিভুক্ত করার কাজ এগিয়ে চলেছে। ছটার পরে দেখা গেলো, বারোজন মৃত এবং অচেতন হয়ে আছে আশিজনেরও বেশি। সাতটায় অচেতন একশো বিশ, মৃতের সংখ্যা সঠিকভাবে আর বলা সম্ভব নয়। যারা দাঁড়াতে সক্ষম, আটটায় তাদের নথিভুক্ত হওয়া শেষ হলো। চতুর্দিকে তখন অন্ধকার, আকাশে ঘন পুঞ্জিত মেঘ। শ্রমিকরা শিবিরে এসে ঢুকেছে। নতুনদের ব্যাপারটা আগে মিটিয়ে নিতে হবে বলে আজ ওদেব অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়েছে। আজও ওরা অস্ত্র পেয়েছে। এই নিয়ে পঞ্চম বার এবং সেই একই জায়গায়। এবার সঙ্গে একটা চিরকুটও ছিলো : 'আমরা তোমাদের কথা চিন্তা করছি।' কিছু দিন হলো ওরা বুঝতে পেরেছে, অস্ত্র-কারখানায় শ্রমিকরাই রাত্রিবেলায় ওদের জন্যে অস্ত্র লুকিয়ে রাখে।

'নতুনরা, রোগবীজ নষ্ট করার কুঠরিতে যাও। এখানে আমরা টাইফাস বা চুলকুনি আমদানি করতে চাই না।' ওয়েবের জানতে চাইলো, 'ওদের দেবার মতো যথেষ্ট পোশাক আমাদের হাতে আছে তো ?'

'হ্যাঁ, এক মাস আগে আরও দু হাজার পোশাক এসেছে।'

'তা বটে।' ওয়েবেরের মনে পড়লো, আউশভিৎজ শিবির থেকে পোশাক পাঠানো হয়েছিলো। অন্য শিবিরগুলোতে পাঠাবার মতো পোশাক ওদের কাছে সর্বদাই মজুত থাকে।

হুকুম হলো, 'পোশাক ছাড়ো !'

দীর্ঘ সারিটা নড়ে চড়ে এগুতে লাগলো। হয়তো এটা সত্যিই স্নানের নির্দেশ। কিংবা এটা গ্যাস প্রয়োগের অছিলাও হতে পারে। নিধন-শিবিরগুলোতে স্নানের নাম করে মানুষগুলোকে উলঙ্গ করিয়ে গ্যাস-কুঠরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধারাযন্ত্র থেকে জলের বদলে ছড়িয়ে পড়ে মারাত্মক গ্যাস।

'আমার কি করবো?' রোজেনকে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলো স্নলজবাকের। 'অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করবো?'

ওরা জানে, আর সামান্য কটি মুহূর্তের মধ্যেই ওদের জীবন-মরণ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ শিবির সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না। এটা যদি নিধন-শিবির হয়, এখানে যদি গ্যাস-কুঠরি থাকে—তাহলে অচেতন হবার অভিনয় করাই শ্রেয়। তাতে আরও কিছুদিন বাঁচার মতো একটা সামান্য সুযোগ থেকে যাবে, কারণ চলতি নিয়ম অনুযায়ী অচেতন মানুষকে তৎক্ষণাৎ টেনে হিঁচড়ে গ্যাস-কুঠরিতে নিয়ে যাওয়া হয় না। ভাগ্য ভালো থাকলে হয়তো এতেই জীবনটা টিঁকে যায়, কারণ নিধন-শিবিরগুলোতেও প্রত্যেককেই হত্যা করা হয় না। কিন্তু এখানে যদি গ্যাস-কুঠরি না থাকে, তাহলে অচেতন হয়ে পড়াটা বিপজ্জনক—কারণ সে ক্ষেত্রে হয়তো অকর্মণ্য বিবেচনা করে তখুনি ইনজেকশন দিয়ে শেষ করে ফেলা হবে।

রোজেন লক্ষ্য করলো, অচেতন মানুষগুলোর জ্ঞান ফেরাবার কোনো চেষ্টাই করা হচ্ছে না। অতএব সে সিদ্ধান্ত নিলো, ওদের গ্যাস দেওয়া হবে না। ফিসফিসিয়ে সে বললো, 'না···এখন নয়—'

নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েদীরা। একদিন ওরা প্রত্যেকেই মানুষ ছিলো, কিন্তু আজ ওরা তা প্রায় ভুলে গেছে।

কড়া ওষুধ মেশানো জলের টবে চুবিয়ে, নতুন আগন্তুকদের দিকে নতুন পোশাক ছুঁড়ে দেওয়া হলো। ফের সকলে সারি বেঁধে দাঁড়ালো হাজিরার মাঠে। তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরে নিতে হয়েছে ওদের। এখন অব্দি ওরা খুশিই বলা চলে, কারণ ওরা কোনো নিধন-শিবিরে এসে পড়েনি। পোশাকগুলো অবিশ্যি ওদের মাপ মতো হয়নি। স্নলজবাকেরকে দেওয়া হয়েছে লাল সুতোয় কাজ করা মেয়েদের একটা পশমী জাঙিয়া। রোজেন পেয়েছে একটা যাজকের 'আলখাল্লা। আলখাল্লাটায় একটা গুলির ছেঁদা এবং তাকে ঘিরে রক্তের ফিকে হলদেটে দাগ। স্পষ্টই বোঝা যায় ওটা ভালোমতো কেচে সাফ করা হয়নি।

পোশাকগুলো একদা যাদের ছিলো তারা সকলেই আজ মৃত।

ছাউনি নির্দিষ্ট করার কাজ সবে শুরু হবে, সেই মুহূর্তে শহরের সাইরেনগুলো বেজে উঠলো। ক্যাম্প-লিডারের দিকে তাকালো সকলে।

'কাজ চালাও!' গোলমাল ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলো ওয়েবের।

এস এস. আর কাপোরা বিচলিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলো। বন্দীরা দাঁড়িয়ে রইলো শান্ত হয়ে—ওপরের দিকে সামান্য তুলে রাখা ওদের মুখগুলোতে জ্যোৎস্নার পাণ্ডুর প্রলেপ।

'মাথা নামাও!' গর্জে উঠলো ওয়েবের।

এস. এস. আর কাপোরা সারির ভেতর দিয়ে ছুটে ছুটে আদেশটা পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো আর ফাঁকে ফাঁকে তাকাতে লাগলো আকাশের দিকে। ওয়েবের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পায়চারি করছিলো। হঠাৎ নয়বায়োর ছুটতে ছুটতে ফটক পেরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলেন, 'কি হচ্ছে এখানে, ওয়েবের? এরা এখনও ছাউনিতে ঢোকেনি কেন?'

'কে কোন ছাউনিতে থাকবে তা এখনও ঠিক করা হয়নি।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। খোলা জায়গায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আকাশ থেকে ওদের সেনাবাহিনী বলে মনে হতে পারে।'

'অনেক দেরী হয়ে গেছে' বললো ওয়েবের। 'এখন ছোটাছুটি করতে গেলে ওরা আরও বেশি করে চোখে পড়বে।'

নয়বায়োর লক্ষ্য করলেন, ওয়েবের স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তিনি জানেন, ওয়েবের আশা করছে তিনি এখুনি আশ্রয়ের দিকে ছুটবেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে ওদের শুয়ে পড়তে বলো!'

'বেশ।' ওয়েবের হেঁকে উঠলো, 'শুয়ে পড়ো সকলে।'

নয়বায়োরের বাড়িতে চলে যাবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু ওয়েবেরের হাবভাবে এমন কিছু ছিলো যা তাঁর ঠিক পছন্দ হয়নি। তাই তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। অকৃতজ্ঞ জীব, ভাবলেন নয়বায়োর। সামরিক বিভাগের ক্রুশটা পেতে না পেতেই লোকটা ফের দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। অবিশ্যি এতে অবাক হবার কিছু নেই। আর যাই হোক, ওই টিনের পাত কটা ছাড়া ওর হারাবার মতো আর আছেই বা কি?

শেষ অব্দি আর কোনো আক্রমণ হলো না। খানিকক্ষণ বাদে বিপদ-মুক্তির সংকেত বেজে উঠলো। নয়বায়োর ঘুরে দাঁড়ালেন, 'যথা সম্ভব কম আলো জ্বালো। ছাউনি ঠিক করার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নাও। আর যেটুকু কাজ

বাকি থাকবে তা আসছে কাল ব্লক-সিনিয়ারবা সেরে ফেলতে পাববে।'

'বেশ।'

নয়বায়োর লক্ষ্য করলেন, নতুন আগন্তুকরা ধস্তেস্বস্টে উঠে এগুতে শুরু করেছে। কেউ কেউ ক্লান্তিতে এব মধ্যেই ঘুমিযে পডেছে, বন্ধু-বান্ধববা তাদের ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে। বাদবাকি যাবা বইলো, তাদের আব ওঠাব মতো ক্ষমতাটুকুও নেই।

'লাশগুলোকে চুল্লিতে নিযে যাও। যেগুলো অজ্ঞান হয়ে বয়েছে, সেগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে যেও।'

'বেশ।'

'ব্রুনো! ব্রুনো!'

নয়বায়োর চকিতে ঘুবে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী ফটক পেরিযে প্রায় উন্মাদের মতো ছুটে আসছেন। 'ব্রুনো। তুমি কোথায়? তোমার কি কিছু হয়েছে নাকি? তুমি কি তাহলে…'

স্ত্রীর পেছনেই মেয়ে। ওয়েবেব শ্রুতিব নাগালে থাকায নয়বায়োব চাপা অথচ হিংস্র স্বরে গর্জে উঠলেন, 'তুমি এখানে কি করতে এসেছো? এখানে ঢুকলেই বা কি করে?'

'পাহারাদারটা তো আমাদেব চেনে।' সেলমা এমনভাবে চারদিকে তাকালেন যেন এই মাত্র ওঁর ঘুম ভেঙেছে। 'তুমি ফিবছিলে না…তাই ভাবলাম নিশ্চয়ই তোমাব কিছু হয়েছে।'

'আমি তোমাদের দুজনকেই এখানে আসতে বারণ করেছিলাম না?'

'মা ভয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলো, বাবা।' ফ্রেয়া বললো, 'এতো কাছে… অমন বিকট সাইরেন…'

কয়েদীরা তখন একে একে ওঁদের পেরিয়ে যাচ্ছে। সেলমা ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন, 'ওরা কারা?'

'ওরা? ওরা আজ সবে এখানে এসে পৌঁছেছে।'

'কিন্তু…'

'আর কিন্তু-টিন্তু নয়,' নয়বায়োর স্ত্রী আব কন্যাকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, 'তোমবা এখন যাও এখান থেকে।'

'কিন্তু কেমন দেখাচ্ছে ওদের!'

'কেমন দেখাচ্ছে? ওরা বন্দী! ওরা পিতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! এ ছাড়া আর কেমন দেখাবে ওদের? গোলগাল নাদুসনুদুস?'

'আর ওই যে, যাদের ওরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে…'

'শোনো, যথেষ্ট হয়েছে!' নয়বায়োর বললেন, 'ওদের যেমনই দেখাক, তাতে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ ওরা আজই এখানে এসে পৌঁছেছে। ওরা এখানে মোটা হতে এসেছে। তাই নয় কি, ওয়েবের?'

'হ্যাঁ, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।' ওয়েবের সামান্য কৌতুকের দৃষ্টিতে ফ্রেয়ার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে স্থান ত্যাগ করলো।

'শুনলে তো? এবারে যাও এখান থেকে! এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকা, চিড়িয়াখানা নয়।'

নয়বায়োরের ভয় হচ্ছিলো, সেলমা হয়তো বিপজ্জনক কোনো কথাবার্তা বলে ফেলতে পারে। যা দিনকাল পড়েছে তাতে চারদিকেই নজর রাখা দরকার। কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না—ওয়েবেরকেও না।'

'ওই পাহারাদারটাকে আমি দেখে নেবো,' নয়বায়োর বললেন। 'লোকটা কি বলে তোমাদের এখানে ঢুকতে দিলো? এর পরে তো ও যাকে-তাকে এখানে ঢুকতে দেবে!'

ফ্রেয়া ঘুরে তাকালো, 'এখানে ঢুকতে চাইবার মতো লোক তেমন বেশি নেই, বাবা।'

মুহূর্তের জন্যে নয়বায়োরের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। এ কি ফ্রেয়ার উক্তি? তার নিজের রক্ত-মাংসে গড়া ফ্রেয়া? তাঁর চোখের মণি? বিপ্লব! মেয়ের শান্ত মুখখানার দিকে তাকালেন নয়বায়োর। না না, ফ্রেয়া তেমন কিছু ভেবে কথাটা বলেনি। আচমকা হেসে ফেললেন নয়বায়োর, 'আমি কিন্তু সে ব্যাপারে তেমন নিশ্চিত নই! ওই লোকগুলো আজ এখানে ঢোকার জন্যে অনুনয় করেছে! কেঁদেছে! আর দু-তিন সপ্তাহ বাদে ওদের চেহারা দেখে আর চিনতে পারবে না। সারা জার্মানীর মধ্যে এটা সেরা শিবির। এটা একটা স্বাস্থ্যনিবাস।'

দুশো মানুষ তখনও ছোটো শিবিরের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা সকলের চাইতে দুর্বল আর অশক্ত। সুলজবাকের আর রোজেনও রয়েছে ওদের মধ্যে। কোথাও একটা আলো নেই। শুধু মাঝে মাঝে ওয়েবের আর [illegible] লিডার গুন্‌তের হাতের টর্চ দুটো জ্বলছে আর নিভছে।

'ওদিকের চাইতে এদিকে লোক এতো কম কেন?' বাইশ নম্বর ছাউনির গ বিভাগের কাছে এসে জিগেস করলো ওয়েবের।

ব্লক-সিনিয়ার হাণ্ডকে ঋজু হয়ে দাঁড়ালো, 'ওদিকের চাইতে এদিকের ঘরটা

ছোটো, হের স্টর্ম-লিডার।'

ওয়েবের টর্চ জ্বাললো। আলোর বৃত্তটা ৫০৯-এর চোখ ধাঁধিয়ে সরে গিয়ে আবার ফিরে এলো। 'আমি নিশ্চয়ই তোকে চিনি! কোথায় দেখেছি?'

'আমি বহুদিন ধরে শিবিরে রয়েছি, হের স্টর্ম-লিডার।'

'তাহলে এবার তোর পটল তোলার সময় হয়েছে!'

'কিছুদিন আগে ওকেই অফিসে যেতে হয়েছিলো, হের স্টর্ম-লিডার।' হাণ্ডকে জানালো।

'তাই নাকি?' আলোর বৃত্তটা এবারে ৫০৯-এর জামায় সাঁটা নম্বরটাতে স্থির হলো, 'ওর নম্বরটা টুকে নাও, গুল্‌তে!'

'ঠিক আছে,' সতেজ কণ্ঠে জবাব দিলো স্কোয়াড-লিডার গুল্‌তে।

'এখানে কজনের থাকার কথা?'

'কুড়ি। না না, তিরিশ। চেপে-চুপে থাকতে হবে।'

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা প্রবীণরা গুল্‌তের পেন্সিলটাকে লক্ষ্য করছিলো। ওরা বুঝতে পারছিলো না, লোকটা সংখ্যাটা লিখে নিলো কি না।

'শেষ হয়েছে?' জিগেস করলো ওয়েবের।

'হ্যাঁ।'

'লেখার বাদ-বাকি কাজগুলো কাল অফিসে সেরে নেওয়া যাবে,' ওয়েবের ফেরার পথে পা বাড়ালো। স্কোয়াড-লিডাররাও তাকে অনুসরণ করলো। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে হাণ্ডকে গর্জন করে উঠলো, 'এবারে খাবারের ঠেলা-গুলো নিয়ে আয়।'

'তোমরা এখানেই থাকো,' ৫০৯ আর বুশেরকে বললো ব্যার্গার। 'ওয়েবেরের নাকের ডগা দিয়ে ফের ছোটাছুটি না করাই ভালো।'

'গুল্‌তে কি আমার নম্বরটা টুকে নিয়েছে?'

'আমি দেখিনি।'

'না, নেয়নি।' লেবেনথাল বললো, 'আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছিলাম। তাড়াহুড়োতে ও সেটা লিখতে ভুলে গেছে।'

ঝোড়ো অন্ধকারে তিরিশ জন নবাগত খানিকক্ষণ প্রায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। 'ছাউনিতে জায়গা আছে কি?' অবশেষে প্রশ্ন করলো সুলজবাকের।

'একটু জল!' পাশের লোকটা ফ্যাঁসফেসে গলায় বলে উঠলো, 'দয়া করে আমাদের একটু জল দাও!'

একজন আধ-বালতি জল নিয়ে হাজির হতেই নবাগতরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে বালতিটা উলটে ফেললো। কাতর আর্তনাদ তুলে ওরা এবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, চুষে চেটে খাওয়ার চেষ্টা করলো জলটুকুকে। কালো আর নোংরা হয়ে উঠলো ওদের ঠোঁটগুলো।

ব্যার্গার লক্ষ্য করলো, স্থলজবাকের আর রোজেন ওই হানাহানিতে যোগ দেয়নি। সে বললো, 'পাইখানার পেছনে একটা জলের নল আছে। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। তবে ধৈর্য ধরে থাকলে তেষ্টা মেটাবার মতো যথেষ্ট জল ধরা যায়। একটা বালতিতে করে খানিকটা জল নিয়ে এসো।'

'যাতে সেই সুযোগে তোমরা আমাদের খাবারটা মেরে দিতে পারো, তাই না?' একজন নবাগত দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো।

'আমি যাবো,' রোজেন বালতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'আমিও যাবো,' বললো স্থলজবাকের।

'তুমি এখানে থাকো,' ব্যার্গার বললো, 'বুশের ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জায়গাটা চিনিয়ে দেবে।'

ওরা দুজনে চলে যায়। ব্যার্গার নবাগতদের উদ্দেশ করে বলে, 'আমি এখানকার রুম-সিনিয়ার। আমিই এখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখি। আমি তোমাদের সহযোগিতা করতে অনুরোধ করছি। তা না হলে, তোমাদেরই আয়ু কমে যাবে।'

কেউ কোনো জবাব দেয় না। ব্যার্গার সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, কেউ আদৌ তার কথাগুলো শুনেছে কি না।

'ছাউনিগুলোতে জায়গা আছে?' খানিকক্ষণ বাদে ফের জিগেস করে স্থল-জবাকের।

'না, আমাদের পালা করে ঘুমোতে হবে। কয়েকজনকে বাইরেও থাকতে হবে।

'খাবার-দাবার কিছু পাওয়া যাবে? আজ সারাটা দিন আমরা কিছু না খেয়ে হেঁটেছি।'

'ওরা খাবার আনতে গেছে।' নবাগতদের আজ যে কিছু জুটবে না, তা ব্যার্গার প্রকাশ করতে চায় না।

'আমার নাম স্থলজবাকের। এটা কি নিধন-শিবির?'

'না।'

'ঠিক বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাদের এখানে গ্যাস-কুঠরি নেই?'

'না।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' ফের বললো স্থলজবাকের।

'তুমি এমন ভাবে কথা বলছো, যেন একটা হোটেলে এসে উঠেছো!' আহাসফের বলে, 'কিছু দিন অপেক্ষা করো. তাহলেই সব বুঝতে পারবে! তোমরা এলে কোথেকে?'

'পাঁচদিন আমরা পথে পথে ছিলাম। শুধু হেঁটেছি। যারা তাল রাখতে পারেনি তাদের গুলি করা হয়েছে। মোট তিন হাজার জন ছিলাম। আমাদের শিবিরটা ভেঙে দেওয়া হয়েছিলো।'

'কোথেকে আসছো তোমরা?'

'লোহ্‌মে থেকে।'

'তোমরা লোহ্‌মে থেকে আসছো?' আহাসফের প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ।'

'ওখানকার মার্তিন শ্মিমেলকে চেনো?'

'না।'

'মরিৎজ গেউর্জকে? থ্যাঁদা নাক, মাথায় চুল নেই।'

'না,' গুলজবাকের ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়।

'তাহলে গেদালজে গোল্দ? লোকটার মোটে একটা কান, তাই সহজেই নজর পড়ে। ও বারো নম্বর ছাউনিতে থাকতো।'

'বারো নম্বর?'

'হ্যাঁ, চার বছর আগেকার কথা।'

'ওঃ ঈশ্বর!' গুলজবাকের মুখ ঘুরিয়ে নেয়! প্রশ্নগুলো বড্ড বোকা বোকা!

'ওকে ছেড়ে দাও, বুড়ো।' ৫০৯ বলে, 'ও এখন ক্লান্ত।'

'ওরা এক কালে আমার বন্ধু ছিলো,' আহাসফের বিড়বিড় করে। 'মানুষ তো বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ নিয়েই থাকে!'

বুশের আর রোজেন জল নিয়ে হাজির হয়। রোজনের আলখাল্লাটা কাঁধের কাছে ছেঁড়া, রক্ত ঝরছে। বুশের বলে, 'নতুনরা জল নিয়ে মারামারি করছে। মাহ্‌নের আমাদের বাঁচিয়েছে। সে ওদিকটা সামলে নিয়েছে। এখন সবাই ওখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে একে একে জল খাচ্ছে। এখানেও তাই করতে হবে। নয় তো ওরা ফের বালতি উলটে ফেলবে।'

নবাগতরা ততোক্ষণে উঠে পড়েছে। ব্যার্গার চিৎকার করে বললো, 'সবাই সারি বেঁধে দাঁড়াও, তাহলে সবাই জল পাবে। সারিতে না দাঁড়ালে জল মিলবে না।'

সবাই কথা শোনে, শুধু দুজন ছুটে আসে সামনেব দিকে। তাদের ডাণ্ডা মেবে ফেলে দেওয়া হয়। আহাসফেব আর ৫০৯ মগ নিয়ে এসে একে একে সবাইকে জল দেয়।

ওদিকে খাদ্য-বাহকবা তখন ফিরে এসেছে। নবাগতদের জন্যে ওরা কিছু পায় নি। ব্যার্গার চুপি চুপি ৫০৯কে বলে, 'ওদের কিন্তু কিছু দিতেই হবে।'

'বড়োজোর সুরুয়াটা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু রুটি দেওয়া চলবে না। ওদের চাইতে আমাদের রুটির প্রয়োজন বেশি, আমরা বেশি দুর্বল।'

'সেই কারণেই ওদের কিছু দিতে হবে, নয়তো ওরা কেড়ে নেবে। চলো, ওই সুলজবাকেরের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা যাক।'

ওরা সুলজবাকেরকে নিয়ে আসে। ব্যার্গার বলে, 'শোনো, তোমাদেব জন্যে আজ কিছুই মেলেনি। কিন্তু আমাদের সুরুয়াটা আজ আমবা তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে খাবো।'

'ধন্যবাদ,' সুলজবাকের বলে।

'কি বললে?'

'ধন্যবাদ।'

ওরা অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ শিবিরে ধন্যবাদ জানানোর কোনো রীতি নেই। শিবিরের প্রবীণরা এবারে চারজন নবাগতকে নিয়ে খাদ্য-বাহকদের ঘিরে দাঁড়ায়, তারপর খাবার বিলি করা শুরু হয়। নবাগতদের কাছে কোনো থালা-বাটি নেই। তাই দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে খেয়ে ওদের পাত্রগুলোকে ফিরিয়ে দিতে হয়। কয়েকজন পুরনো আবাসিক ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানায়। ব্যার্গার তাদের বলে, 'কাল তোমরা সুরুয়াটা ফেরত পাবে। আজ ওটা আমরা নতুনদের ধার দিয়েছি।'

সুলজবাকের তার কথায় সায় দেয়, 'হ্যা, কাল আমরা ওটা ফেরত দেবো অনেক ধন্যবাদ তোমাদের। কিন্তু আমরা ঘুমোবো কোথায়?'

'আমরা গোটাকতক পাটাতন খালি করে দেবো। তবে সেখানে তোমাদে. বসে বসে ঘুমোতে হবে। কিন্তু তাহলেও সকলের জায়গা হবে না।'

'আর তোমরা?'

'আমরা বাইরে থাকবো। পরে তোমাদের ঘুম থেকে তুলে জায়গা বদলা-

বদলি করে নেবো।'

স্থলজবাকের মাথা নাড়ে, 'একবার ঘুমিয়ে পড়লে, ওদের আর টেনে তুলতে পারবে না।'

কয়েকজন নবাগত ছাউনির ঠিক বাইরেই হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। ব্যার্গার তাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলে, 'ওরা ওখানেই থাক। কিন্তু বাদবাকি সকলে গেলো কোথায়?'

তারা এতক্ষণে যে যার জায়গা খুঁজে নিয়েছে,' ৫০৯ জবাব দেয়। 'আজকের রাতটা আমাদের এভাবেই কাটাতে হবে।'

ব্যার্গার আকাশের দিকে তাকায়, 'খুব একটা ঠাণ্ডা হয়তো পড়বে না। তিনটে কম্বল আছে। দেয়ালের পাশে আমরা সবাই মিলে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকতে পারি।'

ওরা সকলে একসঙ্গে মিলে বসে। প্রায় সমস্ত প্রবীণরাই আজ ছাউনির বাইরে—এমনকি আহাসফের, কারেল এবং কুকুর-মানুষটা পর্যন্ত। রোজেন, স্থলজবাকের এবং আরও জনা দশেক নবাগতও রয়েছে ওদের সঙ্গে।

কারেল ব্যার্গারকে বলে, 'আমাদের মধ্যে অন্তত জনা ছয়েক আজ রাতেই মরবে। ওরা দরজার কাছটাতে ডান দিকে শুয়ে রয়েছে। ওরা মরে গেলে ওদের লাশগুলো বাইরে নিয়ে এসে, আমরা ওদের জায়গায় শুতে পারি।'

'মরেছে কি না, তা অন্ধকারে বুঝবে কি করে?'

'খুবই সহজ। মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনবো। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে অন্ধকারেও বোঝা যাবে।'

'কিন্তু ওদের বাইরে নিয়ে আসার মধ্যে ভেতর থেকে কেউ গিয়ে ওদের জায়গায় শুয়ে পড়বে।'

'আমি সেটাই বলতে চাইছি,' কারেলের কণ্ঠস্বরে আগ্রহের সুর ফুটে ওঠে। 'আমি এসে তোমাদের খবর দেবো। তারপর আমরা যখন লাশটাকে বয়ে নিয়ে আসবো, তখন আমাদের মধ্যেই অন্য কেউ গিয়ে তার জায়গায় শুয়ে পড়বে।'

'ঠিক আছে, কারেল,' ব্যার্গার বলে, 'তুমি তাহলে খেয়াল রেখো।'

ঠাণ্ডা ক্রমশ বেড়ে ওঠে। খানিকক্ষণ বাদে আহাসফের জিগেস করে, তোমাদের কি হয়েছিলো?'

'যারা হাঁটতে পারছিলো না, তাদের প্রত্যেককে ওরা গুলি করেছে।' স্থলজবাকের বলে, 'আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিন হাজার…'

'জানি। কথাটা তুমি এর আগেও বেশ কয়েক বার বলেছো।'

'হ্যাঁ,' অসহায়ের মতো জবাব দেয় স্থূলজবাকের।

'পথে কি দেখলে? জার্মানীর অবস্থা কেমন মনে হলো?' জিগেস করলো ৫০৯।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলো স্থূলজবাকের, 'পরশু রাতে আমরা যথেষ্ট জল পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আমাদের কিছু না কিছু খেতেও দিয়েছে। আবার কখনও কেউই কিছু দেয়নি। আমাদের সংখ্যাটা বড্ড বেশি ছিলো।'

'একদিন রাতে একটা লোক আমাদের চার বোতল বিয়ার এনে দিয়েছিলো,' রোজেন বললো।

'আমি সে কথা জিগেস করিনি,' ৫০৯ অধৈর্য হয়ে ওঠে। 'শহরগুলোর কি হাল হয়েছে? ধ্বংস হয়ে গেছে?'

'আমরা শহরের ভেতর দিয়ে আসিনি। সর্বদা শহরের বাইরে দিয়ে ঘুরে গেছি।'

'তাহলে তোমরা কিছুই ছাখোনি?'

স্থূলজবাকের ৫০৯-এর দিকে তাকালো, 'যখন পা আর চলতে চায় না আর পেছন থেকে গুলি ছুটে আসার ভয় থাকে, তখন মানুষ দেখতে পায় সামান্যই। তবে আমরা কোনো ট্রেন দেখিনি।'

'তোমাদের শিবিরটা ভেঙে দেওয়া হলো কেন?'

'সীমান্ত কাছে এগিয়ে আসছিলো বলে।'

'ওই ব্যাপারে কি জানো তুমি? বলো—বলো…চুপ করে থেকো না! লোহমে কোথায়? রাইন থেকে কতো দূরে? অনেক দূর?'

স্থূলজবাকের চোখ দুটো খুলে রাখার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'হ্যাঁ… বেশ দূর। পঞ্চাশ…সোত্তর কিলোমিটার হবে হয়তো। কাল…' স্থূলজবাকেরের মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়লো, 'কাল বলবো…এখন আর না ঘুমিয়ে…'

'প্রায় সোত্তর কিলোমিটার হবে,' আহাসফের বললো। 'আমি এক সময় ওখানে ছিলাম।'

'আর এখান থেকে?' ৫০৯ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'দুশো…আড়াইশো?'

'৫০৯, তুমি শুধু কিলোমিটারের কথা চিন্তা করছো।' দুকাঁধে ঝাঁকুনি তুলে আহাসফের শান্ত গলায় বলে, 'কিন্তু তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছো, এস. এস.রা ওদের ক্ষেত্রে যা করেছে আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই-ই করতে পারে? শিবির ভেঙে দিয়ে ওরা আমাদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারে? তখন আমাদের কি হবে? আমাদের তো হেঁটে যাবার ক্ষমতা নেই!'

'যারা হাঁটতে পারবে না তাদের গুলি করা হবে,' স্লোভেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠে, ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

সবাই নিশ্চুপ হয়ে থাকে। ওরা কেউই এতো দূর অব্দি ভাবেনি। একটা নিবিড় আতঙ্কের মতো চিন্তাটা যেন আচমকা ওদের ওপরে ঝুলে পড়ে। আকাশে ইতস্তত ভেসে বেড়ানো রূপোলি মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে ৫০৯। তারপর তাকায় আধো-আলোকিত উপত্যকাব পথঘাটগুলোর দিকে। আস্তে আস্তে বলে, 'হয়তো পেছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে এবারে ওরা আর গুলি করবে না!'

'না,' আহাসফেরের কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণ বিদ্রূপ ঝরে পড়ে, 'মাংস খাইয়ে, নতুন পোশাক পরিয়ে, হাত নেড়ে বিদায় জানাবে!'

৫০৯ আহাসফেরের দিকে তাকায়। আহাসফেরের মুখটা সম্পূর্ণ শান্ত। এখন ওর আব ভয় পাবার মতো কিছু নেই।

'লেবেনথাল আসছে,' ব্যার্গার জানায়।

লেবেনথাল এসে ওদের পাশে বসে। 'ওখানে আর কিছু শুনলে নাকি, লিও?' জিগেস করে ৫০৯।

লিও ঘাড় নাড়ে, 'নতুনদের ভেতর থেকে ওরা যথা সম্ভব বেশি লোককে সাফ করে দিতে চায়। লিউইনস্কি অফিসের লাল চুলওলা কেরাণীটির কাছ থেকে খবরটা শুনেছে। কি ভাবে ওরা কাজটা করবে, তা সে সঠিকভাবে জানে না। তবে ব্যাপারটা শীগগিরই ঘটবে এবং ওরা বলবে, পথের শ্রান্তিতেই লোকগুলো মরেছে।'

'ওরা কি শুধু নতুনদেরই সাফ করবে?'

'লিউইনস্কি শুধু ওইটুকুই জানে। তবে সে আমাদের সাবধান হতে বলেছে।'

'কথাটা নতুনদের জানালে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে।' মেয়ার বলে, 'এখন এস. এস.রা যদি ওদের ভেতর থেকে নির্ধারিত সংখ্যাটা যোগাড় করতে না পারে, তাহলে বাদবাকি কজনকে ওরা আমাদের ভেতর থেকেই বেছে নেবে।'

'ঠিক বলেছো,' ৫০৯ ব্যার্গারের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকা সুলজবাকেরের দিকে তাকায়। 'তাহলে আমরা কি করবো? শুধু আমাদের ফাঁক-ফোঁকরগুলো ঢেকে রাখবো?'

সিদ্ধান্তটা নেওয়া শক্ত। মেয়ার ঠিকই বলেছে। কারণ নতুনরা ছোটো শিবিরের আবাসিকদের মতো অতোটা দুর্বল বা অক্ষম নয়। বেশ কিছুক্ষণ সকলে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। অবশেষে মেয়ার বলে, 'ওদের কি হবে না হবে,

তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আগে নিজেদের বাঁচাতে হবে।'

ব্যার্গার নিজের ফোলা ফোলা চোখ দুটো রগড়ে নেয়। ৫০৯ পরনের জ্যাকেটটা টেনে সোজা করে। আহাসফের মেয়ারের দিকে ঘুরে তাকায়। পাণ্ডুর আলো ঝলসে ওঠে তার চোখ দুটোতে। 'ওদের জন্যে আমাদের যদি কিছু এসে না যায়, তাহলে আমাদের জন্যেও ওদের কিছু এসে যাবে না।'

ঠিক বলেছো,' ব্যার্গার মাথা তুলে আহাসফেরের দিকে তাকায়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে শান্ত হয়ে বসে রয়েছে আহাসফের। ওর কোটরগত চোখ দুটো যেন এমন কিছু দেখছে যা অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না। ব্যার্গার ফের বলে, 'আমরা এদের দুজনকে কথাটা জানিয়ে দেবো। ওরা তখন অন্যদের সতর্ক করে দিতে পারবে। তার চাইতে বেশি কিছু আমরা করতে পারি না। কারণ কি যে ঘটতে চলেছে তা আমরা নিজেরাই জানি না।'

কারেল ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে বলে, 'একজন মরেছে।'

৫০৯ উঠে দাঁড়ায়, 'চলো, লোকটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসি।' তারপর আহাসফেরের দিকে তাকায় সে, 'তারপর তুমি ভেতরে গিয়ে ঘুমোবে।'

১২

ছোটো শিবিরের হাজিরা-মাঠে কয়েদীরা সারি বেঁধে দাঁড়ালো। তাদের সামনে স্কোয়াড-লিডার নিয়মান। লোকটার বয়েস প্রায় তিরিশ, ছুঁচলো মুখ, ছোট ছোট খাড়া কান, মাথায় বালি-রঙা চুল আর চোখে ডাঁটি-বিহীন চশমা। সামরিক উর্দিটা পরনে না থাকলে তাকে দেখে কোনো অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী বলে মনে হতো। আসলে এস. এস. বাহিনীতে যোগ দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত সে তাই-ই ছিলো।

'সা-ব-ধান!' চিৎকৃত কর্কশ কণ্ঠস্বর নিয়মানের। 'নতুন দল, এক কদম আগে বাড়!'

ওরা দুটো সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

'অসুস্থ আর অক্ষমরা ডান ধারে সরে দাঁড়াও।'

কয়েদীদের সারিতে চাঞ্চল্য জাগলো, কিন্তু কেউই জায়গা ছেড়ে নড়লো না। ওরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে, কারণ এমন ধারা অভিজ্ঞতা ওদের আগেও হয়েছে।

'কই, জলদি! যারা ডাক্তার দেখাতে চাও বা ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধাতে চাও, তারা ডান দিকে বেরিয়ে এসো!'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে কয়েকজন বন্দী ডান দিকে সরে দাঁড়ালো। ওদের সামনে এগিয়ে গিয়ে নিয়মান প্রথম লোকটাকে জিগেস করলো, 'কি হয়েছে তোমার?'

'পায়ের পাতায় ঘা। একটা আঙুলও ভেঙে গেছে, হের স্কোয়াড-লিডার!'

'তোমার?'

'কুঁচকিতে ব্যথা, হের স্কোয়াড-লিডার।'

নিয়মান জনে জনে একই প্রশ্ন জিগেস করতে লাগলো। দুজনকে আগের জায়গায় ফিরিয়েও দিলো। আসলে এটা কয়েদীদের ধোঁকা দেবার একটা কৌশল। এতে কাজও হলো। আরও কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে অসুস্থদের সারিতে যোগ দিলো। তিরিশ জনকে সংগ্রহ করবার পর নিয়মান বুঝতে পারলো, এখন আর কাউকে জোটানো যাবে না।

অন্যদের স্বাস্থ্য তো তাহলে দিব্যি চমৎকার আছে বলেই মনে হচ্ছে! আচ্ছা, একটু বাজিয়ে দেখা যাক। মাঠটার চারদিকে ছোটো তো দেখি?'

হাঁফাতে হাঁফাতে ওরা ছুটতে লাগলো, ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে গেলো ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সহবন্দীদের। প্রত্যেকেই জানে, সে নিজেও বিপদগ্রস্ত। যে কেউই যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে এবং তখন নিয়মান তাকে নিজের সংগ্রহের মধ্যে জুড়ে নিতে এতোটুকুও দ্বিধা করবে না। ওরা বুঝতে পেরে গেছে, কারা ভারি কাজে অক্ষম তা আবিষ্কার করার জন্যে ওদের ছোটানো হচ্ছে না— ওরা ছুটছে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। ওদের মুখগুলো ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে, মৃত্যুর আতঙ্কে মরিয়া হয়ে উঠেছে চোখগুলো। এ আতঙ্ক কোনো জন্তু নয়—একমাত্র মানুষই অনুভব করতে পারে।

যারা প্রথমে নিজেদের অশক্ত বলে জাহির করেছিলো, এতোক্ষণে তারাও বুঝে ফেলেছে কি ঘটতে চলেছে। সচকিত হয়ে ওদের মধ্যে দুজন ধাবমান মানুষগুলোর সঙ্গে যোগ দেবার চেষ্টা করলো। নিয়মান তা লক্ষ্য করে ওদের ফিরে আসার নির্দেশ দিলো, ওরা শুনলো না। আতঙ্কে কালা হয়ে ওরা ততোক্ষণে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। নিয়মান ওদের দিক থেকে চোখ সরালো না। খানিকক্ষণ ওরা অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটলো। তারপর আস্তে আস্তে যখন পরিত্রাণের লোভনীয় আশা ওদের বিকৃত মুখে ফুটে উঠতে শুরু করেছে, তখন নিয়মান কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ওদের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো। হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ওরা দুজন—ওঠার চেষ্টা করতেই নিয়মান ছুটো লাথি হাঁকিয়ে ফের ছিটকে ফেললো ওদের। ওরা এবারে হামা দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। 'ওঠ্!' কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠলো নিয়মান, 'যা, ওদিকে গিয়ে

দাড়া !' নির্দেশ মেনে নিলো অসহায় মানুষ দুটো।

এই পুরো সময়টা ন্যিমান বাইশ নম্বর ছাউনির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ইতিমধ্যে আরও চারজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। দুজন অচেতন। ওদের মধ্যে একজনের পরনে হুসার বাহিনীর সামরিক উর্দি, যা গত রাত্রে তাকে দেওয়া হয়েছিলো—অন্য জন পরে আছে খাটো কাফতানের নিচে মেয়েদের একটা শেমিজ। আউশভিৎজ থেকে আসা পোশাকগুলো বিলি করার ব্যাপারে চেম্বার-কাপো তার রসিকতাবোধের পরিচয় রেখেছে।

৫০৯ লক্ষ্য করলো, রোজেন টলতে শুরু করেছে। সে জানে, আর সামান্য কয়েক মুহূর্ত পরেই মানুষটা সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়বে। আমার তাতে কি এসে যায়? ভাবলো ৫০৯। কিছুই না। নিজের প্রাণ বাঁচানো আগে। আমি কিছুতেই কোনো বোকামো করবো না। ৫০৯ দেখলো, রোজেন শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে। ওদিকে ন্যিমান তখনও পেছন ফিরে রয়েছে। ব্যারাক সিনিয়াররা সকলেই লক্ষ্য করছে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেওয়া লোক দুটোকে। এই সুযোগ! মুহূর্তের অবকাশে ৫০৯ হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় রোজেনকে কাছে টেনে এনে প্রবীণদের সারির পেছন দিকে ঠেলে দিলো।

'শীগগিরি ছাউনিতে ঢুকে পড়ো! লুকিয়ে থাকো।'

কয়েক মুহূর্ত বাদে রোজেনের ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার শব্দটা ৫০৯ আর শুনতে পেলো না। ন্যিমান কিছুই দেখেনি, হাণ্ডকেও না। ৫০৯ জানে, ছাউনির দরজাটা খোলা রয়েছে। হয়তো রোজেন তার কথাটা বুঝতে পেরেছে। হয়তো ধরা পড়লেও সে ৫০৯কে ধরিয়ে দেবে না। ন্যিমান নবাগতদের গুনতি করেনি। কাজেই এ যাত্রায় রোজেনের একটা আশা আছে। ৫০৯ অনুভব করলো তার হাঁটু দুটো কাঁপছে, গলার ভেতরটা শুকনো, কানের ভেতরে রক্তস্রোতের গর্জন। সতর্ক দৃষ্টিতে ব্যার্গারের দিকে তাকালো সে। নিস্পন্দ হয়ে ছুটন্ত মানুষ-গুলোকে লক্ষ্য করছে ব্যার্গার। তার ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় সে সবই দেখেছে। তার পরেই লেবেনথাল কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললো, 'রোজেন ছাউনিতে ঢুকে গেছে।' এবারে বুশেরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে হলো ৫০৯কে।

'ডিভিশন, হল্ট!'

কয়েদীরা যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। তারা আশা করেছিলো, মৃত্যু অব্দি তাদের ছুটে যেতে হবে। সূর্যের আকস্মিক গ্রহণের মতো ছাউনিগুলো, হাজিরার মাঠ আর এতোগুলো লোক যেন আবছা হয়ে তাদের চোখের সামনে

বনবন করে ঘুরতে লাগলো। একে অন্যকে ধরে রাখলো ওরা। চশমার কাঁচ দুটো মুছে নিয়ে নিয়মান হুকুম দিলো, 'লাশগুলোকে এখানে নিয়ে আয়।'

ওরা মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলো। এখন অব্দি এখানে কেউই মরেনি।

'যারা বেহুঁশ হয়ে আছে, আমি তাদের নিয়ে আসতে বলছি,' নিজেকে শুধরে নিলো নিয়মান।

টলতে টলতে ওরা বেহুঁশ মানুষগুলোকে চ্যাংদোলা করে একধারে এনে ফেললো। চতুর্দিকে বিভ্রান্তির মধ্যে সুলজবাকেরকে দেখতে পেলো ৫০৯। অন্য কয়েদীরা সুলজবাকেরকে ঘিরে রেখেছে আর সুলজবাকের প্রাণপণে একটা বেহুঁশ লোককে লাথি মারছে, চুল ধরে টানছে, তুলে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। শেষ অব্দি মরিয়া হয়ে লোকটাকে সে ঘুঁষি মারতে শুরু করলো। এবারে একটা কাপো গিয়ে সুলজবাকেরকে লাথি মেরে সরিয়ে দিলো। সে ভেবেছিলো, বেহুঁশ লোকটার ওপরে সুলজবাকেরের রাগ আছে এবং সুযোগ বুঝে সে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছে।

বেহুঁশ লোকগুলোকে খোলা গাড়িতে চাপিয়ে বেষ্টনীর বাইরে নিয়ে গেলো ওরা। বাইশ নম্বরের একজন নবাগত জিগেস করলো, 'ওদের ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

'সম্ভবত ছেচল্লিশ নম্বরে।'

'সেখানে কি হয়?'

'জানি না।' ৫০৯ বলতে চাইলো না, ছেচল্লিশ নম্বরের একটা ঘরে নিয়মান একপাত্র গ্যাস আর কয়েকটা সিরিঞ্জ রেখে দিয়েছে। সে জানে, ওরা কেউই আর ফিরবে না—সন্ধ্যার সময় ওদের চুল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

'তুমি লোকটাকে অমন করে মারছিলে কেন?' ৫০৯ সুলজবাকেরকে জিগেস করলো।

সুলজবাকের কোনো জবাব না দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর গলা বুজে আসছিলো। রোজেন বললো, 'লোকটা ওর ভাই।'

সুলজবাকের বমি করে ফেললো। কিন্তু তার মুখ দিয়ে খানিকটা সবজেটে পৈত্তিক রস ছাড়া আর কিছুই বেরুলো না।

'কি কাণ্ড, তুই এখনও এখানে! ওরা তোর কথা ভুলে গেলো না কি?' সান্ধ্য-হাজিরার সারিতে দাঁড়ানো ৫০৯কে আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করতে করতে হাণ্ডকে ফের জিগেস করলো, 'কিরে, ব্যাপারটা কি?'

৫০৯ কোনো জবাব দেয় না। ব্লক-সিনিয়ারকে খেপিয়ে দেওয়াটা নিছক পাগলামো। তাই চুপ করে থাকাটাই সব চাইতে ভালো।

'ওর নম্বরটা তখন লিখে নেওয়া হয়েছিলো,' ব্যার্গার শান্ত গলায় জবাব দেয়।

'তাই নাকি? তুই ঠিক জানিস?'

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি।'

'অন্ধকারেও দেখতে পেলি? তাহলে তো ব্যাপারটা একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে হয়! তাতে তো কোনো ক্ষতি নেই, কি বলিস?'

কেউ কোনো জবাব দেয় না। হাণ্ডকে ফের বলে, 'ঠিক আছে, আগে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নে—হতভাগা বেজন্মা!' তারপর পায়ে পায়ে মেয়েদের ছাউনিটাকে পৃথক করে রাখা কাঁটাতারের বেষ্টনীটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

'ভেতরে যাওয়া যাক, চলো।' ব্যার্গার বললো, 'শুধু একজন বাইরে থেকে হাণ্ডকের দিকে লক্ষ্য রাখো।'

'আমি থাকবো,' বললো স্থলজবাকের।

'ও চলে গেলে আমাদের জানাবে। তক্ষুনি!'

ছাউনির ভেতরে গিয়ে প্রবীণরা উবু হয়ে বসে। ব্যার্গার বলে, 'এবারে আমরা কি করবো? শুয়োরের বাচ্চা যদি সত্যি সত্যি পেছনে লাগে?'

'হয়তো ও স্রেফ রসিকতা করছে,' কথাটা ৫০৯ নিজেও ঠিক বিশ্বাস করে না। এমন ঘটনা শিবিরে প্রায়ই হয়ে থাকে। মানুষকে অনবরত আতঙ্কিত করে রাখার ব্যাপারে এস. এস. দের জুড়ি নেই। অনেকেই তা সহ্য করতে না পেরে বিজলিবাহী কাঁটাতারের বেষ্টনীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন দেয়।

'আমার কাছে কিছু টাকা আছে,' রোজেন ফিসফিসিয়ে ৫০৯কে বলে, 'ওটা তুমি হাণ্ডকেকে দাও। অন্য শিবিরে থাকতে আমরা তা-ই করেছি।'

'তাতে কোনো লাভ হবে না,' কি করছে তা না বুঝেই টাকাগুলো হাতে নেয় ৫০৯। 'টাকাটা পকেটস্থ করে ও যা করার তাই করবে।'

'তাহলে ওকে আরও টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিও।'

'পাবো কোথায়?'

'লেবেনথালের কাছে আছে,' ব্যার্গার বলে। 'আছে না, লিও?'

'হ্যাঁ আছে। কিন্তু একবার টাকার স্বাদ পেলে ও প্রতিদিনই এসে আরও চাইবে। শেষ অব্দি আমাদের কাছে আর কিছুই থাকবে না—এখন যেখানে

রয়েছি, শীগগিরি আমরা আবার সেখানেই ফিরে আসবো। মাঝখান থেকে পুরো টাকাটাই বেহাত হয়ে যাবে।'

প্রত্যেকেই নিশ্চুপ হয়ে থাকে। লেবেনথালের কথাগুলো নিছক বাস্তব। হাতে টাকা না থাকলে সে অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহ করতে পারবে না। ৫০৯-কে সত্যি সত্যি বাঁচানো গেলে কেউই যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে ইতস্তত করবে না। কিন্তু হাণ্ডকে বদমাইশি করতে চাইলে তা করা অর্থহীন। একটি মাত্র মানুষের দু-তিন দিন আয়ু বৃদ্ধির বিনিময়ে কয়েক ডজন মানুষের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া চলে না। এটা শিবিরের অলিখিত নিষ্ঠুর বিধান—যার জন্যে ওরা এখন পর্যন্ত টিঁকে আছে। সকলেই তা জানে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেউই তা স্বীকার করতে চায় না। প্রত্যেকেই পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে থাকে।

'বেজন্মাটাকে আমাদের খুন করা উচিত,' বুশের অসহায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

'কি দিয়ে খুন করবে?' আহাসফের প্রশ্ন করে, 'আমাদের চাইতে ও দশ-গুণ বেশি বলবান।'

'যদি আমরা সবাই মিলে খাবারের বাসনগুলো নিয়ে…'

বুশের নিশ্চুপ হয়ে যায়। সে জানে, সফল হলে ওদের মধ্যে এক ডজন মানুষকে ওরা ফাঁসিতে লটকে দেবে।

'লোকটা কি এখনও ওখানে আছে?' ব্যার্গার জিগেস করে।

'হ্যাঁ, সেই একই জায়গায়।'

'হয়তো ও কথাটা ভুলে গেছে।'

'তা হলে আর অপেক্ষা করতো না। বলে গেছে, আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়া অব্দি ও অপেক্ষা করবে।'

মৃত্যুর মতো এক নিটোল নীরবতা অন্ধকারে ঝুলে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে রোজেন ৫০৯কে বলে, 'অন্তত চল্লিশটা মার্ক তো তুমি ওকে দিতে পারো! ওটা তোমার, আমি ব্যক্তিগতভাবে ওটা তোমাকেই দিচ্ছি—এর সঙ্গে আর কারুরই কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তা ঠিক,' বললো লেবেনথাল।

দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ধূসর আকাশের পটভূমিকায় হাণ্ডকের গাঢ় ছায়া-মূর্তিটা দেখতে পেলো ৫০৯। রোজেন ফের বললো, 'ওর কাছে যাও। গিয়ে টাকাটা ওকে দাও-আর বলো যে পরে আরও দেবে।'

৫০৯ ইতস্তত করতে থাকে। নিজেকে সে বুঝে উঠতে পারে না। সে জানে

হাগুকে সত্যিকারের ক্ষতি করতে চাইলে ঘুষ দিয়ে তেমন কিছু লাভ হবে না। শিবিরে এমন ঘটনা সে অনেক দেখেছে। মানুষের যথাসর্বস্ব শুষে নিয়ে শেষ অব্দি ওরা তাকে খতম করে ফেলে, যাতে সে কাউকে কিছু বলতে না পারে। কিন্তু জীবনের একটা দিনই অনেক—তার মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।

'শোনো, একটা চেষ্টা করে ছাখো।' ব্যার্গার ফিসফিসিয়ে বলে, 'টাকাটা ওকে দাও। পরে ও যদি এসে আরও দাবী করে, আমারা বলবো যে ওর ঘুষ নেবার কথাটা আমরা ফাঁস করে দেবো। আমাদের ডজন খানেক সাক্ষী আছে। তেমন ঝুঁকি ও নেবে না।'

'আসছে,' স্থলজবাকের বাইরে থেকে জানায়।

আস্তে আস্তে ছাউনির কাছে এগিয়ে আসে হাণ্ডকে, 'কই রে, শালা বেজন্মা ?'

লুকিয়ে থাকা অর্থহীন। ৫০৯ সামনের দিকে এগিয়ে যায়, 'এই যে।'

'ঠিক আছে। আমি এখন যাচ্ছি। তুই ততোক্ষণ ইস্তিপত্র তৈরী করে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাখ। পরে ওরা এসে তোকে নিয়ে যাবে। কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে।'

নিজের রসিকতায় নিজেই খুশি হয়ে ওঠে হাণ্ডকে। ব্যার্গার ৫০৯কে কমুইয়ের খোঁচা মারে। ৫০৯ আরও এক পা সামনের দিকে এগিয়ে যায়. 'আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি ?'

'আমার সঙ্গে ? আশ্চর্য !'

হাণ্ডকে দরজার দিকে এগোয়। ৫০৯ তাকে অনুসরণ করে, 'আমার কাছে কিছু টাকা আছে।'

'টাকা ? তো ?' পেছনে না তাকিয়ে হাণ্ডকে সোজা হাঁটতে থাকে, 'কতো

'বিশ মার্ক।' ৫০৯ চল্লিশ বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু ভেতর থেকে জেগে ওঠা এক আশ্চর্য প্রতিরোধ-শক্তি ওকে তা বলতে দিলো না।

'বিশ মার্ক আর দুই ফেনিগ ! কেটে পড়ো, বাপধন !'

হাণ্ডকে চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। ৫০৯ কোনোক্রমে গিয়ে তাকে ধরে, 'কিছু না মেলার চাইতে বিশ মার্ক কিন্তু অনেক ভালো !'

'ধুস্ !'

এখন আর চল্লিশের প্রস্তাব জানানো অর্থহীন। ৫০৯ বুঝতে পারে, সে এমন

একটা ভুল করে ফেলেছে যা আর কোনো দিনই শুধরে নেওয়া যাবে না। একটু আগের প্রতিরোধটুকু হারিয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। দ্রুত সে বলে ওঠে, 'আমার আরও কিছু টাকা আছে।'

'অ্যাঁ?' হাওকে স্থাণু হয়ে দাঁড়ায়, 'পুঁজিপতি! তুই তো পুঁজিপতি শয়তান রে! কতো আছে, শুনি?'

'পাঁচ হাজার স্যুইস ফ্রাঁ।'

'কি?'

'পাঁচ হাজার স্যুইস ফ্রাঁ।...জুরিখের একটা ব্যাঙ্কে নিরাপদে রয়েছে।'

হাওকে হেসে ওঠে, 'হতচ্ছাড়া ভিখিরি! তুই কি আশা করিস তোর এসব গপ্পো আমি বিশ্বাস করবো?'

'চিরদিন আমি এমন হতচ্ছাড়া ভিখিরি ছিলাম না।...অর্ধেক টাকা আমি আপনার নামে লিখে দেবো। দু হাজার পাঁচশো স্যুইস ফ্রাঁ।' হাওকের ভাবলেশহীন কঠোর মুখখানার দিকে তাকায় ৫০৯, 'যুদ্ধ শীগগিরি শেষ হয়ে যাবে। যুদ্ধে হেরে যাবার পর স্যুইৎজারল্যাণ্ডে রাখা টাকা খুব কাজে আসবে।'

'তাহলে তুই এখন থেকেই এসমস্ত কথা ভাবতে শুরু করেছিস?' হাওকে নিচু গলায় বলতে থাকে, 'নিখুঁতভাবে সমস্ত পরিকল্পনা করা শেষ, তাই না? কিন্তু তুই তো যেচে এসে এক চমৎকার ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেললি! বিদেশে অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা! এবারে তো রাজনৈতিক বিভাগ তোকে নিয়ে পড়বে!'

'আড়াই হাজার স্যুইস ফ্রাঁ। পাওয়া আর না পাওয়া কিন্তু এক কথা নয়...'

'চুলোয় যা তুই!' সহসা চিৎকার করে উঠে হাওকে এক ধাক্কায় ৫০৯কে ছিটকে ফেললো।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো ৫০৯। ব্যার্গার এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে উধাও হয়ে গেছে হাওকে। ৫০৯ জানে, এখন আর তার পেছনে ছুটে লাভ নেই।

'কি হলো?' জিগেস করলো ব্যার্গার।

'নিলো না।' ব্যার্গার কোনো জবাব না দিয়ে ৫০৯-এর দিকে তাকিয়ে রইলো। ৫০৯ দেখলো, ব্যার্গারের হাতে একটা লাঠি। 'নিশ্চয়ই আমি কোনো ভুল করেছি। জানি না কি করেছি।'

'তোমার ওপরে ওর এতো রাগ কিসের?'

'ও কোনো দিনই আমাকে সহ্য করতে পারে না আমি ওকে সুইৎজারল্যাণ্ডে রাখা টাকা দেবারও প্রস্তাব করেছিলাম। ফ্রাঁ। আড়াই হাজার। ও তা-ও চায় না।'

ওরা ছাউনিতে ফিরে এলো। কাউকে কিছু বলতে হলো না। ততোক্ষণে সবাই সব কিছু বুঝে নিয়েছে। প্রত্যেকে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ এতোটুকু নড়েনি। অথচ এরই মধ্যে ৫০৯কে ঘিরে যেন খানিকটা শূন্যস্থান গড়ে উঠেছে, যেন এক অদৃশ্য অনতিক্রম্য বৃত্তরেখা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ৫০৯-কে। মৃত্যুর নির্জনতা।

'চুলোয় যাক!' বললো রোজেন।

৫০৯ তার দিকে তাকালো। আজ সকালেই সে রোজেনকে বাঁচিয়েছে। অথচ এরই মধ্যে সে নিজে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখান থেকে আর হাত বাড়ানো চলে না। 'ঘড়িটা আমাকে দাও,' লেবেনথালকে বললো সে।

'ভেতরে চলো,' ব্যার্গার বললো। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হবে।'

'না। এখন অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ঘড়িটা দাও। আর আমাকে একটু একা থাকতে দাও—'

৫০৯ একা একা বসে থাকে। অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা দুটো সবজেটে আভা ছড়ায়। আর তিরিশ মিনিট—অফিসের দপ্তরে যেতে দশ মিনিট, সব কিছু জানিয়ে নির্দেশ বের করতে দশ মিনিট আর ফিরে আসতে দশ মিনিট। বড়ো কাঁটাটার আধখানা বৃত্ত—এখন ওইটুকুই আর জীবনের মেয়াদ।

হঠাৎ ৫০৯ ভাবে, মেয়াদটা হয়তো বা বাড়তেও পারে। হাণ্ডকে যদি সুইস্ ব্যাঙ্কের কথাটা জানায়, তাহলে রাজনৈতিক বিভাগ এসে এতে মাথা গলাবে। ওরা তার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে নেবার চেষ্টা করবে এবং যতোদিন পর্যন্ত সেটা পারবে না, ততোদিন ওকে বাঁচিয়ে রাখবে। অতএব এখনও একটু আশা আছে। তবে হাণ্ডকে কথাটা ওদের জানাবে কি না, সে বিষয়ে ৫০৯ নিশ্চিত নয়। হয়তো সে শুধু জানাবে, ওয়েবের ৫০৯-এর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বুশের নিঃশব্দে কাছে এসে হাজির হয়। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলে, 'এখনও আমাদের কাছে একটা সিগারেট রয়েছে। ব্যার্গার তোমাকে ভেতরে এসে সিগারেটটা খেতে বলেছে।'

৫০৯ মাথা নাড়ে। সিগারেট। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের শেষ সিগারেট।

একটা সিগারেট শেষ হতে কতোক্ষণ সময় লাগে? পাঁচ মিনিট? ধীরে সুস্থে টানলে দশ মিনিট? হঠাৎ তামাকের তৃষ্ণায় তার মুখের ভেতরটা শুকনো হয়ে ওঠে। কিন্তু সে সিগারেট খেতে চায় না। সিগারেট টানলে সে স্বীকার করে নেবে যে সে ভয় পেয়েছে।

'যাও!' চাপা গলায় ফুঁসে ওঠে ৫০৯, 'তোমাদের ওই নোংরা সিগারেট নিয়ে চলে যাও এখান থেকে!'

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। ৫০৯ আকাশের দিকে তাকায়। গুমোট রাত। এ রাত মূল আর মুকুলের। বসন্ত। আশার প্রথম বসন্ত। বেপরোয়া আশা··· আশা নয় আশার ছায়া মাত্র। যেন মৃত বছরগুলো থেকে জেগে ওঠা এক আশ্চর্য ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। অথচ তারই কি প্রচণ্ড শক্তি! ৫০৯-এর ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, যুদ্ধে হারার কথাটা হাণ্ডকেকে বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। বড্ড দেরী। আকাশটা এখন আরও অন্ধকার আরও ধূলিধূসরিত হয়ে উঠেছে। যেন আতঙ্কে ভরা একটা সীমাহীন ঢাকনা নেমে আসছে আকাশের ওপরে। ৫০৯-এর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তার ইচ্ছে করে গুঁড়ি মেরে সরে পড়তে···পৃথিবীর গভীরে মুখ গুঁজে রেখে মাথাটা বাঁচাতে···হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে এনে সেটা লুকিয়ে রাখতে—যাতে সেটা স্পন্দিত হতে পারে।

পনেরো মিনিট। পেছন থেকে একটা একঘেয়ে গুঞ্জন ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই আহাসফের। আহাসফের প্রার্থনার মন্ত্র আবৃত্তি করছে। ওই প্রার্থনা ৫০৯ বহুবার শুনেছে। মৃতের জন্য প্রার্থনা। কাদ্দিশ। আহাসফের এখনই তার জন্যে কাদ্দিশ বলতে শুরু করেছে। পেছনে ফিরে সে বলে, 'আমি এখনও মরিনি, বুড়ো। তোমার প্রার্থনা থামাও···'

'ও প্রার্থনা করছে না,' কে একজন জবাব দেয়। বুশের।

গুঞ্জন থেমে যায়। ধীরে, অতি ধীরে ৫০৯ নিজের হাতটা তুলে ধরে। মুঠো খোলার আগে বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে—যেন তার মুঠোয় একটা হীরে রয়েছে, মুঠো খুললেই সেটা এক টুকরো অঙ্গার হয়ে যেতে পারে। তারপর তাকায় ঘড়ির পাণ্ডুর রেখা দুটোর দিকে।

পঁয়ত্রিশ মিনিট। পঁয়ত্রিশ! সে যা ভেবেছিলো তার চাইতে পাঁচ মিনিট বেশি। ভয়ঙ্কর মূল্যবান আর গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটা মিনিট। তবে কিনা খবর জানাতে পাঁচটা মিনিট বেশি লাগতেই পারে, অথবা হাণ্ডকে হয়তো ইচ্ছে করেই বেশি সময় নিচ্ছে।

আরও সাত মিনিট। ৫০৯ নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে। এখনও কিছু শোনা

যাচ্ছে না। পায়ের শব্দ না, চিৎকৃত হুকুমও না। আকাশটা এখন ফের দূরে সরে গেছে। কালো মেঘের তেমন ঘনঘটাও নেই। মেঘ ছিঁড়ে বাতাস বইছে ঝিরঝির করে।

বিশ. মিনিট। তিরিশ! কে যেন পেছনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ঝলমলে আকাশ। অনেক দূরে। বাঁ হাতের দুর্বল মুঠি থেকে ঘড়িটা খসে পড়লো। ব্যার্গার তুলে নিলো সেটা, 'এক ঘণ্টা দশ মিনিট। আজ আর কিছু হবে না। হয়তো কোনোদিনই হবে না।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো রোজেন।

৫০৯ মুখ ঘুরিয়ে তাকালো, 'লিও, ওই মেয়ে দুটো আজ আসবে না?'

'তুমি এখন ওই কথা ভাবছো?' লেবেনথাল অবাক হলো।

'হ্যাঁ। এখন আমার হাতে টাকা আছে। হাণ্ডকেকে শুধু বিশ মার্ক দেবার কথা বলেছিলাম।'

'মাত্র বিশ মার্ক?'

'হ্যাঁ, বিশ আর চল্লিশ একই কথা। নেবার ইচ্ছে থাকলে ও বিশই নিতো।'

'যদি আগামী কাল সে এসে হাজির হয়?'

'এলে বিশ মার্ক পাবে। আর সে যদি ওপর মহলের কানে কথাটা তোলে তাহলে এস. এস.রা আসবে। তখন টাকা-পয়সা আমার আদৌ কোনো কাজে লাগবে না।'

'হাণ্ডকে তোমার নামে কিছু লাগায় নি।' রোজেন বললো, 'নিশ্চয়ই না। টাকাটা সে নিতে আসবে।'

লেবেনথাল নিজেকে সামলে নিলো, 'তোমার টাকা তুমি রেখে দাও। আজ রাতের মতো আমার হাতে যথেষ্ট টাকা আছে।'

৫০৯ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। বসে ছাকতে থাকতে তার মনে হচ্ছিলো সে আর কোনো দিনও উঠে দাঁড়াতে পারবে না, তার হাড়গুলো সব জিলেটিন হয়ে গেছে। হাত-পা নেড়ে এগুতে লাগল সে। ব্যার্গার অনুসরণ করছে তাকে। খানিকক্ষণ নীরবতার পর ৫০৯ বললো, 'আচ্ছা এব্রাইম, তোমার কি মনে হয় আমরা কোনদিনও আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাবো?'

'জানি না। কিন্তু তা নিয়ে আমার তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। এই মুহূর্তে আমাদের শুধু আগামী কালের কথা চিন্তা করতে হবে। আগামী কাল আর হাণ্ডকে।'

'ঠিক সেটাই আমি চিন্তা করতে চাইনে।'

দাহন-চুল্লির দিকে যেতে যেতে ব্যার্গার দেখলো, ছজন মানুষের একটা দল তার পাশাপাশি চলেছে। ওদের মধ্যে একজনকে সে চিনতো। লোকটা এক সময় আইনজীবী ছিলো, নাম মোজে। ১৯৩২ সালে দুজন নাৎসির বিরুদ্ধে একটা খুনের মামলায় সে আবেদনকারীর পক্ষ সমর্থন করেছিলো। বিচারে নাৎসিরা খালাস হয়ে যায় এবং ক্ষমতা দখলের ঠিক পরেই মোজেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বন্দী-শিবিরে। ছোটো শিবিরে আসার পর থেকে ব্যার্গার আর ওকে দেখতে পায়নি। ওর চশমায় মাত্র একটা কাচ রয়েছে বলেই এখন ব্যার্গার ওকে চিনতে পারলো। দুটো কাচের কোনো প্রয়োজন নেই মোজের, কারণ ওর চোখ মোটে একটা। ১৯৩৩ সালে বিচারের ফলস্বরূপ ওর অন্য চোখটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

মোজে সারির বাইরের দিকে ছিলো। ব্যার্গার ঠোঁট না নেড়ে তাকে জিগেস করলো, 'কোথায়?'

'চুল্লিতে। কাজে।'

দলটা মিছিল করে চলে গেলো। ব্যার্গারের মনে হলো, ওদের মধ্যে আরও একজনকে সে চেনে। ব্রেদে—সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের একজন সচিব। এতোক্ষণে তার আরও মনে হলো, ওরা ছজনই রাজনৈতিক বন্দী। সাধারণ অপরাধীদের প্রতীক চিহ্ন সবুজ ত্রিভুজধারী একটা কাপো নিজের মনে শিস্ দিতে দিতে ওদের অনুসরণ করেছিলো। সুরটা শুনে ব্যার্গারের মনে পড়লো, ওটা একটা পুরনো অপেরার জনপ্রিয় গান। সঙ্গে সঙ্গে গানের বাণীগুলোও তার মনে পড়ে গেলো : 'বিদায়, ছোট্ট ঝুমকি পরী/বিদায় নিলাম এবার/দেখা হবে আবার'। বিরক্ত হলো ব্যার্গার। মাউথ-অর্গানের ওই সুর, এমন কি ওই বোকাটে পদগুলো কেন আজও মনে রয়ে গেছে? এর চাইতে কতো গুরুত্বপূর্ণ কথাই তো সে ভুলে গেছে কতোদিন আগে!

ভোরের তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ধীরে-সুস্থে হাঁটতে থাকে ব্যার্গার। শ্রমিক-শিবিরের ভেতর দিয়ে এভাবে হেঁটে যাওয়াটা প্রতিবারই তার কাছে প্রায় পার্কে ভ্রমণের সামিল বলে মনে হয়। দাহন-চুল্লিকে ঘিরে রাখা দেয়ালটার কাছে পৌছতে আরও পাঁচ মিনিট। তার মানে ভোরের বাতাসে আরও পাঁচটা মিনিট।

ব্যার্গার লক্ষ্য করলো, ছজনের দলটা ফটক পেরিয়ে ভেতরে উধাও হয়ে গেলো। নতুন একটা দলকে চুল্লিতে কাজ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, এটা

কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হলো তার। কয়েদীদের যে বিশেষ দলটা চুল্লিতে কাজ করে তারা একই আস্তানায় থাকে, ভালো খাওয়া-দাওয়া পায় এবং নানা রকম সুযোগ-সুবিধেও ভোগ করে। কিন্তু তার বিনিময়ে সাধারণত সামান্য কয়েক মাস বাদেই তাদের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে গ্যাস প্রয়োগের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাইরের কাউকে ওদের সঙ্গে কাজ করতে বলার দৃষ্টান্ত খুবই কম। এদিক দিয়ে ব্যার্গার প্রায় একা। কাজে সাহায্য করার জন্যে তাকে প্রথমে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে চুল্লিতে পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু পূর্বসূরীর মৃত্যুর পরে তাকে ফের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। সে ভালো খাবার পায় না বা চুল্লির কর্মীদের সঙ্গে এক আস্তানাতেও থাকে না। তাই সে আশা রাখে, দু-তিন মাস বাদে অন্য কর্মীদের সঙ্গে তাকে গ্যাস-কুঠরিতে পাঠানো হবে না। কিন্তু এটা স্রেফ আশা মাত্র।

ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে ব্যার্গার দেখতে পায় অঙ্গনের যেখানটাতে ওরা ছজন সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে, ফাঁসির মঞ্চটা সেখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। ওরা মঞ্চটার দিকে না তাকাবার চেষ্টা করছে। মোজের মুখটা বদলে গেছে। কাচের ওধার থেকে তার একমাত্র চোখটা উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ব্যার্গারের দিকে। ব্রেদে মাথা নিচু করে রেখেছে। ওদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মোজে ফিসফিসিয়ে যেন কি বললো, ব্যার্গার ঠিক বুঝতে পারলো না। একটু দাঁড়িয়ে কথাটা শোনার ঝুঁকিও সে নিতে পারলো না, কারণ কাপোটা তাকে লক্ষ্য করছে।···

বাইরের দিক থেকে একটা শান বাঁধানো ঢালু শুঁড়িপথ চুল্লির ভূগর্ভস্থ ঘরে নেমে গেছে। উঠোনে ডাঁই করে রাখা লাশগুলোকে ওই পথ দিয়ে গড়িয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। লাশগুলো যদি নগ্ন না থাকে তাহলে সেখানে ওদের পোশাক ছাড়িয়ে, নাম নথিভুক্ত করে, খুঁজে-পেতে দেখা হয় ওদের শরীরে কোথাও সোনা আছে কি না। ওই পাতালঘরেই ব্যার্গারের কাজ। ওখানে সে ডেথ সার্টিফিকেট লেখে আর লাশগুলোর মুখের ভেতর থেকে সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলো টেনে টেনে তোলে।

পাতালঘরের যে কাপো কাজের তদারকি করে, তার নাম দ্রেয়ার। কয়েক মিনিট বাদেই ঘরে ঢুকে সে কাজ শুরু করার হুকুম দিয়ে ছোট্ট টেবিলটার কাছে গিয়ে বসলো। ব্যার্গার বাদে চুল্লির নিয়মিত চারজন কর্মীও কাজে হাজির। ওরা শুঁড়িপথটার কাছে গিয়ে জায়গামতো দাঁড়াতেই প্রথম লাশটা একটা প্রকাণ্ড ছারপোকার মতো ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে এলো। কর্মীরা

চারজনে মিলে তাকে টানতে টানতে ঘরের মাঝখানে এনে রাখলো। লাশটা ইতিমধ্যে শক্ত হয়ে উঠেছে। ত্রস্ত হাতে লোকটার পোশাক ছাড়িয়ে নিলো ওরা। পোশাকে সাঁটা নম্বরটা টুকে নিয়ে কাপো প্রশ্ন করলো, 'আংটি আছে?'

'না, নেই।'

'দাঁত?'

লোকটার আধ-খোলা মুখে রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা শুকিয়ে রয়েছে। টর্চের আলোটা ভেতরে ফেলে ব্যার্গার জবাব দিলো, 'ডানদিকের একটা দাঁত সোনায় ভরাট করা।'

'ঠিক আছে, ওটা তোল।'

সাঁড়াশি হাতে নিয়ে ব্যার্গার লাশটার মাথার কাছে হাঁটু মুড়ে বসলো। অন্য একজন লাশটার মাথা শক্ত করে ধরে রইলো। ওদিকে অন্যেরা ততোক্ষণে পরবর্তী লাশটার পোশাক খুলতে শুরু করেছে। শুকনো কাঠের মতো শব্দ তুলে একটার ওপরে আর একটা লাশ এসে পড়ছে শুঁড়িপথ দিয়ে। একটা লাশের পা দুটো নিচের দিকে থাকায় সে খানিকক্ষণ সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো। লোকটার চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা, মুখটা যন্ত্রণায় কোঁচকানো, হাত দুটো অর্ধেক মুঠিবদ্ধ, শিকলিতে বাঁধা একটা পদক ঝুলে রয়েছে তার বুক-খোলা জামার ভেতরে। ইতিমধ্যে আরও কিছু লাশ সশব্দে তার ওপরে এসে পড়লো। ওগুলোর মধ্যে লম্বা চুলওলা একটি মহিলার লাশও রয়েছে। ওটা নিশ্চয়ই বিনিময়-শিবির থেকে এসেছে। মাথাটা নিচের দিকে থাকায় মহিলার চুলগুলো দাঁড়িয়ে থাকা লাশটার মুখে ছড়িয়ে পড়লো। শেষ প্রান্তে যেন কাঁধের ওপরে এতোগুলো মৃতের বোঝায় ক্লান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে থাকা লাশটা পিছল খেয়ে পড়ে গেলো—মহিলাটি এসে পড়লো তার ওপরে। দৃশ্যটা দেখে ব্রেয়ার মৃদু হেসে ওপরের ঠোঁটটা একবার চেটে নিলো।

হঠাৎ একজন কয়েদী বলে উঠলো, 'সাবধান!' সঙ্গে সঙ্গে ওরা পাঁচজন সটান হয়ে দাঁড়ালো। এস. এস. স্কোয়াড-লিডার শুলতে ভেতরে ঢুকে লাশের গাদাটা লক্ষ্য করে বললো, 'বাইরে থেকে আটজন লোক ভেতরে লাশ ফেলছে। ওখান থেকে চারজনকে এখানে নিয়ে আয়—'

সঙ্গে সঙ্গে একজন কয়েদী হুকুম তামিল করতে ছুটলো। ব্যার্গার এবারে একটা লাশের আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিলো। এ কাজটা সাধারণত সহজেই সেরে ফেলা যায়, কারণ আঙুলগুলো শুকিয়ে সরু হয়ে যায়। আংটিটা সে দু নম্বর বাক্সটাতে রাখলো। প্রথম বাক্সটাতে থাকে সোনা বাঁধানো দাঁত।

ব্রেমার আংটিটা নথিভুক্ত করলো। হাই তুললো শ্যলতে।

নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহগুলোকে ময়নাতদন্ত করে মৃত্যুর কারণ নথিভুক্ত করার কথা। কিন্তু সে দিকে কেউই নজর দেয় না। শিবিরের ডাক্তার এ ঘরে খুব কমই আসেন, এলেও লাশগুলোর দিকে ফিরে তাকান না। এবং অনিবার্য ভাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মৃতুর কারণ সম্পর্কে লেখা হয়ঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু। ওয়েস্টহফও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গিয়েছিলো।

উলঙ্গ লাশগুলোকে একটা খাঁচার কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা হলো। প্রয়োজন অনুসারে ওপরের চুল্লিঘর থেকে দুজন কয়েদী লাশসুদ্ধ খাঁচাটাকে ওপরে টেনে নেবে।

শ্যলতের হুকুম মতো যে লোকটা বাইরে গিয়েছিলো, সে চারজন কয়েদীকে নিয়ে ফিরে এলো। মোজে আর ব্রেদেও রয়েছে ওদের মধ্যে। 'ওদিকে যা!' শ্যলতে বললো, 'লাশগুলোর পোশাক ছাড়া। শিবিরের পোশাক, অসামরিক পোশাক আর জুতো—সব আলাদা আলাদা জায়গায় রাখবি।'

শ্যলতের বয়েস তেইশ, মাথায় বাদামী চুল, চোখ দুটো ধূসর, তীক্ষ্ণ চেহারা। ক্ষমতা দখলের আগেও সে হিটলারের যুব দলের সদস্য ছিলো এবং সেখানেই সে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। জাতিতত্ত্ব এবং দলের মতবাদ তার কাছে বাইবেলের মতো পবিত্র। সে একজন সুসন্তান, কিন্তু দলের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করলে সে নিজের বাবাকেও ছেড়ে দিতে রাজী নয়। দলের নীতি তার কাছে অভ্রান্ত, দল ছাড়া অন্য কিছু সে জানে না। শিবিরের আবাসিকরা দল এবং রাষ্ট্রের শত্রু, তাই তারা করুণা এবং মানবিকতার আওতার বাইরে। ওরা জানোয়ারের চাইতেও অধম। ওদের খুন করা কীটমূষিককে খুন করার সামিল। শ্যলতের বিবেক একেবারে শান্ত, সে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। সীমান্তে যেতে না পারাটা তার একমাত্র দুঃখের কারণ। হৃৎপিণ্ডের অসুখের জন্যে তাকে শিবিরে পড়ে থাকতে হচ্ছে। সে বন্ধুদের আস্থাভাজন, গান ও কবিতা ভালোবাসে এবং মনে করে, কয়েদীদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে দৈহিক অত্যাচারের অবশ্যই প্রয়োজন আছে—কারণ দলের শত্রুরা সকলেই মিথ্যেবাদী। নিজে হুকুম দিয়ে সে জীবনে এ যাবৎ ছজনের প্রাণ নাশ করেছে—সঙ্গীদের নাম আদায়ের জন্যে এদের মধ্যে দুজনকে তিলে তিলে খুন করতে হয়েছে—কিন্তু পরে মুহূর্তের জন্যেও ওই নিয়ে সে কিছু চিন্তা করেনি। কোনো এক জিলা-উকিলের মেয়েকে সে ভালোবাসে, তার কাছে সুন্দর সুন্দর রোম্যান্টিক চিঠিও লেখে। অবসর সময়ে শ্যলতে গান গাইতে ভালোবাসে। তার গলাটি ভারি মনোরম।

শেষ নগ্ন লাশগুলোকে খাঁচাটার কাছে জড়ো করে রাখা হয়েছে। মোজে আর ব্রেদে লাশগুলোকে ওখানে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছে। মোজের মুখটা এখন উদ্বেগহীন। সে ব্যার্গারের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসলো। সে ভেবেছিলো ফাঁসিকাঠেই তার সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু এখন সে নিরাপদ। সে হুকুম মতো কাজ করেছে এবং নিজের সদিচ্ছা দেখাবার জন্যে দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ সেরেছে।

দরজা খুলে ওয়েবের ঘরে এসে ঢুকলো। কয়েদীরা সটান হয়ে দাঁড়ালো। চকচকে জুতো নিয়ে টেবিলে উঠে ওয়েবের সাবধানে সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে নিলো। তারপর শ্যুলতের দিকে তাকিয়ে জিগেস করলো, 'কাজ শেষ?'

'হ্যাঁ, হের স্টর্ম-লিডার। এইমাত্র শেষ হলো।'

'বেশ। বাইরে থেকে যে চারজন ভেতরে এসেছিলো তারা কোথায়?'

ওরা চারজন সামনে এসে দাঁড়ালো।

ফের দরজাটা খুলে এস. এস. স্কোয়াড-লিডার গুয়েনথের স্টাইনব্রেনার ঘরে এসে ঢুকলো। তার সঙ্গে ছজনের দলটার বাকি দুজন।

'তোরা দুজন ওখানে—ওই চারজনের কাছে গিয়ে দাঁড়া।' ওয়েবের বললো, 'বাদ বাকি সবাই বেরিয়ে যা ঘর থেকে। সোজা ওপর তলায় যাবি!'

চুল্লির নিয়মিত কর্মীরা দ্রুত ঘর থেকে উধাও হয়ে গেলো। ব্যার্গারও অনুসরণ করলো তাদের। অবশিষ্ট ছজনের দিকে তাকিয়ে ওয়েবের বললো, 'উঁহু, ওখানে নয়—ওই আঙটাগুলোর নিচে গিয়ে দাঁড়া!'

শুঁড়িপথের বিপরীত দিকের দেয়ালে চারটে শক্তপোক্ত আঙটা লাগানো। নিচে দাঁড়ানো কয়েদীদের মাথা থেকে ওগুলো প্রায় দু ফুট উঁচুতে। ঘরের ডান কোণে একটা তে-পায়া টুল। তার পাশেই একটা সিন্দুকের মধ্যে কয়েক গাছা দড়ি—দড়িগুলোর একপ্রান্তে ফাঁস বাঁধা।

বাঁ পায়ের জুতো দিয়ে ঠোক্কর মেরে টুলটাকে প্রথম কয়েদীটার দিকে এগিয়ে দিলো ওয়েবের, 'এটার ওপরে উঠে দাঁড়া।'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে টুলে উঠে দাঁড়ালো।

'গুয়েনথের, এবারে তাহলে খেলাটা শুরু করা যায়।' সিন্দুকটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে স্টাইনব্রেনারের দিকে ফিরে তাকালো ওয়েবের, 'দেখি, তুমি কেমন খেলতে পারো!'

দুটো লাশকে লোহার স্ট্রেচারে তোলার কাজে সাহায্য করার ভান

করছিলো ব্যার্গার। স্ট্রেচারের একটা লাশ একটি মহিলার—চুলগুলো খোলা। ব্যার্গার মহিলার কাঁধটা তুলে চুলগুলো পিঠের নিচে গুঁজে দিলো, যাতে চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেবার সময় আগুনের হলকায় জলন্ত চুলগুলো উড়ে এসে তার হাত দুটো পুড়িয়ে না দেয়। একসময় শিবিরের কয়েদীদের নিয়মিতভাবে মাথা মুড়িয়ে চুলগুলো ব্যবসার জন্যে সংগ্রহ করে রাখা হতো। এখন সম্ভবত সেটা আর লাভজনক নয়, কারণ শিবিরে মহিলার সংখ্যা এখন খুবই কম।

ওরা চুল্লির পাল্লা দুটো খুলে দিতেই আগুনের লেলিহান জিভ লকলকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। লোহার স্ট্রেচারগুলোকে ওরা গড়িয়ে দিলো চুল্লির ভেতরে। একজন চিৎকার করে বললো, 'পাল্লা বন্ধ করে দাও!'

দুজন কয়েদী ভারি পাল্লা দুটোকে সজোরে ঠেলে দিলো। কিন্তু একটা পাল্লার খাঁজে ছোট্ট এক টুকরো হাড় আটকে ছিলো বলে, পাল্লাটা ফের হাট হয়ে খুলে গেলো। ব্যার্গার দেখলো, চুল্লির ভেতরে মহিলার শরীরটা বেঁকে উঠেছে—যেন উঠে দাঁড়াচ্ছে ও। মুহূর্তের জন্যে জলন্ত চুলগুলো ওর মাথাটাকে ঘিরে রাখলো যেন একটা চোখ ঝলসানো আগ্নেয় জ্যোতির্বলয়ের মতো। তারপরেই দ্বিতীয় এবং শেষবারের মতো সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো পাল্লাটা।

ওদের মধ্যে একজন কয়েদী এতোদিন শুধু লাশগুলোর পোশাক ছাড়িয়েছে। তাই দৃশ্যটা দেখে সে ভয় পেয়ে জিগেস করলো, 'ও কি বেঁচে ছিলো নাকি?'

'না, আগুনের তাপে অমন হয়।' উষ্ণ বাতাসে ব্যার্গারের গলা বুজে এলো। চোখ দুটোও যেন জলছে। 'লাশগুলো তাই নড়েচড়ে ওঠে।'

'মাঝে-মধ্যে ওরা নাচে পর্যন্ত,' চুল্লির নিয়মিত কর্মীদের মধ্যে গাট্টাগোট্টা চেহারার একটা লোক কাছ দিয়ে যেতে যেতে বললো। 'তা পাতালঘরের ভূতেরা, তোমরা এখানে কি করছো?'

'আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে।'

'কেন?' লোকটা হাসলো, 'চুল্লিতে ঢুকতে?'

'নিচের তলায় কয়েকজন নতুন লোক এসেছে,' বললো ব্যার্গার।

'কি বললে?' লোকটার হাসি বন্ধ হয়ে গেলো, 'নতুন লোক? কেন?'

'তা জানি নে। ছজন নতুন লোক।'

'হতে পারে না!' লোকটা ব্যার্গারের দিকে তাকালো, 'মাত্র দু মাস হলো আমরা এখানকার কাজে লেগেছি। এখুনি ওরা আমাদের বদলাতে পারে না। বদলাবার কোনো অধিকারই নেই ওদের! কিন্তু···কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, ওরা নিজেরাই বললো।'

'কথাটা তুমি সঠিকভাবে জানতে পারো?'

'চেষ্টা করবো,' ব্যার্গার বললো। 'তোমার কাছে এক টুকরো রুটি হবে? কিংবা অন্য কোনো খাবার? আমি তোমাকে খবরটা জানিয়ে দেবো।'

লোকটা পকেট থেকে এক টুকরো রুটি বের করে, সেটাকে দুটো অংশে ভেঙে নেয়। তারপর ছোটো অংশটা ব্যার্গারকে দিয়ে বলে, 'এই নাও। কিন্তু খবরটা আমাদের জানানো চাই-ই!'

'হ্যাঁ।' কে যেন পিঠে টোকা দেওয়ায় ব্যার্গার চকিতে পেছনে ফিরে তাকায়। সবুজ ত্রিভুজ সাঁটা সেই কাপোটা—যে মোজে, ব্রেদে এবং অন্য চারজনকে চুল্লিতে নিয়ে এসেছিলো।

'তুই কি দাঁত তুলিস?'

'হ্যাঁ।'

'তোকে নিচে যেতে হবে। আরও একটা দাঁত তোলার আছে।'

লোকটাকে ভীষণ ফ্যাকাশে বলে মনে হয় ব্যার্গারের। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রীতিমতো ঘামছে মানুষটা। যে লোকটা রুটি দিয়েছিলো, চকিতে তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে চোখ টিপে ইঙ্গিত করে ব্যার্গার। ব্যার্গারের পেছন পেছন সে দরজার কাছ অব্দি আসতেই ব্যার্গার বলে, 'সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে। নতুনরা তোমাদের রেহাই দিতে আসেনি। তারা মরেছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তা না হলে এখন আমাকে নিচে যেতে হতো না।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'রুটিটা আমাকে ফেরত দাও।'

'না,' ব্যার্গার রুটিসুদ্ধু হাতটা পকেটে গুঁজে ফেলে।

'মোটামাথা! আমি তোমাকে বড়ো টুকরোটা দিতে চেয়েছিলাম!'

রুটির টুকরোটা বদলে নিয়ে ব্যার্গার পাতালঘরে ফিরে যায়। স্টাইনব্রেনার আর ওয়েবের ততোক্ষণে ওখান থেকে চলে গেছে। শুধু গ্যলতে আর ব্রেয়ার রয়েছে। দেয়ালের চারটে আঙটা থেকে চারটে লোক ঝুলছে। তাদের মধ্যে একজন মোজে। চশমাসুদ্ধুই তাকে লটকে দেওয়া হয়েছে। ব্রেদে আর বাদ বাকি একজন পড়ে রয়েছে ঘরের মেঝেতে।

'ওটাকে নামা,' গ্যলতে শান্ত গলায় বলে, 'ওর সামনের পাটির একটা দাঁত সোনা-বাঁধানো।'

ব্রেয়ারের সাহায্যে লোকটাকে নামিয়ে, দাঁতটা তুলে নেয় ব্যার্গার। তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা লোক দুটোকে পরীক্ষা করে ছাখে, ওদের মুখেও সোনাদানা কিছু আছে কি না।

'ওদের কিছু নেই,' শ্যুলতে বলে, 'যেগুলো ঝুলছে সেগুলোকে খুঁজে ছাখ। ঝোলানো অবস্থাতেই খুঁজে দেখতে সুবিধে।'

মোজের ঝুলে পড়া জিভটা সম্পূর্ণ-খোলা মুখের ভেতরে ঠেলে সরিয়ে দেয় ব্যার্গার। চশমার পেছনে ঠিকরে ওঠা চোখটা ঠিক তার সামনাসামনি। শক্তিশালী কাচটার এধার থেকে চোখটাকে আরও বড়ো, আরও বীভৎস বলে মনে হয় তার। শূন্য চক্ষু-কোটরের পাতাটা অর্ধেক খোলা। তার ভেতর থেকে খানিকটা জলীয় পদার্থ চুঁইয়ে এসে মোজের গালটা স্যাঁতসেঁতে করে তুলেছে। ব্যার্গারের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যুলতে। নিজের ঘাড়ে লোকটার নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করে ব্যার্গার। ওর নিঃশ্বাসে পিপারমেণ্টের গন্ধ।

'কিছু নেই,' শ্যুলতে বলে। 'পরেরটাকে ছাখ।'

পরের লাশটাকে তল্লাশি করা সহজ। কারণ ওর সামনের পাটিতে কোনো দাঁতই নেই—ওগুলোকে আগেই পিটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো। শ্যুলতের নিঃশ্বাস ফের ব্যার্গারের ঘাড়ে এসে লাগে। নির্দোষ-মনে কর্তব্যরত একজন আগ্রহী নাৎসির নিঃশ্বাস, একটু আগে খুন হয়ে যাওয়া মানুষটার অভিযোগ সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ নির্বিকার। হঠাৎ ব্যার্গার অনুভব করে, ওই ছেলেমানুষের মতো নিঃশ্বাস সে আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না। লোকটা যেন পাখির বাসা হাতড়ে ডিমের সন্ধান করছে বলে মনে হয় তার।

'নাঃ, কিছু নেই,' শ্যুলতের কণ্ঠস্বরে হতাশার সুর। তালিকা আর সোনার বাক্স দুটো তুলে নিয়ে সে লাশ ছটাকে দেখিয়ে বলে, 'ওগুলোকে ওপরে তুলে দিয়ে ঘরটা ভালোমতো সাফ করে রাখ।'

সতেজ তরুণ শ্যুলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ব্যার্গার ব্রেদের পোশাক খুলতে শুরু করে। কাজটা সহজ, কারণ লাশগুলো এখনও নরম রয়েছে। ব্রেয়ার একটা সিগারেট ধরায়—সে জানে, শ্যুলতে এখন আর এখানে ফিরে আসবে না। ব্যার্গার বলে, 'উনি চশমাটার কথা ভুলে গেছেন।'

'কি?'

ব্যার্গার মোজের মুখ থেকে চশমাটা খুলে নেয়। ব্রেয়ার কাছাকাছি এসে বলে, 'কাচটা এখনও আস্ত রয়েছে। কিন্তু একটা কাচ আর কোন কাজে লাগবে? বড়ো জোর বাচ্চাদের খেলনা হতে পারে।'

'ফ্রেমটা ভালো।'

গ্রেয়ার সামনের দিকে আরও ঝুঁকে দাঁড়ায়, 'নিকেল—সস্তা নিকেল।'

'না, সাদা সোনা।'

'কি?'

'সাদা সোনা।'

'সাদা সোনা?' কাপো চশমাটা নিজের হাতে তুলে নেয়, 'ঠিক বলছিস?'

'আলবৎ। ফ্রেমটা নোংরা হয়ে রয়েছে। সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলে নিজেই বুঝতে পারবেন।'

চশমাটা হাতের চেটোয় রেখে ওজন পরখ করে গ্রেয়ার, 'তাহলে তো দাম আছে!'

'হ্যা।'

'লিস্টিতে লিখে নিতে হবে।'

'স্কোয়াড লিডার শ্যলতে লিস্টগুলো নিয়ে গেছেন।'

'তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। ওঁর পেছন পেছন গেলেই হয়।'

'উনি চশমাটা লক্ষ্য করেননি। কিংবা হয়তো ভেবেছেন ওটার কোনো দাম নেই। হয়তো সত্যিই নেই—হয়তো আমারই ভুল—হয়তো ওটা সত্যিই নিকেলের।'

গ্রেয়ার চোখ তুলে তাকায়। ব্যার্গার ফের বলে, 'ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াও যেতো—ওই অকাজের আবর্জনাগুলোর সঙ্গে। ভারি তো নিকেলের একটা ভাঙা চশমা!'

গ্রেয়ার চশমাটা টেবিলে নামিয়ে রাখে, 'আগে জায়গাটা খালি কর।'

'একা পেরে উঠবো না। লাশগুলো বড্ড ভারি।'

'তাহলে ওপর তলা থেকে কয়েকজনকে নিয়ে আয়।'

ব্যার্গার ওপর তলা থেকে দুজন কয়েদীকে নিয়ে ফিরে আসে। মোজের লাশটা মেঝেতে নামিয়ে গলা থেকে ফাঁসটা খুলে দিতেই ওর ফুসফুসে জমে থাকা একমুঠো বাতাস সশব্দে খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আঙটাগুলো দেয়ালের এমন উচ্চতায় লাগানো হয়েছে যাতে ঝুলন্ত মানুষগুলোর পা মেঝে ছুঁতে না পারে। এভাবে মরতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। সাধারণভাবে ফাঁসিতে লটকালে মানুষ ঘাড় মটকে মারা যায়। কিন্তু রাইথ রাজত্ব সে রীতি বদলে দিয়েছে। এখন এমন বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে মানুষ দম আটকে একটু একটু করে মরে। ওদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র খুন করা নয়, ওদের উদ্দেশ্য মানুষকে যন্ত্রণা

দিয়ে, কষ্ট দিয়ে, তিলে তিলে মারা।

নগ্ন দেহে মেঝেতে পড়ে রয়েছে মোজে। ওর পায়ের নখগুলো ভেঙে গেছে। তাতে চুনের গুঁড়ো। নিঃশ্বাস নেবার আপ্রাণ প্রয়াসে ও পায়ের আঙুল দিয়ে দেয়ালটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছিলো। ওর আগে আরও হাজারো মানুষ ওইভাবে দেয়ালে অজস্র আঁচড় কেটে গেছে।

মোজের পোশাক আর জুতোজোড়া আলাদা আলাদা স্তূপে রেখে দেয় ব্যার্গার। তারপর ফিরে তাকায় ড্রেয়ারের টেবিলের দিকে। চশমাটা ওখানে নেই। লাশগুলোর পকেট থেকে বের করে রাখা টুকরো কাগজ আর নোংরা চিঠিপত্রের ছোটো স্তূপটাতেও নেই। ড্রেয়ার টেবিলের কাছে কি একটা কাজে ব্যস্ত। সে কিন্তু চোখ তুলে তাকায়নি।

'ওটা কি ?' জিগেস করে রুথ হল্যাণ্ড।

বুশের কান পেতে শোনে। 'একটা পাখি…গান গাইছে। নিশ্চয়ই থ্রাশ।'

'থ্রাশ ?'

'হ্যাঁ, বছরের এতো প্রথম দিকে আর কোনো পাখিই গান করে না।'

ছোটো শিবির থেকে মেয়েদের ছাউনিটাকে পৃথক করে রাখা কাঁটাতারের বেষ্টনীটার দুধারে গুটিসুটি হয়ে রয়েছে ওরা দুজনে। সূর্য অস্তাচলগামী। শহরের কাচের জানলাগুলোতে তারই রক্তিম প্রতিফলন। মনে হচ্ছে বাড়িগুলো বুঝি দাউ দাউ করে জ্বলছে। নদীর জলেও অশান্ত আকাশের ছায়া।

'কোথায় গাইছে পাখিটা ?'

'ওই তো ওখানে, যেখানে গাছগুলো রয়েছে।'

কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে রুথ ও'দিকে তাকায়—প্রান্তর, খেত, গুটি কয়েক গাছ, খড়ে ছাওয়া একটা খামার বাড়ি এবং আরও দূরে টিলার ওপরে একটা নিচু সাদা বাড়ি আর একটা বাগান। বুশের ওর দিকে তাকায়। সূর্যাস্তের আভা ওর শুকনো মুখখানিকে আরও কোমল করে তুলেছে। পকেট থেকে এক টুকরো রুটি বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দেয় বুশের, 'এই নাও, রুথ—ব্যার্গার এটা তোমাকে দিতে বলেছে।'

রুথের মুখখানা কুঁচকে ওঠে। রুটির টুকরোটা পড়েই থাকে ওর পাশে। খানিকক্ষণ ও কোনো জবাব দেয় না। তারপর বলে, 'ওটা তোমার।'

'না। আমারটা আমি খেয়ে নিয়েছি।'

'ওটা স্রেফ কথার কথা।'

'না, আমি দিব্যি করে বলছি তা নয়।' বুশের লক্ষ্য করে, রুথের আঙুলগুলো এবারে ব্যগ্র আগ্রহে রুটিটাকে আঁকড়ে ধরে। 'আস্তে আস্তে খাও, তাহলে ওটা আরও কাজে লাগবে।'

ঘাড় নেড়ে রুটিটা চিবোতে থাকে রুথ, 'আমাকে আস্তে আস্তেই খেতে হবে। সবে আবার একটা দাঁত পড়েছে। ব্যথা হয় না, স্রেফ পড়ে যায়। এই নিয়ে মোট ছটা হলো।'

'ব্যথা না হলে ওতে কিছু এসে যায় না।'

'কদিন বাদে আমার আর একটাও দাঁত থাকবে না।'

'তখন নকল দাঁত লাগিয়ে নেবে।'

'আমি তা চাই নে।'

'কেন ? কতো লোকেরই তো নকল দাঁত রয়েছে ! ওতে সত্যিই কিছু এসে যায় না, রুথ।'

'ওরা আমাকে নকল দাঁত দেবে না।'

'এখানে নয়। কিন্তু পরে তুমি বানিয়ে নিতে পারবে। লেবেনথালের এক পাটি দাঁত নকল। ওটা সে বিশ বছর ধরে ব্যবহার করছে। সে বলেছে, আজকাল নাকি এমন জিনিস বেরিয়েছে যা দেখে কেউ নকল বলে বুঝতেই পারবে না— আসলের চাইতেও সুন্দর।'

রুথ ম্লান চোখ দুটি মেলে বুশেরের দিকে তাকায়, 'জোসেফ, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো আমরা কোনোদিন এখান থেকে বেরুবো ?'

'অবশ্যই ! ৫০৯-ও তা বিশ্বাস করে। এখন সকলেই করে।'

'কিন্তু তারপর ?'

'তারপর...' বুশের এখনও অতোদূর অব্দি ভেবে দেখেনি। তবু বলে, 'তারপর আমরা মুক্ত হবো,' কিন্তু নিজেও সঠিকভাবে পরিস্থিতিটা কল্পনা করে নিতে পারে না।

'তারপর ওরা ফের আমাদের তাড়া করবে—আগে যেমন করেছিলো। তখন ফের আমাদের পালাতে হবে, লুকোতে হবে।'

'আর ওরা তাড়া করবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ বুশেরের দিকে তাকিয়ে থাকে রুথ, 'তুমি তা বিশ্বাস করো ?'

'হ্যাঁ।'

রুথ মাথা নাড়ে, 'হয়তো কয়েকটা দিন ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে। কিন্তু তারপর ফের তাড়া করবে।'

থ্রাশটা আবার নতুন করে গাইতে শুরু করে। এবারে আরও স্পষ্ট, আরও মধুর, আরও অসহ্য বলে মনে হয় ওর গান।

'ওরা আর আমাদের তাড়া করবে না।' বুশের বলতে থাকে, 'আমরা মিলিত হবো। কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়ে ফেলা হবে, আমরা শিবির থেকে বেরিয়ে পড়বো। হাঁটবো ওই পথটা ধরে। তখন কেউ আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়বে না। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে আমরা ওই সাদা বাড়িটার মতো একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকবো, কুর্সিতে বসবো।'

'কুর্সি...'

'হ্যাঁ, সত্যিকারের কুর্সি। আর থাকবে একটা টেবিল, চীনেমাটির বাসন আর তাপচুল্লি।'

'তারপর সেখান থেকে আমাদের খেদিয়ে বের করে দেওয়া হবে।'

'কেউ আমাদের তাড়াবে না। সেখানে বিছানা থাকবে। বিছানায় থাকবে কম্বল আর পরিষ্কার চাদর। আর থাকবে রুটি, দুধ আর মাংস।' বুশের লক্ষ্য করে, রুথের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠছে। অসহায় কণ্ঠে সে বলে, 'এসব তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, রুথ!'

রুথ ফুঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু ওর চোখে এক বিন্দুও অশ্রু ফোটে না। 'এসব কথা বিশ্বাস করা যে বড্ড শক্ত, জোসেফ!'

'বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে। লিউইনস্কি আরও অনেক খবর এনেছে। অ্যামেরিকান আর ব্রিটিশরা রাইন পেরিয়ে অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে। তারা আসছে। তারা আমাদের মুক্ত করে দেবে। শীগগিরি!'

আচমকা সন্ধ্যার আলোটা বদলে যায়। সূর্য এতোক্ষণে পর্বত-রেখায় পৌঁছে গেছে। শহরটা নেমে গেছে নীল অন্ধকারে। জানলাগুলো অস্পষ্ট। নদীর বক্ষ নিথর। নিস্পন্দ হয়ে গেছে বিশ্বপ্রকৃতি। থ্রাশটাও এখন আর গাইছে না। মেঘগুলো মুক্তো-গর্ভা-ঝিনুকের খেয়া হয়ে ভেসে চলেছে সন্ধ্যার আরক্ত ফটকের আড়ালে। সূর্যাস্তের শেষ আভা ছড়িয়ে পড়েছে টিলার ওপরের ছোট্ট সাদা বাড়িটায়। সমস্ত কিছুই যখন অস্পষ্টতায় বিধুর, তখন একমাত্র ওই বাড়িটাই দীপ্তিময়—মনে হয় আগের চাইতে বাড়িটা যেন আরও কাছে, অথচ কতো দূরে।

একেবারে কাছাকাছি আসার পরেই পাখিটাকে দেখতে পায় ওরা। বিশাল আকাশের উঁচুতে ডানা মেলে উড়তে উড়তে আচমকা মাটির দিকে ঝাঁপ দেয় পাখিটা। মুহূর্তের জন্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর অস্পষ্ট শরীর—ছোট্ট মাথা, হলদে ঠোঁট, প্রসারিত ডানা আর সুরভরা ছোট্ট বুক। তারপরেই সামান্য একটা শব্দ,

সূর্যাস্তের পটভূমিতে বিদ্যুৎবাহী তারটায় অতি ক্ষুদ্র আর নিছক পাণ্ডুর একটা স্ফুলিঙ্গ। পরক্ষণেই পাখিটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়—শুধু ছোট্ট একটা নখর ঝুলতে থাকে নিচের তারটায় আর ডানার ছোট্ট একটা টুকরো পড়ে থাকে মাটিতে।

'জোসেফ, ওই যে থ্রাশটা—'

'না রুথ, না—' বুশের দ্রুত বলে ওঠে, 'ওটা অন্য পাখি। ওটা থ্রাশ নয়। আর থ্রাশ হলেও, ও তখন গায়নি। নিশ্চয়ই না। ওটা আমাদের থ্রাশ নয়—'

'তুই ভেবেছিস আমি তোর কথা পুরো ভুলে গেছি, তাই না?' প্রশ্ন করলো হাণ্ডকে।

'না।'

'গতকাল বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছিলো। তবে কিনা আমাদের হাতে প্রচুর সময়। যেমন ধর, আসছে কাল—পুরো দিনটাই তো রয়েছে।···শালা লাখপতি! সুইস ফ্রাঁ! ওরা মেরে মেরে তোর বুক থেকে প্রতিটা ফ্রাঁ খিঁচে বের করে নেবে।'

'মেরে টাকা আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তার চাইতে একটা সহজ পথেই ওটা পাওয়া যেতে পারে। আমি একটা কাগজে সই করে দেবো, তাহলেই টাকাটা আর আমার থাকবে না।' ৫০৯ স্থির দৃষ্টিতে হাণ্ডকের দিকে তাকালো, 'দু হাজার পাঁচশো ফ্রাঁ। অনেক টাকা!'

'গেস্টাপোরা নিলে পুরো পাঁচ হাজার। তুই কি ভেবেছিস ওরা ওটার বখরা দিতে রাজী হবে?'

'না, গেস্টাপো হলে পাঁচ হাজার।'

'আর সেই সঙ্গে চাবুক, ক্রুশে ঝোলা, সাজা-কুঠরি, ব্রয়ারের নেওয়া বিশেষ ব্যবস্থা এবং তারপর ফাঁসিতে লটকে যাওয়া।'

'সেটা এখনও নিশ্চিত নয়।'

'তাহলে কি?' হাণ্ডকে হাসলো, 'অর্ধেক টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা কোনো চিঠির আশা?'

'তা-ও নয়।' হাণ্ডকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে এতোটুকুও ভয় লাগছে না দেখে ৫০৯ অবাক হলো। অথচ সে জানে, সে হাণ্ডকের হাতের মুঠোয়। কিন্তু ভয়ের চাইতেও অন্য একটা অনুভূতি এখন তার মনে প্রবল হয়ে উঠেছে—সেটা ঘৃণা। এটা শিবিরের উপবাসক্লিষ্ট অস্পষ্ট অন্ধ ঘৃণা নয়, এ ঘৃণা স্থির মস্তিষ্কের হিসেব করা ফসল। অনুভূতিটা এতোই তীব্র যে ৫০৯ চোখ নামিয়ে

নিলো, কারণ তার মনে হলো হাণ্ডকে তার চোখ দেখে সব বুঝে ফেলবে।

'তাহলে আর কি?'

'আমার মনে হয় না আমাকে অত্যাচার করা হবে। সেটা খুব একটা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় হবে না। আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল, আর কোনো অত্যাচার সহ্য করার মতো ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। হয়তো তাহলে এস. এস-দের হাতেই মরে যাবো। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটাই আমার সুবিধে। টাকাটা না পাওয়া অব্দি গেস্টাপোরা অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করবে। কারণ তদ্দিন অব্দি আমাকে ওদের প্রয়োজন। একমাত্র আমিই টাকাটার মালিকানা বদলাবার কাজ করতে পারি। স্যুইৎজারল্যাণ্ডে গেস্টাপোর কোনো ক্ষমতা নেই। কাজেই টাকাটা ওরা না পাওয়া অব্দি আমি নিরাপদ। কিন্তু তাতে একটু সময় লাগবে—তার আগেই অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে।'

আধো-অন্ধকারে হাণ্ডকের মুখে চিন্তার ছায়া লক্ষ্য করলো ৫০৯। শেষ অব্দি লোকটা বললো, 'কিন্তু ওয়েবের? তিনিও তো তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি তো অপেক্ষা করবেন না।'

'হ্যাঁ, হের স্টর্ম-লিডার ওয়েবেরকেও অপেক্ষা করতে হবে,' ৫০৯ শান্ত গলায় বললো। 'গেস্টাপোরা সেদিকটাও দেখবে। টাকাটা পাওয়া ওদের কাছে অনেক বেশী জরুরী।'

'তুই বড্ড বেশি চালাক হয়ে গেছিস!' হাণ্ডকের ঠিকরে ওঠা ফ্যাকাশে-নীল চোখ দুটো যেন ঘূর্ণিত হতে থাকে। 'দাঁড়া, কয়েকটা দিন একটু অপেক্ষা কর! তোদের সব কটাকেই চুল্লিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে!' ৫০৯-এর বুকে টোকা দিয়ে হাণ্ডকে বললো, 'আমার সেই বিশটা মার্ক কোথায়? শীগগিরি বের কর! জলদি!'

টাকাটা পকেট থেকে বের করে ৫০৯। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয়, টাকাটা সে দেবে না। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারে, সেটা আত্মহত্যা করার সামিল। টাকাটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় হাণ্ডকে, 'এটার জন্যে তুই আরও একটা দিন হাগার সুযোগ পেলি, বাঞ্চোৎ! এটার জন্যে আমি আরও একটা দিন তোকে বাঁচতে দেবো। একটা দিন···আসছে কাল অব্দি।'

'এক দিন,' বললো ৫০৯।

'আমার বিশ্বাস, ও কিছু করবে না,' খানিকক্ষণ চিন্তা করে লিউইনস্কি বললো। 'করে ওর কি লাভ?'

'কিছু না,' ৫০৯ কাঁধ ঝাঁকালো।

'লোকটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে,' লিউইনস্কি ফের কি যেন চিন্তা করে নিলো। 'তবে এই মুহূর্তে আমরা ওকে তেমন কিছু করতে পারছি না। বাতাসে বিপদের সংকেত উড়ছে। এস. এস.রা নামের তালিকাগুলো তন্নতন্ন করে বাছাই করছে। শীগগিরি কয়েকজনকে হয়তো তোমাদের ছাউনিতে লুকিয়ে রাখতে হবে। সেটা কি এখনও সম্ভব ?'

'হ্যাঁ, যদি তোমরা তাদের খাবার যোগাও।'

'সেটা তো বলা বাহুল্য। কিন্তু তা ছাড়াও একটা ব্যাপার আছে। তোমরা এমন কয়েকটা জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারবে, যেগুলো ওরা কিছুতেই খুঁজে পাবে না ?'

'কতো বড়ো জিনিস ?'

লিউইনস্কি চারদিকে তাকিয়ে নিলো, 'ধরো একটা রিভলভারের মতো বড়ো—'

'রিভলভার ?' ৫০৯ দ্রুত একটা নিঃশ্বাস টানলো।

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো ৫০৯। তারপর বললো, 'আমার পাটাতনের নিচে মাটিতে একটা গর্ত আছে। একাধিক রিভলভার সেখানে লুকিয়ে রাখা যায়। খুব সহজেই। ওরা এখানে তল্লাশি করে না। সম্পূর্ণ নিরাপদ।' ৫০৯ বুঝতে পারলো না, ঝুঁকি নেবার জন্যে তাকে রাজী করাবার বদলে সে নিজেই লিউইনস্কিকে রাজী করাবার চেষ্টা করছে। 'ওটা তোমার সঙ্গে আছে ?' জিগেস করলো সে।

'হ্যাঁ।'

'আমাকে দাও।'

লিউইনস্কি ফের একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলো, 'তার অর্থ কি, তুমি বুঝতে পারছো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পারছি।' ৫০৯ অসহিষ্ণু স্বরে জবাব দিলো।

'জিনিসটা বহু কষ্টে পেয়েছি। অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছে।'

'আমি ওটা সাবধানে রাখবো, লিউইনস্কি। ওটা দাও আমাকে।'

লিউইনস্কি জ্যাকেটের ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করে ৫০৯-এর হাতে গুঁজে দিলো। ৫০৯ যতোটা মনে করেছিলো, জিনিসটা তার চাইতেও ভারি বলে মনে হলো তার। 'এটা কিসে জড়িয়ে রেখেছো ?' জিগেস করলো সে।

'নোংরা স্থাকড়ায়। গর্তটা শুকনো আছে তো ?'

'হ্যাঁ।' কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু ৫০৯ অস্ত্রটা ফেরত দিতেও রাজী নয়। 'সঙ্গে গুলি আছে ?'

'হ্যাঁ। বেশি নয়, সামান্য কটা। ওতে ভরাও আছে।'

৫০৯ জামার ভেতরে রিভলভারটা গুঁজে রেখে জ্যাকেটের বোতামগুলো এঁটে নেয়। সমস্ত শরীরে একটা চকিত শিহরণ অনুভব করে সে।

'এখন যাচ্ছি,' লিউইনস্কি বলে। 'ওটা খুব সাবধানে রেখো। পরের বার যখন আসবো, একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসবো। তোমাদের ওখানে সত্যিই জায়গা আছে কি ?'

'তোমার লোকের জন্মে আমাদের ওখানে সব সময়েই জায়গা থাকবে।'

'বেশ। হাণ্ডকে ফিরে এলে, আরও কিছু টাকা ধরিয়ে দিও। আছে তো ?'

'এখনও কিছু আছে। এক দিনের মতো।'

'দেখি, আমরাও কিছু টাকা তুলবো। লেবেনথালকে দিয়ে দেবো। কেমন ?'

।'

পরের ছাউনিটার ছায়ায় উধাও হয়ে গেলো লিউইনস্কি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে, ডান হাতে রিভলভারটা বুকের সঙ্গে চেপে রেখে আরও খানিকক্ষণ বসে রইল ৫০৯। তার ইচ্ছে করছিলো অস্ত্রটা বের করে, মোড়ক খুলে, ধাতব অংশ-গুলো একটু স্পর্শ করে দেখে। কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রেখে সে শুধু ওটাকে শক্ত করে চেপে রাখলো। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম সে এমন একটা জিনিসকে নিজের দেহের সঙ্গে চেপে রেখেছে, যার সাহায্যে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। আচমকা এখন সে আর সম্পূর্ণ অসহায় নয়। সম্পূর্ণভাবে ওদের দয়ার ওপরে নির্ভরশীলও নয়। ৫০৯ জানে, এটা শুধু অলীক কল্পনা—অস্ত্রটা তার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবু ওটা তার কাছে রয়েছে, এটুকুই যেন যথেষ্ট। হাণ্ডকের কথা ভাবলো সে। হাণ্ডকে টাকাটা পেয়েছে, কিন্তু ৫০৯-এর চাইতে সে দুর্বল। ভাবলো রোজেনের কথা—তাকে সে বাঁচাতে পেরেছে। তারপর ভাবলো ওয়েবেরের কথা, শিবির-জীবনের প্রথম দিককার কথা। বহু বছর সে এমন করে ভাবেনি। অতীতের সমস্ত স্মৃতি সে যেন মন থেকে নির্বাসিত করেছিলো। এমনকি নিজের নামটাও সে শুনতে চাইতো না। এখানে সে মানুষ নয়, একটা সংখ্যা মাত্র—তাই সে চাইতো ওই সংখ্যাটা বলেই সবাই তাকে ডাকুক।

পাহারাদারদের পালা বদলের সাড়া পেলো ৫০৯। সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালো সে। তাপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো ছাউনির দিকে। দরজার পাশে কে একজন গুটিসুটি হয়ে বসেছিলো। ফিসফিসিয়ে সে ডাকলো, '৫০৯—'

কণ্ঠস্বরটা রোজেনের।

৫০৯ চমকে উঠলো, যেন জেগে উঠলো একটা নিতল অন্তহীন স্বপ্ন থেকে। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললো, 'আমার নাম কোলের—ফ্রেদরিক কোলের।'

'আচ্ছা,' কিছু না বুঝেই জবাব দিলো রোজেন।

১৪

'আমি একজন যাজক চাইছি,' আর্তনাদ করে উঠলো অ্যামার্স।

সারাটা বিকেল লোকটা এইভাবে আর্তনাদ করেছে। সবাই ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

'কোন্ ধরনের যাজক?' জিগেস করলো লেবেনথাল।

'ক্যাথলিক। তুই কেন জিগেস করছিস, ইহুদি কোথাকার!'

'সাবধান!' লেবেনথাল মাথা দোলালো, 'সাবধান বলে দিচ্ছি!'

'তোদেরই তো দোষ!' অ্যামার্স ফুঁসে উঠলো, 'ইহুদিরা না থাকলে আজ আমাদের এভাবে এখানে থাকতে হতো না।'

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,' বুশের ক্রুদ্ধ স্বরে বললো।

'লজ্জা হবে কেন? আমি অসুস্থ! আমার জন্যে একজন যাজক আনো!'

লোকটার নীল ঠোঁট আর কোটরগত চোখ দুটোর দিকে তাকালো ৫০৯, 'শিবিরে কোনো যাজক নেই, অ্যামার্স।'

'ওদের জন্যে নিশ্চয়ই কেউ আছে। আমি মরতে বসেছি। যাজক চাইবার অধিকার আমার আছে।'

'তুমি কোনোদিনও মরবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না,' লেবেনথাল বিরক্ত হয়ে বলে। 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই তো তুমি মরবে মরবে বলছো।'

'তোরা—হতচ্ছাড়া ইহুদিরা—আমার খাবার-দাবার কেড়ে খেয়েছিস, বলেই তো আমি মরতে বসেছি। আর এখন তোরা আমাকে একজন যাজকও এনে দিতে চাইছিস না। আমি স্বীকারোক্তি করতে চাই। তোরা এর মর্ম কি বুঝবি? আমি কেন ইহুদি শিবিরে থাকবো? আমার অধিকার আছে আর্য-শিবিরে থাকার।'

'এখানে সবাই সমান।'

অ্যামার্স নিঃশ্বাস ফেলে উলটোদিকে মাথা ঘুরিয়ে নেয়। 'অবস্থা কেমন বুঝছো?' ব্যার্গারকে জিগেস করে ৫০৯।

'অনেকদিন আগেই ওর মরে যাওয়া উচিত ছিলো। তবে আমার বিশ্বাস, আজই ওর জীবনের শেষ দিন।'

'দেখে তাই মনে হচ্ছে। এখনই ও সব কিছু গুলিয়ে ফেলছে।'

'কিছুই গুলোচ্ছে না,' লেবেনথাল বলে। 'কি বলছে তা ও ভালোমতোই জানে।'

'আশা করি তা নয়,' বললো বুশের।

৫০৯ বুশেরের দিকে তাকালো, 'এক সময় ও অন্য রকম মানুষ ছিলো, জোসেফ। কিন্তু আজ ও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আগে যা ছিলো, তার কিছুই আর এখন ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই।'

'একজন যাজক,' অ্যামার্স ফের ককিয়ে ওঠে। 'স্বীকারোক্তি আমায় করতেই হবে! আমি অনন্তকাল ধরে নরকে পচতে চাই নে!'

'যাজক ছাড়াও তুমি স্বীকারোক্তি করতে পারো, অ্যামার্স।' ৫০৯ পাটাতনটার ধার ঘেঁষে বসে, 'এখানে কোনো পাপ নেই। অন্তত আমাদের মধ্যে নেই। তা ছাড়া কি এমন করেছো তুমি? অনুতাপ করার মতো কিছু থাকলে তুমি বলো। স্বীকারোক্তি শোনার মতো যাজক না থাকলেও তাতে কাজ হবে।'

'তুমিও কি ক্যাথলিক?'

'হ্যাঁ।' কিন্তু কথাটা সত্যি নয়।

'ক্যাথলিক হলে তুমি নিশ্চয়ই আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো! নরকে চুল্লির মতো আগুন। কিন্তু কাউকে সেখানে সম্পূর্ণভাবে পোড়ানো হয় না। তুমি কি চাও, আমারও সেই দশা হোক?'

৫০৯ দরজার দিকে তাকায়। দরজাটা খোলা। সেখানে ছবির মতো সন্ধ্যার এক টুকরো শান্ত আকাশ। ওদিকে অ্যামার্স খ্যাপা কুকুরের মতো কাঁদছে ভেউ ভেউ করে। হঠাৎ সুলজবাকের উঠে দাঁড়ায়, 'আমি যাজকের খোঁজ করতে যাচ্ছি।'

'কোথায়?' লেবেনথাল জিগেস করে।

'যেখানে হোক। অফিসে। পাহারাদারদের কাছে।'

'পাগলামো কোরো না। এখানে কোনো যাজক নেই। তাছাড়া এস-

এস.রা এ সমস্ত বেয়াদপি পছন্দ করবে না—ওরা তোমাকে সাজা-কুঠরিতে ঢুকিয়ে দেবে।'

'তাতে কিছু এসে-যাবে না।'

'ব্যার্গার, ৫০৯—' স্থলজবাকেরের দিকে চোখ রেখে লেবেনথাল বললো, 'তোমরা ওর কথা শুনলে?'

স্থলজবাকেরের মুখটা ভীষণ ফ্যাকাশে। হনু দুটো বেরিয়ে রয়েছে তীক্ষ্ণ হয়ে। সে কারুর দিকে তাকালো না।

'তুমি কি মনে করেছো কয়েদীদের মধ্যে কোনো যাজক থাকলে আমরা এতোক্ষণে তাকে নিয়ে আসতাম না?' জিগেস করলো ব্যার্গার।

'আমি যাচ্ছি,' স্থলজবাকের বললো।

'বুশের, ব্যার্গার, রোজেন—' ৫০৯ শান্ত গলায় ডাকলো।

বুশের ততোক্ষণে একটা লাঠি নিয়ে স্থলজবাকেরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। লাঠিটা দিয়ে সে স্থলজবাকেরের মাথায় আঘাত করলো। আঘাতটা তেমন জোরদার না হলেও তা স্থলজবাকেরের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। এবারে সকলে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত পা বেঁধে ফেললো।

'চেঁচামেচি করলে আমরা তোমার মুখের মধ্যে ন্যাকড়া গুঁজে দিতে বাধ্য হবো,' ৫০৯ বললো।

'তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো না…'

'খুব বুঝেছি। পাগলামো না ঘোচা অব্দি এভাবেই পড়ে থাকো। এমনি করে আজ অব্দি আমরা অনেক মানুষ খুইয়েছি।'

মানুষটাকে ওরা এক কোণে নিয়ে গিয়ে রেখে দিলো, আর ফিরেও তাকালো না। 'ওর মাথাটা এখনও সাফ হয়নি,' যেন স্থলজবাকেরের হয়ে ক্ষমা চাইবার জন্যেই উঠে দাঁড়ালো রোজেন। 'ওর মানসিক অবস্থাটা তোমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তখন ওর ভাই · '

'কোথায় সে? একজন যাজক…' অ্যামার্সের কণ্ঠস্বর এতক্ষণে ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে উঠেছে।

'ছাউনিগুলোতে এমন কেউ কি নেই যে ওকে একটু শান্ত করতে পারে? অতিষ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করে বুশের।

'আমার বিশ্বাস 'খ' বিভাগে ল্যাটিন জানা একটা লোক আছে।' আহাসফের বলে, 'তাকে আনা যায় না?'

'কি নাম তার ?'

'সঠিক জানি না। দেলব্রুক বা হেলব্রুক কিংবা ওই ধরনের কিছু হবে। ওদের রুম সিনিয়ার নিশ্চয়ই নামটা জানে।'

৫০৯ উঠে দাঁড়ায়, 'ওদের রুম সিনিয়ার তো মাহ্‌নের। দেখি, গিয়ে জিগেস করা যাক।' ব্যার্গারকে নিয়ে এগিয়ে যায় সে।

মাহ্‌নের জানায়, 'হেলউইগ হতে পারে। লোকটা মাঝে মাঝেই ল্যাটিন ভাষায় আবৃত্তি করে। একটু খ্যাপাটে। 'ক' বিভাগে থাকে।'

ক বিভাগে গিয়ে রুম সিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে মাহ্‌নের ওদের ছাউনিতে ঢুকে পড়ে—অসংখ্য পাটাতন, হাত-পায়ের জটলা, গোঙানি-আর্তনাদ আর দুর্গন্ধের রাজত্বে নাম ধরে ডাকতে থাকে হেলউইগকে। সামান্য কয়েক মিনিট বাদেই সে ফিরে আসে। তার পেছন পেছন সন্দিগ্ধ দৃষ্টির একটা লোক। ৫০৯ তাকে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে জিগেস করে, 'তুমি ল্যাটিন বলতে পারো ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওরা আমার খাওয়ার বাসনটা চুরি করে নেবে না তো ?'

'ওটা নিয়ে এসো তাহলে।'

হেলউইগ বিনা বাক্যব্যয়ে উধাও হয়ে যায়। মাহ্‌নের বলে, 'ও আর আসবে না।'

ওরা অপেক্ষায় থাকে। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ছায়ার ভেতর থেকে ছায়ারা গুঁড়ি মেরে বেরোয়, ছাউনিগুলোর অন্ধকার থেকে ফুটে ওঠে আরও অন্ধকার। তারপর হেলউইগ এসে হাজির হয়। বুকের সঙ্গে সে তার বাসনটাকে চেপে রেখেছে।

'অ্যামার্স কতোটা ল্যাটিন বোঝে, আমি জানি না।' ৫০৯ বলে, 'তবে 'এগো তে অ্যাবসোলভো' বাদে আর বেশি কিছু বুঝবে বলে মনে হয় না। হয়তো ওইটুকু এখনও ওর মনে আছে। তাই তুমি ওটা, আর তা ছাড়া ল্যাটিনে তোমার যা মনে আসবে তা-ই যদি বলো—'

'যদি ভার্জিল বলি ?' হেলউইগ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়, 'আমাকে কিন্তু ওর কোনো প্রয়োজন নেই। অনুতাপেই পাপের অবসান হয়—সেজন্যে স্বীকারোক্তির দরকার হয় না।'

'হয়তো কেউ কাছে না থাকলে ও অনুতাপ করতে পারে না।'

'শুধু ওকে সাহায্য করতেই আমি যাচ্ছি। তবে এই ফাঁকে ওরা আমার সুরুয়াটা চুরি করে খাবে।'

'মাহ্‌নের তোমার সুরুয়াটা রেখে দেবে।' ৫০৯ বলে, 'তবে তুমি তোমার

বাসনটা আমার কাছে রেখে ভেতরে যেও।'

'কেন?'

'বাসনটা হাতে না থাকলে অ্যামার্স হয়তো তোমাকে একটু বেশি বিশ্বাস-যোগ্য বলে মনে করবে।'

'বেশ।'

ছাউনিতে ঢুকে ৫০৯ বলে, 'এই যে অ্যামার্স—আমরা একজনকে খুঁজে পেয়েছি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

হেলউইগ ওর কাছে ঝুঁকে দাঁড়ায়, 'যীশুর জয় হোক।'

'আমেন!' বিস্মিত শিশুর কণ্ঠস্বরে ফিসফিসিয়ে বলে অ্যামার্স।

৫০৯ এবং অন্য সকলে বাইরে বেরিয়ে আসে। শেষ বিকেলের আভা তখনও লেগে রয়েছে দিগন্তের শ্যামল বনানীতে। ৫০৯ ছাউনির দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। দেয়ালটা তখনও সূর্যের কিছু উষ্ণতা ধরে রেখেছে নিজের অস্তিত্বে। বুশেরও ৫০৯-এর পাশে এসে বসে, 'আশ্চর্য! মাঝে মাঝে একশোটা লোক মরলেও কিছু মনে হয় না। আবার মাঝে মাঝে মোটে একটা লোক—যে কোনোদিনই আমাদের কাছে তেমন কেউ ছিলো না—তাকেই মনে হয় যেন হাজার জনের সমান।'

সামনের দিকে ইষৎ ঝুঁকে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলো হেলউইগ। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, সে যেন অন্ধকারের বোঝা কাঁধে নিয়ে আসছে—যেন পবিত্র সন্ধ্যায় স্নান করানো হবে বলে একজন মেষপালক একটা কালো ভেড়াকে কাঁধে চাপিয়ে আনছে। তারপরেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো মানুষটা এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে ফের একটা কয়েদী হয়ে গেলো।

'তোমাকে দেবার মতো কিছু থাকলে ভালো হতো। একটা সিগারেট বা এক টুকরো রুটি কিংবা যা-ই হোক না কেন।' বাসনটা হেলউইগকে ফিরিয়ে দিলো ৫০৯, 'কিন্তু আমাদের কিছুই নেই। তবে আজ রাতে খাওয়া-দাওয়ার আগে অ্যামার্স মরে গেলে, তার সুরুয়াটা তোমাকে দিতে পারি।'

'আমি কিছুই চাই নে। আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমি যে কাজটুকু করে এলাম সেজন্যে কিছু নিলে নোংরামো করা হবে।'

ঠিক তখনই ৫০৯ লক্ষ্য করলো, মানুষটার দু চোখে জল। অবাক বিস্ময়ে

তাকিয়ে রইলো সে। তারপর জিগেস করলো, 'ও শান্ত হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। আজ দুপুরে ও তোমার এক টুকরো রুটি চুরি করেছিলো। কথাটা তোমাকে জানাতে বলেছে।'

'আমি তা জানতাম।'

'ও তোমাদের ভেতরে যেতে বলেছে। তোমাদের সকলের কাছেও ক্ষমা চাইতে চায়।'

'হে ভগবান! কিন্তু কেন ?'

'ওর তাই ইচ্ছে…বিশেষ করে লেবেনথাল নামে কারুর কাছে…'

'শুনেছ লিও ?' ৫০৯ লেবেনথালের দিকে তাকায়।

'বেশি দেরী হয়ে যাবার আগে ও ভগবানের কাছে বোঝাপড়া সেরে নিতে চায়। ব্যাপারটা হচ্ছে তাই—' লেবেনথাল তবুও ক্ষমাহীন।

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' বাসনটা বগলের নিচে চেপে হেলউইগ বললো, 'মজার কথা হলো, এক সময় আমি সত্যিই যাজক হতে চেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, হলে ভালোই করতাম। কোনো কিছুতে বিশ্বাস রাখতে পারলে মানুষ অনেক কম কষ্ট পায়।'

হ্যাঁ। কিন্তু শুধু ভগবান নয়—বিশ্বাস অনেক কিছুতেই রাখা যায়।'

'অবশ্যই। তবে অ্যামার্সের ব্যাপারটা জরুরী অবস্থার স্বীকারোক্তি।… আচ্ছা, তাহলে শুভ সন্ধ্যা ভদ্রমহোদয়গণ—'

একটা রাক্ষুসে মাকড়সার মতো হেলউইগ নিজের ছাউনির দিকে এগিয়ে গেলো, অন্যেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। ওর বিদায় জানানোর ভাষাটাই সকলকে হতবাক করে তুলেছিলো। ভদ্রমহোদয়গণ! শিবিরে আসার পর থেকে ওরা আজ অব্দি এমন সম্ভাষণ শুনতে পায়নি। কিছুক্ষণ বাদে ব্যার্গার বললো, 'তুমি অ্যামার্সের কাছে যাও, লিও। আর যাবে না-ই বা কেন ?'

লেবেনথাল তবু ইতস্তত করতে থাকে। ব্যার্গার ফের বলে, 'যাও—নয়তো ও আবার চিৎকার শুরু করবে। আমরা ততোক্ষণে স্থলজবাকেরের বাঁধন খুলি।'

গোধূলির আলো এতোক্ষণে হালকা অন্ধকারে ভরে উঠেছে। শহর থেকে ভেসে আসছে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। খেতের খাঁজগুলোতে ঘন নীল আর বেগনী ছায়া। ছাউনির সামনে ছোট্ট একটা দল হয়ে বসে রয়েছে ওরা কজন। ভেতরে অ্যামার্স এখনও মৃত্যুপথযাত্রী। স্থলজবাকের নিজেকে সামলে নিয়েছে। লজ্জিত

ভঙ্গিতে রোজেনের পাশে বসে রয়েছে সে।

হঠাৎ লেবেনথাল উঠে দাঁড়ালো, 'ওটা কি ওখানে?'

কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে খেতগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো সে। ওখানে কি একটা জীব যেন অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করছে—এগুচ্ছে, পিছোচ্ছে, থমকে দাঁড়াচ্ছে, ফের ছুটছে।

'একটা খরগোশ,' জবাব দিলো কারেল।

'ভ্যাট! খরগোশ দেখতে কেমন তা তুই জানলি কি করে?'

'আমাদের বাড়িতে ছিলো। ছোটোবেলায় অনেক দেখেছি।'

'ওটা সত্যিই খরগোশ,' বুশের চোখ কুঁচকে তাকালো।

'ঈশ্বর করুণাময়!' লেবেনথাল বললো, 'একেবারে জ্যান্ত খরগোশ!'

এবারে ওরা প্রত্যেকেই দেখতে পেলো। মুহূর্তের জন্মে লম্বা লম্বা কান দুটো খাড়া করে সোজা হয়ে বসলো খরগোশটা। তারপরেই ঝুলিয়ে দিলো কান দুটোকে।

'ভেবে ছাখো, ওটা যদি আমাদের এধারে এসে ঢোকে!' লেবেনথালের বাঁধানো দাঁতগুলো খটখট করে ওঠে। খরগোশের নাম করে বেথকের দেওয়া কুত্তার মাংসের কথা মনে পড়ছিলো তার। 'আমরা নিজেরা খাবো না—ওটার বদলে অন্ত জিনিস আনবো।'

'মোটেই না,' মেয়ারহফ বললো, 'আমরা নিজেরাই খাবো।'

'তাই নাকি? কিন্তু ওটাকে ঝলসাবে কে, শুনি? নাকি কাঁচাই খাবে? অন্ত কাউকে ঝলসাতে দিলে ওটা আর কোনোদিনই ফেরত পাবে না।'

মেয়ারহফ বাইশ নম্বর ছাউনির একটি বিস্ময়। নিউমোনিয়া আর আমাশায় আক্রান্ত হয়ে তিন সপ্তাহ ধরে সে মরোমরো অবস্থায় ছিলো। এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিলো যে এতোদিন কথাও বলতে পারেনি। ব্যার্গার তো ওর আশাই ছেড়ে দিয়েছিলো। তারপর, মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যেই ও সেরে উঠেছে। মৃতের ভেতর থেকে বেঁচে এসেছে বলে আহাসফের ওর নাম দিয়েছে ল্যাজারাস মেয়ারহফ। এতোদিন পরে আজ এই প্রথম ও আবার বাইরে এসেছে।

'ভেতরে আসার চেষ্টা করলে খরগোশটা বিদ্যুৎ ছড়ানো তারগুলোতে গিয়ে পড়বে—আর তাহলে ওখানেই ঝলসে যাবে।' মেয়ারহফ বললো, 'তখন কেউ ওটাকে শুকনো লাঠি দিয়ে এধারে টেনে আনতে পারবে।'

'এস. এস.রা নিজেদের জন্মেই ওটাকে গুলি করে মারবে,' বললো ব্যার্গার।

'অন্ধকারে বুলেট দিয়ে মারা অতো সহজ নয়,' ৫০৯ বললো। 'এস. এস.রা

মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে মানুষের পিঠে গুলি করতে অভ্যস্ত।'

'খরগোশ!' আহাসফেরের ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে, 'আহা, না জানি তার কেমন স্বাদ!'

'ঠিক খরগোশের মতো,' লেবেনথাল সহজ করে বুঝিয়ে বলে। 'পিঠের দিকটা সব চাইতে সুস্বাদু। বেশি রসালো করতে হলে, খানিকটা চর্বি গুঁজে দিতে হয়। খেতে ঠিক ক্রিম সসের মতো লাগে।'

'সঙ্গে থাকবে চটকানো আলু-সিদ্ধ,' মেয়ারহফ জানায়।

'ধ্যাৎ, আলু-সিদ্ধ নয়। সঙ্গে থাকবে চেস্টনাট আর ক্র্যানবেরি।'

'আলু-সিদ্ধই ভালো। ওর সঙ্গে চেস্টনাট খায় ইতালির লোকেরা।'

'খরগোশ আর এমন কি ভালো?' আহাসফের ওদের তর্কে বাধা দিয়ে বলে, 'তার চাইতে আমার পছন্দ হাঁসের মাংস। পেটে মশলা গোঁজা হাঁস—'

'মশলার সঙ্গে আপেলের টুকরো…'

'থামো!' পেছন থেকে কে একজন ধমকে ওঠে, 'তোমরা কি ক্ষেপে গেলে? এভাবেই মানুষ পাগল হয়।'

সামনের দিকে ঝুঁকে কোটরগত চোখ দিয়ে ওরা অনুসরণ করতে থাকে খরগোশটাকে। বড়োজোর শ'খানেক গজ দূরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ওদের স্বপ্নের খাবার—লোমের একটা নরম পুঁটলি, যার মধ্যে রয়েছে কয়েক পাউণ্ড মাংস, যা ওদের কয়েকজনের জীবন বাঁচাতে পারে। হঠাৎ খরগোশটা সোজা হয়ে বাতাসে যেন কিসের গন্ধ শোঁকে। সেই মুহূর্তে ঘুমে ঢুলতে থাকা একটা এস. এস. পাহারাদার দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করে ওঠে, 'এডগার! একটা লম্বা কান! ওই যে!'

গোটাকতক গুলি গর্জন তুলে ছোটে। ঠিকরে ওঠে ধুলো-মাটি। লম্বা লম্বা লাফে ছুটে পালায় খরগোশটা। ৫০৯ বলে, 'দেখলে তো, ওরা শুধু একেবারে কাছ থেকে কয়েদীদের গুলি করতে পারে। আর সেজন্যে ওরা পায় লম্বা ছুটি আর সামরিক পুরস্কার!'

লেবেনথাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে উধাও হয়ে যাওয়া খরগোশটার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'মরে গেছে?'

'হ্যাঁ। অবশেষে।' ব্যার্গার ৫০৯-এর পাশে এসে বসে। রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে। ছোটো শিবিরের আবাসিকরা আজ শুধু একটা পাতলা সুরুয়া

পেয়েছে। প্রত্যেকে এক মগ। রুটি মেলেনি। 'হাওকে তোমার কাছে কি চায়?' প্রশ্ন করে ব্যার্গার।

'সে আমাকে এইগুলো দিয়েছে—এক টুকরো সাদা কাগজ আর একটা ঝরনা কলম। সে চায়, আমার স্যুইৎজারল্যাণ্ডের টাকাগুলো আমি তার নামে লিখে দেবো। অর্ধেক নয়—পুরোটা। পুরো পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।'

'তারপর?'

'তার বদলে সে আমাকে আপাতত বেঁচে থাকতে দেবে বলে কথা দিয়েছে।'

'যতো দিন তোমার সইটা সে আদায় করতে পারবে না, ততোদিন।'

'হ্যাঁ, তার মানে আসছে কাল সন্ধ্যে অব্দি।'

'কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়, ৫০৯। আমাদের আরও কোনো পথ খুঁজে বের করতে হবে।'

৫০৯ কাঁধ ঝাঁকায়, 'হয়তো এতেই কাজ হবে। হয়তো ও মনে করবে, টাকাটা পাবার ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমাকে ওর দরকার হবে।'

'আবার উলটোটাও হতে পারে। হয়তো ও তোমাকে খতম করে ফেলতে চাইবে, যাতে তুমি সিদ্ধান্তটা বদলাতে না পারো।'

'একবার লিখে দিলে, সেটা আমি আর প্রত্যাহার করতে পারবো না।'

'কিন্তু হাওকে হয়তো সে নিয়মটা জানে না। হয়তো ভাববে, তুমি তা করতে পারো—কারণ তুমি চাপে পড়ে টাকাটা ওকে লিখে দিয়েছো।'

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থেকে ৫০৯ শান্ত গলায় বলে, 'সিদ্ধান্ত বদলাবার কোনো প্রয়োজন হবে না, এফ্রাইম। স্যুইৎজারল্যাণ্ডে আমার টাকা-পয়সা কিছুই নেই।'

'অ্যাঁ?'

'স্যুইৎজারল্যাণ্ডে আমার একটি আধলাও নেই।'

কিছুক্ষণ ৫০৯-এর দিকে তাকিয়ে থাকে ব্যার্গার, 'তাহলে এ সবই তোমার আবিষ্কার?'

'হ্যাঁ।'

হাতের উলটো পিঠটা নিজের ফুলে ওঠা চোখ দুটোর ওপরে বিছিয়ে রাখে ব্যার্গার। কাঁধ দুটো বারবার ফুলে ফুলে ওঠে।

'কি হলো? তুমি কাঁদছো নাকি?' ৫০৯ প্রশ্ন করে।

'না, হাসছি। বোকার মতো হাসি, তবু হাসছি।'

'হেসে যাও। এখানে তো হাসার মতো কোনো কারণ মেলে না!'

'আমি জুরিখে হাওকের কথা ভেবে হাসছি। এ ব্যাপারটা তোমার মাথায় এলো কি করে?'

'জানি না। প্রাণ সংশয় হলে অনেক কিছুই মাথায় এসে পড়ে। আসল কথা হলো, হাওকে টোপটা গিলেছে। আর আসল সত্যটা সে যুদ্ধ শেষ না হলে জানতে পারবে না। কাজেই বিশ্বাস তাকে করতেই হবে।'

'তা সত্যি।' ব্যার্গারের মুখটা ফের গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'সেই কারণেই আমি ওকে বিশ্বাস করি না। ও ফের ক্ষেপে গিয়ে অপ্রত্যাশিত কিছু করে বসতে পারে। আমাদের সাবধান হতে হবে। তোমার পক্ষে সব চাইতে ভালো হয়, মরে যাওয়া।'

'মরে যাবো? কি করে? কোথায় লুকোবো? আমাদের ছাউনিটাই তো শেষ বিরতিস্থল।'

'না, এখান থেকে শেষ বিরতিতে যেতে হয়। সেটা চুল্লি-ঘর।'

ব্যার্গারের উদ্বিগ্ন মুখ, ছলছলে চোখ আর শীর্ণ শরীরের দিকে তাকিয়ে এক নিবিড় উষ্ণতা অনুভব করে ৫০৯। 'তুমি কি মনে করো সেটা সম্ভব?'

'চেষ্টা করে দেখা যায়।'

৫০৯ জানতে চায় না, ব্যার্গার কিভাবে চেষ্টাটা করবে বলে মনে করছে। শুধু বলে, 'আপাতত আমাদের হাতে সময় আছে। আজ আমি হাওকেকে দু হাজার পাঁচশো ফ্রাঁর মালিকানা লিখে দেবো। কাগজটা নিয়ে সে বাকিটার জন্যে ফের দাবী জানাবে। এভাবে আমি আরও কয়েকটা দিন সময় পাবো। তাছাড়া এখনও আমার হাতে রোজেনের বিশটা মার্ক রয়ে গেছে।'

'সেটা চলে গেলে?'

'হয়তো তার আগেই কিছু ঘটে যাবে। মানুষ শুধু সামনের বিপদটার কথাই চিন্তা করতে পারে। একবারে একটা। একটার পরে আর একটা। নয়তো মানুষ পাগল হয়ে যেতো।' কাগজ আর কলমটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকে ৫০৯। তারপর কলমের গায়ে ফুটে ওঠা অস্পষ্ট ছায়াগুলো লক্ষ্য করতে করতে বলে, 'বহুদিন হলো এ ধরনের কোনো জিনিস আমি হাতে ধরতে পাইনি। কাগজ আর কলম। একদিন এদের ওপরে নির্ভর করেই আমি বেঁচে ছিলাম। আর কি তেমন দিন আসবে?'

১৫

ছশো মানুষের নতুন উদ্ধারকারী দলটাকে পুরো রাস্তা জুড়ে দীর্ঘ সারিতে ছড়িয়ে

দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম ওদের শহরের ভেতরটা সাফাই করার কাজে লাগানো হলো। এর আগে পর্যন্ত ওদের শুধু শহরতলির বিধ্বস্ত কারখানাগুলোতে কাজ করানো হয়েছে। এস. এস.রা রাস্তার মুখগুলো জুড়ে রেখেছে, তাছাড়া পাহারাদারও রাখা হয়েছে রাস্তার বাঁ-ধারে। বোমাগুলো প্রধানত ডান-ধারেই পড়েছে। কিন্তু দেয়াল আর ছাদগুলো রাস্তা জুড়ে ভেঙে পড়ায় যানবাহন চলাচল কার্যত বন্ধ। কয়েদীদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে শাবল বা বেলচা নেই। ফলে অনেককেই খালি হাতে কাজ করতে হচ্ছে। কাপো আর ফোরম্যানরা বিভ্রান্ত—তারা বুঝতে পারছে না লোকগুলোকে পিটিয়ে কাজ করাবে, না কি নিজেদের সংযত করে রাখবে। যদিও অসামরিক লোকজনকে এ রাস্তা ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অবিধ্বস্ত বাড়িগুলোর আবাসিকদের সরিয়ে দেওয়া যায়নি।

ভের্নেরের পাশাপাশি কাজ করছিলো লিউইনস্কি। বিপদের মধ্যে বাস করছে এমন কয়েক জন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে ওরা দুজনেও স্বেচ্ছায় এসে উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। যদিও এখানে পরিশ্রম বেশি, কিন্তু এতে শিবিরের মধ্যে দিন-দুপুরে এস. এস.দের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। আর সন্ধ্যার পরে মিছিল করে ছাউনিতে একবার ঢুকে গেলে সহজেই গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়।

'রাস্তার নামটা দেখেছো?' নিচু গলায় জিগেস করলো ভের্নের।

'হ্যাঁ,' লিউইনস্কি মুচকি হাসলো। রাস্তাটার নাম হিটলার স্ট্রাসে। বললো, 'পবিত্র নাম। তবে বোমার বিরুদ্ধে কোনো কাজে আসেনি।'

একটা বরগা টেনে-হিঁচড়ে জায়গামতো রাখতে গিয়ে গোলদস্টেইনের সঙ্গে দেখা হলো ওদের। হৃৎপিণ্ড দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও লোকটা ওদের দলের সঙ্গে এসেছে। ওরাও তাতে বাধা দেয়নি, কারণ রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে গোলদস্টেইনও এখন বিপদগ্রস্ত। ওর মুখটা ধূসর হয়ে উঠেছে। বাতাসে গন্ধ শুঁকে বললো, 'এখান থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। লাশের গন্ধ। তাজা লাশ নয়—নিশ্চয়ই কোনো পুরনো লাশ এখনও কোথাও পড়ে রয়েছে।'

'নির্ঘাত!' এ গন্ধের সঙ্গে ওরা পরিচিত। লাশের গন্ধ ওরা চেনে। এ বিষয়ে ওরা সকলেই বিশেষজ্ঞ।

ভাঙা পাথরগুলোকে ওরা একটা দেয়ালের কাছে এনে জড়ো করতে লাগলো। খসে পড়া পলেস্তারাগুলোকে ছোটো ছোটো ঠেলায় চাপিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের পেছনে, রাস্তার বিপরীত দিকে, একটা মুদির

দোকান। দোকানের জানলাগুলো উড়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ফের কয়েকটা কার্ডবোর্ডের বাক্স দোকানের সামনে এনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বাক্সগুলোর পেছন থেকে গোঁফওলা একটা লোক ওদের দিকে তাকাচ্ছে। 'ইহুদিদের কাছ থেকে কিছু কিনবেন না'—লেখা ইস্তাহার নিয়ে যে সমস্ত লোকগুলোকে ১৯৩৩ সালে দল বেঁধে মিছিল করতে দেখা গেছে, গোঁফওলা লোকটার মুখ ঠিক তাদের মতো।

একটা অবিধ্বস্ত বাড়ির সামনে বাচ্চারা খেলাধুলো করছিলো আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লাল ব্লাউজ পরা এক মহিলা লক্ষ্য করছিলো কয়েদীদের। হঠাৎ কয়েকটা কুকুর বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে কয়েদীদের দিকে ছুটে গেলো। ওরা কয়েদীদের জুতো আর প্যাণ্ট শুঁকতে লাগলো এবং একটা কুকুর লেজ নাচিয়ে ৭১০৫ নম্বরের গায়ে লাফিয়ে উঠলো। ভারপ্রাপ্ত কাপো বুঝে উঠতে পারলো না, কি করবে। কুকুরটা অসামরিক এবং মানুষও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কয়েদীর সঙ্গে এধরনের মাখামাখিটা যেন ঠিক উচিত নয়, বিশেষ করে এস. এস.দের উপস্থিতিতে। ৭১০৫ নম্বরেরও একই অবস্থা। তবু একজন কয়েদীর পক্ষে একমাত্র যে কাজটি করা সম্ভব, সে তা-ই করলো—এমন ভাব দেখালো যেন কুকুরটার আদৌ কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু কুকুরটা তাকে অনুসরণ করতে লাগলো, যেন হঠাৎ মানুষটাকে তার ভীষণ ভালো লেগে গেছে। ৭১০৫ সামনের দিকে ঝুঁকে একান্ত আগ্রহে কাজ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, কারণ কুকুরটা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

'ভাগ এখান থেকে!' ভারপ্রাপ্ত কাপো মনস্থির করে চিৎকার করে উঠলো—কারণ এস. এস.রা যখন লক্ষ্য রাখছে, তখন শক্ত হওয়াই শ্রেয়। কুকুরটা কিন্তু তাকে গ্রাহ্যই করলো না। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সে ৭১০৫-এর চারধারে নেচে বেড়াতে লাগলো। কুকুরটা বড়োসড়ো চেহারার একটা সাদা জার্মান পয়েণ্টার।

কাপোটা এবারে কয়েকটা নুড়ি তুলি নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়তে লাগলো। প্রথমটা ৭১০৫-এর হাঁটুতে গিয়ে লাগলো আর তৃতীয়টা লাগলো কুকুরটার পেটে। কুকুরটা লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। কাপোটা ফের একটা ঢিল ছুঁড়তেই কুকুরটা মাথা নিচু করলো, কিন্তু ছুটে পালালো না—চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো মানুষটার ওপরে। একরাশ চুন-সুরকির মধ্যে ছিটকে পড়লো লোকটা। কুকুরটা ততোক্ষণে তার দেহের ওপরে উঠে তর্জন-গর্জন শুরু করে দিয়েছে। কাপোটা

চিৎকার করে বললো, 'বাঁচাও!' কিন্তু এস. এস.রা দৃশ্যটা দেখে দিব্যি হাসতে লাগলো। ইতিমধ্যে লাল ব্লাউজ পরা মহিলা ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে এসে হাজির হয়েছে। কুকুরটাকে শিস দিয়ে ডেকে ও ধমকে উঠলো, 'আয় এদিকে হতভাগা! এক্ষুণি আয় বলছি! সব সময় শুধু আমাদের ঝামেলায় ফেলা!' তারপর কুকুরটাকে টেনে দোরগোড়ার কাছে নিয়ে গিয়ে সব চাইতে কাছের এস. এস. পাহারাদারকে ভয়ে ভয়ে বললো, 'পাজীটা হঠাৎ পালিয়ে এসেছে। আমি খেয়াল করতে পারিনি। বাড়ি গিয়ে আচ্ছা করে পিটুনি দেবো!'

এস. এস.টা মুচকি হাসলো, 'এক খাবলা মাংস কামড়ে নিলেই পারতো!'

মহিলা ক্ষীণ হাসলো। এতোক্ষণ ও ভাবছিলো কাপোটা এস. এস.দেরই সমগোষ্ঠীয়। বললো, 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ! আমি এক্ষুণি গিয়ে ওকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবো।' তারপরেই হঠাৎ কুকুরটাকে পিঠ চাপড়ে আদর করে দিলো।

কাপোটা তখন নিজের পাতলুন থেকে ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলছে। এস. এস.রা তখনও হাসছে। একজন চিৎকার করে জিগেস করলো, 'কুত্তাটাকে তুই কামড়ে দিলি না কেন রে, হতভাগা?'

কাপোটা কোন জবাব দিলো না। জবাব না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। পোশাক থেকে ধুলো ঝেড়ে সে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমায় পা দাপিয়ে কয়েদীদের দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর একটা লাথি বসিয়ে দিলো ৭১০৫-এর হাঁটুর পেছনে। মেয়েটির সঙ্গে যে এস. এস.টা কথা বলছিলো, এবারে সে এগিয়ে গিয়ে কাপোটার পেছনে এক মোক্ষম লাথি বসালো, 'ওর কোনো দোষ ছিলো না! তুই ওকে না মেরে কুত্তাটাকে কামড়ালি না কেন, হতচ্ছাড়া প্যাঁচা!'

অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো কাপোটা। তার মুখ থেকে রাগ মুছে গেলো, 'তা তো নিশ্চয়! ওর দোষ নয়…আমি শুধু…'

'কাজ কর!' এবারে পেটে লাথি খেয়ে ঠিকরে পড়লো লোকটা। এস. এস.টা ফের নিজের জায়গায় চলে গেলো।

'দেখলে?' ভের্নের ফিসফিসিয়ে লিউইনস্কিকে বললো।

'অবাক কাণ্ড! হয়তো অসামরিক লোকজন রয়েছে বলেই এটা হলো।'

কয়েদীরা ক্রমাগত লুকিয়ে-চুরিয়ে রাস্তার বিপরীত দিকের লোকগুলোকে লক্ষ্য করছিলো আর ওরা লক্ষ্য করছিলো কয়েদীদের। দু দলের মধ্যে বিভেদ মাত্র কয়েক গজের, অথচ দূরত্বটা যেন ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের আবাসিকদের চাইতেও বেশি। কয়েদীদের মধ্যে অধিকাংশই শিবিরে এসে ঢোকার পর

থেকে এই প্রথম এতো কাছ থেকে শহরটাকে দেখছে। দেখছে মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম। এ যেন মঙ্গল গ্রহের ঘটনা দেখেছে ওরা।

সাদা ফুটকি দেওয়া নীল পোশাক পরা একটি ঝি একটা অবিধ্বস্ত বাড়ির অটুট জানলাগুলো সাফসুফো করছে। মেয়েটির জামার আস্তিন গোটানো, গান গাইছে মেয়েটি। আর এক জানলায় শুভ্রকেশী এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সূর্যের আলো ওঁর মুখ, জানলার পর্দা আর ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ছবি-গুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। করুণ দৃষ্টিতে কয়েদীদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন উনি। রাস্তার মোড়ে একটা ওষুধের দোকান, দোকানি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। চিতাবাঘের চামড়ায় তৈরি কোট গায়ে দিয়ে একটি মেয়ে বাড়ি-গুলোর কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে সবুজ দস্তানা, পায়ে সবুজ জুতো। মেয়েটি তরুণী, ভাঙা ইঁট-পাথরের ওপর দিয়ে ও দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গেলো। কয়েদীদের মধ্যে অনেকেই বেশ কয়েক বছর হলো কোনো মেয়েমানুষ দেখেনি। ওরা সকলেই মেয়েটিকে দেখলো, শুধু লিউইনস্কি তাকিয়ে রইলো ওর পেছন থেকে।

'এখানটাতে হাত লাগাও,' ভের্নের ফিসফিসিয়ে বললো, 'এখানে কেউ চাপা পড়ে রয়েছে।'

বেলচা দিয়ে ওরা ভাঙা ইঁট-পাথরগুলো একপাশে সরিয়ে দিতেই রক্তমাখা বিধ্বস্ত একটা মুখ বেরিয়ে পড়লো। দাড়িগুলো ধুলোয় মাখামাখি। পাশেই একখানা হাত। বাড়িটা ভেঙে পড়ার সময় লোকটা সম্ভবত হাত তুলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলো।

রাস্তার ওধারের এস. এস.রা তখন চিতার চামড়ার কোট পরা মেয়েটির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে রঙ্গ-রসিকতার টিপ্পনি ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। মেয়েটি হেসে ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকালো। আর ঠিক তখনি সাইরেনগুলো বাজতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের মধ্যে উধাও হয়ে গেলো ওষুধের দোকানি। চিতার চামড়ার কোট পরা মেয়েটি চমকে উঠে ছুটতে গিয়ে জঞ্জালের স্তূপে হোঁচট খেয়ে পড়লো। ওর মোজা গেলো ছিঁড়ে, চুনের ধুলোয় সাদা হয়ে উঠলো ওর সবুজ দস্তানা। রাস্তার মোড় থেকে এস. এস.রা ছুটে এসে কয়েদীদের স্থির হয়ে দাঁড়াবার হুকুম দিলো। এটা সবেমাত্র প্রথম সাবধানী-সংকেত। কিন্তু ওরা সকলেই উদ্বিগ্ন মুখে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ঝলমলে আকাশটা যেন মুহূর্তের মধ্যে আরও উজ্জ্বল, আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছে। রাস্তার ওধারটা এখন আগের চাইতেও প্রাণচঞ্চল। যাদের এতোক্ষণ দেখা যায়নি, এখন তারাও

ঘর থেকে ছুটে বেরুচ্ছে। বাচ্চারা চ্যাঁচাচ্ছে। গোঁফওলা মুদিটা দোকান থেকে ছিটকে বেরিয়ে একটা মোটাসোটা শূককীটের মতো বুকে হেঁটে ভাঙা ইট-পাথরের স্তূপে উঠতে শুরু করলো। গায়ে শাল জড়ানো এক মহিলা নিজের প্রসারিত হাতে খাঁচাসুদ্ধ একটা তোতাপাখিকে সযত্নে বয়ে এনেছেন। শুভ্রকেশী বৃদ্ধাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ঝি মেয়েটি পরনের স্কার্টটা উঁচু করে তুলে ধরে দরজা দিয়ে ছুটে বেরুলো। লিউইনস্কির চোখ দুটো অনুসরণ করলো মেয়েটিকে। কালো মোজা আর আঁটসাঁট নীল জাঙিয়ার মাঝখানে ঝলমল করে উঠলো মেয়েটির পায়ের শুভ্র ত্বক। আচমকা সব কিছুই যেন উলটে গেছে। স্বাধীন অংশের শান্তিময় নীরবতা উধাও হয়ে গেছে আচম্বিতে—বিমান আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে বেরুচ্ছে শঙ্কিত মানুষের দল। আর রাস্তার বিপরীত দিকে ভাঙা দেওয়ালগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে কয়েদীরা শান্ত আর নিশ্চুপ হয়ে লক্ষ্য করছে ওদের।

একজন স্কোয়াড-লিডার সম্ভবত ব্যাপারটা নজর করেই হুকুম দিলো, 'পিছে মুড়্!' কয়েদীরা এবারে ধ্বংসস্তূপের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। রোদে ঝলকাচ্ছে ভাঙা আবর্জনার স্তূপ। শুধু একটা ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির পাতাল ঘরের পথটা সাফ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে সিঁড়ির ধাপ, ভেতরে ঢোকার দরজা, একটা আবছা বারান্দা আর পেছনের খোলা পথ দিয়ে ভেতরে আসা টুকরো টুকরো আলোর নকশা। স্কোয়াড-লিডাররা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা বুঝতে পারছে না কয়েদীদের কোথায় পাঠাবে। ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। তাছাড়া পাতালঘরগুলো অসামরিক মানুষে বোঝাই। এদিকে এস. এস.রা নিজেরাও খোলা আকাশের নীচে থাকতে আগ্রহী নয়। ওদের মধ্যে কয়েকজন দ্রুত আশেপাশের বাড়িগুলোতে সন্ধান চালিয়ে একটা কংক্রিটের পাতাল ঘর খুঁজে পেয়েছে।

সাইরেনগুলোর স্বর বদলে যেতেই এস. এস.রা সামনের দরজায় দুজন আর রাস্তার মোড়গুলোতে দুজন করে পাহারাদার রেখে সবেগে পাতালঘরে ঢুকে পড়লো। হুকুম হলো, 'কাপো আর ফোরম্যানরা, খেয়াল রাখবে কেউ যেন না পালায়। কেউ একটু নড়লেই গুলি করা হবে!'

কয়েদীদের মুখগুলো কঠিন হয়ে উঠলো। সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইলো ওরা। ওদের শুয়ে পড়ার হুকুম দেওয়া হয়নি। ওরা দাঁড়িয়ে থাকলেই এস. এস.দের পক্ষে পাহারা দেওয়া সুবিধে। কাপো আর ফোরম্যানদের বেষ্টনীর মাঝখানে ওরা নিশ্চুপ হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ

জার্মান পয়েণ্টার কুকুরটা শেকল ছিঁড়ে ওদের কাছে এসে হাজির হলো। ৭১০৫কে খুঁজে পেয়ে, লাফিয়ে উঠে তার মুখ চেটে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো কুকুরটা।

মুহূর্তের জন্যে সমস্ত গোলমাল থেমে গেলো। বায়ুহীন ঘরের মতো সেই স্নায়ু ছেঁড়া অপ্রত্যাশিত নীরবতায় হঠাৎ শোনা গেলো পিয়ানোর স্বর। মাত্র সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে স্পষ্ট শোনা গেলেও, নিবিড় একাগ্র প্রয়াসে ভের্নের স্বরটাকে কয়েদীদের ঐকতান সঙ্গীতের অংশ বলে চিনতে পারলো। ওটা বেতারের অনুষ্ঠান নয়, কারণ বিমান আক্রমণের সাবধানী সংকেত চলার সময় বেতার কেন্দ্র থেকে কোনো গান-বাজনা প্রচার করা হয় না। একমাত্র হতে পারে— হয়তো কেউ গ্রামোফোনটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলো কিংবা কেউ হয়তো খোলা জানলার কাছে বসে স্বর তুলছিলো পিয়ানোতে।

গোলমালটা ফের শুরু হয়ে যায়। চোয়ালে চোয়াল চেপে ভের্নের প্রাণপণে স্বরটার বাকি অংশটুকু মনে করতে চেষ্টা করে। মনে করতে পারলে সে বেঁচে যাবে। সে বোমা আর মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে চায় না। এখন, এমন অনর্থক-ভাবে, সে কিছুতেই মরবে না। স্বরটা তাকে মনে করতেই হবে। যে সমস্ত কয়েদীদের মুক্ত করা হয়েছিলো, ওটা তাদের গান। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে ভের্নের পিয়ানোর শব্দটা শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু আতঙ্কের কর্কশ ধাতব গর্জনে পিয়ানোর আওয়াজ তখন চাপা পড়ে গেছে।

প্রথম বিস্ফোরণটা শহরটাকে কাঁপিয়ে তুললো। সাইরেনের গর্জন ছাপিয়ে ভেসে এলো বোমা-পড়ার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। কেঁপে উঠলো সমস্ত পৃথিবী। একটা দেয়াল থেকে একরাশ পলেস্তারা খসে পড়লো আস্তে আস্তে। কয়েকজন কয়েদী নিজে থেকেই ভাঙা ইঁট-পাথরের ওপরে শুয়ে পড়েছিলো। ফোরম্যানরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো, 'ওঠ্‌! উঠে দাঁড়া!' গোলমালে ওদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিলো না। গোলদস্টেইন দেখলো, শুয়ে থাকা একটা কয়েদীর মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা হঠাৎ পেট চেপে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ওরা বোমার ঘায়ে আহত হয়নি, এস. এস.রাই ওদের গুলি করেছে। গুলির আওয়াজ শোনা যায়নি।

'ওই পাতালঘরটায় চলো!' হট্টগোলের মধ্যে গোলদস্টেইন চিৎকার করে ভের্নেরকে বললো। 'এস. এস.রা তাড়া করবে না।'

পাতালঘরের প্রবেশপথের দিকে তাকালো ওরা। ভেতরের আবছা অন্ধকারটা যেন নিরাপত্তার হাতছানি। এ প্রলোভন থেকে নিজেকে সামলে

রাখা শক্ত। যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কয়েদীরা তাকিয়ে রইলো ওদিকে। নিজে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও ভের্নের গোলদস্টেইনকে ধরে রাখলো, 'না, ওখানে নয়! ওরা আমাদের গুলি করবে! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো!'

গোলদস্টেইন ধূসর মুখটা ঘুরিয়ে ভের্নেরের দিকে তাকালো, 'লুকোবার জন্যে ওখানে যাবো না—পালাবার জন্যে যাবো! ছুটে পালাবো! পেছন দিকেও একটা বেরোবার মুখ আছে!'

কথাগুলো যেন একটা প্রবল ঘুষির মতো ভের্নেরের পাকস্থলীতে আঘাত করলো। আচমকা সে কাঁপতে শুরু করলো। হাত-পা নয়—কাঁপতে লাগলো তার শরীরের গভীরে ডুবে থাকা শিরা-উপশিরাগুলো—কাঁপতে লাগলো তার আত্মহারা রক্তের স্রোত। সে জানে, পালাতে গেলে সফল হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু ছুটে পালানো, কোনো বাড়িতে ঢুকে কিছু পোশাক-আশাক চুরি করা, তারপর বিভ্রান্তির মধ্যে উধাও হয়ে যাওয়া—শুধু এই চিন্তাটুকুই প্রলোভন যোগাবার পক্ষে যথেষ্ট।

'না!' ভের্নেরের ধারণা সে ফিসফিসিয়ে বলছে, কিন্তু আসলে সে চরম গোলমালের মধ্যে চিৎকার করে বললো, 'না, এখন নয়!' কথাটা শুধু গোলদস্টেইনের উদ্দেশ্যে বলা নয়, বলা তার নিজের উদ্দেশ্যেও। সে জানে, পালাবার চেষ্টা করা স্রেফ পাগলামো—শুধু অযথা রক্তক্ষয়—একজনের প্রচেষ্টায় দশজনের জীবনহানি। তবু প্রলোভনটা হাই তোলে আর হাতছানি দেয়। তাই চিৎকার করে উঠে ভের্নের গোলদস্টেইনকে পেছনে টেনে রাখলো—এবং টেনে রাখলো নিজেকেও।

লিউইনস্কি ভাবছিলো, হতচ্ছাড়া সূর্যটা সবকিছু বড়ো নির্দয়ভাবে প্রকট করে তোলে! ওরা সূর্যটাকে গুলি করে না কেন? এ যেন একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী স্পটলাইটের আলোয় নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। এখন এক টুকরো মেঘ যদি আসতো···শুধু এক মুহূর্তের জন্যে এক টুকরো মেঘ! ঘামের স্রোত নামতে লাগলো তার সমস্ত শরীর বেয়ে।

দেয়ালগুলো কেঁপে উঠলো। তারপর একটা প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে গরাদবিহীন জানলাসহ একটা দেয়ালের বড়োসড়ো একটা অংশ আস্তে আস্তে ভেঙে পড়লো। ভাঙা অংশটা প্রায় পনেরো ফুট চওড়া। জানলার ফাঁকা কাঠামোটা যার ওপরে এসে পড়লো, একমাত্র সেই কয়েদীটাই দাঁড়িয়ে রইলো ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে। অবাক বিস্ময়ে চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো মানুষটা। সে বুঝে উঠতে পারছিলো না, কি করে সে তখনও জ্যান্ত

অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পাশে ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে থাকা কয়েকটা পা খানিকক্ষণ অনর্থক দাপাদাপি করে অবশেষে নিস্পন্দ হয়ে গেলো।

আস্তে আস্তে পরিস্থিতির চাপটা স্তিমিত হয়ে এলো। এস এস.রা পাতালঘর থেকে গুঁড়ি মেরে বেরোলো। ভের্নের তার সামনের দেয়ালটার দিকে তাকালো। এখন দেয়ালের ওই গুঁড়িপথটা আর আবছা আশার হাতছানি নয়—দেয়ালটা এখন আবার নেহাতই রৌদ্রস্নাত একটা সাধারণ দেয়াল হয়ে গেছে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা দাড়িওলা মৃত মুখটা ফের দেখলো সে। দেখলো চাপা পড়ে থাকা সহবন্দীদের নিস্পন্দ পাগুলো। তারপরেই বিস্ময়জনকভাবে ফের পিয়ানোর আওয়াজটা শুনতে পেলো ভের্নের। নিজের ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে রাখলো সে।

জানলার ফাঁকা কাঠামোটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েদীটা ইট-চুন-সুরকির স্তূপ ভেঙে নেমে এলো। ওর ডান পা-টা দুমড়ে গেছে। জখমি পা-টা তুলে রেখে এক ঠ্যাঙেই দাঁড়িয়ে রইলো মানুষটা। শুয়ে পড়তে সাহস হচ্ছিলো না তার। ইতিমধ্যে একটা এস. এস. ছুটতে ছুটতে এসে হুকুম দিলো, 'কাজে হাত লাগা! জঞ্জাল সরিয়ে চাপা-পড়া লোকগুলোকে তোল!'

কয়েদীরা খালি হাত, শাবল আর বেলচা দিয়ে জঞ্জাল সরাতে লাগলো। খানিকক্ষণ বাদেই পাওয়া গেলো দেহগুলোকে। তিনজন মৃত, একজন তখনও বেঁচে রয়েছে। সাহায্যের জন্যে চারদিকে তাকিয়ে, লাল ব্লাউজ পরা মহিলাটিকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখলো ভের্নের। মহিলা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে পাতালঘরে যায়নি। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ও তোয়ালে আর একটা টিনের বালতিতে জল নিয়ে এসে আহত মানুষটার মুখ ধুইয়ে সাফ করে দিলো। এস. এস.রা একে অন্যের দিকে তাকালো, কিন্তু কেউ কিছু বললো না। আহত মানুষটা রক্ত মেশানো গাঁজলা বমি করলো, মহিলা সযত্নে তার মুখটা মুছিয়ে দিলো। নিস্তব্ধতার মধ্যে ফের শোনা গেলো পিয়ানোর আওয়াজটা। ভের্নের এতোক্ষণে দেখতে পেলো আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে। মুদিখানার দোতলায় জানলার কাছে বসে চশমা পরা একটা ফ্যাকাশে মানুষ একটা বাদামি রঙের পিয়ানোয় কয়েদীদের ঐকতান সঙ্গীতের সুর বাজাচ্ছে। এস. এস.রা মুচকি হাসলো। একজন ইঙ্গিতময় ভঙ্গিতে নিজের কপালে টোকা দিলো। ভের্নের সঠিক বুঝতে পারলো না, লোকটা নিজেকে সাহস দেবার জন্যে সুরটা বাজাচ্ছে নাকি এর অন্য কোনো অর্থ আছে।

স্কোয়াড লিডার একজন এস. এস.কে নিহত এবং আহতদের কাছে থাকার নির্দেশ দিলো। কয়েদীদের হুকুম দেওয়া হলো রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে যাবার। শেষ বোমাটা একটা পাতালঘরের ওপরে পড়েছে। কয়েদীদের সেটাকে খুঁড়ে বের করতে হবে।

বিস্ফোরণের ফলে গজিয়ে ওঠা গর্তটাতে অ্যাসিড আর গন্ধকের বিশ্রী দুর্গন্ধ। গর্তটার ধারে কয়েকটা গাছ ভেতরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে ওদের শিকড়-বাকড়গুলো। পার্কের বেষ্টনীটা দুমড়ে মুচড়ে আকাশের দিকে খাড়া হয়ে রয়েছে। বোমাটা সরাসরি পাতালঘরের ওপরে পড়েনি, আড়াআড়ি ভাবে সেটাকে চ্যাপ্টা করে মাটির নীচে বসিয়ে দিয়েছে।

দু ঘণ্টার ওপরে কয়েদীরা পাতালঘরের প্রবেশপথটা সাফ করার কাজেই ব্যস্ত হয়ে রইলো। একটা একটা করে সিঁড়ির ধাপগুলো সাফ করলো ওরা। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে প্রবেশপথটা পরিষ্কার করা শেষ হলো। এর বহুক্ষণ আগে থেকেই ভেতর থেকে আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলো সকলে। দেয়ালের গায়ে একটা গর্ত খুঁড়তেই চিৎকারটা বেড়ে উঠলো, একটা মাথা বেরিয়ে এলো গর্তটা দিয়ে এবং পরক্ষণেই তার তলা দিয়ে দুটো হাত বেরিয়ে এসে চুন-সুরকিগুলো আঁচড়াতে লাগলো ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড ছুঁচোর মতো।

'সাবধান!' ফোরম্যান চিৎকার করে বললো, 'ওটা কিন্তু এখনও ভেঙে পড়তে পারে!'

বেরিয়ে আসা মাথাটাকে কারা যেন ভেতরে টেনে নিলো। ফের একটা মাথা বেরোলো—তাকেও পেছনে টেনে নেওয়া হলো। ভেতরের আতঙ্কিত মানুষগুলো আলোর কাছাকাছি আসার জন্যে মারামারি শুরু করে দিয়েছে।

'ওদের ঠেলে পেছনে সরিয়ে দাও! চোট লেগে যাবে! আগে গর্তটা বড়ো করা দরকার। সরিয়ে দাও ওদের!'

কয়েদীরা হাত দিয়ে মুখগুলোকে পেছনে ঠেলে দিতে লাগলো। মুখগুলো ওদের আঙুল কামড়ে দিলো। অবশেষে গর্তটা মোটামুটি বড়ো হতেই প্রথম লোকটা গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসতে লাগলো। লোকটার দিব্যি শক্তপোক্ত চেহারা। দেখেই লিউইনস্কি চিনতে পারলো, এই লোকটাই তখন মুদি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। লোকটার ভুঁড়ি গর্তে আটকে গিয়েছিলো। ওদিকে ভেতরের আর্তনাদ ততোক্ষণে বেড়ে উঠেছে। আলোর পথ আটকে রেখেছে বলে ভেতরের মানুষগুলো মুদির পা ধরে টানছে। 'বাঁচান!' হিটজাস্নি

গোঁফ কাঁপিয়ে লোকটা তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো, 'মশাইরা আমাকে বাঁচান ! দয়া করে আমাকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করুন ! আমি কথা দিচ্ছি ...আমি কথা দিচ্ছি, আমি আপনাদের...'

ঠিক যেন একটা ফাঁদে পড়া সিল মাছ ! কয়েদীরা লোকটাকে হাত ধরে টেনে বের করতেই, লোকটা লাফিয়ে উঠে বিনা বাক্য ব্যয়ে এক ছুটে উধাও হয়ে গেলো। কয়েদীরা গর্তটার মুখে একটা পাটাতন জুড়ে পেছনে সরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের মতো বেরোতে লাগলো নারী, শিশু আর পুরুষের দল— সকলেরই ত্রস্তগতি,, ফ্যাকাশে মুখ, ঘর্মাক্ত শরীর। ওরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কেউ চিৎকার করছে, কেউ বা অভিশম্পাত জানাচ্ছে প্রাণপণ। আতঙ্কে যারা বিবশ হয়নি, তারা বেরোলো সবার শেষে—নিঃশব্দে, ধীরে সুস্থে।

'মশাইরা !...কথাটা শুনলে ? দয়া করুন !...লোকটা আমাদের বলছিলো !' গোলদস্টেইন হাঁফাতে হাঁফাতে লিউইনস্কির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। 'মজার ব্যাপার ! কোথায় ওরা আমাদের মুক্ত করবে, তা নয়—আমরাই ওদের মুক্ত করে দিলাম !'

বহু বছর ধরে যারা বন্দী হয়ে রয়েছে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, যারা মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা বন্দী হয়ে ছিলো তারা দ্রুত পায়ে ওদের কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সাদা ফুটকি দেওয়া নীল পোশাকের ঝি মেয়েটির বুকে হেঁটে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, স্কার্ট ঝেড়ে লিউইনস্কির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। মেয়েটির ঠিক পেছনেই ক্রাচ বগলে একপেয়ে এক সৈনিক। যাবার আগে সে কয়েদীদের সেলাম জানিয়ে গেলো। সবার শেষে এলো এক অতি বৃদ্ধ মানুষ। লোকটার সমস্ত মুখে ব্লাড হাউণ্ডের মতো অজস্র বলিরেখা। 'ধন্যবাদ আপনাদের,' সে বললো। 'ওখানে এখনও কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছে।' লোকটা চলে যাবার পর কয়েদীরা পাতালঘরে গিয়ে নামলো।

যে কাপোটা ৭১০৫-কে লাথি মেরেছিলো শিবিরে ফেরার পথে সে এগিয়ে এসে খানিকক্ষণ ৭১০৫-এর পাশাপাশি হাঁটলো। তারপর একসময় চট করে তার হাতে কি একটা গুঁজে দিয়ে ফের পিছিয়ে পড়লো।

'সিগারেট !' জিনিসটা দেখে ৭১০৫ অবাক হয়ে গেলো।

'ওরা নরম হয়ে উঠছে.' লিউইনস্কি বললো, 'এখন ওরা ভবিষ্যতের কথা ভাবছে।'

ভের্নের মাথা নাড়লো, 'কাপোটাকে মনে রেখো। হয়তো ওকেও কাজে লাগানো যাবে।'

খানিকক্ষণ বাদে ম্যুয়েনজার বললো, 'শহর…ঘরবাড়ি…স্বাধীন মানুষ—মাত্র তিন গজ দূরে। মনে হচ্ছিলো আমরা কেউই যেন আর সম্পূর্ণভাবে খাঁচাবন্দী নই।'

'ওরা আমাদের সম্পর্কে কি ভাবে, জানতে ইচ্ছে হয়।' ৭১০৫ বলে।

'কি আবার ভাববে? আমাদের সম্পর্কে ওরা কতোটুকু জানে, তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। এখন তো ওদের দেখেও সুখী বলে মনে হয় না।'

'এখন তা মনে হয় না।' চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ৭১০৫ বলে, 'ইস, ওই কুকুরটা যদি আমি পেতাম!'

'তাহলে দিব্যি ঝলসে নেওয়া যেতো,' ম্যুয়েনজার জবাব দেয়। 'আমি বাজী রেখে বলতে পারি, কুকুরটার ওজন পুরো তিরিশ পাউণ্ড।'

'আমি মাংস খাওয়ার কথা মনে করে বলিনি। এমনিই…যদি পেতাম!'

রাস্তা জুড়ে জঞ্জালের স্তূপ। গাড়িটা কিছুতেই এগুতে পারছিলো না। অগত্যা নয়বায়োর বললেন, 'তুমি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাও, আলফ্রেদ। বাড়ির সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগুবার চেষ্টা করলেন নয়বায়োর। রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা দেয়ালটার ওপরে উঠে একবার তাকালেন সামনের দিকে। বাড়ির অবশিষ্ট অংশটা এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালটা যেন পর্দার মতো টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বাড়িটা থেকে—বাইরে থেকে তাকালেই ভেতরের ঘরদোর আর বেআব্রু সিঁড়িটা চোখে পড়ে। দোতলায় মেহগনির আসবাবে সাজানো একটা শোবার ঘর ঠিক আগের মতোই পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে। পাশাপাশি দুটো খাট। শুধু একটা কুর্সি উলটে রয়েছে আর চিড় ধরেছে আরশিটাতে। ওপর তলায় রান্নাঘরের জলের নলগুলো ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়ায় ক্ষীণ একটা জলস্রোত মেঝে ছাপিয়ে বাইরের খোলা জায়গায় এসে পড়ছে। খসে পড়া দেয়ালটা যেখানে ছিলো, সেখানে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত একটা মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন নিচের দিকে। ভদ্রলোক একটুও নড়ছেন না। ওঁর পেছনে স্যুটকেস নিয়ে ছোটাছুটি করছেন এক ভদ্রমহিলা—স্যুটকেসগুলোতে উনি ব্যবহৃত অন্তর্বাস, সোফার বালিশ আর এটা-সেটা একত্রে গুঁজে নেবার চেষ্টা করছেন।

নয়বায়োর অনুভব করলেন, তাঁর পায়ের নিচ থেকে ভাঙা দেয়ালের চুন-সুরকিগুলো সরে সরে যাচ্ছে। এক লাফে পেছিয়ে এলেন নয়বায়োর। তারপর নিচু হয়ে কিছুটা জঞ্জাল হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দিতেই, ভেতর থেকে ক্লান্ত সাপের মতো ধুলোমাখা একটা ধূসর হাত বেরিয়ে পড়লো। নয়বায়োর চিৎকার করে উঠলেন, 'শুনছো! এখানে একজন চাপা পড়ে রয়েছে! এদিকে!'

কেউ তাঁর ডাক শুনলো না। রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। দোতলার ভদ্রলোক আস্তে আস্তে নিজের মুখ থেকে রক্তের ধারা মুছে নিলেন, নয়বায়োরের ডাকে এতোটুকুও ব্যস্ততা দেখালেন না।

বড়োসড়ো একটা চাঙড় সরিয়ে ফেলতেই লোকটার চুলগুলো দেখা গেলো। টেনে তোলার ইচ্ছায় চুলগুলো আঁকড়ে ধরলেন নয়বায়োর, কিন্তু পারলেন না।

'আলফ্রেদ!' চিৎকার করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন নয়বায়োর। কিন্তু গাড়িটাকে কোথাও দেখা গেলো না। 'শুয়োরের বাচ্চা! দরকারের সময় কক্ষনো কাউকে যদি পাওয়া যায়!' অর্থহীন রাগে গজগজ করতে করতে জঞ্জাল সরাতে লাগলেন নয়বায়োর। ঘামে তার উর্দির কলার ভিজে উঠলো। আজকাল তিনি আর এতো দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত নন। কিন্তু পুলিস, ত্রাণবাহিনী—কোথায় গেলো হতচ্ছাড়ারা?

পলেস্তারার একটা চাঙড় গড়িয়ে পড়তেই নয়বায়োর যে বস্তুটা দেখতে পেলেন, সামান্য কিছুক্ষণ আগেও সেটা একটা মানুষের মুখ ছিলো—এখন স্রেফ ধুলোমাখা একটা বীভৎস বিকৃতি। নাকটা থেবড়ে ভেতরে বসে গেছে, চোখ দুটো উধাও, চোখের শূন্য কোটর দুটো চুন-সুরকিতে বোঝাই, ঠোঁটের কোনো অস্তিত্বই নেই, মুখের ভেতরে শুধু রাশ রাশ জঞ্জাল আর ভাঙা দাঁত। চুলের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছিলো তখনও।

নয়বায়োরের গা গুলিয়ে উঠলো। একে একে তিনি উগরে ফেলতে লাগলেন সসেজ, আলু, ভাত, পুডিং আর কফি। চ্যাপ্টা মুণ্ডুটার কাছেই পড়লো বমিটা। নয়বায়োর কিছুটা খাবার পেটে রাখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই রইলো না। কোমর নিচু করে ক্রমাগত তিনি বমি করতে লাগলেন।

'কি হচ্ছে এখানে?' পেছন থেকে কে একজন জিগেস করলো।

লোকটার হাতে একটা বেলচা। নয়বায়োর ওর পায়ের শব্দ শুনতে পাননি। ইঙ্গিতে তিনি ইট-পাথরে ডুবে থাকা মুণ্ডুটার দিকে দেখালেন। মুণ্ডুটা সামান্য নড়েচড়ে উঠলো। নয়বায়োর ফের বমি করে ফেললেন। দুপুরে আজ খানাটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিলো।

'ওর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে !' বেলচা-হাতে লোকটা এক লাফে এগিয়ে গিয়ে, দু হাতে আবর্জনা সরিয়ে হতভাগার নাকটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলো। হঠাৎ মুখটা বেয়ে আরও রক্ত বেরুতে লাগল। আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত যেন প্রাণময় করে তুললো মুখের মুখোশটাকে। হাতের আঙুলগুলো আঁচড় কাটতে লাগলো ইঁট-চুন-সুরকির জঞ্জালে, কেঁপে কেঁপে উঠলো চক্ষুবিহীন চক্ষু-কোটর দুটো। তারপর স্থির হয়ে গেলো সব। বেলচা-হাতে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, দেয়ালের সঙ্গে খসে-পড়া একটা রেশমী পর্দায় নিজের হাত দুটো মুছে নিলো। 'মরে গেছে। আরও কেউ চাপা পড়ে আছে নাকি ?'

'জানি না।'

'আপনি এ বাড়ির লোক নন ?'

'না।'

'এ আপনার আত্মীয় ?' বিকৃত মুণ্ডুটাকে দেখালো লোকটা। 'চেনা-জানা ?'

'না।'

উগরে ফেলা স্যসেজ, ভাত আর আলুগুলো দেখলো লোকটা। তারপর নয়বায়োরের দিকে তাকিয়ে দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো। দিনকাল অনুযায়ী খানাটা একটু জোরদারই হয়েছিলো বলা চলে। একজন উচ্চপদস্থ এস. এস. অফিসারের সম্পর্কে লোকটার মনে যেন তেমন শ্রদ্ধার ভাব নেই। নয়বায়োর অনুভব করলেন তিনি লাল হয়ে উঠেছেন। দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে তিনি আবর্জনার স্তূপটা থেকে নিচে নামতে শুরু করলেন।

ফ্রেদরিকস অ্যালিতে পৌছতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগলো। শহরের এ অঞ্চলটা অবিধ্বস্তই রয়েছে। আশা নিয়ে এগুতে লাগলেন নয়বায়োর। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মতো ভাবলেন, এর পরের রাস্তার বাড়িগুলো যদি না ভেঙে থাকে তবে তাঁরটাও ভাঙে নি। পরের রাস্তাটা অটুটই রয়েছে। তার পরেরটাও তাই। আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, ভাবলেন নয়বায়োর। পরের রাস্তার প্রথম বাড়ি দুটো যদি অটুট থাকে, তাহলে আমারটাও থাকবে। ঠিকই আছে। তবে তৃতীয় বাড়িটার জায়গায় শুধু একরাশ ধ্বংসস্তূপ। নয়বায়োর থুথু ফেললেন। ধুলোয় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে এরমান স্ট্রাসের মোড় ঘুরেই স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন নয়বায়োর।

বোমাগুলো নিখুঁত ভাবে কাজ সেরে গেছে। নয়বায়োরের অফিস-বাড়িটার ওপরের তলাগুলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সামনের দিককার একটা অংশ উড়ে গিয়ে

রাস্তার বিপরীত দিকের একটা পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে পড়েছে। ফলে দোকান থেকে লোহার একটা বুদ্ধমূর্তি ছিটকে এসে পড়েছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। হাত দুটো কোলে নিয়ে পলেস্তারার একটা বিশাল চাঙড়ের ওপরে বসে শান্ত-সহাস্য বুদ্ধদেব যেন বিধ্বস্ত রেল স্টেশনটার দিকে তাকিয়ে পাশ্চাত্য জগতের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করছেন আর অপেক্ষা করছেন এশিয়া থেকে আসা কোনো ভূতুড়ে রেলগাড়ি তাঁকে আবার জঙ্গলের রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে—যে রাজত্বে মানুষ বাঁচার উদ্দেশ্যে অন্যকে খুন করে, খুন করার উদ্দেশ্যে বাঁচে না।

নয়বায়োরের মনে হলো, তিনি কেঁদে ফেলবেন। রাস্তার বেশ কয়েকটা বাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাহলে শুধু তার কপালেই বা এমনটি কেন হবে?… পোশাকের দোকানটার প্রতিটি জানলা উড়ে গেছে। বরফ-কুঁচির মতো সমস্ত জায়গাটায় কাচের টুকরো ছড়ানো। মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন নয়বায়োর। ভেতরে কেমন যেন একটা পোড়া গন্ধ, কিন্তু কোথাও আগুনের কোনো চিহ্ন নেই। পোশাক পরানো পুতুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে মেঝের সর্বত্র। দেখে মনে হয় যেন একদল অসভ্য বর্বর এসে ওদের ধর্ষণ করে গেছে। কয়েকটা পুতুল চিৎ হয়ে রয়েছে, পা উপরের দিকে তোলা, পোশাকও উঠে গেছে ওপরের দিকে। মোমের পাছা বের করে বাকিগুলো শুয়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। একটা পুতুল সম্পূর্ণ উলঙ্গ, শুধু হাতে দস্তানা। কোণে দাঁড় করানো আর একটা পুতুলের একটা পা ভেঙে গেছে—মাথায় টুপি, মুখে ওড়নার আড়াল। বিভিন্ন অবস্থায় ওরা প্রত্যেকেই হাসছে, ফলে প্রচণ্ড অশ্লীল বলে মনে হচ্ছে দৃশ্যটাকে।

শেষ, সব শেষ—ভাবলেন নয়বায়োর। এবারে সেলমা কি বলবে? সুবিচার বলে কিছু নেই। দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লেন নয়বায়োর। কাচ আর ইট-চুন-সুরকি মাড়িয়ে বাড়িটার কোণের দিকে পৌঁছতেই তিনি দেখতে পেলেন, বিপরীত দিকে একটা লোক তার পায়ের শব্দ শুনে মাথা নিচু করে ছুটে পালাচ্ছে।

'দাঁড়াও!' নয়বায়োর চিৎকার করে উঠলেন, 'চুপ করে দাঁড়াও! নয়তো আমি গুলি করবো!'

লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

'এদিকে এসো।'

লোকটা কাছে এসে দাঁড়াতেই নয়বায়োর তাকে চিনতে পারলেন। এক কালে এই লোকটাই এই অফিস-বাড়ির মালিক ছিলো।

'ব্লাঙ্ক, তুমি!' নয়বায়োর অবাক হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।'

'তুমি এখানে কি করছো?'

'মাফ করবেন হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার, আমি…আমি…'

'ঠিক করে কথা বলো! কি করছো তুমি এখানে?' সামরিক উর্দির মহিমা দেখে দ্রুত নিজেকে ফিরে পেলেন নয়বায়োর।

'আমি…আমি…' ব্লাঙ্ক তোতলাতে থাকে, 'আমি এসেছিলুম শুধু…'

'শুধু কি?'

ব্লাঙ্ক অসহায় ভঙ্গিতে ধ্বংসস্তূপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'মজা দেখতে, তাই না?'

'না! না, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার!' ব্লাঙ্ক প্রায় লাফিয়ে উঠে পেছিয়ে যায়। 'এ তো দুঃখের ব্যাপার…খুবই দুঃখের ব্যাপার।'

নয়বায়োর লোকটার দিকে তাকালেন। দু হাতে নিজের শরীরটাকে শক্ত করে চেপে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। তিক্ত স্বরে নয়বায়োর বললেন, 'আমার চাইতে তুমি তো অনেক বেশি লাভ করেছো! বাড়িটার জন্যে তুমি ভালো দাম পেয়েছিলে, কি না?'

'হ্যাঁ…খুবই ভালো দাম পেয়েছিলুম, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।'

'তুমি নগদ টাকা পেয়েছিলে আর আমি পেলাম একটা ধ্বংসস্তূপ।'

'হ্যাঁ, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার। এটা দুঃখের কথা…খুবই দুঃখের কথা। এই ঘটনাটা…'

নয়বায়োর সত্যি সত্যি ভাবছিলেন, লেনদেনের ব্যাপারটা ব্লাঙ্কের পক্ষে খুবই চমৎকার হয়েছিলো। মুহূর্তের জন্যে তিনি চিন্তা করলেন, বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে এই ধ্বংসস্তূপটাই এখন ফের ব্লাঙ্কের কাছে বেচে দেওয়া যায় কি না। কিন্তু সেটা পার্টির আদর্শ বিরোধী। তা ছাড়া তখন ব্লাঙ্ককে তিনি যে টাকাটা দিয়েছিলেন, তার তুলনায় এই ধ্বংসস্তূপটার দামও অনেক বেশি। জমির কথাটা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেলো। তিনি ওকে দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার—আর বাড়িটা থেকে বার্ষিক ভাড়াই উঠে আসতো বিশ হাজার!

ব্লাঙ্ক ঘামছিলো। কপাল বেয়ে বড় বড় ঘামের ফোঁটা তার চোখে এসে পড়ছিলো। বাঁ চোখের চাইতে ব্লাঙ্ক ডান চোখটা পিট পিট করছিলো বেশি—কারণ তার বাঁ চোখটা কাচের। সে ভয় করছিলো, নয়বায়োর হয়তো তার শরীরের কাঁপুনিকে ধৃষ্টতা বলে মনে করবেন। এ ধরনের ব্যাপার অতীতে

অনেক বারই ঘটেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়বায়োর তেমন কিছু চিন্তা করছিলেন না। বিক্রিবাটার আগের দিন শিবিরে ওয়েবের যে কেন ব্লাঙ্ককে জেরা করেছিল, তাও তিনি ভাবছিলেন না। তিনি শুধু ভাবছিলেন ভাঙা ইট-পাথর-চুন-সুরকিগুলোর কথা।

'আমার চাইতে তোমার লাভটাই বেশি হলো। হয়তো তখন তুমি এটা ঠিক বিশ্বাস করোনি। কিন্তু বাড়িটা বিক্রি না করলে এখন তুমি সর্বস্ব খোয়াতে। তার বদলে তুমি পেলে করকরে নগদ টাকা।'

ব্লাঙ্ক কপালের ঘাম মুছে নিতে সাহস পেলো না। অস্ফুটে বললো, 'হ্যাঁ, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।'

লোকটার দিকে এক ঝলক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন নয়বায়োর। চকিতে একটা চিন্তা তার মনে এসে হাজির হলো। ইদানীং কয়েক সপ্তাহ ধরে চিন্তাটা প্রায়ই তাঁর মনে এসেছে। প্রথম এসেছিলো মেলার্নি সংবাদপত্রের বাড়িটা ধ্বংস হয়ে যাবার দিন। চিন্তাটাকে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু একটা বিরক্তিকর ভ্যানভেনে মাছির মতো সেটা বারবারই তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। ব্লাঙ্কদের দিন কি আবাব কখনও ফিরে আসতে পারে? তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখে তা মনে হয় না—ও স্রেফ একটা ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু নয়বায়োরকে ঘিরে রাখা ওই ভাঙা ইট-সুরকির স্তূপগুলোও তো তাই। ওগুলোকে দেখে আদৌ জয়ের চিহ্ন বলে মনে হয় না। বিশেষ করে ওগুলো যদি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়। সেলমার ভয়ংকর ভবিষ্যৎবাণীর কথা ভাবলেন নয়বায়োর। খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলোর কথা না তোলাই ভালো। রাশিয়ানরা বার্লিনের দরজায় এসে হাজির হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রুঢ় এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে—এটাও বাস্তব।

'শোনো ব্লাঙ্ক,' নয়বায়োর মার্জিত স্বরে বললেন, 'আমি চিরদিনই তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি। তাই নয় কি?'

'নিশ্চয়ই! প্রচণ্ড ভালো ব্যবহার!'

'এ কথাটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, তাই না?'

'অবশ্যই, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার!' এ জন্যে আমি গভীর কৃতজ্ঞ—'

'কথাটা ভুলো না! তোমার জন্যে আমি অনেক ঝুঁকি নিয়েছি।...তা তুমি এখানে—এই শহরের মধ্যে কি করছো?'

'আমি...আমি...'

ব্লাঙ্ক এতোক্ষণে ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে উঠেছে। সে জানে না, এর পরিণতি কি

হতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে সে শুধু জানে যে সমস্ত নাৎসিরা সদয় ব্যবহার করে, তারা অনিবার্যভাবে নিজেদের আস্তিনের তলায় কোনো ভয়ঙ্কর রসিকতা লুকিয়ে রাখে। চোখটা উপড়ে নেবার আগে ওয়েবেরও তার সঙ্গে এমনি মোলায়েম স্বরে কথাবার্তা বলেছিলো। পুরনো সাঙাতকে একবার দেখার জন্যে গুপ্ত জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসার লোভ সামলাতে পারেনি বলে নিজেকে অভিশম্পাত জানালো ব্লাঙ্ক।

লোকটার বিভ্রান্তি লক্ষ্য করে নয়বায়োর সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলেন, 'তুমি যে মুক্ত অবস্থায় রয়েছো—তুমি তো জানো এ জন্যে তুমি কার কাছে ঋণী, তাই নয় কি ?'

'হ্যাঁ, জানি বইকি ! ধন্যবাদ—অনেক ধন্যবাদ, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার !'

ব্লাঙ্ক এ জন্যে নয়বায়োরের কাছে ঋণী নয়। এ কথা ব্লাঙ্ক যেমন জানে, নয়বায়োরও জানেন। কিন্তু ধোঁয়া-ছড়ানো ধ্বংসস্তূপগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলো আচমকা গলে যেতে শুরু করে। এখন কোনো কিছুই আর সুনিশ্চিত নয়। প্রত্যেককেই সাবধানতা নিতে হবে। বিসদৃশ হলেও নয়বায়োরের মনে হলো, ব্লাঙ্কের মতো একটা ইহুদিকে কোনো দিনই প্রয়োজন হবে না—এ কথা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। পকেট থেকে একটা ডয়েশ ওয়াখট বের করলেন নয়বায়োর, 'এই যে, এটা নাও ব্লাঙ্ক। ভালো জিনিস। অতীতে তুমি যে ঝামেলা পুইয়েছো, সেটার একটা বাস্তব প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আমি তোমাকে কিভাবে রক্ষা করেছি, তা সর্বদা মনে রেখো।'

ব্লাঙ্ক ধূমপান করে না। জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে ওয়েবেরের সেই মারাত্মক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে বহু বছর অব্দি সে সিগারেটের গন্ধ পেলেই আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে উঠতো। কিন্তু নয়বায়োরকে সে প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেলো না। বললো, 'অনেক ধন্যবাদ ! আপনি ভারি দয়ালু, ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।'

পঙ্গু হাতে চুরুটটা নিয়ে ব্লাঙ্ক সন্তর্পণে চলে গেলো। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন নয়বায়োর। কেউই তাঁকে ওই ইহুদিটার সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি। পরক্ষণেই ব্লাঙ্কের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নয়বায়োর বাতাসে গন্ধ শুঁকতে লাগলেন। পোড়া গন্ধটা যেন বেড়ে উঠেছে। দ্রুত পা চালিয়ে অঙ্গ দিকে আসতেই তিনি দেখলেন, পোশাকের দোকানটাতে আগুন জ্বলছে। ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন নয়বায়োর, 'ব্লাঙ্ক ! ব্লাঙ্ক !' তারপর কাউকে না দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'আগুন ! আগুন !'

কেউ এলো না। শহরের বিভিন্ন জায়গায় এতো আগুন জ্বলছে যে দমকল-

বাহিনী বহু আগেই এঁটে ওঠার হাল ছেড়ে দিয়েছে। জানলা দিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে নয়বায়োর টানতে টানতে এক গাঁটরি পোশাক-আশাক বাইরে নিয়ে এলেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তিনি আর ভেতরে ঢুকতে পারলেন না—একটা লেসের পোশাক আঁকড়ে ধরতেই সেটা তাঁর হাতের মধ্যে জ্বলে উঠলো। কোনোমতে বেরিয়ে এলেন নয়বায়োর। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো রাস্তার বিপরীত দিক থেকে তিনি দেখলেন, দোকানের পুতুলগুলো বেঁকে চুরে উঠে আগুনে লীন হয়ে যাচ্ছে—ঠিক চুল্লির লাশগুলোর মতো। হিংস্র চোখে সন্থ বাঁচানো পোশাকের গাঁটরিটার দিকে তাকালেন নয়বায়োর। জুতো পায়ে গাঁটরিটাতে লাথি বসিয়ে দিলেন একটা। চুলোয় যাক! কি লাভ এটাকে বাঁচিয়ে! গাঁটরিটাকে ফের টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে আগুনে বিসর্জন দিলেন তিনি। তারপর ফিরে গেলেন পা দাপিয়ে। এসবের আর কিছুই তিনি দেখতে চান না! ঈশ্বর এখন আর জার্মানদের পক্ষে নেই। তাহলে কাদের পক্ষে?

রাস্তার বিপরীত দিকের একটা ধ্বংসস্তূপের পেছন থেকে আস্তে আস্তে একটা ফ্যাকাশে মুখ জেগে উঠলো। ম্যাক্স ব্লাঙ্কের চোখ দুটো অনুসরণ করলো নয়বায়োরকে। বহু বছরের মধ্যে সে এই প্রথম হাসলো। হাসলো বিকৃত আঙুল-গুলোর চাপে চুরুটটাকে পিষতে পিষতে।

১৬

ফের আটটা মানুষ দাহনচুল্লির অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের পোশাকেই রাজনৈতিক বন্দীদের লাল প্রতীক। ব্যার্গার ওদের কাউকে চেনে না। কিন্তু ওদের কপালে কি আছে, তা সে জানে।

পাতালঘরের কাপো দ্রেয়ার আজ নিজের জায়গাতেই রয়েছে। গত তিন দিন লোকটা এখানে ছিলো না। তাই এ কদিন ব্যার্গার যা করতে চেয়েছিলো, তা করতে পারেনি। কিন্তু আজ আর কোনো উপায় নেই, আজ ঝুঁকিটা তাকে নিতেই হবে।

প্রথম লাশটা শুঁড়িপথ দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তিনজন কয়েদী লোকটার পোশাক ছাড়িয়ে, তার জিনিসপত্রগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখলো। ব্যার্গার তার দাঁতগুলো পরীক্ষা করে দেখলো। তারপর অন্য তিনজন কয়েদী লাশটাকে খাঁচাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো।

আধ ঘণ্টা বাদে শুলতে এসে পৌঁছলো। পাতালঘরটা বেশ বড়ো, আলো-বাতাসও যথেষ্ট। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই লাশগুলোর দুর্গন্ধে ভেতরের বাতাস

ভারি হয়ে উঠলো। দুর্গন্ধ শুধু নগ্ন লাশগুলোতে নয়, তাদের পোশাক-আশাকেও। ওদিক থেকে লাশ আসারও কোনো কামাই নেই। অবশেষে শুলতে যখন খেতে গেলো তখন ব্যার্গার ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলো না, এটা দুপুর না কি ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

'ঠিক আছে, এখন খাওয়ার ছুটি।' দ্রেয়ার তার কাগজপত্রগুলো ভাঁজ করে বললো, 'ওপরে গিয়ে বলে দে, আমি ফিরে না আসা অব্দি ওরা যেন আর লাশ না পাঠায়।'

অন্য তিনজন কয়েদী তক্ষুনি বেরিয়ে যায়। ব্যার্গার ফের একটা লাশের দাঁত দেখতে থাকে।

'অ্যাই! যা, বেরো এখান থেকে!' দ্রেয়ার গর্জে ওঠে। তার ওপরের ঠোঁটের ছোট্ট গুটিটা এখন একটা যন্ত্রণাদায়ক ফোড়া হয়ে উঠেছে।

ব্যার্গার সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'আমরা এই লাশটার নাম লিখতে ভুলে গেছি।'

'বাজে বকাস না! প্রত্যেকের নাম লেখা হয়েছে।'

'কথাটা ঠিক নয়।' গলার স্বর যথাসম্ভব শান্ত রেখে ব্যার্গার বলে, 'একটা নাম কম লেখা হয়েছে।'

'তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি! কি বকছিস পাগলের মতো?'

'লিষ্টিতে আর একটা নাম ঢোকাতে হবে।'

'তাই নাকি?' দ্রেয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যার্গারের দিকে তাকায়, 'কিন্তু কেন, শুনি?'

'লিষ্টিটা শুধরাতে।'

'আমার লিষ্টিতে নাক গলাতে আসবি না।'

'অন্য লিস্টগুলোতে আমার আগ্রহ নেই, শুধু এটা।'

'অন্য লিস্ট আবার কিসের?'

'সোনাদানার।'

'কি বলতে চাইছিস তুই?' এক মুহূর্ত নীরবতার পর প্রশ্ন করে দ্রেয়ার।

'আমি বলতে চাইছি যে সোনাদানার লিস্টগুলো ঠিক আছে কিনা, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।'

'সেগুলো ঠিকই আছে,' চমকে উঠেও নিজেকে সামলে নেয় দ্রেয়ার।

'হতে পারে। না-ও হতে পারে। তাহলে সেগুলো মিলিয়ে দেখতে হয়।'

'মিলিয়ে দেখবি? কিসের সঙ্গে?'

'আমার লিস্টের সঙ্গে। এখানে কাজে আসার পর থেকেই আমি একটা

করে লিস্ট রাখছি। নিজের জন্যে। সাবধানতা হিসাবে।'

'শোনো কথা! উনিও লিষ্টি রাখছেন! তুই কি মনে করেছিস ওরা আমার চাইতে তোর কথা বেশি বিশ্বাস করবে?'

'আমার ধারণা, সেটা সম্ভব। লিস্ট রেখে আমার তো কোনো সুবিধে হচ্ছে না!'

'সুবিধে হচ্ছে না? তাতেও আমার সন্দেহ আছে।' ব্রেয়ার ব্যার্গারের আপাদমস্তক এমনভাবে লক্ষ্য করতে থাকে যেন এই প্রথম সে ব্যার্গারকে দেখছে। 'আর এ কথাটা আমাকে বলবি বলেই তুই এখানে—এই পাতালঘরে এতোক্ষণ স্রেফ সঠিক সময়টার জন্যে অপেক্ষা করছিলি। তাই না? ভাবছিলি, আমাকে একা পেলে কথাটা বলবি। কিন্তু এখানেই তুই ভুল করেছিস, বুদ্ধু!' ব্রেয়ার মৃদু হাসতেই ঠোঁটের ফোড়াটা টনটন করে ওঠে। দাঁত বের করা ক্রুদ্ধ কুকুরের মতো মনে হয় মানুষটাকে। 'এখন আমি যদি তোর নিরেট মাথাটাকে গুঁড়ো করে, তোকে ওই লাশগুলোর সঙ্গে ফেলে রাখি, তাহলে কে আমাকে রুখবে বলতে পারিস? কিংবা তোর শ্বাসনালীটা যদি টিপে ধরি? তাহলে লিষ্টিতে যে একটা নাম বাকি ছিলো, সেখানে তোর নামটাই দিব্যি ঢুকে যাবে! এখানে অন্য কেউ নেই। আমি বলবো, তুই হঠাৎ মরে গেছিস। একটা লাশ কম বেশিতে এখানে কিচ্ছু এসে যায় না—ওরা কোনো খোঁজ-খবরই করবে না।'

ব্রেয়ার তার কাছাকাছি এগিয়ে আসে। ব্যার্গারের চাইতে ওর ওজন ষাট পাউণ্ডেরও বেশি। হাতে সাঁড়াশিটা থাকলেও ব্যার্গারের সামান্যতম আশাও নেই। এক পা পেছিয়ে যেতেই জড়ো করে রাখা লাশগুলোর ওপরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ব্রেয়ার তার হাতটা ধরে কব্জিতে মোচড় দিতেই ব্যার্গার সাঁড়াশিটা ফেলে দেয়। এক ঝটকায় তাকে কাছাকাছি নিয়ে আসে ব্রেয়ার। ব্যার্গার কিছু বলে না, শুধু মাথাটাকে যথাসম্ভব পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ের সামান্য পেশী কটাকে টানটান করে রাখে।

ব্যার্গার লক্ষ্য করে, ব্রেয়ারের ডান হাতটা উঠে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা সাফ হয়ে যায়। সে জানে তাকে কি করতে হবে। সময় খুব অল্প। ব্রেয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে তুমি আমাকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। আজ সন্ধ্যায় আমি শিবিরে না ফিরলে তালিকাটা ক্যাম্প লিডারের হাতে তুলে দিয়ে তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে, দুটো সোনার আংটি আর একটা সোনার ফ্রেমের চশমা হাওয়া হয়ে গেছে। চশমাটার কথা ওয়েবের, শুল্গতে আর স্টাইব্রেনারের ভালোভাবেই মনে থাকবে। কারণ,

'চশমাটা যার, তার একটা চোখ কানা ছিলো। এ ধরনের জিনিসগুলো কেউ সহজে ভোলে না।'

হাতটা আর ওঠে না। খানিকক্ষণ থমকে থেকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে। 'ওটা সোনার ছিলো না। তুই নিজেই তা বলেছিস।'

'ওটা সোনাই ছিল।'

'মোটেই না! ওটা রদ্দি মাল, বাজে জিনিস।'

'সেটা তুমি পরে ওদের বুঝিয়ে বোলো। কিন্তু চশমাটা যার ছিলো, তার বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষ্য আমাদের হাতে আছে। ওটা ছিলো খাঁটি সাদা সোনা।'

'হতচ্ছাড়া বেজন্মা!' ব্রেয়ার একটা ঝাঁকুনি দিতেই ব্যার্গার ফের লাশগুলোর ওপরে ছিটকে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ব্রেয়ারের মুখ থেকে চোখ সরায় না। ব্রেয়ার ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে। 'তাহলে তোর বন্ধুদের কি দশা হবে তা ভেবে দেখেছিস? তুই এখানে একটা লাশ পাচার করার চেষ্টা করেছিস—এ কথাটা জানে বলে তাদের কি পুরস্কার দেওয়া হবে ভেবেছিস নাকি?'

'ওরা তা জানে না।'

'কে তা বিশ্বাস করবে?'

'তোমার কথাই বা কে বিশ্বাস করবে? সবাই ভাববে, আংটি আর চশমার জন্যে আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাও বলেই তুমি একটা চমৎকার গপ্পো ফেঁদে বসেছ।'

ফের উঠে দাঁড়াতেই ব্যার্গার অনুভব করে, তার হাঁটু দুটো কাঁপতে শুরু করেছে। হাঁটু থেকে ধুলো ঝাড়ার ভান করে সে ঝুঁকে দাঁড়ায়। কোথাও ধুলো নেই। তবু সে ওইভাবে দাঁড়ায়—কারণ হাঁটু দুটোকে সে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলো না আর ব্রেয়ারকে কাঁপুনিটা দেখাতেও চাইছিলো না। ব্রেয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি। সে তখন একমনে ঠোঁটের ফোড়াটাকে খুঁটছে। ব্যার্গার লক্ষ্য করে, ফোড়াটা ফেটে পুঁজ গড়াচ্ছে। 'অমন কোরো না,' দ্রুত বলে ওঠে ব্যার্গার।

'কি? কেন?'

'ফোড়াটা ধোরো না। মড়া মানুষের বিষ কিন্তু মারাত্মক।'

ব্রেয়ার ব্যার্গারের দিকে তাকায়, 'আজ আমি কোনো লাশ ছুঁয়ে দেখিনি।'

'কিন্তু আমি লাশ ঘেঁটেছি। আর তুমি, আমাকে ধরেছো। আমার জায়গায় এখানে আগে যে কাজ করতো সে রক্ত বিষিয়ে মারা গিয়েছিলো।'

এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে এনে প্যাতলুনে মুছে নেয় ব্রেয়ার, 'ধ্যাত্তেরি!

এখন কি হবে? আমি তো ফোড়াটাতে হাত লাগিয়ে ফেলেছি!' লোকটা নিজের আঙুলগুলোর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন ওখানে কুষ্ঠ হয়েছে। 'কি রে, একটা কিছু কর্! কিছু একটা লাগিয়ে দে ফোড়াটাতে!'

ড্রেয়ারের মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তাকের ওপর থেকে আইয়োডিনের শিশিটা নামিয়ে নেয় ব্যার্গার। সে জানে ড্রেয়ারের কোনো বিপদ ঘটবে না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, ড্রেয়ারের মনোযোগটা সে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছে। ফোড়ায় খানিকটা আইয়োডিন ছড়িয়ে দিতেই ড্রেয়ার কুঁকড়ে ওঠে। শিশিটা ফের যথাস্থানে সরিয়ে রাখে ব্যার্গার, 'ব্যাস—এবারে ওটা নির্বিষ হয়ে গেছে।'

ড্রেয়ার চোখ ট্যারা করে ফোড়াটা দেখার চেষ্টা করে, 'ঠিক বলছিস?'

'অবশ্যই।'

এক মুহূর্ত ট্যারা চোখেই নিজের নাকের দিকে তাকিয়ে থাকে ড্রেয়ার। তারপর জিগেস করে, 'এবারে বল্ তো, আসলে তুই কি চাস?'

ব্যার্গার বুঝতে পারে, সে জিতে গেছে। 'যা বলেছি—তাই। একটা লাশের সমস্ত বিবরণ বদলে দিতে চাই। ব্যাস।'

'কিন্তু শুলতে?'

'সে নামগুলো খেয়াল করে শোনেনি। তাছাড়া দুবার ঘর থেকে বেরিয়েও গিয়েছিলো।'

'কিন্তু পোশাক-আশাক? সেগুলোর কি হবে?'

'সেগুলো সবই মিলে যাবে। নম্বরটাও।'

'কি করে? তাহলে কি তুই…'

'হ্যাঁ। আমরা যাকে বদলাতে চাই, তার পোশাক আমি নিয়ে এসেছি।'

'মতলবটা তোরা ভালোই ছকেছিস,' ড্রেয়ার ব্যার্গারের দিকে এক ঝলক তাকায়। 'নাকি পুরোটাই তোর একার?'

'না।'

হাত দুটো পকেটে গুঁজে আস্তে আস্তে পায়চারি করতে করতে ড্রেয়ার ব্যার্গারের সামনে এসে দাঁড়ায়, 'কিন্তু তার পরেও তোর সেই লিস্টিটা যে ফের এসে হাজির হবে না, সে গ্যারান্টি আমাকে কে দেবে?'

'আমি দেবো। এতে তোমার ঝুঁকি সামান্যই। তোমার তিন-চারটে অপরাধের সঙ্গে আরও একটা যোগ হলে তেমন কিছু এসে-যাবে না। কিন্তু আমি এই প্রথম ওদের কাছে একটা অপরাধ করতে চলেছি। তাই আমার ঝুঁকি অনেক বেশি এবং আমি সেটাকেই তোমার গ্যারান্টি বলে মনে করি।'

ব্রেয়ার কোনো জবাব দেয় না। ব্যার্গার তাকে লক্ষ্য করতে করতে ফের বলে, 'আরও একটা জিনিস ভেবে দেখার আছে। যুদ্ধটা এরা হেরেছে বলেই ধরে নেওয়া যায়। ফ্রান্স এবং রাশিয়া থেকে জার্মান বাহিনীকে পিটিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে—সীমান্ত এবং রাইন পেরিয়ে অনেক দূরে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাদের। অযথা ঢাক ঢোল পিটিয়ে বা গোপন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে লম্বা লম্বা কথা বলে এখন আর কোনো লাভ হবে না। কয়েক সপ্তাহ অথবা কয়েক মাসের মধ্যেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তখন এখানেও হিসেব মেলাবার দিন আসবে। তুমি কেন অন্যের জন্যে ধরা পড়ে শাস্তি পাবে? যদি জানা যায় যে তুমি আমাদের সাহায্য করেছিলে, তাহলে তোমার কোনো ভয় থাকবে না।'

'এই 'আমরা'—কারা?'

'অনেকেই। এরা সর্বত্রই আছে। শুধু ছোটো শিবিরে নয়।'

'আমি যদি তোদের ধরিয়ে দিই?'

'তাহলে আংটি আর সোনার চশমার ব্যাপারটা রয়েছে কেন?'

ব্রেয়ার মাথা তুলে ক্রূর হাসি ছড়ায়, 'তোরা দেখছি সত্যিই খুব আঁটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছিস, তাই না?'

ব্যার্গার নীরব হয়ে থাকে।

'তোরা যাকে লুকোবার চেষ্টা করছিস, সে কি পালাতে চায়?'

'না।' দেয়ালের আঙটাগুলোকে দেখিয়ে ব্যার্গার বলে, 'আমরা শুধু ওগুলোর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি।'

'সে কি রাজনৈতিক বন্দী?'

'হ্যাঁ।'

ব্রেয়ার চোখ কুঁচকে তাকায়, 'শিবিরে আগাপাশতলা তল্লাশি চালিয়ে যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে?'

'ছাউনিতে অনেক লোকের ভিড়। তাকে ওরা খুঁজে পাবে না।'

'রাজনীতির দিক দিয়ে সে যদি কুখ্যাত হয়, তাহলে কেউ হয়তো তাকে চিনে ফেলতে পারে।'

'সে কুখ্যাত নয়। তাছাড়া ছোটো শিবিরের সবাইকেই দেখতে এক রকম লাগে। কারুর মধ্যেই দেখে চেনার মতো তেমন কিছু নেই।'

'ব্লক সিনিয়ার ব্যাপারটা জানে?'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া এসব করা সম্ভব নয়।'

'অফিসের সঙ্গে তোদের যোগাযোগ আছে?'

'আছে, সর্বত্রই আছে।'

'লোকটার নম্বর কি গায়ে উল্কি করে লেখা?'

'না।'

তাঁর পোশাক-আশাক?'

'আলাদা করে রেখেছি।'

'তাহলে শুরু কর। জলদি। কেউ আসার আগে!'

এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ব্রেয়ার বাইরের দিকে তাকিয়ে কান পেতে থাকে। ব্যার্গার লাশগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঠিক করে ফেলে, পোশাকগুলো সে দুবার করে বদলা-বদলি করবে। তাহলে ব্রেয়ার কোনোদিনই ৫০৯-এর নামটা জানতে পারবে না।

'তাড়াতাড়ি!' ব্রেয়ার খিঁচিয়ে ওঠে, 'এতো সময় নিচ্ছিস কেন?'

তৃতীয় লাশটা ছোটো শিবিরের এক আবাসিকের, নম্বরটা তার শরীরে উল্কি করা নেই। ব্যার্গার লাশটার পোশাক খুলে, নিজের জ্যাকেটের তলা থেকে ৫০৯-এর কোট পাতলুন বের করে, লাশটাকে পরিয়ে দেয়। তারপর লাশটার পোশাক-আশাক পোশাকের স্তূপটার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে, আগে থেকে আলাদা করে রাখা একটা জ্যাকেট আর পাতলুন তলা থেকে টেনে নেয়। এবারে পোশাকগুলো সে নিজের কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে, বেল্ট এঁটে, জ্যাকেটের বোতাম লাগিয়ে নেয়।

'হয়ে গেছে!' ব্যার্গার হাঁফাতে থাকে।

ব্রেয়ার ফিরে তাকায়, 'ঠিক আছে। আমি কিচ্ছু দেখিনি, কিছুই জানি নে। আমি কলঘরে গিয়েছিলাম। বুঝেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'খাঁচায় লাশ ভরার জন্যে আমি ওপর থেকে ওদের তিনজনকে ডেকে আনতে যাচ্ছি। ততোক্ষণ তুই এখানে একা থাকবি। পরিষ্কার বুঝেছিস তো?'

'হ্যাঁ, পরিষ্কার!'

'আর লিস্টিটা?'

'কাল নিয়ে আসবো। কিংবা নষ্টও করে ফেলতে পারি।'

'তোর কথায় আমি বিশ্বাস রাখতে পারি?'

'সম্পূর্ণ।'

ব্রেয়ার একটু চিন্তা করে বলে, 'এবারে আমার চাইতে তুই এতে বেশি করে জড়িয়েছিস। ঠিক কি না?'

'অনেক বেশি।'

'যদি কোনো কথা বেরিয়ে যায় …'

'আমি কিছু বলবো না।' স্ত্রেয়ার ঘর থেকে বেরুতে যেতেই ব্যার্গার ফের বলে, 'তোমার জন্যে একটা জিনিস আছে।'

'কি?'

ব্যার্গার পকেট থেকে একটা পাঁচ মার্কের নোট বের করে টেবিলে রাখে। স্ত্রেয়ার সেটা পকেটে ঢুকিয়ে নেয়, 'যাক, ঝুঁকিটা নেবার জন্যে অন্তত এটুকু লাভ হলো।'

'আসছে সপ্তাহে আরও পাঁচ পাবে।'

'কেন, কিসের জন্যে?'

'কিছু না। এই মাত্র যা হলো, শুধু তার জন্যেই আরও পাঁচ।'

'বেশ,' স্ত্রেয়ার হাসতে শুরু করেও তক্ষুণি থেমে যায়। ফোড়াটা টনটনিয়ে ওঠে। 'আসলে কেউই দানব নয়। বন্ধুদের সাহায্য করতে পারলে সকলেই খুশি হয়।'

স্ত্রেয়ার বেরিয়ে যায়। ব্যার্গার দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে থাকে। তার গা বমি বমি করছিলো। সে যতোটা আশা করেছিলো, ব্যাপারটা তার চাইতেও ভালোভাবে উতরে গেছে। কিন্তু সে জানে, স্ত্রেয়ার এখনও চিন্তা করছে কি করে তাকে সরিয়ে ফেলা যায়। গোপন আন্দোলনের ভয় এবং আরও পাঁচ মার্কের লোভ দেখিয়ে আপাতত বিপদটাকে ঠেকিয়ে রাখা গেছে। স্ত্রেয়ার সেজন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। লিউইনস্কি এবং তার দলবল ব্যার্গারকে টাকাটা দিয়েছে। ভবিষ্যতে তারা আরও সাহায্য করবে। কোমরে জড়িয়ে রাখা জ্যাকেটটাকে হাত দিয়ে অনুভব করে ব্যার্গার। নিরাপদেই আছে জিনিসটা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে এতো রোগা যে কোমরে একটা জ্যাকেট জড়িয়ে রাখা সত্ত্বেও তার নিজের জ্যাকেটটা এখনও বেশ ঢিলেঢালা লাগছে। মুখের ভেতরটা শুকনো। সামনেই পড়ে রয়েছে ভুয়া পরিচয়ের লাশটা। লাশের গাদা থেকে অন্য একটাকে টেনে এনে ছদ্ম পরিচয়ের লাশটার কাছে রেখে দেয় ব্যার্গার। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মৃদু শব্দ তুলে নতুন একটা লাশ আবার শুঁড়িপথ দিয়ে নিচে নেমে আসে।

একটু বাদেই স্ত্রেয়ার আগের সেই তিনজন কয়েদীকে নিয়ে ফের ঘরে এসে ঢুকলো। 'তুই বাইরে যাসনি কেন?' ব্যার্গারের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সে জিগেস করলো, 'এখানে কি করছিস?'

তার মানে ব্রেয়ার অন্য তিনজনকে বুঝিয়ে দিলো, ব্যার্গার এতোক্ষণ এখানে একাই ছিলো।

'আরও একটা দাঁত তোলা বাকি ছিলো,' জবাব দিলো ব্যার্গার।

'বেয়াদপি! যা করতে বলা হয়, তা-ই করবি। নয়তো একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যেতে পারে।' ফের টেবিলের কাছে বসে ব্রেয়ার তার তালিকায় ডুবে যাবার ভান দেখালো, 'নে, কাজ শুরু কর!'

সামান্য কিছুক্ষণ বাদে শ্যুলতেও ঘরে এসে ঢুকলো। পকেট থেকে নিগের লেখা 'সোশ্যাল কনডাক্ট ইন সোসাইটি' বইখানা বের করে পড়তে শুরু করলো সে। ওদিকে তখন লাশগুলোর পোশাক ছাড়ানো হচ্ছে। সারির তৃতীয় লাশটার গায়ে ৫০৯-এর জ্যাকেট। ব্যার্গার শুনতে পেলো, দুজন কয়েদী ওর জ্যাকেটটা খুলে ৫০৯ সংখ্যাটা উচ্চারণ করলো। শ্যুলতে তা সত্ত্বেও চোখ তুলে তাকালো না। পাঁচজনের সঙ্গে বসে সামাজিক সৌষ্ঠব বজায় রেখে কিভাবে বাগদাচিংড়ি খেতে হয়, সে একমনে তা পড়ে চলেছে। সে আশা করছে, যে মাসে তার প্রেয়সীর বাবা মা তাকে নিমন্ত্রণ করবেন এবং সেজন্যে সে সর্বতোভাবে নিজেকে তৈরি করে নিতে চায়। ব্রেয়ার যান্ত্রিকভাবেই লাশটার বিবরণ লিখে, সেটা ছাউনি থেকে পাঠানো প্রতিবেদনের সঙ্গে মিলিয়ে নিলো। চতুর্থ লাশটাও একজন রাজনৈতিক বন্দীর। ব্যার্গার একটু জোর গলায় তার নম্বরটা জানিয়েই লক্ষ্য করলো, ব্রেয়ার তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে। ব্রেয়ারের দিকে তাকিয়ে একবার চোখ মটকে, ব্যার্গার সাঁড়াশি আর টর্চটা নিয়ে লাশটার ওপরে ঝুঁকে পড়লো। তার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে। ব্রেয়ার ভেবেছে, যে লোকটাকে বাঁচানো হয়েছে সে চতুর্থ লাশটার পরিচয় নিয়েই বেঁচে রয়েছে—তৃতীয় লাশটার নয়। অতএব ব্রেয়ার কোনো পরিস্থিতিতেই জীবিত মানুষটার সন্ধান পাবে না।

দরজা খুলে স্টাইনব্রেনার ঘরে এসে ঢুকলো। তার পেছন পেছন ব্রয়ার, সাজা-কুঠরির পরিদর্শক এবং স্কোয়াড লিডার নিয়মান। স্টাইনব্রেনার শ্যুলতের দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'এখানকার লাশগুলোর নাম ধাম লেখা শেষ হলে, তোমাদের বদলে আমাদের কাজে লাগতে হবে। ওয়েবেরের হুকুম।'

'সবগুলো লেখা কি শেষ হয়েছে?' বইটা বন্ধ করে ব্রেয়ারকে জিগেস করলো শ্যুলতে।

'এখনও চারটে লাশ বাকি।'

'ঠিক আছে, লিখে নে।'

স্টাইনব্রেনার যে দেয়ালটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কাঁসিতে লটকে

দেওয়া হতভাগ্যদের আঁচড়ানোর দাগ। 'হ্যাঁ, আস্তে সুস্থে লিখলেই চলবে। আমাদের কোনো তাড়া নেই। তারপর ওপরে যে পাঁচজন কাজ করছে, তাদের এখানে পাঠিয়ে দে। আমরা তাদের অবাক করে দেবার বন্দোবস্ত করবো।'

'হ্যাঁ,' ব্রয়ার বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন তো!'

'তোমাদের মধ্যে ৫০৯ কে?' গোলদস্টেইন জানতে চাইলো।

'কেন?'

'আমাকে এখানে বদলি করা হয়েছে। লিউইনস্কি পাঠিয়েছে।'

'তুমি কি আমাদের ছাউনিতে থাকছো?'

'না, একুশ নম্বরে। তাড়াহুড়োয় এর চাইতে বেশি কিছু করা যায়নি। পরে এটা বদলে নেওয়া যাবে। কিন্তু এবারে আমাকে কাটতে হবে। ৫০৯ কোথায়?'

'৫০৯ আর নেই।'

গোলদস্টেইন চোখ তুলে তাকায়, 'মরে গেছে না লুকিয়ে রাখা হয়েছে?'

ব্যার্গার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। পাশে উবু হয়ে বসে থাকা ৫০৯ তাকে বলে, 'ওকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। গতবার এখানে এসে লিউইনস্কি ওর কথা বলছিলো।' তারপর গোলদস্টেইনের দিকে ফিরে বলে, 'এখন আমার নাম ফ্লোরমান। কি খবর আছে, বলো। বহুদিন হলো আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো খবর পাই না।'

'বহুদিন? সবে দুদিন…'

'দুদিনই অনেক। বলো, কি খবর? কাছে এসে বোসো—'

'গতকাল রাতে ছ নম্বর ছাউনিতে বসে আমরা আমাদের বেতারযন্ত্রে কিছু খবর ধরতে পেয়েছি। ভীষণ ব্যাঘাত হচ্ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা খবর স্পষ্ট বোঝা গেছে—রাশিয়ানরা বার্লিনে বোমা ফেলছে।'

'বার্লিনে?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যামেরিকান আর ব্রিটিশরা?'

'আর কোনো খবর নেই। তবে রুঢ় এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং রাইন পেরিয়ে ওরা অনেক দূর অব্দি চলে এসেছে—এটা ঠিক।'

৫০৯ কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ঘন বাদল-মেঘের নিচে এক ফালি ঝিলমিলে সূর্যাস্তের দিকে তাকায়, 'এতো ধীরে সুস্থে সব কিছু ঘটছে…'

'ধীরে সুস্থে? একে তুমি ধীরে সুস্থে বলছো? এক বছরের মধ্যে জার্মান

বাহিনীকে রাশিয়া থেকে বার্লিনে, আফ্রিকা থেকে রুঢ়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে—একে কি ধীরে সুস্থে বলা চলে ?'

'আমি তা বোঝাতে চাইনি,' ৫০৯ মাথা নাড়ে। 'এগুলো এখানে, আমাদের কাছে, ধীরে বলে মনে হচ্ছে। ধীরে—তার কারণ, এখন আমাদের পক্ষে অপেক্ষা করা বড়ো কঠিন।'

'বুঝেছি,' গোলদস্টেইন মৃদু হাসে। ধূসর মুখে খড়ির মতো সাদা দেখায় ওর দাঁতগুলোকে। কিন্তু চোখ দুটো আগের মতোই অভিব্যক্তিহীন। 'বিশেষ করে রাত্রিবেলা এটা আরও বেশি করে মনে হয়—যখন ঘুম আসে না বা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ঘটনাগুলো ধীরেই এগুচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমি তাই-ই বলতে চেয়েছিলাম। এক সপ্তাহ আগে আমরা এসমস্ত কিছুই জানতাম না। আর এখন আচমকা সমস্ত কিছুই বড়ো ধীর বলে মনে হচ্ছে। আশ্চর্য, আশা জাগলে মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু কেমন বদলে যায় ! আর এই প্রতীক্ষা…সব সময়েই ধরা পড়ে যাবার ভয় !'

৫০৯ হাণ্ডকের কথা ভাবছিলো। সে নিজে এখনও বিপদ থেকে পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। তাদের পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণ সফল হতো, যদি হাণ্ডকে ব্যক্তিগতভাবে তাকে না চিনতো। কিন্তু এখন তাকে প্রচণ্ড সাবধানে থাকতে হচ্ছে, যাতে সে হাণ্ডকের চোখে না পড়ে। সাবধানে থাকতে হচ্ছে, যাতে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করে। তাছাড়া ওয়েবেরও হঠাৎ খানাতল্লাশি করতে এসে তাকে চিনে ফেলতে পারে।

'তুমি কি একা এসেছো ?' গোলদস্টেইনকে জিগেস করে সে।

'না, আরও দুজনকে পাঠানো হয়েছে।'

'আরও আসবে ?'

'সম্ভবত। তবে সরকারী বদলী হিসেবে নয়। আমাদের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জন লোক গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।'

'এতোগুলো লোককে কিভাবে লুকিয়ে রাখো ?'

'প্রতিদিন রাতে ওরা ছাউনি বদলে অন্য কোথাও ঘুমোয়।'

'এস. এস.-রা যদি ওদের ফটকের কাছে গিয়ে দেখা করার হুকুম দেয় ? কিংবা অফিসে যেতে বলে ?'

'ওরা যাবে না।'

'কি বললে ?'

'ওরা যাবে না।' গোলদস্টেইন লক্ষ্য করে ৫০৯ বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসেছে।

ফের সে বলতে থাকে, 'এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এখন এস. এস.দের আর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। গত কয়েক সপ্তাহে বিভ্রান্তিটা প্রতিদিন আরও বেশি করে বেড়ে উঠেছে। ওরা যাকে খুঁজেছে তাকে সর্বদাই শ্রমিকদলের সঙ্গে কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আর নয়তো খুঁজেই পাওয়া যায়নি।'

'আর এস. এস.রা? তারা ওদের ধরতে আসে না?'

গোলদস্টেইনের দাঁতগুলো ঝিকিয়ে ওঠে, 'আজকাল ওরাও তা করতে চায় না। এলেও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দল বেঁধে আসে। যে দলে হিমান, ব্রয়ার আর স্টাইনব্রেনার আছে—একমাত্র সেটাই একটু বিপজ্জনক দল।'

৫০৯ খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থাকে। তারপর জিগেস করে, 'এ সমস্ত কদ্দিন ধরে চলছে?'

'প্রায় হপ্তাখানেক। প্রতিদিনই অবস্থা বদলাচ্ছে।'

'তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো, এস. এস.রা বিচলিত হয়ে উঠেছে?'

'হ্যাঁ। হঠাৎ ওরা বুঝতে পেরেছে, আমরা সংখ্যায় কয়েক হাজার। যুদ্ধটা কোন্ পথে চলেছে, তা-ও ওরা জানে।'

'তোমরা স্রেফ হুকুম অমান্য করো?' ৫০৯-এর কাছে বিষয়টা তবুও স্পষ্ট হয় না।

'হুকুম তামিল করি, তবে আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। ইচ্ছে করে দেরী করি, সম্ভব হলে অন্তর্ঘাত চালাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সবাইকে বাঁচাতে পারি না—এস. এস.রা অনেককেই ধরে ফেলে।' গোলদস্টেইন উঠে দাঁড়ায়, 'আমি চলি—চেষ্টা-চরিত্র করে ঘুমোবার মতো একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।'

'খুঁজে না পেলে, ব্যার্গারকে জিগেস কোরো।'

'আচ্ছা।'

ছাউনিগুলোর মাঝখানে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর স্তূপটার কাছে শুয়েছিলো ৫০৯। আজকের স্তূপটা অন্যদিনের তুলনায় বেশি উঁচু। আগের দিন সন্ধ্যায় আবাসিকদের রুটি দেওয়া হয়নি। প্রতিবারই দেখা যায়, এর ফলে পরের দিন মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো বলেই ৫০৯ ওদের কাছাকাছি শুয়েছিলো। মৃতদেহগুলো ঠাণ্ডা বাতাসের হাত থেকে আড়াল করে রাখছিলো তাকে।

মৃতেরা তাকে বাঁচিয়েছে, বাঁচিয়েছে এমন কি দাহন চুল্লির কবল থেকেও।

এই হিমেল বাতাসের সঙ্গে কোথাও মিশে আছে ফ্রোরমানের ধোঁয়া, যার নামটা ৫০৯ এখন বহন করে চলেছে। ফ্রোরমানের অবশিষ্ট অংশ বলতে এখন যা আছে, তা ওর পোড়া হাড় ক'খানা—যা শীগগিরই কারখানা থেকে সার হয়ে বেরুবে। কিন্তু ওর নাম—যা মানবজীবনের সবচাইতে ছলনাময় এবং সবচাইতে গুরুত্বহীন অংশ—তা এখনও রয়ে গেছে এবং হয়ে উঠেছে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চাওয়া অন্য একটা জীবনের রক্ষাকারী বর্মবিশেষ।

লাশগুলোর ভেতর থেকে মৃদু গোঙানি আর খসখসে আওয়াজ শুনতে পায় ৫০৯। দ্বিতীয় এক রাসায়নিক মৃত্যু ওদের ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুত করে দিচ্ছে। ফলে উধাও জীবনের ভূতুড়ে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মতো ওদের পেটগুলো এখনও নড়াচড়া করছে—ফুলে উঠছে, আবার চুপসে যাচ্ছে···মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভেতরের জমাট বাতাস, বিলম্বিত অশ্রুর মতো চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কিছুটা জলীয় পদার্থ।

ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠে ৫০৯ তার হাত দুটো আস্তিনের ভেতরে গুঁজে নেয়। ইচ্ছে করলেই সে ছাউনিতে ফিরে গিয়ে ভেতরের দুর্গন্ধময় উষ্ণতায় বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু তার ইচ্ছে করছিলো না। আজ সে বড়ো অস্থির হয়ে উঠেছে। সে জানে না, আজ রাতে এমন কি হবে যার জন্যে তার এমন করে এখানে অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে। এ ধরনের প্রতীক্ষাই মানুষকে পাগল করে দেয়—ভাবলো সে। প্রতীক্ষা যেন একটা জালের মতো নিঃশব্দে শিবিরের ওপরে নেমে এসে সমস্ত আশা আর সবটুকু আতঙ্ক সংগ্রহ করে নিচ্ছে। ৫০৯ ভাবলো, আমি অপেক্ষা করছি—ওদিকে হাণ্ডকে আর ওয়েবের আমাকে তাড়া করছে। গোলদস্টেইন অপেক্ষা করছে আর প্রতি মিনিটে তার হৃৎপিণ্ডটা একবার করে অচল হয়ে থাকছে। ব্যার্গার অপেক্ষা করছে—সে জানে না আমরা মুক্ত হবার আগেই চুল্লিঘরের কর্মীদলের সঙ্গে সে-ও শেষ হয়ে যাবে কি না। আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, কিন্তু আমরা কেউই জানি না শেষ মুহূর্তে আমাদের নিধন শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কিনা।

'৫০৯, তুমি কি ওখানে আছো?' অন্ধকারের ভেতর থেকে আহাসফের জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ, এই যে। কেন, কি হলো?'

'কুকুর-মানুষ মারা গেছে।' অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আহাসফের কাছাকাছি এগিয়ে এলো।

'কিন্তু ও-তো অসুস্থ ছিলো না!'

'না, ঘুমের মধ্যেই মারা গেছে।'

'ওকে বাইরে বয়ে আনতে সাহায্য করবো ?'

'তার আর দরকার হবে না। ও বাইরেই পড়ে রয়েছে। আমি ওর কাছেই ছিলাম। খবরটা কাউকে জানাতে ইচ্ছে করছিলো—তাই তোমাকে বললাম।'

হা'

১৭

একরাশ বিস্ময় নিয়ে নতুনতম চালানটা এসে হাজির হলো। পশ্চিম দিক থেকে শহরে আসার রেলপথ বেশ কিছুদিন ধরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলো। সেটা মেরামত হবার পর প্রথম দিককার একটা ট্রেনের সঙ্গে বেশ কয়েকটা মালগাড়িও এদিকে এসে পৌছোয়। কিন্তু রাত্রিবেলা বোমাবর্ষণের ফলে ফের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ট্রেনটা সমস্ত দিন ঠায় দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর ট্রেনের যাত্রীদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেলার্ন শিবিরে। এরা প্রত্যেকেই ইহুদি। সমস্ত ইউরোপ থেকে এদের সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে পোলিশ এবং হাঙ্গেরিয়ান, রুমানিয়ান এবং চেক, রাশিয়ান ও গ্রীক ইহুদি। যুগোশ্লাভিয়া, হল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, এমন কি লুক্সেমবার্গ থেকে নিয়ে আসা কয়েকজন ইহুদিও রয়েছে ওদের সঙ্গে। ওরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একে অন্যের কথা বোঝে না। প্রথম দিকে ওদের সংখ্যা ছিলো ৩ হাজার, এখন সেটা পাঁচশোতে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক হাজার ট্রেনেই মরে রয়েছে।

নয়বায়োর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এদের আমরা রাখবো কোথায় ? শিবির তো এমনিতেই ভিড়ে গাদাগাদি ! তাছাড়া লিখিত-পড়িত ভাবেও এদের দায়িত্ব আমাদের হাতে দেওয়া হয়নি। কোথাও কোনো নির্দেশ নেই। এটা কোন্ ধরনের পাগলামো ? হচ্ছেটা কি ?'

নিজের অফিসঘরে পায়চারি করছিলেন নয়বায়োর। একে নিজের এতো দুশ্চিন্তা, তার ওপরে আবার এই উটকো ঝামেলা ! যে লোকগুলোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে গেছে তাদের নিয়ে কেন এতো ঝঞ্ঝাট বাঁধানো, তা উনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে রীতিমতো রেগে উঠলেন নয়বায়োর, 'ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক—ঠিক যেন একদল জিপসি দরজাগুলোর সামনে পড়ে রয়েছে। আমরা কি কোনো বলকান দেশে রয়েছি, নাকি এটা জার্মানী ? ব্যাপারটা কি হচ্ছে—তুমি কি কিছু অনুমান করতে পারো, ওয়েবের ?'

'নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কেউ হুকুমটা দিয়েছিলেন,' ওয়েবের অচঞ্চল কণ্ঠে বললো। 'নয়তো ওরা এখানে এসে হাজির হতো না।'

'আমি ঠিক তা-ই বলতে চাইছি! এটা নিশ্চয়ই রেলস্টেশনের কোনো কর্তৃপক্ষের কাজ। অথচ এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা করা হয়নি—আগে থেকে আমাকে খবরটা পর্যন্ত জানানো হয়নি। আজকাল প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে, নতুন নতুন কর্তাব্যক্তি গজিয়ে উঠছেন। ট্রেনে লোকগুলো নাকি বড্ড চেঁচাচ্ছিলো এবং ফলে অসামরিক লোকদের মনে একটা বিশ্রী চাপ পড়ছিলো। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? আমাদের লোকজন তো চেঁচায় না!'

'আপনি কি এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে দিয়েৎজের সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন?'

'না, এখনও কথা বলিনি। তুমি ঠিকই বলেছো। এক্ষুনি কথা বলবো।'

দূরভাষ যোগে খানিকক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে নয়বায়োর কথামুখটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'দিয়েৎজ বললেন শুধু আজকের রাতটা ওদের এখানে রাখতে হবে। পুরো দলটাকেই একটা ছাউনিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে, ভাগাভাগি করে বিভিন্ন ছাউনিতে রাখার দরকার নেই। খাতাপত্রেও নাম তুলতে হবে না। আসছে কালই ওদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ততোক্ষণে রেলরাস্তা মেরামত হয়ে যাবে।' জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন নয়বায়োর, 'কিন্তু ওদের ঢোকাবো কোথায়? এমনিতেই তো এখানে লোক বেশি।'

'হাজিরার মাঠেই ফেলে রাখা যায়।'

'কাল সকালে শ্রমিক দলের হাজিরা নেবার জন্যে জায়গাটা আমাদের দরকার হবে। তাছাড়া ওই বলকানগুলো জায়গাটাকে একেবারে নরক কুণ্ড করে রাখবে। সেটা আমরা হতে দিতে পারি না।'

'ছোটো শিবিরের সামনে যে হাজিরার মাঠটা রয়েছে, সেখানেই রাখা যায়। তাহলে আমাদেরও খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

'সেখানে যথেষ্ট জায়গা আছে কি?'

'আছে। কিন্তু তাহলে আমাদের লোকগুলোকে ছাউনিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ইদানীং ওদের মধ্যে কয়েকজন আবার বাইরে ঘুমোচ্ছে কি না!'

'কেন? ভেতরে কি লোক বেশি?'

'সেটা দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে নির্ভর করে। মানুষকে সার্ডিন মাছের মতো গাদাগাদি করেও রাখা যায়।'

'একটা রাতের জন্যে তাই-ই করতে হবে।'

'তাই হবে। তবে ছোটো শিবিরের কেউই নতুনদের সঙ্গে মিশে যেতে চাইবে না,' ওয়েবের মৃদু হাসলো। 'প্লেগের মতো ওদের দেখে কুঁকড়ে সরে আসবে।'

নয়বায়োরের ঠোঁটেও এক টুকরো হাসি খেলে গেলো। তার কয়েদীরা শিবিরের ভেতরে থাকাটাই বেশি পছন্দ করে শুনে তিনি প্রীত হলেন। 'কিন্তু আমাদের পাহারাদার রাখতে হবে। নয়তো নতুনরা ছাউনির ভেতরে ঢুকে পড়বে। তাহলে কিন্তু সত্যিই খুব ঝামেলার সৃষ্টি হবে।'

ওয়েবের মাথা নাড়লো, 'ছাউনির কয়েদীরাও সেদিকে খেয়াল রাখবে। ওদেরও ভয় আছে, নির্দিষ্ট সংখ্যা মাত্রা পূর্ণ করার জন্যে আমরা হয়তো ওদের ভেতর থেকেও কয়েকজনকে নিয়ে নতুনদের সঙ্গে জুড়ে দেবো।'

'বেশ। তাহলে পাহারাদার বসাও আর ছোটো শিবিরের ছাউনিগুলোকে তালাচাবি বন্ধ করে রাখো। কারণ নতুনদের দিকে নজর রাখার জন্যে সার্চলাইট ব্যবহার করার ঝুঁকি তো আমরা নিতে পারি না!'

সারারাত ধরে শিবিরের প্রবীণরা বাইরে পড়ে থাকা মানুষগুলোর বিলাপ আর আর্তনাদ শুনলো। সকালবেলা এক নতুন আওয়াজে ঘুম ভাঙলো ওদের। চারদিকে তখনও অন্ধকার। আর্তনাদ থেমে গেছে, তার বদলে ছাউনির বাইরের দেয়ালে মৃদু আঁচড়ানোর আওয়াজ। তারপর সন্তর্পণে কারা যেন দরজায় আঘাত করতে শুরু করলো। তারপর একটা অস্পষ্ট মৃদু গুঞ্জন, নিচু গলায় বিদেশী ভাষায় কাতর অনুনয়। বাইরের লোকগুলো দেয়াল আঁচড়াচ্ছে, দরজায় মৃদু আঘাত করছে, নরম গলায় তোষামোদ করছে ভেতরের মানুষগুলোকে—ওরা ভেতরে ঢুকতে চাইছে।

এক ঘণ্টা বাদে ওদের এগিয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হলো। জবাবে শোনা গেলো দীর্ঘ এক চিৎকৃত আর্তনাদ, তারপর আবার হুকুম—আরও উঁচু গলায়. আরও হিংস্র স্বরে।

ছোট্ট একটা জানলার সামনে, একেবারে ওপর তলার একটা পাটাতনে গুটিসুটি হয়ে বসে ছিলো ওরা কজনে। ব্যার্গার জিগেস করলো, 'কিছু দেখতে পাচ্ছো, বুশের?'

'হ্যা। ওরা হুকুম মানছে না। কেউ এখান থেকে যেতে চাইছে না।'

'ওঠ!' বাইরে কে যেন হেঁকে উঠলো, 'সারি বেঁধে দাঁড়া!'

ইহুদিরা উঠলো না। মাটিতে সটান শুয়ে ওরা আতঙ্কে ভরা চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো পাহারাদারদের দিকে, মাথা ঢেকে রাখলো নিজেদের বাহুর আবরণে।

'ওঠ!' হাগুকে গর্জন করে উঠলো, 'ওঠ বলছি, হারামজাদার দল! নাকি একটু উৎসাহ যোগাতে হবে?'

কিন্তু উৎসাহের আনুকূল্যেও কোনো কাজ হয় না। উৎপীড়কদের থেকে অন্য পথে ওই পাঁচশো মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করে বলে আজ ওদের এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে যাতে এখন ওদের আর মানুষ বলা চলে না। এখন তর্জন-গর্জন, গালাগাল, অত্যাচার—কোনো কিছুতেই ওদের কিছু এসে যায় না। প্রাণপণে ওরা মাটি আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে। বন্দী শিবিরের নোংরা মাটিই ওদের কাছে পরম কাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয়—এই মাটিই যেন ওদের স্বর্গ, ওদের মুক্তি।

বিশ নম্বর ছাউনির জানলা দিয়ে ৫০৯ দেখলো, চকচকে জুতো পায়ে ওয়েবের ছোটো শিবিরের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা নির্দেশ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে এস. এস. বাহিনীর কয়েকজন মাটিতে পড়ে থাকা লোকগুলোর দেহের ওপর দিয়ে গুলি চালিয়ে দিলো। ওয়েবের আশা করেছিলো ইহুদিগুলো এবারে এক লাফে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু ওরা এতোটুকুও নড়লো না। ওয়েবেরের মুখের রঙ বদলে গেলো, 'পিটিয়ে তোল বাঞ্চোতদের!'

পাহারাদাররা এবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো জনতার ওপরে। লাথি ঘুষি মেরে, নির্বিচারে পেট আর জননেন্দ্রিয় মাড়িয়ে, চুল আর দাড়ি ধরে টেনে ওরা লোকগুলোকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো। কিন্তু লোকগুলো ফের লুটিয়ে পড়লো—যেন ওদের দেহে হাড় বলতে কোনো পদার্থই নেই।

'তাকিয়ে ছাখো,' ব্যার্গার ফিসফিসিয়ে বললো, 'শুধু যে এস. এস.রা ওদের মারছে, তা কিন্তু নয়। এস. এস.দের সঙ্গে কাপোরাও রয়েছে। শুধু সবুজ কাপোই নয়, অন্যেরাও। ওরাও আমাদের মতো কয়েদী। কিন্তু ওরা ওদের মনিবদের মতোই কাজ করছে।' ফুলো ফুলো চোখ দুটো কচলে নিয়ে ছাউনির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা দাড়িওলা এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলো ব্যার্গার। মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে বৃদ্ধের দাড়িগুলো লাল হয়ে উঠলো।

'জানলার কাছ থেকে সরে এসো,' আহাসফের বললো, 'দেখতে পেলে ওরা তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবে।'

'আমাদের ওরা দেখতে পাবে না।'

জানলাগুলোয় অস্পষ্ট অন্ধকার। অন্ধকার ঘরের ভেতরে কি হচ্ছে তা বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ভেতর থেকে বাইরের অনেকটাই স্পষ্ট চোখে পড়ে।

'ওসব দৃশ্য দেখা উচিত নয়,' আহাসফের ফের বললো। 'নেহাৎ বাধ্য না হলে ওসব দেখা পাপ।'

'না, পাপ নয়।' বুশের জবাব দিলো, 'আমরা কোনোদিনও এসব ভুলতে চাই না। তাই দেখছি।'

'শিবিরে কি এমন দৃশ্য তুমি যথেষ্ট দেখোনি?'

বুশের কোনো জবাব না দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরের উন্মত্ততা ক্রমশ নিজে থেকেই অবসন্ন হয়ে উঠতে শুরু করে। পাহারাদাররা লোকগুলোকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। কিন্তু দশ-বিশ জন একত্র হতেই ওরা ফের পাহারাদারদের ঠেলে গুঁতিয়ে ভেতরে ঢুকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। একসময় হঠাৎ নয়বায়োর দৃশ্যে এসে হাজির হলেন। ওয়েবের তাঁকে বললো, 'ওরা যেতে চাইছে না। সম্ভবত পিটিয়ে মেরে ফেললেও ওরা নড়বে না।'

নয়বায়োর মুখের চুরুটটা থেকে একরাশ ঘন মেঘ উড়িয়ে দিলেন, 'এরা যে যেখানে ছিলো, সেখানেই নিতান্ত সহজে এদের খতম করা যেতো। তার বদলে কেন যে গ্যাস দিয়ে মারার জন্যে এদের একত্র করে পাঠানো হলো, আমি সেটাই বুঝতে পারছি নে।'

'কারণটা হচ্ছে: সব চাইতে নোংরা ইহুদিটারও একটা দেহ আছে। মারা সহজ, কিন্তু লাশ হাপিশ করা তার চাইতে ঢের বেশি শক্ত। তা ছাড়া এদের সংখ্যা ছিলো দু হাজার।'

'বাজে ওজর! প্রায় প্রতিটা শিবিরেই আমাদের মতো একটা করে চুল্লি আছে।'

'তা সত্যি। কিন্তু ইদানীং চুল্লির কাজ ভীষণ ঢিমে তালে চলছে। শিবির গুটিয়ে নেবার তাড়া থাকলে ওতে সব সাফ করা যাচ্ছে না।'

'কিন্তু তা হলেও আমি বুঝতে পারছি না, কেন ওদের অন্যত্র পাঠাতে হবে।'

'এখানেও সেই লাশের প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে। পরে অনেকগুলো লাশের সন্ধান পাওয়া যাক, তা আমাদের কর্তৃপক্ষ মোটেই চান না। এ যাবৎ একমাত্র চুল্লিতেই লাশগুলোকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যাচ্ছে, যাতে পরবর্তী কালে কোনোমতেই তাদের প্রকৃত সংখ্যাটা জানা যাবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নিদারুণ চাহিদার তুলনায় চুল্লিগুলোর কাজ চলছে নিতান্তই ধীরে-

স্থে। অসংখ্য লাশ দ্রুত সাফ করে দেবার মতো সত্যিকারের কোনো কার্যকর পদ্ধতি এখনও আমরা খুঁজে পাইনি। গণ-কবর বহুদিন বাদেও খুঁড়ে বের করা যায় এবং তাহলে আমাদের নৃশংসতার কাহিনী আবিষ্কার করার একটা অস্ত্র শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পোল্যাণ্ড এবং রাশিয়ায় এটা ঘটতে দেখা গেছে।'

'এরা কোনোদিনই কোনো কাজে লাগবে না। তাহলে রাশিয়ান বা অ্যামেরিকানদের হাতে এদের ফেলে রেখে এলেই হতো!'

'সবাই বলে, অ্যামেরিকান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নাকি অজস্র সাংবাদিক এবং ছবিওলা রয়েছে। এদের ছবি তুলে ওরা হয়তো প্রচার করবে যে এরা অপুষ্টির শিকার।'

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে নয়বায়োর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ওয়েবেরের দিকে তাকালেন। তিনি স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন না, ক্যাম্প-লিডার তাঁর সঙ্গে রসিকতা করছে কি না। ওয়েবেরের মুখটা এখনও যথারীতি নির্বিকার। 'কি বলতে চাইছো তুমি? লোকগুলো তো অবশ্যই অপুষ্টিতে ভুগছে!'

'গণতান্ত্রিক সংবাদসংস্থাগুলো আমাদের নৃশংসতা সম্পর্কে যেসব কাহিনী ফেঁদে বসছে, আমি তার কথাই বলছি। আমাদের প্রচার মন্ত্রক প্রতিদিনই এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন।'

নয়বায়োর ঘাড় নাড়লেন, 'কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বিভিন্ন শিবিরের মধ্যে কিন্তু দুস্তর ফারাক রয়ে গেছে। আমাদের শিবিরের—এমন কি ছোটো শিবিরের লোকগুলোও ওদের চাইতে যথেষ্ট ভালো আছে। তোমারও কি তা-ই মনে হয় না?'

'হ্যাঁ।'

'দু দলের মধ্যে তুলনা করলে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। গোটা রাইখের মধ্যে আমাদের শিবিরটা যে সব চাইতে মনুষ্যত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত। অবিশ্যি এখানেও আবাসিকরা মরে, যথেষ্টই মরে। কিন্তু এ ধরনের সময়ে সেটা এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা মনুষ্যত্ববোধ মেনে চলি। যারা পরিশ্রমে সক্ষম নয়, এখানে তাদের কোনো কাজ করতে হয় না। রাষ্ট্রের শত্রু এবং বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষেত্রেও এমন সদয় ব্যবহার তুমি আর কোথায় পাবে?'

'প্রায় কোথাও না।'

'আমারও তাই ধারণা। অপুষ্টি? সে দোষ আমাদের নয়!' হঠাৎ নয়বায়োরের মাথায় একটা মতলব খেলে যায়, 'শোনো, ওয়েবের—লোক-

গুলোকে কি করে এখান থেকে বের করতে হবে, জানো? খাবার দিয়ে।'

'চমৎকার বুদ্ধি!' ওয়েবের মৃদু হাসলো, 'লাঠি যা পারে না, খাবার চিরদিনই তা পারে। কিন্তু অতিরিক্ত খাবার তো আমাদের হাতে তৈরি নেই!'

'তাহলে শিবিরের আবাসিকদের একবেলা না খেয়ে থাকতে হবে।' নয়বায়োর কাঁধ দুটো টানটান করে জিগেস করলেন, 'এরা জার্মান ভাষা বোঝে তো?'

'সামান্য কয়েকজন হয়তো বোঝে।'

'কোনো দোভাষী আছে?'

ওয়েবের কয়েকজন প্রহরীকে কথাটা জিগেস করতেই তারা তিনটে লোককে টানতে টানতে কাছে নিয়ে এলো। ওয়েবের গম্ভীর গলায় বললো, 'ওবেরস্টর্মবন-ফ্যুরার যা বলছেন, তা তোমরা অনুবাদ করে সবাইকে বুঝিয়ে দাও!'

ওরা তিনজন পাশাপাশি দাঁড়ালো। নয়বায়োর এক পা সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, 'শোনো হে, তোমরা ভুল খবর পেয়েছো। তোমাদের এখন একটা বিনোদন শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'বল!' ওয়েবের ওদের তিনজনের মধ্যে একজনকে কনুইয়ের গুঁতো মারতেই ওরা দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললো। কিন্তু আগন্তুকরা কেউ এতোটুকু নড়লো না।

নয়বায়োর ফের বললেন, 'কফি আর খাবার আনার জন্যে এবারে তোমাদের রসুইখানায় যেতে হবে।'

দোভাষীরা কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলো, তবু কেউ নড়লো না। এ সমস্ত কথাবার্তা এখন কেউই আর বিশ্বাস করে না। বহুবার ওরা এই একইভাবে অনেককে উধাও হয়ে যেতে দেখেছে। খাবার আর স্নান—দুটো প্রতিশ্রুতিই বিপজ্জনক।

নয়বায়োর বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'যাও, রসুইখানায় যাও! খাবার নিয়ে এসো। খাবার, কফি, সুরুয়া!'

ছোট ছোট লাঠি নিয়ে পাহারাদাররা এবারে জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো, 'শুনতে পাচ্ছিস না? খাবার! সুরুয়া!'

'থামো!' নয়বায়োর ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'কে তোমাদের মারার হুকুম দিয়েছে? বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

লাঠি-হাতে লোকগুলো আচমকা আবার কয়েদী হয়ে গেলো। জড়োসড়ো হয়ে মাঠের একধারে সরে দাঁড়ালো ওরা।

'ওরা তো মেরে মেরে এদের পঙ্গু করে দিচ্ছে! এমন হলে চিরদিনই এরা

আমাদের কাঁধে থেকে যাবে!'

ওয়েবের ঘাড় নাড়লো, 'এমনিতেই কয়েক ট্রাক লাশ স্টেশন থেকে আমাদের চুল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে আমাদের কয়লায় ঘাটতি। নিজেদের লোকগুলোকে পোড়াবার জন্মেই আমাদের কিছু জ্বালানি পাওয়া ভীষণ প্রয়োজন।'

'নিকুচি করেছে! কিন্তু এদের আমরা এখান থেকে বের করবো কি করে?'

'ওরা এখন আতঙ্কগ্রস্ত। তাই ওদের যা বলা হচ্ছে, ওরা তা বুঝতে পারছে না। হয়তো গন্ধ পেলে বুঝবে।'

'কিসের গন্ধ?'

'খাবারের গন্ধ। গন্ধ কিংবা দৃশ্য।'

'তার মানে তুমি খাবারের কড়াগুলোকে এখানে নিয়ে আসতে বলছো?'

'হ্যাঁ। এখন প্রতিশ্রুতিতে কোনো কাজ হয় না। জিনিসগুলো ওদের দেখাতে হবে, গন্ধ শোঁকাতে হবে।'

নয়বায়োর ঘাড় নাড়লেন, 'আমাদের গোটাকতক চাকা-লাগানো কড়া আছে না? তার একটা এখানে নিয়ে এসো। কিংবা দুটোই এনো। একটাতে যেন কফি থাকে। খাবার-দাবার কি তৈরি হয়ে গেছে?'

'এখনও হয়নি। তবে একটা কড়ায় গতকাল রাতের ঝড়তি-পড়তি কিছু মাল নিশ্চয়ই রয়ে গেছে বলে মনে হয়।'

কড়া দুটোকে জনতার কাছ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে রাস্তার ওপরে এনে থামানো হলো। ওয়েবের নির্দেশ দিলো, 'একটা কড়া ছোটো শিবিরে নিয়ে গিয়ে ঢাকনাটা খুলে ফ্যাল। তারপর লোকগুলো কাছে আসতে শুরু করলে, কড়াটাকে আস্তে আস্তে ঠেলে আবার রাস্তায় নিয়ে আসবি।' নয়বায়োরের দিকে ফিরে তাকালো ওয়েবের, 'ওদের ওখান থেকে নড়াতে হবে। একবার হাজিরার মাঠটা ছেড়ে এলে, ওদের বের করে দেওয়া সহজ হবে। ওরা রাত্তিরটা ওখানে ঘুমিয়েছে, কারুর কোনো ক্ষতি হয়নি—তাই ওরা ওখান থেকে নড়তে চাইছে না। ওই জায়গাটা ছাড়া আর সমস্ত কিছুতেই ওদের ভয়। কিন্তু একবার ওখান থেকে নড়ালে, ওরা ফের চলতে থাকবে।' কাপোদের দিকে ফিরে ওয়েবের নির্দেশ দিলো, 'প্রথমে কফি নিয়ে যা। ওটা আর ফিরিয়ে আনবি না। ওখানেই বিলি করে দিবি।'

কফির কড়াটা সোজা জনতার মাঝখানে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন

কাপো এক হাতা কফি সামনের লোকটার দিকে তুলে ধরলো। লোকটা সেই বৃদ্ধ, যার সাদা দাড়ি রক্তে লাল হয়ে উঠেছিলো। কফিটা তার মুখ বেয়ে নেমে দাড়িগুলোকে বাদামী করে তুললো। এই নিয়ে তৃতীয়বার দাড়িগুলোর রঙ বদলালো। বৃদ্ধ হাঁ করলো, আচমকা তার ঘাড়ের শীর্ণ পেশীগুলো কাজ করতে শুরু করলো। দু হাত বাড়িয়ে হাতাটা চেপে ধরে প্রাণপণে সে কফি গিলতে লাগলো। এবারে বৃদ্ধের পাশের লোকটা ব্যাপারটা দেখলো। তারপর দেখলো দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন। তারা উঠে দাঁড়ালো, মুখ বাড়ালো, হাত এগুলো। তারপর শুরু হলো গুঁতোগুঁতি, ঠেলাঠেলি, হাতার দখল নিয়ে হাতাহাতি। অন্যেরা ততোক্ষণে ধূমায়িত কড়াটার সামনে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। ওরা মুখ নামিয়ে, শীর্ণ হাতের অঞ্জলি ভরে কফি পান করার চেষ্টা করছিলো। কোনোক্রমে হাতাটা মুক্ত করে কাপোটা চিৎকার করে বললো, 'সারি বেঁধে দাঁড়াও! এক-জনের পেছনে আর একজন!' কিন্তু কোনো লাভ হলো না। জনতাকে কিছুতেই সামলে রাখা গেলো না। তারা কফি নামক বস্তুটার গন্ধ পেয়েছে, এমন একটা উষ্ণ পদার্থের সন্ধান পেয়েছে যা পান করা যায়—তাই তারা অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে কড়াটার ওপরে। ওয়েবের ঠিকই বলেছিলো—মস্তিষ্ক কাজ না করলেও, পেট কোনো বাধা মানে না।

'এবারে কড়াটাকে ঠেলে আস্তে আস্তে ওদিকে নিয়ে যা,' ওয়েবের হুকুম দিলো।

কিন্তু তা অসম্ভব। জনতা কড়াটাকে ঘিরে রেখেছে। হঠাৎ একজন পাহারাদারের মুখ বিস্ময়ে ভরে উঠলো—সাঁতারুদের মতো দু হাত সামনে ছড়িয়ে সে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো…জনতা তার পা ধরে টান মেরেছিলো। শেষ পর্যন্ত জনতাকে দুধারে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হলো। কড়াটাকে ঘিরে একটা বেষ্টনী তৈরি করে, পাহারাদাররা সেটাকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে এলো। জনতাও বেরিয়ে এলো তাদের পেছন পেছন। হঠাৎ একজন আবিষ্কার করে ফেললো, খানিকটা দূরে আরও একটা ঠেলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। টলতে টলতে সে ওদিকে এগিয়ে যেতেই, অন্যরাও তাকে অনুসরণ করলো। কিন্তু ওয়েবের এখানে সতর্কতা নিয়েছিলো। গাট্টাগোট্টা কয়েকজন লোক অবিলম্বে কড়া বসানো ঠেলাগাড়িটাকে চালু করে দিলো।

কয়েকজন তখনও প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া কফির কড়াটাতে হাত ডুবিয়ে আঙুল চাটছিলো। তাছাড়া আরও প্রায় তিরিশ জন পড়েছিলো মাঠের মধ্যে—তাদের আর নড়ার মতো শক্তি নেই।

'ওদের টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যা!' ওয়েবের চিৎকার করে বললো, ,তারপর রাস্তার ওধারে সারি বেঁধে দাঁড়া, যাতে ওরা ফিরে আসতে না পারে।'

হাজিরার মাঠটা মানুষের মলমূত্রে ভর্তি। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ওয়েবের জানে—জল যেমন ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আসে, খিদের উন্মাদনা কেটে গেলে জনতাও তেমনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে আবার ওখানেই ফিরে যেতে চেষ্টা করবে। এটাই সে আটকাতে চাইছিলো।

বাইরের ফটকটার কাছ থেকে তিনটে লোক হঠাৎ ছাউনিগুলোর দিকে ছুটে এসে, দরজায় দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করলো। বাইশ নম্বরের দরজাটা খুলে যেতেই ভেতরে ঢুকে পড়লো ওরা। মৃত এবং মুমূর্ষুদের বয়ে নিয়ে যাওয়া পাহারাদাররা যথেষ্ট দ্রুত ওদের অনুসরণ করতে পারছিলো না। ওয়েবের চিৎকার করে বললো, 'সবাই এদিকে আয়! ওরা থাক—ওদের তিনটেকে আমরা পরে খুঁজে নেবো। খেয়াল রাখ—অন্যগুলো আবার ফিরে আসছে!'

খাবার শেষ হতেই জনতা তখন ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ওরা আগে যেমনটি ছিলো এখন আর তা নেই। আগে ওরা ছিলো হতাশার অতীত একটা একক অস্তিত্ব এবং সেটাই ওদের মধ্যে একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধশক্তি এনে দিয়েছিলো। কিন্তু খিদে, খাবার এবং গতিময়তা ফের ওদের হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে। এখন ওরা প্রত্যেকেই একা, প্রত্যেকেই প্রাণের ভয়ে দুর্বল ও দিশেহারা। তাই ক্রমশ ওরা হুকুম মানতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে সারি বেঁধে দাঁড়ালো সকলে। প্রত্যেকের হাতে হাত ধরা, যাতে কেউ লুটিয়ে না পড়ে। যারা ঘটনাটা জানে না তারা কেউ দূর থেকে দেখলে ভাববে, এক দল খুশিয়াল মাতাল বুঝি পরস্পরের হাত ধরে টলছে। তারপর একেবারে হঠাৎ, ওদের মধ্যে একজন কি একটা গান গাইতে শুরু করলো। সামনের দিকে তাকিয়ে, মাথা তুলে, অন্যদের আঁকড়ে ধরে প্রত্যেকেই গলা মেলালো তার সঙ্গে। তারপর হাজিরার বড়ো মাঠ পেরিয়ে, সারি বেঁধে দাঁড়ানো শ্রমিক দলটাকে পেরিয়ে, ওরা বেরিয়ে গেলো শিবিরের প্রধান ফটকটা দিয়ে।

'কি গাইছে ওরা?' ওয়েবের জানতে চাইলো।

'মৃতদের উদ্দেশে গান।'

পালিয়ে যাওয়া লোক তিনটে বাইশ নম্বর ছাউনির একেবারে ভেতরের দিকে ঢুকে পড়েছিলো। দুজন লুকিয়ে ছিলো একটা পাটাতনের তলায়। আসলে তারা পাটাতনের তলায় শুধু মাথাই গুঁজে রেখেছিলো, পাগুলো

বেরিয়েছিলো বাইরে। আর কাঁপছিলো থরথর করে। তৃতীয় লোকটি বিবর্ণ মুখে নিজের বুকে বারবার তর্জনি ঠেকিয়ে বলছিলো, 'আমাকে লুকিয়ে রাখো··· তোমরা আমাকে লুকিয়ে রাখো!'

ওয়েবের দরজা খুলে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো, সঙ্গে দুজন প্রহরী।

'ওরা কোথায়?'

কেউ জবাব দিলো না। ওয়েবের চিৎকার করে ডাকলো, 'ব্লক সিনিয়ার!'

ব্যার্গার সামনে এগিয়ে এলো, 'বাইশ নম্বর ছাউনি, গ বিভাগ···'

'চোপড়াও! কোথায় ওরা?'

ব্যার্গারের কিছু করার নেই। সে জানে, পলাতকদের ওরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই খুঁজে বের করে ফেলবে। সে আরও জানে, কোনো পরিস্থিতিতেই ছাউনিতে তল্লাশি চালাতে দেওয়া চলবে না। কারণ শ্রমশিবিরের দুজন রাজনৈতিক কয়েদীকে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই সে কোণের দিকটা দেখাবার জন্যে একখানা হাত তুললো। কিন্তু তার আগেই একটা পাহারাদার চিৎকার করে উঠলো, 'ওই তো ওখানে রয়েছে! পাটাতনের তলায়!'

'বের কর শালাদের!'

পাহারাদার দুজন লোক দুটোর পা ধরে টানতে লাগলো। লোক দুটো দু হাতে খুঁটি আঁকড়ে পড়ে রইলো। এবারে ওয়েবের এগিয়ে গিয়ে ওদের হাত মাড়িয়ে দিতেই, মট করে একটা শব্দ হয়ে হাতগুলো আলগা হয়ে গেলো। ওরা চিৎকার করলো না। শুধু নোংরা মেঝের ওপর দিকে টেনে বাইরে নিয়ে যাবার সময় একটা অস্ফুট গোঙানি বেরুতে লাগলো ওদের মুখ দিয়ে। তৃতীয় পলাতক নিজেই উঠে অনুসরণ করলো ওদের। যাবার সময় সে ছাউনির আবাসিকদের দিকে তাকাচ্ছিলো, কিন্তু তারা তখন অন্যদিকে তাকিয়েছিলো।

ওয়েবের দোরগোড়ার সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়ালো, 'তোদের মধ্যে কোন্ শুয়োরের বাচ্চা দরজা খুলেছিলি?'

কেউ কোনো জবাব দেয় না।

'বেরিয়ে আয় বাইরে!'

ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে। হাণ্ডকে তার আগেই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

'ব্লক সিনিয়ার!' ওয়েবের গর্জন করে ওঠে, 'দরজা বন্ধ করে রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। তবু কে খুলেছে দরজা?'

'দরজার পাল্লাগুলো পুরনো, হের স্টর্ম-লিডার। ওরা তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিলো।'

'তা কি করে হবে ?' ওয়েবের একটু ঝুঁকে দেখতে পায়, তালাটা পচা কাঠের দরজায় খোলা অবস্থায় ঝুলছে। 'এক্ষুণি একটা নতুন তালা লাগিয়ে নাও। বহুদিন আগেই তালাটা বদলানো উচিত ছিলো। এতোদিন তা করা হয়নি কেন ?'

'এ দরজায় কোনোদিনই তালা লাগানো হতো না, হের স্টর্ম-লিডার। এ ছাউনিতে কোনো শৌচাগার নেই।'

'তাতে কিছু এসে-যায় না ! তালা যেন বদলানো হয়—' ওয়েবের মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

হাণ্ডকে কয়েদীদের দিকে তাকায়। সবাই ভাবছিলো, হাণ্ডকে যথারীতি ফেটে পড়বে। কিন্তু তার বদলে সে বলে, 'শালা মাথা-মোটার দল ! যা, আগে তাড়াতাড়ি মেঝের গু-মুতগুলো সাফ করে ফেল !' তারপর ব্যার্গারের দিকে ফিরে তাকায় লোকটা, 'ছাউনিটা আগাপাশতলা তল্লাশি করলে তোর নিশ্চয়ই ভালো লাগতো না ?'

ব্যার্গার কোনো জবাব না দিয়ে নির্বিকার মুখে হাণ্ডকের দিকে তাকায়। হাণ্ডকে হো হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, 'ভেবেছিস আমি বোকা, তাই না ? তুই যতোটা ভাবছিস আমি তার চাইতে অনেক বেশি জানি। তোদের সব কটা রাজনৈতিক ঘুঘুকে আমি মজা দেখিয়ে ছাড়বো ! বুঝেছিস ?'

পা দাপিয়ে ওয়েবেরকে অনুসরণ করে লোকটা। ব্যার্গার ঘুরে দাঁড়িয়ে গোলদস্টেইনকে জিগেস করে, 'কি বললো ও ?'

গোলদস্টেইন কাঁধ ঝাঁকায়, 'এক্ষুণি লিউইনস্কিকে সতর্ক করে দিতে হবে। তাছাড়া আমাদের এখানে যে দুজন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, তাদেরও অন্য কোথাও পাচার করে দেবার চেষ্টা করতে হবে। তোমার কি মনে হয়, ওদের বিশ নম্বরে পাঠানো যাবে ?'

'হ্যাঁ, আমি ৫০৯-এর সঙ্গে ওই ব্যাপারে কথা বলবো।'

১৮

ভোরের ঘন কুয়াশা তখনও মেলার্ন বন্দীশিবিরকে ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ সাইরেনগুলো বেজে ওঠে এবং তার সামান্য পরেই ভেসে আসে প্রথম বিস্ফোরণের আওয়াজ। বাইশ নম্বর ছাউনিটা যেন ভূমিকম্পের দুলুনির মতো দুলে ওঠে। বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শোনা যায় জানলার শার্সি ভেঙে পড়ার ঝনঝন আওয়াজ। কে যেন চিৎকার করে ওঠে, 'বোমা ! ওরা আমাদের ওপরে

বোমা ফেলছে! আমি বাইরে যাবো!'

সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্কের জোয়ার। যাদের হাঁটার ক্ষমতা আছে তারা কোনোক্রমে পাটাতন থেকে নেমে প্রাণপণে এগুতে থাকে দরজার দিকে। বাদবাকি যারা অক্ষম, তারা তাকিয়ে থাকে অসহায় দর্শকের মতো। ব্যার্গার চিৎকার করে বলে, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও!' কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। খোলা দরজা দিয়ে কঙ্কালদের প্রথম দলটা বেরিয়ে পড়েছে বাইরের কুয়াশায়। অন্যেরাও অনুসরণ করছে তাদের। প্রবীণরা কোনোক্রমে নিজেদের কোণটাতে গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে যাতে পেছনের ধাক্কায় অন্যদের সঙ্গে ছাউনি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে না হয়।

'সবাই ভেতরে থাকো,' ব্যার্গার ফের চিৎকার করে বলে। 'বাইরে গেলে পাহারাদাররা গুলি করবে!'

জনস্রোত তবু থামে না। হাণ্ডকের শাসানি সত্ত্বেও গত রাত্রিটা লিউইনস্কি বাইশ নম্বর ছাউনিতেই কাটিয়েছে—কারণ এ জায়গাটাকে সে এখনও নিরাপদ বলে মনে করে। আগের দিন রাতে স্টাইনব্রেনার, ব্রয়ার আর স্কিমানকে নিয়ে গঠিত এক বিশেষ এস. এস. বাহিনী শ্রমশিবির থেকে চারজনকে পাকড়াও করে চুল্লিতে নিয়ে গেছে। তাই লিউইনস্কি আর দেরী করতে ভরসা পায়নি। এবারে সে-ও চিৎকার করে বলে, 'সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ো! ওরা গুলি চালাবে!'

বাইরে ততোক্ষণে গুলি চলতে শুরু করেছে। লিউইনস্কি ফের চিৎকার করে ওঠে, 'শুযে পড়ো! বোমার চাইতে মেশিনগান অনেক বেশি বিপজ্জনক।'

কিন্তু লিউইনস্কি ভুল করেছিলো। তৃতীয় বিস্ফোরণটার পরেই মেশিনগানগুলো স্তব্ধ হয়ে গেলো। প্রহরীরা তাড়াহুড়ো করে নজর মিনারগুলো থেকে নেমে গেছে। লিউইনস্কি গুঁড়ি মেরে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর ব্যার্গারের কানের কাছে চিৎকার করে বললো, 'বিপদ কেটে গেছে! এস. এস.রা উধাও!'

'আমরা কি ভেতরেই থাকবো?'

'না! ওখানে কোনো নিরাপত্তা নেই। ভেতরে আটকে গেলে, জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে।'

'বেরিয়ে পড়ো!' মেয়ারহফ চিৎকার করে উঠলো, 'কাঁটাতারের বেড়ায় বোমা পড়ে থাকলে আমরা পালিয়ে যেতে পারবো।'

'চুপ করো, হাঁদারাম! এই পোশাকে পালাতে গেলে ওরা ঠিকই তোমাকে ধরে এনে গুলি করবে!' লিউইনস্কি মেয়ারহফের জ্যাকেটের সামনের দিকটা নিজের হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে, 'কোনো রকম বোকামো করলে আমি

নিজের হাতে তোমার ঘাড় মটকে দেবো। বুঝেছো?'

'ওকে ছেড়ে দাও, লিউইনস্কি।' ব্যার্গার বলে, 'ও সেসব কিছু করবে না। আমি ওর দিকে নজর রাখবো।'

ওরা ছাউনির পাশেই চুপচাপ শুয়ে পরবর্তী বিস্ফোরণটার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু আর কোনো বিস্ফোরণ হয় না। শহরের দিক থেকেও কোনো বোমার আওয়াজ শোনা যায় না। শুধু মাঝে-মধ্যে দু-একটা রাইফেলের আওয়াজ। স্থলজবাকের বলে, 'শিবিরের মধ্যেই গুলি চলছে।'

'এস.এস রা গুলি ছুঁড়ছে,' লেবেনথাল মাথা তুলে তাকায়। 'কে জানে, হয়তো এস. এস.দের বাড়িগুলোতেই বোমা পড়েছে—হয়তো ওয়েবের আর নয়বায়োর মরে গেছে!'

'এসব আশা কখনও সত্যি হয় না,' রোজেন বলে। 'হয়তো দেখবে, কয়েকটা ছাউনিতেই বোমাগুলো পড়েছে।'

'লিউইনস্কি কোথায় গেলো?' লেবেনথাল জিগেস করে।

'জানি না তো!' ব্যার্গার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়, 'এই তো, মাত্র কয়েক মিনিট আগেও এখানেই ছিলো। মেয়ারহফ, তুমি জানো ও কোথায়?'

'না!'

'হয়তো কোথায় কি হলো তা দেখতে গেছে!'

ওরা কান পেতে থাকে। উদ্বেগ বেড়ে ওঠে। ফের কয়েকটা বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ শোনা যায়। 'হয়তো ওদিক থেকে কয়েকজন পালিয়েছে আর এস. এস.রা তাদের তাড়া করছে।'

'আশা করি তা নয়।'

ওরা সকলেই জানে, পলাতকদের জীবিত বা মৃত অবস্থায় ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত ওদের সবাইকেই হাজিরার মাঠে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার অর্থ, আরও কয়েক ডজনের মৃত্যু এবং সব কটা ছাউনিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ খানা-তল্লাশি। এই কারণেই লিউইনস্কি তখন মেয়ারহফকে ধমকেছিলো।

'এখনও ওরা পালাবার চেষ্টা করবে কেন?' প্রশ্ন করে আহাসফের।

'কেন করবে না?' মেয়ারহফ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে ওঠে, 'প্রতিদিন...'

'তুমি থামো!' ব্যার্গার বাধা দিয়ে বলে, 'তুমি সবেমাত্র মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে এসেছো, তাতেই তোমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। তুমি নিজেকে স্যামসন বলে মনে করছো। কিন্তু আসলে তুমি পাঁচশো গজও এগুতে পারবে না।'

'হয়তো লিউইনস্কি নিজেই পালিয়েছে। তার পক্ষে পালাবার মতো যথেষ্ট কারণও আছে।'

'বাজে কথা! সে পালাবে না।'

নিস্তব্ধতার মধ্যে এস. এস.দের চিৎকৃত নির্দেশ আর ছোটাছুটির আওয়াজ ভেসে আসছে। লেবেনথাল জিগেস করে, 'আমাদের পক্ষে এখন ছাউনিতে ঢুকে পড়াই ভালো নয় কি?'

'ঠিকই বলেছো,' ব্যার্গার উঠে দাঁড়ায়। 'সবাই ঘরে ঢুকে পড়ো। গোলদস্টেইন, তুমি লক্ষ্য রেখো তোমার লোকগুলো যেন ঘরের একেবারে পেছন দিকে থাকে। হাণ্ডকে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে এসে হাজির হবে।'

'আমি বাজী রেখে বলতে পারি, এস. এস.দের ওপরে বোমা পড়েনি,' হঠাৎ লেবেনথাল বলে ওঠে। 'বদমাশগুলো সব সময়েই রেহাই পেয়ে যায়! মাঝখান থেকে হয়তো আমাদেরই কয়েকশো লোক টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেছে।'

কুয়াশার আড়াল থেকে কে একজন বললো, 'কে জানে, হয়তো অ্যামেরিকানরা ইতিমধ্যে এখানে এসে পড়েছে।'

মুহূর্তের জন্যে সকলেই নিশ্চুপ হয়ে থাকে। তারপর লেবেনথাল বিরক্ত হয়ে বলে, 'চুপ করো! ওসব কথা বোলো না।'

সবাই আবার ছাউনিতে ঢুকতে শুরু করে। ফের ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি। যারা নিজেদের পাটাতন থেকে নেমে এসেছিলো, তারা এখন তা বেহাত হয়ে যাবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। তবু কয়েকজন ছাউনির বাইরেই পড়ে থাকে। প্রচণ্ড উত্তেজনা তাদের এতোই অবসন্ন করে তুলেছে যে এখন তাদের আর হামাগুড়ি দেবার মতো ক্ষমতাটুকুও নেই। প্রবীণরা তাদের কয়েকজনকে ছাউনি অব্দি টেনে নিয়ে আসে। তারপর কুয়াশার আড়াল থেকেও বুঝতে পারে, ওদের মধ্যে দুজন ইতিমধ্যেই মারা গেছে। বুলেটের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে ওদের।

হঠাৎ কুয়াশা ভেদ করে লিউইনস্কি ছাউনির দরজায় এসে দাঁড়ায়। ফিসফিসিয়ে ডেকে বলে, 'ব্যার্গার, ৫০৯ কোথায়?'

'বিশ নম্বরে। কেন, কি হয়েছে?'

'তুমি একটু বাইরে এসো।' ব্যার্গার দরজার কাছে যেতেই লিউইনস্কি বলে ওঠে, '৫০৯-কে আর ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না। হাণ্ডকে মরে গেছে।'

'মরে গেছে? বোমায়?'

'না, তবে মরেছে।'

'কি করে? তবে কি কুয়াশার মধ্যে এস. এস.রা ভুল করে ওকেই পেড়ে

ফেলেছে ?'

'কুয়াশার মধ্যেই কিছু একটা হয়েছে—এটুকুই যথেষ্ট নয় কি ? আসল কথা হচ্ছে, হাগুকে বিদেয় হয়েছে। তুমি চুল্লির শবাগারে তাকে দেখতে পাবে।'

'গুলিটা যদি খুব কাছ থেকে করা হয়ে থাকে তাহলে ওর গায়ে কিছু বারুদ আর পোড়ার দাগ থাকবে।'

'গুলি করা হয়নি। কুয়াশা আর বিভ্রান্তির মধ্যে ওর সঙ্গে আরও দুটো বদমাশকেও শেষ করে দেওয়া হয়েছে।'

বিপদ-মুক্তির সংকেত বেজে উঠলো। এতোক্ষণে কুয়াশাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে যেতে শুরু করেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে মেশিনগান মিনারগুলো। কে একজন যেন এগিয়ে আসছিলো। ব্যার্গার ফিসফিসিয়ে বললো, 'তুমি ভেতরে এসো, লিউইনস্কি। লুকিয়ে থাকো !'

দরজা বন্ধ করে লিউইনস্কি বললো, 'ভয়ের কিছু নেই—ও তো একলা। বেশ কয়েক সপ্তাহ হলো ওরা একা একা ছাউনিতে ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে।'

পরমুহূর্তেই অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুলে কে একজন জিগেস করলো, 'লিউইনস্কি এখানে আছে নাকি ?'

'কি চাই তোমার ?'

'শীগগিরি এসো। নিয়ে এসেছি।'

লিউইনস্কি কুয়াশার মধ্যে উধাও হয়ে গেলো। ব্যার্গার চারদিকে চোখ বুলিয়ে জিগেস করলো, 'লেবেনথাল কোথায় ?'

'৫০৯-কে খবরটা জানাতে বিশ নম্বরে গেছে।'

লিউইনস্কি ফিরে এলো। ব্যার্গার জিগেস করলো, 'ওদিকে কি হয়েছে না হয়েছে, কিছু শুনলে ?'

'হ্যাঁ। বাইরে এসো।'

'কি হয়েছে ?'

লিউইনস্কির সারা মুখে একটু একটু করে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। কুয়াশায় ভেজা মুখ। বললো, 'এস. এস.দের বাসস্থানের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। নিহত আর আহতদের সংখ্যা এখনও জানি না। এক নম্বর ছাউনিতেও কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। ওদিকে অস্ত্রাগার আর পোশাকের কেন্দ্রগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত।' সতর্ক ভঙ্গিতে কুয়াশার ভেতর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলো লিউইনস্কি, 'একটা জিনিস যোগাড় করতে পেরেছি। লুকিয়ে রাখতে হবে—হয়তো শুধু আজকের রাতটাই।'

'আমাকে দাও,' ব্যার্গার বললো।

একেবারে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা দুজন। লিউইনস্কি একটা ভারি পুলিন্দা ব্যার্গারের হাতে তুলে দিলো, 'অস্ত্রাগারের জিনিস। তোমাদের কোণটাতে লুকিয়ে রাখো। আরও একটা আছে। সেটা আমরা ৫০৯-এর পাটাতনের তলায় গর্তের মধ্যে গুঁজে রাখবো। সেখানে এখন কারা ঘুমোচ্ছে?'

'আহাসফের, কারেল আর লেবেনথাল।'

'বেশ,' লিউইনস্কি দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললো। 'অস্ত্রাগারের দেয়ালটা ভেঙে পড়তেই আমাদের লোকজন কাজ শুরু করে দিয়েছিলো। এস. এস রা সেখানে ছিলো না। তারা পৌঁছুবার আগেই এরা ফিরে আসে। বাদবাকি আর যা পাওয়া গেছে সেগুলোকে আমরা টাইফাসের ওয়ার্ডে লুকিয়ে রাখবো।'

'কি কি খোয়া গেছে তা এস. এস.রা বুঝতে পারবে না?'

'হয়তো পারবে—তাই আমরা শ্রমশিবিরে কিছুই রাখছি না। তবে ওখানে সমস্ত কিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে আর আমরাও বেশি কিছু নিইনি। তাই ওরা হয়তো কিছুই লক্ষ্য করবে না। অস্ত্রাগারটাতে আমরা আগুন ধরাবার চেষ্টা করেছিলাম।'

'দারুণ কাজ করেছো তোমরা!'

লিউইনস্কি ঘাড় নাড়লো, 'আজ আমাদের কপালটা ভালো। নাও, কেউ দেখার আগেই এটা লুকিয়ে রাখো। চারদিক ঝলমলে হয়ে উঠছে। এস. এস.রা বড্ড তাড়াতাড়ি ফিরে এলো বলে আমরা আর বেশি কিছু হাতিয়ে আনতে পারিনি। ওরা ভেবেছিলো বেষ্টনীগুলো ভেঙে গেছে, তাই পথে যাকে পেয়েছে গুলি করেছে। পরে কাঁটাতারগুলো অটুট রয়েছে দেখে শান্ত হয়েছে। তবে এখন খুব শীগগিরি হয়তো হাজিরার ডাক পড়বে। এসো, জিনিসগুলো কোথায় রাখবো দেখিয়ে দাও।'

•

বিকেলবেলা বাইশ নম্বরের আবাসিকরা খবর পেলো, বোমা বর্ষণের সময় এবং তার পরে সাতাশজন কয়েদীকে গুলি করা হয়েছে। এক নম্বর ছাউনির বারোজন নিহত, বোমার টুকরোয় আহত হয়েছে আরও আঠাশ জন। দশ জন এস. এস. মারা গেছে—তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে গেস্টাপো বাহিনীর বার্কহাউসের। হাণ্ডকেও মরেছে, মরেছে লিউইনস্কিদের ছাউনির আরও দুজন।

ব্যার্গার ৫০৯-কে জিগেস করলো, 'স্যুইস ক্র্যাঁর ব্যাপারে তুমি হাণ্ডকেকে যে রসিদটা দিয়েছিলে, সেটার কি হবে? ওর জিনিসপত্রের মধ্যে যদি সেটা খুঁজে

পাওয়া যায় ? তাহলে ? ধরো সেটা যদি গেস্টাপোদের হাতে গিয়ে পড়ে ?'
আমরা তো ওটার কথা ভেবে দেখিনি !'

'হ্যা, কেউ একজন ভেবেছিলো।' ৫০৯ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলো, 'লিউইনস্কি ব্যাপারটা জানতো। তাই হাণ্ডকে মারা যাবার ঠিক পরেই একজন বিশ্বস্ত কাপোকে দিয়ে সে ওর জিনিসপত্রগুলো চুরি করে এনেছে।'

'ছিঁড়ে ফ্যালো !' ব্যার্গার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, 'আশা করি অবশেষে এবারে আমরা একটু শান্তি পাবো।'

'হয়তো। কিন্তু নতুন ব্লক সিনিয়ার কে হবে, তার ওপরেই সেটা নির্ভর করছে।'

হঠাৎ এক ঝাঁক সোয়ালো পাখি শিবিরের আকাশে এসে হাজির হয়। বহুক্ষণ ধরে ওরা অনেক উঁচুতে বড়ো বড়ো বৃত্তের মতো ঘুরপাক খেতে থাকে। তারপর নেমে আসে নিচের দিকে···ওদের ঝলমলে নীল ডানাগুলো প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ছাউনির চালটাকে। আহাসফের মুগ্ধ হয়ে বলে, 'শিবিরে আমি এই প্রথম পাখি দেখলাম।'

'ওরা বাসা বাঁধার জায়গা খুঁজছে,' বুশের বললো।

'এখানে ?' লেবেনথাল হেসে উঠলো।

'কি করবে, গির্জার মিনারগুলো তো আর নেই !'

শহরের ধোঁয়া এতোক্ষণে একটু সাফ হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে স্থলজবাকের বললো, 'সত্যি তাই। অবশিষ্ট মিনারটাও ভেঙে পড়েছে।'

'বোঝো কাণ্ড !' মাথার ওপরে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার তুলে বৃত্তাকার পথে উড়ে চলা পাখিগুলোর দিকে তাকালো লেবেনথাল, 'বাসা বাঁধার জন্যে ওরা আফ্রিকা থেকে এখানে এসেছে ! দুনিয়ায় আর জায়গা পেলো না !'

'শহরটা যতোক্ষণ জ্বলবে ততোক্ষণ ওরা সেখানে জায়গা খুঁজে পাবে না।'

ওরা সবাই নিচের দিকে তাকালো। 'আহা কি সুন্দর দৃশ্য ! রোজেন বললো।

'নিশ্চয়ই আরও অনেক শহর এমন করে জ্বলছে !' আহাসফের বললো, 'আরও বড়ো বড়ো, আরও গুরুত্বপূর্ণ সব শহর। সেগুলোকে কি রকম দেখাচ্ছে ভেবে দেখো একবার !'

'হায় রে, বেচারা জার্মানী !' কাছেই উবু হয়ে বসে থাকা একজন বললো।

'কি বললে ?'

'বেচারা জার্মানী।'

'হে ঈশ্বর!' লেবেনথাল বললো। 'কথাটা শুনলে?'

'হ্যাঁ', ব্যার্গার জবাব দিলো, 'কিন্তু কথাটা সত্যি।'

সন্ধ্যাবেলা ছাউনির লোকেরা জানলো, চুল্লির বাইরের দিককার একটা দেয়ালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফাঁসিকাঠগুলো হেলে পড়েছে। কিন্তু চিমনি দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বেরিয়ে চলেছে পূর্ণ বিক্রমে।

আকাশে মেঘ জমে উঠেছে। বাতাস ক্রমশ ভরে উঠছে অসহ্য গুমোটে। ছোটো শিবিরে কেউ রাতের খাবার পায়নি। ছাউনিগুলো নিস্তব্ধ। যারা পেরেছে, বাইরে গিয়ে শুয়েছে। লেবেনথাল শিবির প্রদক্ষিণ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে জানালো শ্রমশিবিরে মাত্র চারটে ছাউনিতে রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে। ছাউনিগুলোতে কোনোরকম তল্লাশি চালানো হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কিছু কিছু অস্ত্র যে উধাও হয়ে গেছে এস. এস.রা এখনও তা বুঝতে পারে নি। গরম বেড়েই চলেছে। নীচের শহরটাতে এক আশ্চর্য গন্ধকময় আলোর আভা। সূর্য বহুক্ষণ আগেই অস্ত গেছে, কিন্তু মেঘের গায়ে গায়ে এখনও খানিকটা বিবর্ণ হলদেটে আলো।

'প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি আসছে,' পাশে শুয়ে থাকা ৫০৯কে বললো ব্যার্গার।

'আশা করি আসবে।'

ব্যার্গারের সমস্ত মুখ জুড়ে ঘাম। আস্তে আস্তে ৫০৯-এর দিকে মাথাটা ঘোরাতেই আচমকা তার মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এলো। এতো অনায়াসে আর এতো স্বাভাবিক ভাবে ঘটনাটা ঘটে গেলো যে প্রথমে ৫০৯ যেন ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারলো না। পরমুহূর্তেই উঠে বসলো সে, 'কি হলো, ব্যার্গার? ব্যার্গার!'

ব্যার্গারের দেহটা একবার মুচড়ে উঠে স্থির হয়ে গেলো, 'কিছু না।'

'এ কি রক্তবমি?'

'না।'

'তাহলে?'

'পেট।'

'পেট?'

'ব্যার্গার ঘাড় নাড়লো। তারপর মুখে জমে থাকা অবশিষ্ট রক্তটুকু থুথুর সঙ্গে ফেলে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়।' '

'যথেষ্ট সাংঘাতিক! এখন আমরা কি করবো? বলো, এখন কি করতে পারি আমরা!'

'কিচ্ছু না। শুধু আমাকে একটু শুয়ে থাকতে দাও—চুপ করে শুয়ে থাকতে দাও।'

'তাহলে তোমাকে কি ভেতরে নিয়ে যাবো? তুমি একাই একটা পাটাতনে শোবে…অন্যদের সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

'না, আমাকে এখানেই শুয়ে থাকতে দাও।'

সহসা ভীষণ হতাশা অনুভব করে ৫০৯। সে এতো মৃত্যু দেখেছে এবং নিজেও এতোবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে যে তার মনে হয়েছিলো, কোনো ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুই তার মনে তেমন করে ছাপ ফেলতে পারবে না। কিন্তু এই প্রথম তার মনে হলো, সে তার জীবনের একমাত্র বন্ধুটিকে হারাতে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের সবটুকু আশা-ভরসা হারিয়ে ফেললো সে। ব্যার্গার তখন ঘামে ভেজা মুখ নিয়ে ফের তার দিকে তাকিয়ে হাসছে—অথচ ৫০৯-এর মনে হলো, সে যেন শান বাঁধানো রাস্তাটার ধারে পড়ে থাকা ব্যার্গারের নিস্পন্দ দেহটাকে দেখতে পাচ্ছে।

'নিশ্চয়ই কারুর কাছে কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যাবে। কিংবা ওষুধ।'

'আমি কিছু খাবো না,' ব্যার্গার একখানা হাত তুলে চোখ মেলে তাকালো। 'বিশ্বাস করো—আমার যখন যা কিছুর দরকার হবে, তোমাকে বলবো। এখন কিচ্ছু লাগবে না। কিচ্ছু না। স্রেফ পেটের জন্যে এমন হয়েছে।'

ফের চোখ বুজলো ব্যার্গার।

লিউইনস্কি ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে ৫০৯-এর পাশে উবু হয়ে বসলো, 'তুমি আমাদের পার্টিতে নেই কেন?'

৫০৯ অপাঙ্গে ব্যার্গারের দিকে তাকালো। ব্যার্গার নিয়মিত ছন্দে শ্বাস নিচ্ছে। 'কথাটা তুমি ঠিক এই মুহূর্তে জানতে চাইছো কেন?'

'তুমি আমাদের একজন হলে ভালো হতো।'

৫০৯ জানে লিউইনস্কি কি বলতে চাইছে। শিবিরের গুপ্ত সংগঠনের মধ্যে সাম্যবাদীরা একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং উৎসাহী জোট গড়ে তুলেছে। ওরা অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, কিন্তু কখনই তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। ওরা সব সময় নিজেদের লোকের নিরাপত্তা এবং উন্নতির দিকটাই আগে দেখে।

'তাহলে আমরা তোমাকে কাজে লাগাতে পারতাম।' লিউইনস্কি জিগেস

করে, 'তুমি আগে কি ছিলে ? মানে, আমি তোমার পেশার কথা জানতে চাইছি।'

'সম্পাদক,' জবাবটা ৫০৯-এর নিজের কানেই কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো।

'সম্পাদকদের আমরা বিশেষ করে ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি।'

৫০৯ কোনো জবাব দেয় না। সে জানে, নাৎসিদের মতো একজন সাম্য-বাদীর সঙ্গেও কোনোরকম আলোচনা করা সমান অর্থহীন। তাই খানিকক্ষণ বাদে প্রশ্ন করে, 'আমাদের নতুন ব্লক সিনিয়ার কি ধরনের লোক হবে, সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে ?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত সে আমাদের নিজস্ব লোকই হবে। অবশ্যই রাজনৈতিক লোক। আমাদের ছাউনিতেও একজন নতুন ব্লক সিনিয়ার হয়েছে। সে-ও আমাদের দলের।'

'তাহলে তুমি কি আবার নিজের ছাউনিতেই ফিরে যাবে ?'

'দু-এক দিনের মধ্যেই যাবো। কিন্তু তার সঙ্গে ব্লক সিনিয়ারের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আর নতুন কিছু শুনলে ?'

৫০৯-এর দিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে, লিউইনস্কি তার কাছাকাছি এগিয়ে আসে। 'আমরা আশা করছি, আর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আমরা শিবিরের কর্তৃত্ব হাতে পাবো।'

'কি বললে ?'

'হ্যাঁ, দু সপ্তাহের মধ্যে।'

'তুমি কি মুক্তির কথা বলতে চাইছো ?'

'মুক্তি এবং কর্তৃত্বের অধিকার। এস. এস.-রা চলে গেলে শিবিরের ভার আমাদেরই নিতে হবে।'

'আমরা বলতে কারা ?'

'শিবিরের ভবিষ্যৎ পরিচালন কর্তৃপক্ষ,' একমুহূর্ত ইতস্তত করে লিউইনস্কি জবাব দেয়। আগে থেকেই আমরা সবকিছু তৈরি করে রাখছি, নইলে পরে মুশকিল হবে। যে কোনো মুহূর্তে শিবিরের ভার হাতে তুলে নেবার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কোনোরকম বাধা বিঘ্ন ছাড়া শিবিরটাকে আগের মতো চালানোটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা। রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, খাদ্য-সরবরাহ, আইনশৃঙ্খলা—কতো কাজ। হাজার হাজার লোক তো একসঙ্গে এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে না!'

'এখানকার মানুষ অবশ্যই তা পারে না। এখানকার সবাই তো ছুটতেই পারে না।'

'সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। ডাক্তার, ওষুধ, যানবাহনের বন্দোবস্ত, খাদ্য সরবরাহ…'

'এ সমস্ত কাজ তোমরা কিভাবে করবে বলে পরিকল্পনা করছো?'

'আমরা সাহায্য পাবো, সেটা নিশ্চিত। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে আমাদেরই পূর্ণাঙ্গ করে সাজিয়ে নিতে হবে। ব্রিটিশ বা অ্যামেরিকান—যারা আমাদের মুক্ত করবে, তারা নেহাতই সামরিক বাহিনী। ওই মুহূর্তে একটা বন্দীশিবির পরিচালনা করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তাদের মধ্যে থাকবে না। সে কাজটা আমাদেরই করতে হবে। তবে অবশ্যই তাদের সাহায্য নিয়ে।'

মেঘলা আকাশের পটভূমিকায় ৫০৯ লিউইনস্কির আবছা মাথাটা স্পষ্ট দেখতে পায়। ভারি, বর্তুল মাথা—কোমলতা-বিহীন। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলে, 'আমরা ধরেই নিয়েছি আমরা শত্রুপক্ষের সাহায্য পাবো। কি অদ্ভুত, তাই না?'

'আমি ঘুমিয়ে নিয়েছি,' ব্যার্গার বললো, 'এখন সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। স্রেফ পেটের জন্যেই অমন হয়েছিলো, আর কিছু নয়।'

'তুমি অসুস্থ,' ৫০৯ জবাব দিলো। 'আর ব্যাপারটা তোমার পেটের নয়। পেটের জন্যে কারুর থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠে—এ আমি জন্মেও শুনিনি।'

'আমি একটা অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখলাম,' ব্যার্গার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। 'স্বপ্নটা ভীষণ স্পষ্ট আর বাস্তব। দেখলাম, আমি অপারেশন করছি। ঝলমলে উজ্জ্বল আলো…'

ব্যার্গার রাত্রির দিকে তাকালো। ৫০৯ শান্ত গলায় বললো, 'জানো এফ্রাইম—লিউইনস্কির বিশ্বাস, আমরা আর দু সপ্তাহের মধ্যেই মুক্তি পাবো।'

ব্যার্গার একটুও নড়লো না। মনে হলো সে কিছুই শোনেনি। আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, 'আমি অপারেশন করছিলাম। পেটের অপারেশন। সবেমাত্র শুরু করেছি…হঠাৎ মনে হলো, আমি সমস্ত কিছু ভুলে গেছি…কি করে অপারেশনটা করবো তা কিছুই আমি জানি না। ঘেমে আমি নেয়ে উঠলাম। রোগীকে অচেতন করে শুইয়ে রাখা হয়েছে, পেটটা কাটা—আর আমি ভেবে পাচ্ছি না এবারে কি করবো। ওহ্, কি ভয়ঙ্কর!'

'ওটা দুঃস্বপ্ন—আর কিছু নয়। ভুলে যাও। তার চাইতে বরং আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার পর কিসের স্বপ্ন দেখবো, তা-ই চিন্তা করো।'

আচমকা ৫০৯ ডিম আর শুয়োরের মাংসের গন্ধ পেলো। সে চেষ্টা করতে লাগলো ওসবের কথা চিন্তা না করার। বললো, 'তবে চিন্তাগুলো যে আনন্দদায়ক হবে না, তা একেবারে নিশ্চিত।'

'দশ বছর!' ব্যার্গার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'দশটা বছর বৃথাই কেটে গেলো! কিছুই করা হলো না! হয়তো ইতিমধ্যে আমি সত্যি সত্যিই অনেক কিছু ভুলে গেছি! শিবিরে এসে প্রথম কয়েকটা বছর আমি রাত্রি বেলা মনে মনে অপারেশন করতাম। যাতে বিষয়টার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। তারপর তা-ও ছেড়ে দিলাম। এখন সত্যিই হয়তো ভুলে গেছি···'

'ওসব ব্যাপারগুলো মানুষের স্মৃতি থেকে সরে যায়, কিন্তু কেউই সত্যি সত্যি ভোলে না। অনেকটা ভাষা বা সাইকেল শেখার মতো।'

'কিন্তু এটা হাতের কাজ। অনভ্যাসে মানুষ সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলতে পারে, অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে। দশ বছরে কতো কিছুই তো আবিষ্কার করা হয়েছে, অথচ আমি তার কিছুই জানি নে! মাঝখান থেকে শুধু আমার বয়েসটাই বেড়ে গেছে—আমি বুড়ো হয়েছি আর ক্লান্ত হয়েছি।'

'অদ্ভুত কাণ্ড!' ৫০৯ বলে, 'ঘটনাচক্রে এক মুহূর্ত আগে আমিও আমার পুরনো পেশাটার কথা চিন্তা করছিলাম। লিউইনস্কি জানতে চেয়েছিলো। ওর ধারণা, আমরা আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এখান থেকে বেরুতে পারবো। কল্পনা করতে পারছো?'

ব্যার্গার অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে। উপত্যকার বুকে জ্বলন্ত শহরটা দ্যুতি ছড়ায়। রাত নেমে আসা সত্বেও চারদিকে অসহ্য গুমোট। বাষ্পের স্রোত উঠতে শুরু করেছে। আকাশে বিজলির ঝিলিক। দিগন্তের কোণে আরও দুটো অগ্নিকুণ্ড প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে—বোমা পড়েছে দূরের ওই শহরগুলোতেও।

'এফ্রাইম, এখন আমরা যা চিন্তা করছি তা আমাদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব হচ্ছে—আপাতত এ জন্যেই কি আমাদের খুশি হওয়া উচিত নয়?'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো।'

'আমরা আবার মানুষের মতো চিন্তা করছি—চিন্তা করছি এখান থেকে বেরিয়ে আমাদের কি হবে, কেমন লাগবে। অতীতে কি আমরা কখনও এভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে পারতাম?'

ব্যার্গার ঘাড় নাড়ে, 'কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে বাকি জীবনটা যদি আমাকে মোজা-রিপু করে কাটাতে হয়! যাকগে···'

বিজলির ঝিলিকে আকাশটা ফালাফালা হয়ে যায়। দূর থেকে ভেসে আসে

বজ্রের গর্জন। 'ছাউনির ভেতরে যাবে?' ৫০৯ ব্যার্গারকে জিগেস করে, 'হাঁটতে পারবে, না কি হামা দেবে?'

১৯

ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে আরও আঠারোটা লাশ উদ্ধার করে বন্দী শ্রমিকদের শেষ দলটা শহর থেকে ফিরে আসছিলো। শহরের ভেতর দিয়েই কুচকাওয়াজ করে ফিরছিলো সকলে। এস. এস.রা এবারে ওদের আর কম বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলো দিয়ে ঘুরিয়ে আনার চেষ্টা করেনি।

রাস্তাগুলো পুরোপুরি বিধ্বস্ত। এ ধারের দেয়ালগুলো যেন প্রস্তরীভূত ধর্ষণের ভঙ্গিমায় অন্য ধারের দেয়ালগুলোর ওপরে এসে পড়েছে। কয়েকটা জায়গায় ইঁট-চুন-সুরকির স্তূপ বেশ কয়েক ফুট অব্দি উঁচু হয়ে রয়েছে। এক জায়গায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা পিয়ানো অর্ধেক চাপা পড়ে রয়েছে। পিয়ানোর চাবিগুলো অটুট থাকায় বাচ্চারা সেটাকে বাজাবার চেষ্টা করছে। ছাদ উড়ে যাওয়া একটা রুটির দোকানের বাইরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা একদল লোক পরস্পরের মধ্যে ধস্তাধস্তি করছে। লোকগুলোর ক্লান্ত ধূলিধূসরিত চেহারা। রুটির গন্ধ ছাপিয়ে ওখান থেকেও পচা লাশের দুর্গন্ধ ভেসে আসছে।

কয়েদীরা একটা সেতু পেরিয়ে এলো। সেতুর অন্য প্রান্তে একটা পুরনো পাথুরে মূর্তির মাথা আর একটা হাত যেন কোথায় উড়ে গেছে। আরও একটু দূরে ফ্রেদরিক দ্য গ্রেটের অশ্বারোহী মূর্তিটা বেদী থেকে ছিটকে পড়েছে। দেখে মনে হয় ফ্রেদরিক দ্য গ্রেট যেন সোজা আকাশের দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছেন।

দুধারে গাছের সারি বসানো একটা অটুট রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো কয়েদীরা। হঠাৎ বিপরীত দিক দিয়ে উর্দি পরা একদল ছেলে কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে এলো। ছেলেগুলোর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রাণময় চেহারা—প্রত্যেক মা-ই যেমনটি কামনা করেন। কয়েদীরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিলো। ছেলেগুলো তাদের রাস্তা ছেড়ে পাশপথে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে কি যেন, বলাবলি করতে লাগলো। ওদের মধ্যে একজনের বয়েস চোদ্দ-পনেরো, অন্যেরা তার চাইতেও ছোটো। ছেলেটির মুখখানা শান্ত, চোখ দুটো নীল, মাথায় রেশমের মতো সোনালি চুল। ছেলেটি একখানা হাত ওপরের দিকে তুলতেই পুরো দলটা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো—'পিতৃভূমির শত্রু, বিশ্বাসঘাতকের দল!'

তরুণ কণ্ঠের উচ্চকিত চিৎকার সমস্ত রাস্তাটায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

মুহূর্তের জন্যে গাছের শাখায় বসে থাকা পাখিগুলোও কাকলি থামিয়ে শুব্ধ হয়ে রইলো। কাছেই একটা বাড়ির একটা জানলা খুলে গেলো। ছেলেরা ফের চিৎকার করে উঠলো, 'ইহুদি শুয়োর! বিশ্বাসঘাতক!' তারপরেই পনেরো বছর বয়সী ছেলেটি এক পা এগিয়ে গিয়ে, পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে, সব চাইতে সামনের কয়েদীটার মুখে গুলি চালিয়ে দিলো।

'একটা কুকুর কমলো!' ছেলেটা ফের পেছিয়ে গিয়ে পরিষ্কার গলায় বললো, 'দুঃখের বিষয় আমার কাছে আর গুলি নেই। থাকলে আরও কয়েকটাকে খতম করে দিতুম!'

হতভাগ্য বৃদ্ধ কয়েদীটা থানার মধ্যে রক্তাক্ত মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। একটি ছেলে বললো, 'এমা, কি করলি হেলমুথ!'

দুজন এস. এস. ছেলেদের দিকে এগিয়ে এলো, 'কি হচ্ছে এ সমস্ত? এসব কি করছো তোমরা?'

'একটা বিশ্বাসঘাতক কমলো,' হেলমুথ চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিলো।

'সে কাজটা তোমরা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিতে পারো,' প্রথম এস.-এস.টি খেঁকিয়ে উঠলো।

'থাক থাক, এখন আর এসব নিয়ে ঝামেলা কোরো না!' দ্বিতীয় এস. এস.টি বিচলিত ভঙ্গিমায় কয়েদীদের দিকে রিভলভার বাগিয়ে বললো, 'এগো! আগে বাড়্! পেছনের চারজনে মিলে লাশটাকে তুলে নিবি!'

কিছুক্ষণ আগে খুলে যাওয়া জানলাটা এবারে এতো জোরে বন্ধ করা হলো যে কাচের শার্সিগুলো ঝনঝনিয়ে উঠলো। ছেলেরা তাদের নেতার দিকে তাকিয়ে রইলো মুগ্ধ প্রশংসার দৃষ্টিতে। এস. এস.টা লাশটার পকেট হাতড়ে উঠে দাঁড়ালো। হেলমুথ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'হেইল হিটলার!' এস. এস.টা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো, 'হেইল হিটলার!'

কয়েদীরা লাশটাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিলো। ছেলেরা ফের সারি বেঁধে দাঁড়ালো। হেলমুথ হুকুম দিলো, 'গান ধরো!'

ওরা মিছিল করে চলে গেলো। অনেক দূর থেকেও শোনা গেলো ওদের তরুণ কণ্ঠের উচ্চকিত গান—

'ছুরির ফলায় ফিনিক তুলে
যদি ইহুদির রক্ত বয়
ভালো হয়, আরও ভালো হয়।'

গানটা ইতিমধ্যেই প্রায় একটা লোকগীতি হয়ে উঠেছে। এ গান ছাড়া আর

কোনো গানই ওরা শেখেনি।

'বোকামো কোরো না, ক্রনো।' সেলমা নয়বায়োর শান্তগলায় বললেন, 'একটু বুদ্ধি রেখে চিন্তা করো। এটাই আমাদের সুযোগ। যা পারো, বিক্রি করে দাও। জমি, বাগান, এই বাড়ি—সব কিছু। তাতে লোকসান হয়, হোক।'

'কিন্তু টাকা দিয়ে কি হবে?' নয়বায়োর বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন, 'তোমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যদি সফলই হয়, তবে টাকার আর কি দাম থাকবে? গত বিশ্বযুদ্ধের পরে যে কি ভীষণ মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিলো, তা কি তুমি ভুলে গেছো? তখন একশো কোটির দাম হয়েছিলো এক মার্ক! কিন্তু তখনও একমাত্র যে জিনিসগুলো মূল্যবান ছিলো তা হচ্ছে জমি, বাড়ি।'

'জমি, বাড়ি—হ্যাঁ, তাই বইকি! কিন্তু সেগুলোকে তো পকেটে গুঁজে রাখা যায় না!'

সেলমা আলমারিটা খুলে কয়েক প্রস্থ অন্তর্বাস নামিয়ে নিলেন। তারপর একটা বাক্স বের করে, বাক্সটা চাবি দিয়ে খুললেন। বাক্সের মধ্যে কতকগুলো সোনার সিগারেট কেস, কয়েকটা হীরে বসানো চুলের কাঁটা, দুটো চুনির ব্রোচ আর বেশ কয়েকটা আংটি। 'গত কয়েক বছর ধরে তোমাকে না জানিয়ে আমি এগুলো কিনেছি,' সেলমা বললেন। 'এগুলো কেনার জন্যে আমাকে আমার শেয়ারের কাগজগুলো বিক্রি করতে হয়েছে। শেয়ারগুলোর এখন কোনোই দাম নেই—কারণ কারখানাগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু এগুলোর দাম আছে—এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়।'

'সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়! সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায়! তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন আমরা চোর ডাকাত বদমাশ, যাদের পালিয়ে বেড়াতে হয়!'

সেলমা জিনিসগুলোকে ফের বাক্সে রেখে দিলেন। তারপর একটা সিগারেট কেস পোশাকের আস্তিনে ঘষে পালিশ করতে করতে বললেন, 'তোমরা যখন ক্ষমতায় এলে তখন অন্যদের যে অবস্থা হয়েছিলো, একদিন তোমাদেরও সেই দশা হতে পারে। না কি তোমার তা মনে হয় না?'

নয়বায়োর লাফিয়ে উঠলেন, 'তোমার কথা শুনলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। অন্য লোকের স্ত্রীরা স্বামীদের বোঝে। স্বামীরা কাজ সেরে বাড়িতে ফিরলে তারা স্বামীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, আনন্দ-উৎসাহ দেয়। তারা তোমার মতো নয়! তোমার কাছে এলেই শুধু সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে হয়। সারা দিন! সারাটা রাত! তখনও আমি একটু শান্তি পাই নে! সমস্ত সময় শুধু

'বিক্রি করো, বিক্রি করো…সর্বনাশ হয়ে গেলো !'

সেলমা ওঁর কথা শুনছিলেন না। বাক্সটা আলমারিতে রেখে, উনি ফের বাক্সটার সামনের দিকে অন্তর্বাসগুলো সাজিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'হীরে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায়। পোশাকের মধ্যে সেলাই করে রাখা চলে। গিলেও ফেলা যায়। কিন্তু তোমার জমি-বাড়িতে সে সুবিধে নেই।'

'কথা বলার কি ছিরি !' নয়বায়োর স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'একদিন সামান্য কয়েকটা বোমা পড়তেই তুমি ভয়ে পাগলের মতো হয়ে গেলে। আবার ঠিক পরের দিনই কথা বলছো একটা ইহুদির মতো—যারা টাকার জন্যে গলা কাটতেও পিছপা নয়।'

সেলমা ঘৃণার দৃষ্টিতে নয়বায়োরের জুতো, উর্দি, রিভলভার আর গোঁফজোড়া জরিপ করে নিলেন, 'ইহুদিরা গলা কাটে না, তারা অনেক জার্মান মহামানবের চাইতেও ভালোভাবে নিজেদের পরিবারের দিকে নজর রাখে। বিপদের সময় কি করতে হয়, ইহুদিরা তা জানে।'

'তাই বুঝি ? কিন্তু তা জানলে তারা আর এখানে থাকতো না আর আমরাও তাদের বেশির ভাগকে ধরতে পারতাম না।'

'তোমরা যে অমন ব্যবহার করবে, তা তারা ভাবতেই পারেনি !' সেলমা নিজের রগের কাছ দুটো ইউডিকোলনে ভিজিয়ে নিলেন, 'তা ছাড়া ভুলে যেও না, ১৯৩১ থেকে তাদের টাকা-পয়সা জার্মানীতে আটকে ছিলো। তাই তারা অনেকেই সময় থাকতে পালাতে পারেনি। আর এখন তুমিও সেই একই কারণে এখানে থাকতে চাইছো এবং ওরাও সেই একই কারণে তোমাকে ধরে ফেলবে।'

নয়বায়োর চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন, 'দোহাই তোমার, একটু সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলো ! চাকরাণীটা কোথায় ? কেউ তোমার কথাগুলো শুনলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। গণ-আদালতের কাছে দয়া মায়া বলতে কিছু নেই।'

'চাকরাণীর আজ ছুটির দিন। কিন্তু তোমরা অন্যদের ক্ষেত্রে যা করেছো, তোমাদের ক্ষেত্রেও তা করা হবে না কেন ?'

'কে করবে ? ইহুদিরা ?' নয়বায়োর হাসলেন। ব্লাঙ্কের কথা মনে পড়লো তাঁর। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলেন, ওয়েবের ব্লাঙ্ককে অত্যাচার করছে। বললেন, 'ওদের শান্তিতে থাকতে দিলেই ওরা খুশি থাকবে।'

'ইহুদিরা নয়। ব্রিটিশ আর অ্যামেরিকানরা।'

'শিবিরের মতো আন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। সামরিক আর বৈদেশিক নীতিতেই তাদের যতো

আগ্রহ। এটা তুমি বুঝতে পারছো না?'

'না।'

'যুদ্ধে জিতলে—যেটা এখনও তর্কসাপেক্ষ বিষয়—ওরা আমাদের সঙ্গে সঠিক ব্যবহারই করবে। সৈনিকদের প্রতি সৈনিকসুলভ ব্যবহার। আমরা স্রেফ সৈনিকসুলভ পরাজয় মেনে নেবো। ওরা আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এটা ওদের আদর্শ। অবিশ্যি রাশিয়ানরা এলে কাহিনীটা অন্যরকম হতো। কিন্তু তারা রয়েছে পুব দিকে।'

'তুমি নিজেই তা দেখো। এখানে থাকো, তাহলেই সব দেখতে পাবে।'

'হ্যাঁ, দেখবো। আমি এখানেই থাকবো। তাছাড়া, এখান থেকে যেতে চাইলেও আমরা কোথায় যাবো—তা বলতে পারো?'

'হীরেগুলো নিয়ে আমরা কয়েক বছর আগেই স্যুইৎজারল্যাণ্ডে চলে যেতে পারতাম…'

'চলে যেতে পারতাম! করতে পারতাম!' নয়বায়োর উত্তেজিত হয়ে টেবিলে ঘুঁষি মারতেই বিয়ারের বোতলটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। 'কিন্তু কিভাবে যেতাম, সেটা একটু বলে দেবে কি? একটা চোরাই বিমানে চেপে সীমান্ত ছাড়িয়ে চলে যাওয়া যেতো—তা-ই নয় কি?'

'চোরাই বিমানে নয়। কিন্তু আমরা ছুটি নিয়ে সেখানে বেড়াতে যেতে পারতাম। সঙ্গে কিছু টাকা আর কিছু হীরে জহরতও নিয়ে যাওয়া যেতো। দুতিন বারে বেশ কিছু জিনিসই এভাবে পাচার করে দেওয়া যেতো। আমি জানি, অনেকেই এ সমস্ত কাজ করেছে।'

নয়বায়োর এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। তারপর ফের সেটা বন্ধ করে সেলমার কাছে ফিরে এসে বললেন, 'তুমি কি বলছো তা বুঝতে পারছো? এর একটি কথাও ফাঁস হয়ে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গুলি করা হবে।'

সেলমার চোখ দুটো ঝিলমিলিয়ে উঠলো, 'তুমি যে কতো বড়ো বীর, শেষ মুহূর্তে সেটা দেখাবার পক্ষে ওটা একটা চমৎকার পথ নয় কি? তাহলে একটা বিপজ্জনক স্ত্রীর হাত থেকেও তুমি রেহাই পেয়ে যাবে। হয়তো তুমিও ঠিক তাই-ই চাও…'

নয়বায়োর স্ত্রীর দৃষ্টিবাণ সহ্য করতে না পেরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। একটি বিধবা যে প্রায়ই তাঁর কাছে আসে সেটা সেলমা জানেন কিনা, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা গলায় তিনি

বললেন, 'তুমি এ সমস্ত কি শুরু করেছো, বলো তো? এখন আমাদের একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। একটু যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করো। ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া এখন আমাদের আর কিছুই করার নেই! আমি পালিয়ে যেতে পারি না। তাছাড়া পালাবোই বা কোথায়? রাশিয়ানদের কাছে? না। অনধিকৃত জার্মানীতে লুকিয়ে থাকবো? গেস্টাপোরা দু-চার দিনের মধ্যেই আমাকে খুঁজে বের করে ফেলবে এবং তার অর্থ কি হতে পারে, তা তুমি ভালোভাবেই জানো। অ্যামেরিকান বা ব্রিটিশদের কাছে যাবো? তাতেও কোনো লাভ হবে না। সমস্ত কিছু বিচার করে দেখেছি, এখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকাই সব চাইতে ভালো কাজ। কাজেই আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হবে—তাছাড়া এ সমস্যার আর কোনো সমাধান নেই।'

'হ্যাঁ।'

নয়বায়োর অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকালেন, 'তাহলে শেষ অব্দি তুমি বুঝতে পারলে? তাহলে বিষয়টা আমি তোমার কাছে প্রমাণ করতে পেরেছি?'

নয়বায়োর সতর্ক দৃষ্টিতে সেলমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এতো সহজ জয় তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু সেলমা যেন আচমকা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর গাল দুটো যেন ঝুলে পড়েছে। সেলমা ভাবছিলেন, ওরা নিজেদের বিশ্বাসকেই প্রমাণ করে—যেন জীবন কতকগুলো প্রমাণের সমষ্টি। যা বিশ্বাস করতে চায়, শুধু সেটুকুতেই ওদের বিশ্বাস। বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন উনি···তাকিয়ে রইলেন করুণা, ঘৃণা আর অতি সামান্য কোমলতা মেশানো এক আশ্চর্য দৃষ্টিতে। নয়বায়োর অস্বস্তিতে ভরে উঠলেন, 'সেলমা· '

'আমি তোমাকে আর একটি মাত্র অনুরোধ করবো, ব্রুনো—' সেলমা বললেন, 'এই শেষ অনুরোধ।'

'কি?' নয়বায়োর সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চাইলেন।

'এই বাড়িটা আর জমিগুলো তুমি ক্রেয়ার নামে লিখে দাও। এক্ষুনি তোমার উকিলের কাছে যাও। এটাই আমার শেষ অনুরোধ, আর কিছু নয়।'

'কিন্তু কেন?'

'চিরদিনের জন্যে দিতে হবে না, শুধু আপাতত—সাময়িকভাবে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে, ওগুলো আবার তোমার নামে করে নিতে পারবে। নিজের মেয়েকে তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারো!'

'হ্যাঁ। কিন্তু লোকে কি ভাববে!'

'চুলোয় যাক লোকের ভাবাভাবি! একটু বাস্তববাদী হও। হিটলার যখন ক্ষমতা অধিকার করলেন তখন ক্রেয়া একটা শিশুমাত্র। কাজেই কেউ কোনো ব্যাপারেই ওকে দোষী করতে পারবে না।'

'কি বলতে চাইছো তুমি? তুমি কি বলতে চাইছো যে আমাকে কোনো কোনো ব্যাপারে দোষী করা যায়?'

সেলমা নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। ফের সেই আশ্চর্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন উনি।

'ছাখো সেলমা,' নয়বায়োর বললেন, 'আমরা সৈনিক। আমরা শুধু হুকুম তামিল করি। এ কথা সবাই জানে।…হুকুম দিচ্ছেন ফ্যুরার। নিজের হুকুমের সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন এবং তা বহুবারই তিনি ঘোষণা করেছেন। যে কোনো দেশপ্রেমিকের পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট—তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ,' সেলমা এবারে সত্যিই হাল ছেড়ে দিলেন। 'কিন্তু তুমি উকিলের কাছে যাও। আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ক্রেয়ার নামে লিখে দাও।'

'ঠিক আছে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলবো।' নয়বায়োরের মনে আদৌ তেমন কোনো ইচ্ছে নেই। স্ত্রীর পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, 'এটা তুমি আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। এ যাবৎ আমিই তো এসব সামলেছি।'

নয়বায়োর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সেলমা ওঁকে গাড়িতে উঠতে দেখলেন। নিজের বিয়ের আংটিটার দিকে তাকালেন উনি। আজ চব্বিশ বছর হলো আংটিটা উনি আঙুলে পরে রয়েছেন। দু-দুবার ওটা বড়ো করে নিতে হয়েছে। আংটিটা যখন উনি পেলেন, তখন সেলমা ছিলেন এক অন্য মানুষ। তখন এক ইহুদি ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। তার নাম জোসেফ বর্ণফেল্ডার। ১৯২৯ সালে সে অ্যামেরিকায় চলে যায়। বুদ্ধিমান লোক। পরে একজন পরিচিত লোকের মাধ্যমে সেলমা জানতে পেরেছিলেন, অ্যামেরিকায় সে ভালোই আছে। যান্ত্রিকভাবেই সেলমা আংটিটাকে আঙুলে ঘুরিয়ে চললেন। অ্যামেরিকা। সেখানে কোনোদিনও মুদ্রাস্ফীতি হয় না। প্রচণ্ড বড়লোক ওরা।

৫০৯ কান পেতে রইলো। কণ্ঠস্বরটা তার চেনা। মৃতদেহগুলোর স্তূপের আড়ালে মাথা নিচু করে সে শুনলো, লোকটা নিচু গলায় স্পষ্ট স্বরে বলে চলেছে, 'প্রত্যেককে আমাদের পক্ষে আনা প্রয়োজন। জাতীয় সমাজবাদ ভেঙে গেলে তার রাজনৈতিক স্থান অধিকার নেবার মতো আর কোনো সংগঠিত দল থাকবে

না। গত বারো বছর ধরে ওরা ক্রমাগত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে আর নয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে, তা-ও চলে গেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। এখনও তাদের কতোটুকু অস্তিত্ব অবশিষ্ট আছে, তা আমরা জানি না। একটা নতুন সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের প্রয়োজন। পরাজয়ের বিশৃঙ্খলার মধ্যে মাত্র একটি দলই চিরদিন অটুট থাকবে—তারা জাতীয় সমাজবাদী দল। আমি শিবিরের অনুগামীদের কথা বলতে চাইছি না—তারা যে কোনো দলে যোগ দিতে পারে—আমি বলছি প্রাণকেন্দ্রটির কথা। তারা একযোগে আত্মগোপন করে থাকবে, অপেক্ষা করবে ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার জন্যে। ওদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে, সেজন্যেই আমাদের লোকবলের প্রয়োজন।'

আকাশে চাঁদ নেই। ৫০৯ কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। কিন্তু তার মনে হলো, লোকটা নিশ্চয়ই ভের্নের। কণ্ঠস্বরটা তখনও বলে চলেছে, 'বাইরে অধিকাংশ মানুষেরই মনোবল ভেঙে গেছে। কিন্তু শিবিরের মধ্যে নাৎসি বিরোধী মনোভাব এখনও প্রবল। এখানে ওরা আমাদের একত্র করে রেখেছে, কিন্তু বাইরে সকলে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাইরে বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা শক্ত, এখানে সেটা সহজ। নাৎসিরা এ ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখেনি। তাই শিবিরগুলোকেই পুনর্গঠনের কেন্দ্র করে তুলতে হবে। এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে তিনটে কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, চরম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এস. এস.দের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ। দ্বিতীয়ত, শিবিরের ক্ষমতা অধিকারের পরে আতঙ্ক নিবারণ। আমাদের প্রমাণ করতে হবে, আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ—প্রতিশোধস্পৃহা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পরে সংগঠিত আদালতের মাধ্যমে আমরা...'

৫০৯ ওদের দলটার দিকে এগিয়ে গেলো। লিউইনস্কি, গোলদস্টেইন আর ব্যার্গারের সঙ্গে বসে রয়েছে নতুন মানুষটা।

৫০৯ ডাকলো, 'ভের্নের—'

মানুষটা অন্ধকারের দিকে তাকালো, 'কে তুমি?'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছো।' ৫০৯ আরও কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে ভের্নেরের মুখের দিকে তাকালো, 'আমি কোলের।'

'কোলের! তুমি এখনও বেঁচে আছো! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বহুদিন আগেই মরে গেছো!'

'নথিপত্র অনুযায়ী আমি সত্যিই মৃত।'

'ও ৫০৯,' লিউইনস্কি বললো।

'তাহলে তুমিই ৫০৯! যাক, ব্যাপারটা তাহলে অনেক সহজ হয়ে গেলো। নথিপত্র অনুসারে আমিও মৃত।'

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ওরা একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরিস্থিতিটা নতুন নয়। শিবিরে এর আগেও এক একজন হঠাৎ এমন কারুর সন্ধান পেয়ে গেছে, যাকে সে মৃত বলে জানতো। কিন্তু ৫০৯ আর ভের্নের শিবিরে আসার আগেও পরস্পরকে চিনতো। এক সময় ওরা বন্ধু ছিলো। তারপর নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ ওদের দূরে সরিয়ে দেয়।

'তুমি কি এখন এখানে থাকবে?' ৫০৯ জিগেস করে।

'হ্যাঁ, সামান্য কয়েকটা দিন। তবে আমি তোমাদের বোঝা হয়ে থাকবো না। নিজের খাবার আমি নিজেই জুটিয়ে নেবো।'

'তার চাইতে বেশি কিছু আমি তোমার কাছ থেকে আশা করি না,' ৫০৯-এর কণ্ঠে সূক্ষ্ম বিদ্রূপের সুর।

'আসছে কাল ম্যুয়েনজার কিছু রুটি সংগ্রহ করবে। লেবেনথাল গিয়ে সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারে। ওতে আমার হয়েও অনেক বেশি থাকবে—তোমাদেরও কয়েকজনের হয়ে যাবে।'

'আমি জানি ভের্নের, কিছু না দিয়ে তুমি কিছু নেবে না।' ৫০৯ জিগেস করে, 'তুমি কি বাইশ নম্বরে থাকবে? আমরা তোমাকে বিশ নম্বরেও রাখতে পারি।'

'বাইশ নম্বরেই থাকতে পারি। তুমিও নিশ্চয়ই পারো—এখন তো আর হাণ্ডকে নেই।'

অন্যেরা বুঝতে পারে না, ওদের মধ্যে কথার দ্বৈরথ চলেছে। কি ছেলেমানুষী করছি আমরা, ৫০৯ ভাবে। অনন্তকাল আগে আমরা পরস্পরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম, এখনও কেউ কারুর কাছে ঋণী থাকতে চাইছি না। ভের্নের আমাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী, এতে আমি এক অর্থহীন আনন্দ পাচ্ছি। আর ভের্নেরও ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছে, ওদের দলটা না থাকলে হাণ্ডকে আমাকে খতম করে ফেলতো।

'তুমি এইমাত্র ওদের যা বোঝাচ্ছিলে, আমি তা শুনেছি।' ৫০৯ বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো। এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি, বলো।'

ওরা তখনও বাইরে বসে রয়েছে। ভের্নের, লিউইনস্কি আর গোলডস্টেইন ছাউনিতে ঘুমোচ্ছে। দুঘণ্টা বাদে লেবেনথাল ওদের তুলে দেবে। অন্যেরা গিয়ে

তখন ওদের জায়গায় ঘুমোবে।

'নতুন লোকটা কে?' বুশের জিগেস করলো, 'কোনো হোমরাচোমরা?'

'নাৎসি রাজত্বের আগে হোমরাচোমরাই ছিলো। তবে খুব একটা হোমড়া-চোমরা নয়—মাঝারি। সুদক্ষ লোক। সাম্যবাদী। প্রচণ্ড গোঁড়া। কোনোদিনই ওর ব্যক্তিগত জীবন বা রসিকতাবোধ বলতে কিছু ছিলো না।'

'তুমি ওকে কবে থেকে চেনো?'

'১৯৩৩ সালের আগে আমি একটা সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলাম। তখন প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হতো। আমি প্রায়ই ওর দলকে আক্রমণ করতাম। ওর দল আর নাৎসিদের। আমরা ওদের দুদলেরই বিরুদ্ধবাদী ছিলাম।'

'তোমরা তাহলে কাদের পক্ষে ছিলে?'

'মানবতা, সহিষ্ণুতা আর ব্যক্তি-অধিকারের সপক্ষে। মজার কথা, তাই না?'

'না,' আহাসফের খুকখুক করে কাশলো, 'কিন্তু আর বাকি কি রইলো?'

'এটা,' লেবেনথাল ভেড়ার ডাকের নকল করলো।

কিছুক্ষণ সকলেই নিশ্চুপ হয়ে রইলো। হঠাৎ মেয়ারহফ বলে উঠলো, 'বাকি রইলো প্রতিশোধ। প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্যে প্রতিশোধ! চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত! সব কিছুর জন্যে প্রতিশোধ!'

প্রত্যেকে বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকায়। মেয়ারহফের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। প্রতিবার 'প্রতিশোধ' শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত দুটো মুঠিবদ্ধ করে মাটিতে ঘুঁষি ছুঁড়েছে।

'কি হলো তোমার?' সুলজবাকের জিগেস করলো।

'তোমাদেরই বা কি হলো?' ধমকে উঠলো মেয়ারহফ।

'স্রেফ খেপে গেছে!' লেবেনথাল ঠাট্টা করলো, 'ছ বছর আগে ও ছিলো ছোট্ট একটা ভীরু পাখি, ঠোঁট খুলতেও ভরসা পেতো না। আর একটা অলৌ-কিক-উপায়ে চুল্লি থেকে বেঁচে গিয়ে, এখন ও হয়ে উঠেছে স্যামসন মেয়ারহফ!'

'আমি কোনো প্রতিশোধ নিতে চাই নে,' রোজেন অস্ফুটে বললো, 'আমি শুধু এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই।'

'সে কি? কোনো হিসেব না মিলিয়েই এস. এস.দের ছেড়ে দেবো?'

'তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না। আমি শুধু এখান থেকে বেরুতে চাই, তাছাড়া আর কিচ্ছু চাই না।'

[illegible]মি মানুষ নও,' মেয়ারহফ রোজেনের দিকে তাকায়। 'তুমি কি—তা

জানো ?'

'চুপ করো, মেয়ারহফ !' ব্যার্গার উঠে দাঁড়ায়, 'আমরা যা ছিলাম বা যা হতে চাই, এখন আমরা কেউই আর তা নেই। আমরা সত্যিকারের কি—তা পরে বোঝা যাবে। এখন আমরা শুধু প্রতীক্ষা করতে পারি, আশা করতে পারি আর হয়তো প্রার্থনা করতে পারি।'

'একটা প্রতিশোধ ফের আর একটা প্রতিশোধ নিয়ে আসবে,' আহাসফের চিন্তিত স্বরে বলে। 'তার চাইতে বরং দেখা ভালো, যাতে এ ধরনের ঘটনা আর কোনোদিনও না ঘটে।'

হঠাৎ দিগন্ত আলোকিত হয়ে ওঠে। দূর থেকে একটা মৃদু গুরুগুরু আওয়াজ ভেসে আসে। সুলজবাকের বলে, 'বোমা নয়—ফের ঝড় আসছে।'

'বৃষ্টি নামলে শ্রমশিবিরের লোকগুলোকে আমরা ঘুম থেকে তুলে দেবো। ওরা তখন বাইরে এসে শোবে।' লেবেনথাল বলে, 'ওরা আমাদের চাইতে শক্তসমর্থ।'

ফের একটা বিজলির রেখা ঝলসে ওঠে। সুলজবাকের জিগেস করে, 'এখান থেকে একটা চালান যাবে বলে কেউ কিছু শুনেছো ?'

'গুজব শোনা যাচ্ছে। বেছে বেছে হাজার জনের একটা শেষ চালান নাকি পাঠানো হবে।'

'হে ভগবান !' অন্ধকারেও রোজেনের মুখটা ফ্যাকাশে দেখায়, 'তাহলে তো আমাদের অবশ্যই তাতে তোলা হবে ! আমরা যে সব চাইতে দুর্বল আর অশক্ত !'

'ওটা স্রেফ গুজব,' ৫০৯ বলে। 'শৌচাগারে আজকাল অমন হাজারটা গুজব শোনা যায়। তার চাইতে হুকুম না আসা অব্দি শান্ত হয়ে থাকাই ভালো। লিউইনস্কি, ভের্নের বা অফিসের লোকেরা আমাদের জন্যে কতোটুকু কি করতে পারে তা দেখার মতো সময় তখনও আমাদের হাতে থাকবে। আমরা নিজেদের জন্যে কি করতে পারি, তা-ও বোঝা যাবে।'

'বৃষ্টি শুরু হলেও লিউইনস্কি আর ভের্নেরকে বোধ হয় ওখানেই ঘুমোতে দেওয়া উচিত,' লেবেনথাল বলে।

হঠাৎ রোজেন শিউরে ওঠে, 'ওই লোক দুটোকে তখন ওরা কিভাবে পাটা-তনের তলা থেকে ঠ্যাং ধরে টেনে এনেছিলো…'

লেবেনথাল অবজ্ঞার দৃষ্টিতে রোজেনের দিকে তাকায়, 'তুমি কি জীবনে ওর চাইতে ভয়ংকর দৃশ্য দেখোনি ?

'দেখেছি।'

'এক সময় আমি শিকাগোর একটা বিশাল কসাইখানায় কাজ করতাম। সেখানে দেখেছি, মাঝে মাঝে জন্তুগুলোও বুঝতে পারতো কি হতে চলেছে। তখন ওরা চারদিকে ছুটে বেড়াতো—ঠিক তাড়া-খাওয়া মানুষের মতো। কোণে গিয়ে ঢুকতো। তখন ঠিক ওমনি করে ওদের ঠ্যাং ধরে টেনে আনা হতো।' আহাসফের চুপ করে।

'তুমি শিকাগোতে ছিলে?' লেবেনথাল জিগেস করে।

'হ্যাঁ।'

'অ্যামেরিকায়? তারপর আবার ফিরে এলে?'

'সে সব পঁচিশ বছর আগেকার কথা।'

'এমন অদ্ভুত কথা কেউ শুনেছে কখনও!'

'দেশের জন্যে—পোল্যাণ্ডের জন্যে—আমার মন কেমন করছিলো!'

'তুমি…' লেবেনথালের মুখে কথা সরে না। বিস্ময়ের এ আঘাত তার পক্ষে বড্ড বেশি।

২১

ভোরের আবহাওয়া ধূসর-দিন হয়ে ওঠে। আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দূরে অরণ্যের ওধার থেকে তখনও একটা চাপা গর্জন ভেসে আসছে।

'এ এক অদ্ভুত ঝড়,' বুশের বলে। 'সাধারণত ঝড় কেটে গেলে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু বাজের গর্জন শোনা যায় না। এটা ঠিক উলটো।'

'হয়তো ঝড়টা আবার ফিরে আসছে,' রোজেন জবাব দেয়।

'ফিরে আসবে কেন?'

'অনেক সময় ঝোড়ো বাতাস পাহাড়ের মধ্যে বেশ কয়েক দিন ধরে ঘুরে বেড়ায়।'

'এখানে কোনো গিরিসঙ্কট নেই। একটা তো মোটে পাহাড়, তা-ও তেমন উঁচু নয়।'

'তোমার কি চিন্তাভাবনা করার মতো আর কোনো বিষয় নেই?' লেবেনথাল প্রশ্ন করে।

'লিও, তুমি বরঞ্চ এখান থেকে যাও।' বুশের শান্ত গলায় বলে, 'গিয়ে ছাখো, আমাদের জন্যে চিবোবার মতো কিছু যোগাড় করতে পারো কি না।

পুরনো জুতোর খানিকটা চামড়া হলেও চলবে।'

'আর কোনো হুকুম ?' বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লেবেনথাল প্রশ্ন করে।

'না।'

'বেশ। তাহলে এবারে মুখটি সামলে রাখো। আর এখন থেকে নিজের খোরাক নিজেই জুটিও। বুঝেছো ?' লেবেনথাল থুথু ফেলতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুখটা শুকনো থাকায় তার বাঁধানো দাঁতের পাটিটাই ছিটকে বেরিয়ে আসে। ওটা বাতাসেই লুফে নিয়ে, যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেয় সে। তারপর বিরক্ত হয়ে বলে, 'প্রতিদিন তোমাদের জন্যে নিজের প্রাণটার ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ! শুধু নিন্দা আর হুকুম শোনা। এর পরে ওই কারেলও আমাকে হুকুম দিতে শুরু করবে।'

'কি হচ্ছে এখানে ?' ৫০৯ এগিয়ে গিয়ে জিগেস করে।

'ওকেই জিগেস করো,' লেবেনথাল বুশেরকে দেখিয়ে বলে, 'ও আমাকে হুকুম দিচ্ছে! এখন ও ব্লক সিনিয়ার হবার জন্যে চেষ্টা চালালেও আমি অবাক হবো না।'

৫০৯ বুশেরের দিকে তাকায়। ছেলেটা বদলে গেছে, ভাবে সে। আমি আগে এতোটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু ও সত্যিই বদলেছে। 'সত্যি, কি হচ্ছে বলো তো ?' ফের প্রশ্ন করে ৫০৯।

'কিছু না। আমরা স্রেফ ঝড়টা সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম।'

'ঝড় নিয়ে তোমাদের এতো দুর্ভাবনা কেন ?'

'কোনোই কারণ নেই। এখনও বাজ ডাকছে বলে অদ্ভুত লাগছে। অথচ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে না, আকাশে ঝোড়ো মেঘও নেই।'

৫০৯ আকাশের দিকে তাকিয়ে কান পাতে। 'আসলে ওটা বাজ…' বলতে বলতে থেমে যায় সে। হঠাৎ তার সমস্ত ভঙ্গিমাটাই বদলে যায়। যেন সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকে সে।

'ওই যে আর একটা,' লেবেনথাল বলে।

'চুপ!' ৫০৯ তীক্ষ্ণ স্বরে ফিসফিসিয়ে ওঠে।

'তাহলে তুমিও…'

'আঃ, লিও! বলছি চুপ করো!'

লেবেনথাল নীরব হয়ে যায়। সে অনুভব করে, এখন এটা আর বজ্র-বিদ্যুতের প্রশ্ন নেই। এক মনে কান পেতে থাকা ৫০৯-এর দিকে তাকায় সে। প্রত্যেকেই নিশ্চুপ হয়ে কান পেতে শোনে দূরের গুরুগুরু চাপা গর্জনটা।

'শোনো,' আস্তে আস্তে, ভীষণ নিচু গলায় ৫০৯ বলে—যেন জোর গলায়

বললে কিছু একটা উড়ে পালাবে। 'ওটা বজ্রের আওয়াজ নয়। ওটা…'

'ওটা কি ?' বুশের প্রশ্ন করে।

আওয়াজটা সামান্য বেড়ে উঠে ফের মিলিয়ে যায়। 'আমার বিশ্বাস, ওটা কামানের গর্জন।'

'কি ?'

'ওটা কামানের গর্জন। বজ্রের আওয়াজ নয়।'

ওরা প্রত্যেকে পরস্পরের দিকে তাকায়। দোরগোড়া থেকে গোলদস্টেইন জিগেস করে, 'কি হচ্ছে ওখানে ?' কেউ কোনো জবাব দেয় না। 'কি হলো, তোমরা সবাই কি জমে বরফ হয়ে গেলে নাকি ?'

বুশের ওর দিকে ফিরে তাকায়, '৫০৯ বলছে, আমরা যা শুনতে পাচ্ছি তা নাকি কামানের গর্জন। তাহলে সীমান্ত আর খুব একটা দূর হতে পারে না।'

'কি বললে ?' গোলদস্টেইন ওদের কাছাকাছি এগিয়ে আসে, 'সত্যি ? নাকি তোমরা স্রেফ দিবাস্বপ্ন দেখছো ?'

'এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে কেউ কি বাজে কথা বলে ?'

'আমি বলতে চাইছি, তোমরা নিজেদের প্রবোধ দিচ্ছো না তো ?'

'না,' ৫০৯ জবাব দেয়।

'ওহ্ ভগবান !' রোজেনের মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে। আচমকা সে ফোঁপাতে শুরু করে।

৫০৯ তখনও উৎকর্ণ। 'বাতাসের গতিপথ বদলে গেলে, শব্দটা আমরা আরও স্পষ্ট শুনতে পাবো।'

'ওরা এখান থেকে কতো দূরে আছে বলে মনে হয় ?' বুশের জিগেস করে।

'সঠিক বলতে পারবো না। পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার হবে। তার বেশী নয়।'

'পঞ্চাশ কিলোমিটার—তাহলে তো খুব একটা দূরে নয় !'

'না, খুব দূরে নয়।'

'ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ট্যাঙ্ক আছে।' বুশের বলতে থাকে, 'ওরা দ্রুত এগুতে পারবে। যদি ব্যূহ ভেঙে এগুতে পারে…তাহলে কদিন লাগবে বলে তোমার মনে হয়…হয়তো মাত্র এক দিনেই…'

'এক দিন ?' লেবেনথাল অবাক হয়ে যায়, 'কি বলছো তুমি ? মোটে এক দিন ?'

'যদি ওরা শত্রু ব্যূহ ভাঙতে পারে। গতকাল আমরা কিছু শুনতে পাইনি। আজ পাচ্ছি। আসছে কাল ওরা আরও কাছে এগিয়ে আসবে। তারপর পরশু…

কিংবা তার পরের দিন…'

'চুপ করো ! এসব বোলো না !' আচমকা লেবেনথাল চিৎকার করে ওঠে, 'মানুষগুলোকে পাগল করে তুলো না !'

'কিন্তু তেমনটি ঘটা সম্ভব, লিও—' ৫০৯ বলে।

'না !' লেবেনথাল চিৎকার করে উঠে নিজের করপুটে মুখ ঢাকে।

'কি বলছো তুমি, ৫০৯ ?' বুশেরের মুখটা মৃতের মতো বিবর্ণ, অথচ উত্তেজিত। 'পরশুর পরের দিন ? তার মানে কদিন ?'

'এতো কাল হিসেবটা ছিলো বছরের, অনন্তকালের।' মুখ থেকে হাত সরিয়ে লেবেনথাল বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'এখন হঠাৎ তুমি দিনের হিসেব করতে শুরু করেছো। মিছে কথা বোলো না !' লেবেনথাল ৫০৯-এর কাছে এগিয়ে যায়, 'আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, মিছে কথা বোলো না !'

'এমন একটা সময়ে কেউ কি মিথ্যে বলার কথা ভাবতে পারে ?'

৫০৯ ঘুরে দাঁড়ালো। গোলদস্টেইন ঠিক তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে মৃদু হাসি। 'কথাটা আমিও শুনেছি,' ফের বললো সে। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হতে হতে ভীষণ অন্ধকার হয়ে গেলো। হাসি মুখে যেন নাচের ভঙ্গিমায় হাত দুটো আর একটা পা ওপরের দিকে তুলে ধরলো সে। তারপর আর হাসলো না, হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো।

'ও অজ্ঞান হয়ে গেছে,' লেবেনথাল চিৎকার করে উঠলো। 'ওর জ্যাকেটটা খুলে দাও। আমি খানিকটা জল নিয়ে আসছি।'

বুশের, স্থলজবাকের, রোজেন আর ৫০৯ গোলদস্টেইনকে চিৎ করে শুইয়ে দিলো। বুশের জিগেস করলো, 'ব্যার্গারকে নিয়ে আসবো ?'

'দাঁড়াও।' ৫০৯ নিচু হয়ে গোলদস্টেইনের জ্যাকেটের বোতামগুলো খুলে দিলো, খুলে দিলো পাতলুনে কোমরবন্ধের বাঁধুনী। সে যখন উঠে দাঁড়ালো, ততোক্ষণে ব্যার্গার এসে হাজির হয়েছে। লেবেনথালই তাকে খবরটা জানিয়ে গেছে। ব্যার্গার হাঁটু মুড়ে বসে গোলদস্টেইনকে পরীক্ষা করতে লাগলো। বেশি সময় লাগলো না। একটু পরেই সে জানালো, 'মরে গেছে। সম্ভবত হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়েই মরেছে। জানা কথা। ওরা ওর হৃৎপিণ্ডটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলো।'

'কিন্তু কথাটা ও শুনে গেছে,' বুশের বললো, 'সেটাই বড়ো কথা।'

'কি কথা ?'

৫০৯ ব্যার্গারের শীর্ণ কাঁধ দুটোতে নিজের একখানা হাত মেলে দিলো,

'এফ্রাইম, আমার ধারণা সে দিনটা এসে গেছে।'

'কি ?'

ব্যার্গার চোখ তুলে তাকায়। ৫০৯ অনুভব করে, তার পক্ষে এখন কিছু বলা শক্ত। একটু থেমে, দিগন্তের দিকে একখানা হাত তুলে দেখায় সে। 'ওরা আসছে, এফ্রাইম। আমরা ওদের আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওরা পৌঁছে গেছে…'

দুপুরে বাতাসের দিক পরিবর্তন হতেই গর্জনের আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন বহু দূরের একটা বিজলি-সংযোগ আলোকিত করে তুললো হাজারটা হৃৎপিণ্ডকে। ছাউনিগুলোতে নিবিড় অস্থিরতা। জানলায় জানলায় অসংখ্য মুখ। মাঝে মাঝেই কয়েকটা শীর্ণ মানুষ দোরগোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

'শব্দটা কি কাছে এসেছে ?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।'

পাদুকা বিভাগের সবাই মৃতের মতো নিশ্চুপ হয়ে কাজ করছে। কাপোরা খেয়াল রাখছে যাতে কেউ কোনো কথা না বলে। এস. এস. পরিদর্শকরাও ওখানে উপস্থিত। ছুরিগুলো চামড়া কাটছে, ছেঁটে বাদ দিচ্ছে বাজে অংশগুলোকে। কিন্তু অনেকের কাছেই ছুরিগুলোকে আজ আর যন্ত্র নয়—অস্ত্র বলে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ওরা সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে লক্ষ্য করছে কাপো, এস. এস., রিভলভার আর টমিগানগুলোকে—যেগুলো গতদিন এখানে ছিলো না। কিন্তু কড়া খবরদারি সত্ত্বেও বিভাগের প্রত্যেকেই বাইরের খবরাখবর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। দীর্ঘ কয়েক বছরে ওরা শিখে ফেলেছে, কি করে ঠোঁট না নেড়েও কথা বলা যায়। এবং যতোবার চামড়ার ফালি ভর্তি ঝুড়িগুলোকে খালি করার জন্যে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ততোবারই বাহক বাইরের খবর ভেতরে বয়ে আনছে: কামানের গর্জন এখনও স্তব্ধ হয়নি, এখনও শোনা যাচ্ছে।

যারা বাইরের কাজে গেছে, তাদের পাহারার বন্দোবস্ত আজ দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। এতোদিন বন্দী-শ্রমিকরা শুধু শহরের নতুন অঞ্চলটাই জঞ্জালমুক্ত করেছে। আজ তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে শহরের পুরনো অংশে। কয়েদীরা দেখলো, মধ্যযুগীয় কাঠের বাড়িগুলো প্রায় সবই পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলা কয়েদীদের দেখে আবাসিকরা স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে

রইলো কিংবা মুখ ঘুরিয়ে নিলো চকিতে। কয়েদীদের মনে হতে লাগলো, তারা যেন কয়েদী নয়। উপস্থিত না থেকেও এক রহস্যজনক উপায়ে তারা যেন জয় অর্জন করে নিয়েছে। বন্দীদশার এতোগুলো বছর প্রতিরোধহীন পরাজয়ের বছর না হয়ে আচমকা যেন সংগ্রামের বছর হয়ে উঠলো তাদের কাছে। এবং সে সংগ্রামে তারা জয়ী হয়েছে—তারা বেঁচে আছে।

টাউন হলটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপ সরাবার জন্যে কয়েদীদের গোটাকতক শাবল আর বেলচা দেওয়া হলো। দু ঘণ্টা কাজ করার পর জঞ্জালের তলায় প্রথম লাশটার সন্ধান পাওয়া গেলো। প্রথমে দেখা গেলো শুধু জুতো জোড়া। লাশটা একজন এস. এস. সিনিয়ার স্কোয়াড লিডারের।

'অবশেষে দিন বদলেছে!' ম্যুয়েনজার ফিসফিসিয়ে বললো, 'এখন আমরা ওদের লাশ খুঁড়ে বের করছি। ওদের লাশ!'

নতুন উৎসাহে কাজ চালাতে লাগলো ম্যুয়েনজার। একটা পাহারাদার চিৎকার করে উঠলো, 'সাবধানে হাত চালা! ওখানে একজন পড়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না?'

খানিকটা চুন-সুরকি সরাতেই দুটো কাঁধ বেরিয়ে এলো। তারপর মাথাটা। লাশটাকে তুলে, ওরা সেটাকে একপাশে টেনে সরিয়ে রাখলো।

সামান্য সময়ের ব্যবধানে পরপর আরও তিনজন পার্টি সদস্যের লাশ পাওয়া গেলো। লাশগুলোকে ওরা চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে প্রথম লাশটার পাশে শুইয়ে রাখলো। ওদের কাছে এটা এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এতোদিন ওরা শুধু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবকেই এভাবে বয়ে নিয়ে গেছে। আর ইদানীং বয়েছে কিছু অসামরিক মানুষকে। কিন্তু এই প্রথম ওরা নিজেদের শত্রুকে বহন করছে। নতুন নতুন লাশের সন্ধানে ওরা তাই বিনা প্ররোচনাতেই পরিশ্রম করে চলেছে, ঘামে ভিজে উঠেছে ওদের সমস্ত শরীর। ঘৃণা আর তৃপ্তি ভরা মন নিয়ে ওরা এমনভাবে জঞ্জাল খুঁড়ে লাশ খুঁজছে, যেন সোনার সন্ধান করা হচ্ছে।

আরও এক ঘণ্টা বাদে ওরা দিয়েৎজের সন্ধান পেলো। ঘাড়টা মটকে গেছে। মাথাটা বুকের মধ্যে এমনভাবে চেপে রয়েছে যে দেখে মনে হয় উনি নিজের গলাটা কামড়াতে চেষ্টা করছিলেন। দুটো বাহুই ভাঙা।

'ঈশ্বর বলে কেউ আছেন!' ম্যুয়েনজারের পাশে দাঁড়ানো লোকটা কারুর দিকে না তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'এখনও ঈশ্বর আছেন!'

'চোপরাও!' একজন এস. এস. ছুটে এসে লোকটার হাঁটুতে একটা লাথি বসিয়ে দিলো। 'কি বললি তুই? আমি তোকে কথা বলতে দেখেছি।'

লোকটা দিয়েৎজের ওপরে ছিটকে পড়েছিলো। উঠে দাঁড়িয়ে নির্বিকার মুখে বললো, 'আমি বলছিলাম যে হের সিনিয়ার গ্রুপ লিডারের জন্যে আমাদের একটা স্ট্রেচারের বন্দোবস্ত করা উচিত। ওঁকে তো আমরা অন্যদের মতো ওভাবে বয়ে নিয়ে যেতে পারি না!'

'তোকে কিচ্ছু বলতে হবে না! এখনও আমরাই হুকুম দিচ্ছি! বুঝেছিস?'

'এখনও,' শব্দটা শুনলো লিউইনস্কি। 'এখনও হুকুম দিচ্ছি'। ফের বেলচা তুললো সে।

এস. এস.টা দিয়েৎজের দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিকভাবেই ঋজু হয়ে দাঁড়ালো। ফলে ফের ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে ওঠা কয়েদীটা এ যাত্রায় রেহাই পেয়ে গেলো। তারপর সে স্কোয়াড লিডারকে খুঁজে নিয়ে এসে জানালো, 'স্ট্রেচারগুলো এখনও এসে পৌছোয়নি।' ঈশ্বরে ফের আস্থা খুঁজে পাওয়া মানুষটার জবাব স্পষ্টতই তার মনে ছাপ ফেলে গেছে। অমন একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে সত্যিই ওভাবে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়।

স্কোয়াড লিডার চারদিকে চোখ বুলিয়ে, একটু দূরে ধ্বংস্তূপের মধ্যে পড়ে থাকা একটা দরজা দেখতে পেয়ে হুকুম দিলো, 'ওটাকে খুঁড়ে বের কর। তারপর হের সিনিয়ার গ্রুপ লিডারকে ওদিকে নিয়ে গিয়ে সাবধানে ওটার ওপরে শুইয়ে রাখ।'

ম্যুয়েনজার, লিউইনস্কি এবং আরও দুজনে মিলে দরজাটাকে যথাস্থানে নিয়ে এলো। দরজাটা ষোড়শ শতকের দারুশিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন—শিশু মোজেসকে খুঁজে পাওয়ার বৃত্তান্ত ওতে সুন্দরভাবে খোদাই করা রয়েছে। এখন আগুনে কালো হয়ে ফেটে গেছে। পা আর কাঁধ ধরে দিয়েৎজকে ওরা দরজাটার দিকে বয়ে নিয়ে গেলো—ওঁর হাত দুটো আর মাথাটা নিচের দিকে ঝুলে রইলো নিরালম্বের মতো।

'সাবধানে নিয়ে চল, নোংরা কুত্তারদল!' স্কোয়াড লিডার গর্জে উঠলো। প্রশস্ত দরজায় শুইয়ে রাখা হলো মৃতদেহটাকে। ম্যুয়েনজার লক্ষ্য করলো, লোকটার ডান হাতের তলায় ঝুড়িতে শোয়ানো শিশু মোজেস লতাপাতার আড়াল থেকে হাসছেন। দরজাটা ওরা টাউন হল থেকে খুলে নিতে ভুলে গিয়েছিলো, ভাবলো সে। মোজেস। ইহুদি। এসমস্ত ঘটনা অতীতেও ঘটেছে। ফ্যারাও, স্বৈরাচার, লোহিত সাগর। মুক্তি।

'আটজন মিলে দরজাটাকে তোল!'

বারোটা লোক অস্বাভাবিক দ্রুততায় দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলো।

স্কোয়াড লিডার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। ওদের বিপরীত দিকেই সেন্ট মেরির অর্ধদগ্ধ গির্জাটা। মুহূর্তের জন্যে যেন কি একটা ভেবেই চিন্তাটাকে মন থেকে খারিজ করে দিলো সে। দিয়েৎজকে একটা ক্যাথলিক গির্জায় নিয়ে তোলা যায় না। দূরভাষযোগে ওপর-মহলের নির্দেশ নিতে পারলেই সে খুশি হতো। কিন্তু দূরভাষ যোগাযোগ বিপর্যস্ত। কাজেই তাকে নিজের বুদ্ধিমতো কাজ করতে হবে—যেটাতে তার সব চাইতে আতঙ্ক আর অনীহা।

ম্যুয়েনজার কি একটা বলতেই, স্কোয়াড লিডার সেটা লক্ষ্য করে ফের খেঁকিয়ে উঠলো, 'কি বললি ? কি বললি তুই ? সামনে এগিয়ে আয়, হতচ্ছাড়া নোংরা কুত্তা !'

'নোংরা কুত্তা' বোধহয় লোকটার প্রিয় সম্বোধন। মুয়েনজার সামনে এগিয়ে সটান হয়ে দাঁড়ালো, 'আমি বলছিলাম যে আমার ধারণা, সামান্য কয়েকজন কয়েদী সিনিয়ার গ্রুপ লিডারকে বয়ে নিয়ে গেলে, হয়তো ওঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না।'

'তাতে তোর কি ? তাছাড়া আর কে বইবে ? এখানে আমরা…'

লোকটা চুপ করে যায়। ম্যুয়েনজারের কথাগুলো বোধহয় যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় তার। সত্যি বলতে কি, এস. এস.দেরই উচিত ওঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া —কিন্তু তার মধ্যে কয়েদীরা ভেগে যেতে পারে।

'সবাই মিলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?' হঠাৎ একটা মতলব মাথায় আসতেই স্কোয়াড লিডার হুকুম দিলো, 'হাসপাতালে চল—'

মৃত মানুষটাকে এখন আর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কি হবে, তা কেউই সঠিক জানে না। সম্ভবত ওটা একটা উপযুক্ত নিরপেক্ষ অঞ্চল।

বেরুবার মুখেই হঠাৎ একটা মোটর গাড়ি এসে হাজির। নিচু একটা মার্সিডিজ-কমপ্রেশার। একরাশ ইট-চুন-সুরকি ঠেলতে ঠেলতে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে গাড়িটা। স্কোয়াড লিডার সটান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লো। গাড়ির পেছনের আসনে দুজন উচ্চপদস্থ এস. এস. অফিসার—আরও একজন রয়েছেন সামনের আসনে, চালকের পাশে। গাড়ির পেছন দিকে বেশ কয়েকটা স্যুটকেস্। ভেতরেও রয়েছে ছোটখাটো কয়েকটা। অফিসারদের মুখগুলো ক্রুদ্ধ, বিরক্ত। দরজায় চাপানো দিয়েৎজের দেহটাকে বয়ে নিয়ে চলা কয়েদীদের একেবারে গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা। ভেতরের অফিসাররা কিন্তু দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন। সামনের আসনের অফিসারটি চালককে বললেন, 'চালাও হে, একটু জোরে চালাও !'

কয়েদীরা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দরজার ডানদিকের কোণটা ধরে থাকা লিউইনস্কি একবার দিয়েৎজের মটকানো ঘাড় এবং দরজায় খুঁদে তোলা শিশু মোজেসের স্মিত মুখখানার দিকে তাকালো। তারপর মার্সিডিজ, মালপত্র, এবং পলায়নপর অফিসারদের দিকে তাকিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলো।

'হতচ্ছাড়ার দল!' মুষ্টিযোদ্ধার মতো নাকওলা বিশাল চেহারার একজন এস. এস. হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠলো। কথাটা সে কয়েদীদের উদ্দেশ্যে বলেনি।

লিউইনস্কি উৎকর্ণ হয়ে থাকে। মার্সিডিজের তীব্র আওয়াজে দূরের গুরুগুরু গর্জনটা সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে চাপা পড়ে যায়। তারপর ফের ভেসে আসে সেই চাপা আর অপ্রতিহত গর্জন। শবযাত্রার মৃদগত দুন্দুভি।

বিকেলটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। শিবিরে ভেসে বেড়ায় নানা ধরনের গুজব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার চেহারা বদলায়। এই শোনা যায় এস. এস.রা শিবির ছেড়ে চলে গেছে। তারপরেই একজন এসে জোর গলায় বলে, ওদের নতুন করে শক্তি-বৃদ্ধি হয়েছে। একবার শোনা যায় অ্যামেরিকান ট্যাঙ্ক নাকি শহরের কাছে পৌঁছে গেছে। পরমুহূর্তেই খবর আসে, ওরা জার্মান বাহিনী—শহর প্রতিরোধ করতে এসেছে।

তিনটের সময় নতুন ব্লক সিনিয়ার এসে হাজির হয়। লোকটা লাল প্রতীকধারী—সবুজ নয়। তবু ভের্নের হতাশ হয়ে বলে, 'লোকটা আমাদের কেউ নয়।'

'কেউ নয় কেন?' ৫০৯ জিগেস করে। 'ও তো আমাদেরই একজন! রাজনৈতিক লোক। আমাদের বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছো?'

'তুমি তা ভালো করেই জানো। তাহলে আর জিগেস করছো কেন? শিবিরের গোপন সংগঠনের সঙ্গে যে জড়িত, সে-ই আমাদের একজন। এটাই তুমি জানতে চাইছো তো?'

'না, আমি তা জানতে চাইনি আর তুমিও তা বোঝাতে চাওনি।'

'আপাতত তাই-ই বোঝাতে চাইছি।'

'হ্যাঁ, আপাতত—যতোক্ষণ জরুরী প্রয়োজনের ভিত্তিতে এখানে বিভিন্ন মতবাদীর একটা মিলিত সংগঠন থাকা দরকার। কিন্তু তারপর?'

'তারপর,' ভের্নের যেন ৫০৯-এর এহেন অজ্ঞতায় বিস্মিত হয়ে ওঠে, 'তারপর নিশ্চয়ই কোনো একটা দল এসে হাল ধরবে। কোনো একটা সংগঠিত দল—যারা এলোপাথারিভাবে জড়ো হওয়া স্রেফ কতকগুলো মানুষের সমষ্টি নয়।'

'তার মানে, তুমি তোমার দল—সাম্যবাদীদের কথা বলতে চাইছো।'

'তা ছাড়া আর কে আসবে?'

'যে কেউ। তারা সর্বনিয়ন্তা বা সর্বগ্রাসী না হলেই হয়।'

'বোকা!' ভের্নের ছোট্ট করে হাসে। 'তুমি কি দেয়ালের লিখন পড়তে পারো না? সমস্ত মধ্যমপন্থী দলগুলোই ভেঙে পড়েছে—শুধু বলীয়ান হয়ে রয়েছে সাম্যবাদ। এ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। রাশিয়া এখন ইউরোপের মধ্যে সব চাইতে বড়ো শক্তি. তারা জার্মানীর একটা বিরাট অংশ অধিকার করে রেখেছে। সম্মিলিত শাসনের দিন শেষ। সাম্যবাদকে সাহায্য করে মিত্রশক্তি বোকার মতো নিজেদেরই দুর্বল করে তুলেছে! বিশ্বশান্তি এবারে নির্ভর করবে…'

'জানি, ওই পুরনো গানটা আমার জানা,' ৫০৯ বাধা দিয়ে বলে। 'কিন্তু একটা কথা বলো তো—ধরো তোমরা জিতলে, ক্ষমতা পেলে। তখন যারা তোমাদের বিরুদ্ধে রয়েছে বা যারা তোমাদের সপক্ষে নেই, তাদের কি হবে?'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে ভের্নের বলে, 'তাদের জন্যে অনেক পথ আছে।'

'আমি কয়েকটা পথের কথা জানি—খুন, অত্যাচার, বন্দী শিবির।'

'আরও আছে। সবই প্রয়োজনের ওপরে নির্ভরশীল।'

'বাঃ, নাৎসিদের তুলনায় কি প্রচণ্ড অগ্রগতি!'

'অগ্রগতি বইকি,' ভের্নের অবিচলিত স্বরে জবাব দেয়। 'লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি। পদ্ধতির দিকেও। শুধুমাত্র নিষ্ঠুরতার জন্যে আমরা কিছু করি না। যা করি তা সবই প্রয়োজনের ভিত্তিতে।'

'অমন কথা আমি অনেক শুনেছি। ওয়েবেরও আমার নখের তলায় জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠি ধরে ওই কথাই বলেছিলো। বলেছিলো, খবর আদায় করার জন্যে ওটা প্রয়োজন।'

ভের্নের ৫০৯-এর দিকে তাকায়। সে জানে, নাম-ঠিকানা আদায়ের জন্যে ১৯৩৩ সালে ওয়েবের বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ৫০৯-এর ওপরে অত্যাচার চালিয়েছিলো। ভের্নেরের ঠিকানাও জানতে চেয়েছিলো লোকটা। ৫০৯ নিজের জিভ সামলে রেখেছিলো। কিন্তু পরে দলেরই এক দুর্বল চরিত্র সদস্য ভের্নেরের ঠিকানা ফাঁস করে দেয়।

'তুমি আমাদের সঙ্গে আসছো না কেন, কোলের?' ভের্নের বলে, 'তাহলে আমরা তোমাকে কাজে লাগাতে পারতাম!'

'লিউইনস্কিও আমাকে এই একই কথা জিগেস করেছিলো। এবং বিশ বছর আগে এই নিয়েই আমরা আলাপ-আলোচনা করেছিলাম।'

ভের্নের মৃদু হাসে, 'তাহলেও আমি তোমাকে ফের জিগেস করছি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কারুর পক্ষেই একা দাঁড়ানো সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে—পচনশীল সম্প্রদায়ের হাতে নয়।'

'আমি জানতে চাই, সব কিছু চুকে গেলে কতোদিনে ওই মিনারে দাঁড়ানো পাহারাদারদের মতো তোমরাও আমার শত্রু হয়ে উঠবে।'

'বেশি দিন নয়। তুমি এখনও বিপজ্জনক। তবে তোমাকে অত্যাচার করা হবে না। কয়েদ করে রাখা হবে, নয়তো গুলি করা হবে।'

'শুনে স্বস্তি পেলাম। তোমাদের স্বর্ণযুগের চেহারাটা অমনতরো হবে বলেই আমি চিরদিন কল্পনা করে এসেছি।'

'তোমার রসিকতাটা নেহাতই সস্তা। তুমি তো জানো, গোড়ার দিকে প্রতিরোধের জন্যে দমননীতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরে সেটার আর প্রয়োজন থাকে না।'

'হ্যাঁ,' ৫০৯ ভু কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে, 'প্রতিটা স্বৈরতন্ত্রের কাছে সেটার প্রয়োজন থাকে। এবং প্রতি বছরই সেটা বেড়ে চলে, কমে না। সেটাই তার নিয়তি এবং সেখানেই তার সমাপ্তি। এখানেও তো সেটা দেখছো!'

'না। নাৎসিরা একটা মারাত্মক ভুল করেছিলো যুদ্ধটা শুরু করে, কারণ এ যুদ্ধের জন্যে তারা সঠিকভাবে প্রস্তুত ছিলো না।'

'ওটা ভুল নয়, ওটার প্রয়োজন ছিলো। যুদ্ধ না করে ওদের কোনো উপায় ছিলো না। জোর করে সৈন্য বাহিনী ভেঙে দিয়ে, ওদের শান্তি বজায় রাখতে বাধ্য করা হয়েছিলো। ওরা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলো। তোমাদেরও ঠিক তাই হবে।'

'আমরা আমাদের যুদ্ধে জিতবো! আমরা ওদের মোকাবিলা করবো ভিন্নভাবে—ভেতর থেকে।'

'হ্যাঁ, ভেতর থেকে এবং ভেতরের দিকে। হয়তো তোমরা এই শিবির-গুলোকেও চালু রাখবে—বোঝাই করে রাখবে।'

'হয়তো রাখবো।' ভের্নের ফের জিগেস করে, 'তা তুমি আমাদের দিকে আসছো না কেন?'

'ঠিক ওই কারণেই। বাইরে থেকে ক্ষমতায় এলে তোমরা আমাকে খতম করে দেবে। আমি তা চাই নে।'

পাহাড়ের ওপরে সাদা বাড়িটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নেয় বুশের।

সূর্যের তির্যক রশ্মিগুলো গায়ে মেখে গাছপালার মাঝখানে এখনও অবিকৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা।

'তাহলে শেষ অব্দি তোমার বিশ্বাস হলো?' বুশের বললো, 'এখন তো তুমি ওদের বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো! প্রতি মুহূর্তেই ওরা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। শীগগিরি আমরা এখান থেকে বেরুবো।'

ফের একবার সাদা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিলো বুশের। তার অন্ধ সংস্কার, বাড়িটা যতোদিন অটুট থাকবে ততোদিন তাদের কোনো অমঙ্গল ঘটবে না—সে আর রুথ বেঁচে থাকবে, বেঁচে যাবে।

রুথ গুটিসুটি হয়ে কাঁটাতারের বেষ্টনীটার পাশে বসলো, 'এখান থেকে বেরিয়ে আমরা কোথায় যাবো গো?'

'দূরে, যতো দূরে যাওয়া সম্ভব।'

'কোথায়?'

'যেখানে হোক। হয়তো আমার বাবা এখনও বেঁচে আছেন।'

বুশের কথাটা বিশ্বাস করে না। কিন্তু বাবা মারা গেছেন কি না, তা-ও সে নিশ্চিতভাবে জানে না। ৫০৯ জানে—কিন্তু সে কোনোদিনই কথাটা বুশেরকে বলেনি।

'আমাদের পরিবারের কেউই বেঁচে নেই,' রুথ বলে। 'তাদের যখন গ্যাস-কুঠরিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি সেখানেই ছিলাম।'

'হয়তো তাদের ওরা স্রেফ অন্য জায়গায় চালান করে দিয়েছিলো, হয়তো তাদের ওরা অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে বাঁচতে দিয়েছে। আর যাই হোক, তোমাকে তো ওরা বাঁচতে দিয়েছে!'

'হ্যাঁ, আমাকে ওরা বাঁচতে দিয়েছে।'

'জানো রুথ, ওসনাব্রুকে আমাদের একটা ছোট্ট বাড়ি ছিলো। বাড়িটা হয়তো আজও আছে। আমাদের কাছ থেকে বাড়িটা ওরা কেড়ে নিয়েছিলো। সেটা যদি এখনও আস্ত থাকে, হয়তো আমরা সেটা ফিরে পাবো। সেখানে গিয়েও আমরা আশ্রয় নিতে পারি।'

রুথ হল্যাণ্ড কোনো জবাব দেয় না। বুশের ওধারে তাকিয়ে দেখে, ও কাঁদছে। বুশের কোনোদিনই ওকে কাঁদতে দেখেনি। তার মনে হয়, হয়তো মৃত আত্মীয়-স্বজনের কথা ভেবেই ও কাঁদছে। কিন্তু মৃত্যু এখানে এমন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা যে সেজন্যে এতোদিন বাদে এতোখানি দুঃখ প্রদর্শন তার কাছে অর্থহীন বাহুল্য বলে মনে হয়। সামান্য অস্থির সুরে সে বলে,

'আমরা পেছনের কথা ভাববো না, রুথ। তাহলে আমরা আবার বাঁচবো কি করে?'

'আমি পেছনের কথা ভাবছি না।'

'তাহলে তুমি কাঁদছো কেন?'

মুঠিবদ্ধ হাতে দু চোখের অশ্রু মুছে নেয় রুথ, 'ওরা কেন আমাকে গ্যাস দিয়ে মারেনি, জানতে চাও?'

বুশের অস্পষ্টভাবে অনুভব করে, রুথ এমন কিছু বলতে চলেছে যা না জানাই ভালো। 'আমাকে তোমার কিছু বলতে হবে না, রুথ। তবে তুমি ইচ্ছে হলে বলতে পারো। তাতে কিছু এসে-যাবে না।'

'তাতে অনেক কিছুই এসে যায়, জোসেফ! তখন আমার বয়েস সতেরো। আমি তখন এখনকার মতো এতো কুৎসিত ছিলাম না। তাই ওরা আমাকে বাঁচতে দিয়েছিলো।'

'ও,' বুশের কিছু না বুঝেই জবাব দেয়।

রুথ চোখ তুলে বুশেরের দিকে তাকায়। বুশের এই প্রথম লক্ষ্য করে রুথের চোখ দুটি ভারি স্বচ্ছ ধূসর।

'কথাটার অর্থ কি তুমি বুঝতে পারছো না?' রুথ প্রশ্ন করে।

'না।'

'আমাকে ওরা বাঁচতে দিয়েছিলো, তার কারণ ওদের মেয়েমানুষের প্রয়োজন ছিলো। অল্পবয়সী মেয়েমানুষ···ওদের সৈনিকদের জন্যে। এবারে বুঝতে পারলে?'

এক মুহূর্ত বুশের হতবাক হয়ে বসে থাকে। তারপর বলে, 'ওটা সত্যি নয়।'

'সত্যি,' রুথ এখন আর কাঁদছে না।

'আমি সেভাবে কথাটা বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছি, তুমি তা চাওনি।'

রুথ এক টুকরো তিক্ত হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে, 'তাতে কিছুই এসে-যায় না।'

বুশের ওর দিকে তাকায়। ওর সমস্ত মুখটা যেন অভিব্যক্তিবিহীন। অথচ মুখটা যেন এক নিবিড় যন্ত্রণার মুখোশ হয়ে উঠেছে। শুধু দেখা নয়—ওর মুখটা দেখে অতর্কিতে বুশের অনুভব করে, রুথ সত্যি কথাই বলছে। বুশেরের মনে হয়, তার পেটের ভেতরটা যেন ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সে কিছুতেই তা স্বীকার করতে চায় না। এই মুহূর্তে সে শুধু একটি জিনিসই চায়—সে চায় তার চোখের সামনে জেগে থাকা ওর মুখটা একটু বদলে যাক।

'ওটা সত্যি নয়,' বুশের ফের বলে। 'তুমি ওসব চাওনি। আসলে তোমার সত্যিকারের তুমিটা তখন ওখানে ছিলো না। তুমি ওসব করোনি।'

রুথের দৃষ্টি অসীম শূন্য থেকে ফিরে আসে, 'কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। কেউই ওসব ভুলতে পারে না।'

'আমরা কেউই জানি না, আমরা কতোটা ভুলতে পারি আর কতোটা পারি না।' বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে বুশের বলে, 'অন্তত তুমি বেঁচে তো আছো!'

'হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি। আমি চলছি-ফিরছি, কথা বলছি, তোমার ছুঁড়ে দেওয়া রুটির টুকরোগুলো খাচ্ছি। আর ওরা ··ওগুলোও বেঁচে আছে!' দু হাতে কপালের দুটো ধার টিপে রেখে রুথ মুখ ঘুরিয়ে বুশেরের দিকে তাকায়।

'তুমি যে বেঁচে আছো, সেটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'ছেলেমানুষ!' রুথের হাত দুটো ফের কপাল থেকে নিচে নেমে আসে, 'তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ!'

'আমি ছেলেমানুষ নই, রুথ! এখানে যারা আছে, তাদের মধ্যে কেউই ছেলেমানুষ নয়। এমন কি কারেলও না—যদিও ওর বয়েস এগারো।'

'আমি তা বলতে চাইনি,' রুথ মাথা নেড়ে বলে। 'তুমি এখন যা বলছো, তা তোমার বিশ্বাস। কিন্তু সে বিশ্বাস টিঁকবে না। অন্য জিনিসগুলো···অতীতের স্মৃতি—সেসব আবার ফিরে আসবে। ফিরে আসবে, যখন···'

'কিন্তু রুথ, আমার বিশ্বাস, আমাদের ক্ষেত্রে এমন কিছু নিয়ম-নীতি আছে যা সাধারণ ন্যায়-নীতির চাইতে আলাদা। শিবিরে আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ খুন করেছে। তারা কিন্তু নিজেদের খুনী বলে মনে করে না—যেমন মনে করে না সীমান্তের সৈনিকরাও। আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটনাটা ঠিক তাই। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা স্বাভাবিক জীবনের মাপকাঠিতে বিচার করা চলে না।'

'কিন্তু একবার এখান থেকে বেরুলে, তুমি এসব কথা অন্যভাবে চিন্তা করবে।'

আচমকা বুশের বুঝতে পারে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রুথ কেন অমন অস্বাভাবিক মনমরা হয়ে ছিলো। ও ভয় পাচ্ছে—ভয় পাচ্ছে এমন কি মুক্তিকেও! নিজের কপালের গভীরে এক আকস্মিক উষ্ণ স্রোত অনুভব করে বুশের। 'ওসব ভুলে যাও, রুথ! তুমি যা ঘেন্না করতে, তা জোর করে তোমাকে দিয়ে করানো হয়েছিলো। এখন তার আর কি বাকি আছে, বলো? কিচ্ছু না!'

'জানো, প্রায় প্রতিবারই ওসবের পরে আমি বমি করতাম! তাই শেষ অব্দি ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেয়।' রুথ আস্তে আস্তে বলে, 'এখন আমার কাছে তুমি আর কি পাবে? পাকা চুল…ফোকলা দাঁত…একটা বেশ্যা!'

বুশের কথাটা শুনে চমকে উঠলেও বহুক্ষণ কোনো জবাব দেয় না। তারপর বলে, 'ওরা আমাদের প্রত্যেকের মূল্যবোধ নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু তোমার নয়—আমরা যারা বিভিন্ন শিবিরে রয়েছি, তাদের প্রত্যেকের। তোমার নষ্ট হয়েছে দৈহিক শুচিতা আর আমাদের নষ্ট হয়েছে অহমিকা এবং তার চাইতেও বড়ো কথা, নষ্ট হয়েছে আমাদের মনুষ্যত্ববোধ। ওরা এগুলোকে দু পায়ে মাড়িয়েছে, এর ওপরে থুথু ফেলেছে। ওরা আমাদের এতো হীন করে দিয়েছে যে বুঝতে কষ্ট হয়, কি করে আমরা এখনও টিঁকে রয়েছি। গত কয়েক সপ্তাহ এসব নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি, ৫০৯-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেছি।…ওরা আমারও অনেক ক্ষতি করেছে।'

'কি?'

'আমি তা বলতে চাই না। ৫০৯ বলে, আমরা নিজেদের ভেতর থেকে স্বীকার করে না নিলে ওতে কিছুই এসে যায় না। প্রথমে আমি ওর এ কথার অর্থ বুঝতে পারিনি, এখন পারছি। রুথ, আমি কাপুরুষ নই আর তুমিও বেশ্যা নও। আমরা নিজেরা যদি মনে না করি, তাহলে ওরা আমাদের যাকিছু করেছে তার কিছুতেই কিছু এসে যাবে না।'

'কিন্তু আমি যে মনে করি!'

'একবার এখান থেকে বেরুলে আর মনে করবে না।'

'তখন আরও বেশি করে মনে করবো।'

'না। যদি তা-ই সত্যি হতো তাহলে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই বেঁচে থাকতে পারতো। আমরা নষ্ট হয়েছি, কিন্তু নষ্ট করেছে ওরা।'

'এ কথাটা কে বলেছে?'

'ব্যার্গার।'

'তুমি ভালো ভালো গুরু পেয়েছো'

'হ্যাঁ, ওদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি।'

রুথ ওর মাথাটা এক ধারে হেলিয়ে রাখে। ওর মুখখানা এখনও ক্লান্ত, কিন্তু অনেক নিশ্চিন্ত। 'এখনও অনেকগুলো বছর…প্রাত্যহিকতার জীবন আসবে…তারপরে…'

বুশের লক্ষ্য করে, মেঘের নীল ছায়া পাহাড় আর সাদা বাড়িটার ওপর

দিয়ে সরে গেলো। বাড়িটা এখনও ওখানে রয়েছে বলে মুহূর্তের জন্যে অবাক হলো বুশের। তার মনে হচ্ছিলো যেন একটা শব্দহীন বোমার বাড়িটার ওপরে এসে পড়ার কথা ছিলো।

'কিন্তু রুথ, হতাশ হয়ে যাবার আগে বাইরে বেরিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা অব্দি আমাদের কি অপেক্ষা করা উচিত নয়?'

নিজের শীর্ণ হাত দুটির দিকে তাকিয়ে রুথ ওর ধূসর চুল আর দন্তহীন মুখের কথা ভাবে। ওর মনে হয়, আজ বেশ কয়েক বছর হলো বুশের শিবিরের বাইরে কোনো মেয়েমানুষকে প্রায় দেখেনি বললেই চলে। বুশেরের চাইতে ও বয়সে ছোটো, কিন্তু নিজেকে ওর অনেক বছরের বড়ো বলে মনে হয়। অভিজ্ঞতা ওকে সীসের মতো ভারী করে তুলেছে। এতো দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বুশের যা কিছু প্রত্যাশা করছে, তার কোনোটাতেই ওর বিশ্বাস নেই। অথচ ওর মধ্যেও এক টুকরো শেষ আশা রয়ে গেছে এবং সেটাকেই আঁকড়ে ধরে রুথ, 'হ্যা জোসেফ—সে অব্দি আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

নিজের ছাউনির দিকে ফিরে যায় রুথ। দু চোখ দিয়ে ওকে অনুসরণ করতে করতে আচমকা বুশের অনুভব করে, ফুটন্ত ঝর্ণার মতো তার অস্তিত্বের গভীরে একটা প্রচণ্ড ক্রোধ ফুঁসে উঠছে। বুশের জানে সে অসহায়, তার কিছুই করার নেই এবং সে এ কথাও জানে যে এ ক্রোধকে তার জয় করতে হবে—একটু আগে রুথকে সে যা বলেছে তা তাকেই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পায়, একটা পিঁপড়ে একটা মৃত পতঙ্গকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। পতঙ্গটা ছোট্ট, কিন্তু পিঁপড়েটার তুলনায় প্রকাণ্ড। বিষয়টাকে কে কিভাবে নেবে, তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। চিরদিনই তাই হয়।

হঠাৎ উজ্জ্বল আকাশটাকে বুশের যেন আর সহ্য করতে পারে না। আস্তে আস্তে উঠে সেও ছাউনির দিকে পা বাড়ায়।

২১

চিঠির শেষ অনুচ্ছেদটা ফের একবার পড়লেন নয়বায়োর:

'তাই আমি চলে যাচ্ছি। তুমি ধরা পড়তে চাইলে, সেটা তোমার ব্যাপার—কিন্তু আমি মুক্ত থাকতে চাই। ক্রেয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তুমিও এসো।

সেন্সমা।'

ঠিকানার জায়গায় ব্যাভেরিয়ার একটা গ্রামের নাম লেখা।

নয়বায়োর চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। না না, এ সত্যি হতে পারে না! যে কোনো মুহূর্তে ওরা ফিরে আসতে বাধ্য। এখন এই পরিস্থিতিতে ওরা তাঁকে ত্যাগ করবে—এ একেবারে অসম্ভব!

শোবার ঘরে গিয়ে আলমারির পাল্লা দুটো খুলে দিলেন নয়বায়োর। আলমারিটা খোলার আগে পর্যন্তও তাঁর মনে সামান্য একটু আশা অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু আলমারির শূন্য তাকগুলো দেখা মাত্র সেটুকুও উধাও হয়ে গেলো। ত্রস্ত হাতে অন্তর্বাসগুলো একপাশে সরিয়ে দিলেন নয়বায়োর—নাঃ, অলঙ্কারের বাক্সটা ওখানে নেই! সিন্দুকটাও শূন্য। এমন কি হীরে দিয়ে স্বস্তিকা আঁকা সোনার সিগারেট কেসটা পর্যন্ত নেই!

নয়বায়োর কান চুলকোতে লাগলেন! একটা জানলা হাট করে খোলা, যেন ভুতুড়ে বাতাসে জানলায় ঝোলানো মসলিনের পর্দাটা ক্রমাগত ঝটপট করছে। দিগন্ত থেকে যেন নরকের গর্জন ভেসে আসছে অনবরত। জানলাটা বন্ধ করে দিলেন নয়বায়োর, কিন্তু তাড়াহুড়োয় পর্দার খানিকটা অংশ জানলার খাঁজে আটকে রইলো। ফের জানলাটা খুলে দিয়ে নয়বায়োর পর্দাটা ভেতরে টেনে নিলেন। কিন্তু পর্দার একটা কোণ ছিঁড়েই গেলো। একটা মুখখিস্তি করে জানলাটা উনি সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। তারপর দু পা এগিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। চাকরাণী মেয়েটা টেবিলের কাছে বসেছিলো, ওঁকে দেখেই একলাফে উঠে দাঁড়ালো। কুত্তিটা নির্ঘাৎ সবকিছু জানতো! এক বোতল বিয়ার আর আধ বোতল হুইস্কি নিয়ে নয়বায়োর বৈঠকখানায় চলে এলেন। কিন্তু গ্লাসের কথা উনি ভুলেই গিয়েছিলেন, তাই ফের রান্নাঘরে ফিরে আসতে হলো। মেয়েটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়েছিলো। নয়বায়োর ঘরে ঢুকতেই ও চট করে ঘুরে দাঁড়ালো—যেন কোনো নিষিদ্ধ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

'আপনাকে কিছু খাবার তৈরি করে দেবো?'

'না।'

রান্নাঘর থেকে ফের পা দাপিয়ে বেরিয়ে এলেন নয়বায়োর। হুইস্কিটা বেশ কড়া আর ঝাঁঝালো, বিয়ারটা ঠাণ্ডা। ওরা পালিয়ে গেছে, ভাবলেন নয়বায়োর, ইহুদিদের মতো পালিয়েছে। না, তার চাইতেও খারাপ। ইহুদিরা কোনোদিনও পালায়নি, তারা একত্র হয়ে থেকেছে। আসলে তিনি প্রতারিত হয়েছেন! ওরা তাঁকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়েছে! অথচ পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত না

থাকলে তিনি জীবনে অনেক কিছুই করে নিতে পারতেন। হ্যাঁ, বিশ্বস্তই বটে। অন্তত জীবনে তিনি যা পেতে পারতেন, সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাঁকে সত্যিই বিশ্বস্ত বলা চলে। শুধু সামান্য কয়েকবার মাত্র এর ব্যতিক্রম হয়েছিলো। তার মধ্যে ওই বিধবাটির কথা না আনলেও চলে। কয়েক বছর আগে রক্তকেশী এক মহিলা শিবির থেকে স্বামীকে উদ্ধার করার বাসনায় তাঁর কাছে এসেছিলো। আসলে স্বামীটি তার বহু আগেই মারা গিয়েছিলো, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই মহিলাটি তা জানতো না। ভারি আনন্দে কেটেছিলো সেদিনের সন্ধ্যাটা! পরে অবিশ্যি চুরুটের বাক্সভর্তি ভস্ম পেয়ে মহিলাটি উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলো, তাই নিজের দোষেই তাকে কয়েদখানায় ঢুকতে হয়। কারণ কেউ গায়ে থুথু ছিটোলে, একজন ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরারের পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়বার বড়ো করে একটা হুইস্কি ঢেলে নিলেন নয়বায়োর। কিন্তু এখন তিনি এ সমস্ত কথা ভাবছেন কেন? ও, হ্যাঁ—সেলমা। সত্যি, জীবনে তিনি কতো কিছুই তো পেতে পারতেন! হ্যাঁ, বহু সুযোগ তিনি নষ্ট করেছেন! অন্য সকলে যে সমস্ত কাজ করেছে, তা ভাবলে সত্যিই তা-ই মনে হয়। যেমন গেস্টাপোর বাইণ্ডিং। প্রতি রাত্রে নতুন নতুন মেয়েমানুষ!

বোতলটা ঠেলে সরিয়ে রাখলেন নয়বায়োর। বাড়িটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—যেন সেলমা বাড়ির আসবাবগুলোও সঙ্গে নিয়ে গেছে। ফ্রেয়াকেও ও টানতে টানতে নিয়ে গেছে। একটা ছেলে নেই কেন তাঁর? দোষটা তাঁর নয়…নিশ্চয়ই তাঁর নয়। যাক গে! চুলোয় যাক সবকিছু! চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন নয়বায়োর। এখন তিনি কি করবেন? সেলমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন? ওই ছোট্ট গ্রামটায়? এখনও সেলমা পথেই রয়েছে, ওখানে গিয়ে পৌঁছতে ওর অনেকটা সময় লাগবে।

নিজের ঝকঝকে জুতোজোড়ার দিকে তাকালেন নয়বায়োর। তাঁর উজ্জ্বল মান-সম্মান এখন বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিত! এলোমেলো পায়ে তিনি শূন্য গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন। মার্সিডিজটা বাইরেই দাঁড়িয়েছিলো।

'শিবিরে চলো, আলফ্রেদ।'

গাড়িটা ধীর গতিতে শহরের ভেতর দিয়ে এগুতে লাগলো। হঠাৎ নয়বায়োর বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও, আলফ্রেদ! আগে ব্যাঙ্কে চলো।'

যথাসম্ভব অবিচলিতভাবে বাইরে বেরিয়ে এলেন নয়বায়োর। নিশ্চয়ই কেউ কিছু লক্ষ্য করেনি।…কি কাণ্ড, তাঁকেও এভাবে বোকা বানানো! গত কয়েক

মাসে সেলমা অর্ধেক টাকাই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছে !

'বাগানে চলো, আলফ্রেদ।'

পৌঁছতে অনেকটা সময় লাগলো। কিন্তু বাগানে পৌঁছে প্রকৃতির শান্তরূপে অনেকটা শান্তি পেলেন নয়বায়োর। কয়েকটা ফলের গাছে ইতিমধ্যেই ফুল এসেছে। ফুটে উঠেছে নার্সিসাস, ভায়োলেট আর ক্রোকাসের দল। খাঁচার ভেতরে খরগোশরা খুঁটে খুঁটে পাতা খাচ্ছে। ওদের নিষ্কলঙ্ক লাল চোখে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কোনো চিন্তা নেই। নয়বায়োর ভেবেছিলেন সেলমাকে একটা ফারের শাল তৈরি করে দেবেন। আসলে তিনি একটি সদাশয় নির্বোধ, যার সঙ্গে প্রত্যেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে !

আচমকা ফের সেই গুরুগুরু গর্জনটা শুনতে পেলেন নয়বায়োর। আগের চাইতে অনিয়মিত হলেও এবারের গর্জনটা যেন আরও জোরালো। ব্যক্তিগত বেদনাবোধকে চুর চুর করে ভেঙে ফেলে গর্জনটা নয়বায়োরকে এক নিবিড় আতঙ্কে ভরিয়ে তুললো। এ এক অন্য জাতের আতঙ্ক। এখন তিনি একা— এখন আর অন্য কাউকে বোঝানোর নাম করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। বিনা বাধায় আতঙ্কটা তাই পাকস্থলী থেকে তার গলার কাছে উঠে এলো, তারপর আবার গলা বেয়ে পাকস্থলী হয়ে ফিরে গেলো আন্ত্রিক নালীতে। আমি কোনো অন্যায় করিনি, ভাবলেন নয়বায়োর—কিন্তু কথাটা নিজের কাছেই যেন তেমন জোরদার বলে মনে হলো না। আমি শুধু নিজের কর্তব্য করেছি। এ বিষয়ে আমার সাক্ষী আছে। ব্লাঙ্কও আমার সাক্ষী। এই তো, সেদিনও আমি তাকে কয়েদে না ঢুকিয়ে বরং চুরুট উপহার দিয়েছি। অন্য যে কেউ হলে ব্লাঙ্কের সম্পত্তি পুরো বাজেয়াপ্ত করে নিতো, ওকে একটা আধলাও ঠেকাতো না। ব্লাঙ্ক নিজেও তা স্বীকার করেছে—এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে সে শপথ নিয়ে সাক্ষ্য দেবে। সে শপথ করে বলবে, আমি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি। পরমুহূর্তেই নয়বায়োরের ভেতর থেকে দ্বিতীয় সত্তাটা হিমকণ্ঠে বলে উঠলো, ব্লাঙ্ক তা করবে না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন নয়বায়োর, যেন তাঁর পেছন থেকে অন্য কেউ বলেছে কথাটা। এক জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে আঁকশি, নিড়ানি, কোদাল আর কর্নিকগুলো—যন্ত্রগুলোর হাতলে সবুজ রঙ করা। ইস্—এর চাইতে এখন যদি একটা চাষী, মালি বা সরাইওলা হওয়া যেতো ! ওই যে পুষ্পিত শাখাটা, কতো সহজ জীবন ওর···শুধু ফুল ফুটিয়ে যাওয়া, তা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু একজন ওবেরস্টর্বনফ্যুরার এ অবস্থায় কোথায় যাবে ? একদিক থেকে আসছে রাশিয়ানরা, অন্য দিকে

ব্রিটিশ আর অ্যামেরিকান। সেলমার পক্ষে বলাটা সহজ। কিন্তু অ্যামেরিকানদের কাছ থেকে পালাবার অর্থ, রাশিয়ানদের কাছে এগিয়ে যাওয়া—আর তারা যে একজন ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরারকে নিয়ে কি করবে তা কল্পনা করে নেওয়া খুবই সহজ। মস্কো আর স্তালিনগ্রাদ থেকে নিজেদের বিধ্বস্ত দেশের ভেতর দিয়ে ওরা মিছিমিছি এই অব্দি ছুটে আসেনি!

চোখ থেকে ঘাম মুছে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন নয়বায়োর। হাঁটু দুটো কাঁপছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটু চিন্তা করে নেওয়া দরকার। বাইরের সতেজ বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন কয়েকবার। কিন্তু তাঁর মনে হলো, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তের ওই গর্জনটাও তিনি শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে ফেলেছেন—গর্জনটা তাঁর ফুসফুস দুটোতে কেঁপে কেঁপে উঠছে, তাঁকে দুর্বল করে তুলছে। মুখটা এতোটুকুও বিকৃত না করে, বিনা ক্লেশে তিনি নার্সিসাসগুলোর মাঝখানে একটা গাছের গোড়ায় বমি উগরে দিলেন। বিয়ারের জন্যেই এমন হলো কি? ভাবলেন নয়বায়োর। বিয়ার আর হুইস্কি একসঙ্গে মেশাতে নেই। বাগানের ফটকটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। আলফ্রেদ তাঁকে দেখতে পায়নি। খানিকক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। অনুভব করলেন, ফুরফুরে বাতাসে শরীরের ঘাম শুকিয়ে আসছে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন গাড়িটার দিকে।

'বেশ্যা বাড়িতে চলো, আলফ্রেদ।'

'আজ্ঞে? কোথায় যেতে বললেন?'

'বেশ্যা বাড়ি!' আচমকা ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করে উঠলেন নয়বায়োর। 'আজকাল তুমি কি নিজের মাতৃভাষাটাও বুঝতে পারো না, না কি?'

'বেশ্যাবাড়িটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার। এখন ওটা সংক্রামক রোগের জরুরী অবস্থাকালীন হাসপাতাল।'

'তাহলে শিবিরেই চলো!'

গাড়িতে উঠে বসলেন নয়বায়োর। শিবির ছাড়া আর কোথায়ই বা যাবেন তিনি?...

'এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, ওয়েবের?'

ওয়েবের অবিচলিত দৃষ্টিতে নয়বায়োরের দিকে তাকালো, 'চমৎকার!'

'চমৎকার? সত্যি?' চুরুট খুঁজতে শুরু করে নয়বায়োরের মনে পড়লো, ওয়েবের চুরুট খায় না। 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এখানে সিগারেট নেই, ওয়েবের।

এক বাক্স ছিলো, কিন্তু সেটা উধাও হয়ে গেছে। কোথায় যে রেখেছি. তা ঈশ্বরই জানেন!'

তক্তা সাঁটা জানলাটার দিকে একবার তাকালেন নয়বায়োর। ইদানীং বোমা বর্ষণের সময় জানলার শার্সিটা ভেঙে গিয়েছিলো, নতুন করে আর কাচটা লাগানো যায়নি। তিনি জানেন না, বিভ্রান্তির অবকাশে তাঁর সিগারেটের বাক্সটা চুরি করা হয়েছিলো—অফিসের লাল চুলওলা কেরানীটি এবং লিউইনস্কির মাধ্যমে সেটার বদলে বাইশ নম্বর ছাউনির প্রবীণদের জন্যে দুদিনের রুটির সংস্থান করা হয়েছিলো।...

'আচ্ছা ওয়েবের, ধরো সামান্য কিছুদিনের জন্যে—সেটাকে যে পরাজয় বলতে হবে, তেমন কোনো কথা নেই—ধরো শত্রুরা যদি আমাদের দেশটাকে সাময়িকভাবে দখল করে রাখে, তাহলে তুমি কি করবে?'

'আমার মতো লোকদের সব সময়েই কিছু না কিছু করার থাকে,' ওয়েবেরের মুখে মৃদু হাসির ইঙ্গিত। 'আমরা আবারও ফিরে আসবো, তবে সম্ভবত অন্য নামে। যেমন, সাম্যবাদী। বেশ কয়েক বছর ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের আর কোনো নাম গন্ধই থাকবে না। তখন প্রত্যেকেই ডেমোক্রাট হয়ে উঠবে। হয়তো ভুয়া পরিচয়ে আমি পুলিস বাহিনীতেও নাম লেখাবো—যাতে সুবিধে মতো কাজ চালানো যায়।'

নয়বায়োর নিজেও মৃদু হাসলেন। ওয়েবেরের দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর নিজের প্রত্যয়কে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করলো। 'মতলবটা মন্দ নয়। কিন্তু আমি? আমি কি করবো বলো তো?'

'তা আমি জানি নে, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার। আপনার পরিবার-পরিজন আছে। কাজেই আপনার পক্ষে ভোল পালটে গা ঢাকা দেওয়া অতোটা সহজ নয়।'

'তা তো নয়ই,' নয়বায়োরের খোশ-মেজাজটা পলকে উধাও হয়ে গেলো। 'শোনো ওয়েবের, আমি পুরো শিবিরটা একটু ঘুরে দেখতে চাই। বহুদিন এটা করা হয়নি।'

নয়বায়োর সংক্রামক বীজনাশক বিভাগে পৌছবার মধ্যেই ছোটো শিবিরের প্রত্যেকে জেনে ফেললো, কি হতে চলেছে। ভের্নের আর লিউইনস্কির মাধ্যমে অধিকাংশ অস্ত্রই শ্রমশিবিরে পাচার করে দেওয়া হলো। শুধু ৫০৯ জোরজার করে তার রিভলভারটা পাটাতনের তলাতেই লুকিয়ে রাখলো। সিকি ঘণ্টা পরে হাসপাতাল থেকে শৌচাগারের মাধ্যমে একটা বিস্ময়কর খবর এসে

পৌঁছলো। জানা গেলো, কোনো ছাউনিই তল্লাশি করা হবে না, কাউকেই শাস্তি দেওয়া হবে না—প্রকৃতপক্ষে নয়বায়োর প্রত্যেকের সঙ্গেই সদয় ব্যবহার করছেন।

নতুন ব্লক সিনিয়ার তবু বিচলিত। প্রত্যেককেই সে হাঁকডাক করে হুকুম দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ব্যার্গার তাকে বললো, 'অতো চেঁচিও না। চেঁচিয়ে কোনো লাভ হবে না।'

'তার মানে? আমার ইচ্ছে হলে আমি আলবৎ চেঁচাবো! বাইশ নম্বর ছাউনি, প্রত্যেকে বাইরে এসে সারি বেঁধে দাঁড়াও!'

'যারা মরে গেছে, তাদেরও দাঁড়াতে হবে?'

'চোপরাও! অসুস্থদেরও বাইরে নিয়ে এসো!'

'শোনো, জনে জনে পরিদর্শন করা হবে—এমন কোনো খবর শোনা যায়নি। কাজেই আগে থেকে সবাইকে সারি বেঁধে দাঁড় করাতে হবে না।'

'আমি ব্লক সিনিয়ার। আমার যা ইচ্ছে হবে, আমি তাই করবো।' লোকটা ঘামতে ঘামতে ব্যার্গার আর বুশেরকে দেখিয়ে বললো, 'যে লোকটা সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকে, সে কোথায়?'

সুনিশ্চিত হবার জন্যে ব্লক সিনিয়ার এবারে ছাউনির দরজাটা খুলতে এগিয়ে গেলো। ব্যার্গার এটাই আটকাতে চেয়েছিলো। ৫০৯ ওখানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, তাকে ওয়েবেরের চোখের আড়ালে রাখতে হবে।

'সে এখানে নেই,' দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো ব্যার্গার।

'পথ ছাড়ো বলছি!'

'সে এখানে নেই,' ফের বললো ব্যার্গার। বুশের আর সুলজবাকের তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কি অর্থ এসবের?'

'হাণ্ডকে কিভাবে মরেছিলো, জানতে চাও?' জিগেস করলো বুশের।

'তোমরা কি পাগল? জানো, আমি তোমাদের গোটা দলটার হাড় গুঁড়ো করে দিতে পারি?'

ততোক্ষণে রোজেন আর আহাসফেরও ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আহাসফের দিগন্তের দিকে নিজের গ্রন্থিল তর্জনিটা তুলে বললো, 'ওই শোনো। ওরা আরও কাছে এগিয়ে আসছে!'

'হাণ্ডকে কিন্তু বোমায় মরেনি,' বললো বুশের।

'আমরাও তার ঘাড় মটকাইনি।' সুলজবাকের জিগেস করলো, 'তুমি কি

কখনও এ শিবিরে সন্ত্রাসবাদীদের কথা শোনোনি ?'

ব্লক সিনিয়ার এক পা পেছিয়ে গেলো। বিশ্বাসঘাতক আর গুপ্তচরদের কি গতি হয়েছে তা সে শুনেছে। 'তোমরাও কি ওই দলের নাকি ?' অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো সে।

'একটু বুদ্ধি রেখে চলো,' ব্যার্গার শান্ত গলায় বললো। 'নিজে পাগল হয়ো না, আমাদেরও পাগল কোরো না। এই মুহূর্তে কেউ কি সাধ করে খতমের তালিকায় নিজের নামটা তুলতে চায় ?'

'ওসব কথা কে বলেছে ?' ব্লক সিনিয়ার হাত-পা নেড়ে বলতে শুরু করলো, 'কেউ যদি আমাকে কিছু না বলে, তাহলে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা আমি কি করে জানবো—বলো ? ওসব কথা উঠবে কেন ? এখন অব্দি সকলেই তো আমার ওপরে নির্ভর করে থাকতে পেরেছে।'

'তাহলে তো ভালোই।'

'বোলতে আসছে', বুশের জানালো।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ব্লক সিনিয়ার তার পাতলুনটা ওপরের দিকে টেনে নিয়ে বললো, 'আমি নজর রাখবো। তোমরা আমার ওপরে নির্ভর করতে পারো। আমি তোমাদেরই একজন।'

হতচ্ছাড়া বোমাগুলো এখানে পড়তে পারে না ? নয়বায়োর ভাবলেন, তাহলেই তো সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় !

'এটা হচ্ছে দাক্ষিণ্য বিভাগ।' ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আর যাই হোক, এদের দিয়ে আমরা কাজ করাই না।'

'না,' ওয়েবের মজা পেলো। এই প্রেতগুলোকে দিয়ে কাজ করাবার কল্পনাটাই সম্পূর্ণ অবাস্তব।

'জায়গাটাতে বাঁদরের খাঁচার মতো দুর্গন্ধ,' নয়বায়োর ওয়েবেরের দিকে ঘুরে তাকালেন, 'এ ব্যাপারে কিছু করা যায় না ?'

'এদের প্রায় প্রত্যেকেই আমাশয়ের রোগী,' ওয়েবের বললো। 'আসলে এটা অসুস্থদের বিনোদন কেন্দ্র।'

'অসুস্থ···হ্যাঁ, তাই এতো দুর্গন্ধ !' নয়বায়োর দ্রুত প্রয়োজনীয় সূত্রটুকু তুলে নিলেন। 'হাসপাতালে থাকলেও তা-ই হতো। তা এদের একটু স্নানটান করানো যায় না ?'

'এদের থেকে রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা খুব বেশি। তাই শিবিরের এই

অংশটাকে আমরা সম্পূর্ণ একঘরে করে রেখেছি। স্নানের জায়গাগুলো শিবিরের অন্য ধারে।'

সংক্রমণ শব্দটা শুনেই নয়বায়োরকে এক পা পেছিয়ে যেতে হলো। 'এদের দেবার মতো যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অন্তর্বাস আমাদের হাতে আছে কি? তাহলে এদের পুরনো জিনিসগুলো পুড়িয়ে ফেলা যায়। সেটাই উচিত, তাই নয় কি?'

'পোড়াতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। রোগবীজ নির্মূল করে নিলেও চলে। তবে আমাদের পোশাক বিভাগে যথেষ্ট অন্তর্বাস আছে—বেলসেন থেকে একগাদা এসে পৌঁছেছে।'

'বেশ, তাহলে ওদের নতুন পোশাক দেবার বন্দোবস্ত করো। হ্যাঁ, এটা লিখে নাও—'

প্রথম ক্যাম্প সিনিয়ার, মোটাসোটা একজন কয়েদী, আদেশটা লিখে নিলো।

'চরম পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে!'

'চরম পরিচ্ছন্নতা ··' ক্যাম্প সিনিয়ার পুনরাবৃত্তি করলো।

ওয়েবের মুখ টিপে হাসি চাপলো। নয়বায়োর কয়েদীদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তোমাদের যা কিছু দরকার, সব পাচ্ছো তো?'

'হ্যাঁ, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।'. বারো বছর ধরে নির্দেশমতো এই জবাবই দিয়ে আসছে ওরা।

'বেশ।' নয়বায়োর চারদিকে ফের একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। পুরনো ছাউনিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কালো কালো শবাধার। মুহূর্তের মধ্যে কি একটা ভেবে নিয়ে উনি বললেন, 'এখানে কিছু গাছপালা লাগিয়ে দাও। এটাই তো গাছগাছালি লাগাবার সময়। উত্তর দিকে কয়েকটা ঝোপ আর দক্ষিণে দেয়াল বরাবর একটা ফুলের কেয়ারি। তাতে জায়গাটা একটু ঝলমলে লাগবে।'

'লাগাবো, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।'

'তাহলে এখুনি কাজ শুরু করে দাও। শ্রমশিবিরের ছাউনিগুলোতেও গাছ লাগানো যায়। ভায়োলেট ফুলের একটা কেয়ারি···না, ভায়োলেটের চাইতে প্রিমরোজ আরও সুন্দর—হলদে রঙটা আরও ঝলমলে···'

দুজন কয়েদী আস্তে আস্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ওদের সাহায্য করার জন্যে কেউ এতোটুকু নড়ে না।

'আমাদের বাগানে যথেষ্ট প্রিমরোজ আছে তো?'

'আছে, হের ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার।'

'বেশ। তাহলে দেখো, কাজটা যেন করা হয়। আর একটা কথা। শিবিরের বাদকরা যেন মাঝে মধ্যেই একটু কাছে এসে বাজায়—যাতে এই লোকগুলোও একটু বাজনা শুনতে পায়।'

নয়বায়োর ফিরে গেলেন। অন্যেরা তাঁকে অনুসরণ করলো। এতোক্ষণে নয়বায়োর একটু শান্ত হয়ে উঠেছেন। কয়েদীদের কোনোরকম অভাব-অভিযোগ নেই। বছরের পর বছর কোনো সমালোচনা না শুনে শুনে তিনি এটাকেই প্রকৃত বাস্তব বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। তাই তিনিও আশা করেন, তিনি যেমনটি চান কয়েদীরা তাকে সেই চোখেই দেখবে—তারা মনে করবে, নয়বায়োর প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাদের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। একদা কয়েদীরাও যে মানুষ ছিলো তা তিনি বহুদিন আগেই ভুলে গেছেন।

২২

'কি বললে?' ব্যার্গার অবিশ্বাসী কণ্ঠে শুধোয়, 'রাত্তিরে কোনো খাবারই দেওয়া হবে না?'

'না।'

'সুরুয়াও না?'

'সুরুয়া না, রুটি না—কিছু না। ওয়েবেরের হুকুম।'

'আর অন্যদের? শ্রমশিবিরে?'

'সেখানেও কিছু না। গোটা শিবিরেই খানা বন্ধ।'

ব্যার্গার ঘুরে দাঁড়ায়, 'নতুন অন্তর্বাস দেওয়া হলো অথচ খাবার দেওয়া হবে না! কি অর্থ এর?'

'শুধু অন্তর্বাস কেন, গোটাকতক প্রিমরোজও তো আমরা পেয়েছি!' ৫০৯ দরজার দু পাশে দু টুকরো কোপানো জমি দেখালো। সেখানে গোটাকতক আধ-শুকনো গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুপুরবেলা ওগুলোকে লাগানো হয়েছে।

'ওগুলো খাওয়া যাবে?'

'অমন চেষ্টাও করো না। ওগুলো উধাও হলে, আমরা পুরো একটা সপ্তাহই কোনো খাবার পাবো না।'

'অথচ তখন নয়বায়োর যা কাণ্ড করলেন, তাতে তো মনে হয়েছিলো আমরা সুরুয়ার মধ্যে এক-আধ টুকরো আলুও পেয়ে যেতে পারি।'

'হুকুমটা নয়বায়োরের নয়, ওয়েবেরের।' লেবেনথাল বললো, 'ওয়েবের নয়বায়োরের ওপরে প্রচণ্ড খেপে গেছে। তার ধারণা, নয়বায়োর নিজের গা বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। সম্ভবত ঘটনাটা তা-ই। আর সেই কারণেই ওয়েবের যেখানে পারছে নয়বায়োরের বিরুদ্ধে কাজ করছে। আমি অফিস থেকে খবরটা পেয়েছি। ওখানে লিউইনস্কি, ভের্নের এবং আরও কয়েকজনও এই একই কথা বললো। মাঝখান থেকে কোপটা পড়লো আমাদের ঘাড়ে।'

ছাউনিগুলোর ভেতর থেকে অস্ফুট আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিলো। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানরা টলতে টলতে দরজা দিয়ে বাইরে এসে খাবারের পাত্রগুলো গন্ধ শুঁকে পরীক্ষা করে দেখছে—দেখছে অন্যেরা তাদের ঠকাচ্ছে কি না। পাত্রগুলো শূন্য আর শুকনো। কেউ কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হাড়সর্বস্ব মুঠিতে নোংরা দুর্গন্ধময় মাটিতে ঘুঁষি ছুঁড়ছে। যাদের ওঠার মতো ক্ষমতা নেই, দরজার ওধার থেকে তাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ওগুলো স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কোনো বোধগম্য চিৎকার নয়, ওগুলো যেন হতাশার ক্ষীণ সমবেত স্তোত্রগান—যাতে হতাশা প্রকাশের কোনো শব্দবদ্ধ আবেদন নেই, অভিসম্পাতও নেই। ছাউনিগুলোকে তাই মনে হচ্ছে যেন মুমূর্ষু পতঙ্গে বোঝাই কতকগুলো অতিকায় তোরঙ্গ।

সাতটার সময় বাদকদল বাজনা শুরু করলো। ওরা ছোটো শিবিরের বাইরে থাকলেও এটুকু দূরত্ব থেকে ওদের বাজনা স্পষ্ট শোনা যায়। তার মানে ওরা অবিলম্বে নয়বায়োরের নির্দেশ পালন করেছে। যথারীতি প্রথম যে সুরটা ওরা বাজাতে শুরু করেছে, সেটা কম্যাণ্ডান্টেরই প্রিয় ওলৎজের সুর 'দক্ষিণের গোলাপ'।

ওদের ছোট্ট দলটা ছাউনির কাছাকাছি গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছে। কুয়াশা ভরা হিম হিম রাত। কিন্তু ওদের তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না। গত কয়েক ঘণ্টায় ছাউনির মোট আঠাশজন মারা গেছে। ওরা তাদের পোশাকগুলো খুলে রেখেছে শীত আর অসুখের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার জন্যে। এখন ওদের শরীরে সেই মৃতমানুষগুলোর অতিরিক্ত পোশাক। ওরা ছাউনির ভেতরে থাকতে চায়নি। কারণ ছাউনির ভেতরে মৃত্যু এখন ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে, গোঙাচ্ছে আর ঠোঁট চাটছে। গত তিনদিন ওদের রুটি দেওয়া হয়নি। আর আজ সুরুয়াটুকুও জোটেনি। প্রতিটা পাটাতনে জীবন এখন প্রাণপণ সংগ্রাম চালাচ্ছে, তারপর মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর অতো

কাছাকাছি ওরা ঘুমোতে চায়নি। মৃত্যু বড়ো সংক্রামক। ওদের আশঙ্কা, ঘুমের মধ্যে ওরা মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাই ওরা মৃত মানুষগুলোর পোশাকে শরীর ঢেকে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বাইরে বসে রয়েছে এতোক্ষণ।

'শুধু আজকের রাতটা।' ৫০৯ বললো, 'বিশ্বাস করো, শুধু আজকের রাতটা! নয়বায়োর খবরটা জেনে কালকেই ওয়েবেরের হুকুম খারিজ করে দেবেন। ততোক্ষণ অব্দি আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। আর শুধু এই একটা রাত '

কেউ কোনো জবাব দেয় না। শীতার্ত জানোয়ারদের মতো ওরা পরস্পরের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকে। এতে শুধুমাত্র সান্নিধ্যের উষ্ণতাটুকুই মেলে না, বেঁচে থাকার সাহসটাও বেড়ে ওঠে—উষ্ণতার চাইতে সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'এসো, আমরা কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলি।' ব্যার্গার তার পাশে উবু হয়ে বসে থাকা স্থুলজবাকেরের দিকে তাকায়, 'তুমি এখান থেকে বেরিয়ে কি করবে, বলো তো?'

'আমি?' স্থুলজবাকের দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। 'না বেরুনো অব্দি সেসব কথা না বলাই ভালো।'

'এতোদিন আমরা এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলতাম, কারণ তাহলে এসমস্ত চিন্তা আমাদের কুরে কুরে খেতো। কিন্তু এখন এসব কথা বলতেই হবে। বিশেষ করে আজকের রাতে! তাছাড়া আর কবে হবে এ সমস্ত আলোচনা?' ৫০৯ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। 'বলো স্থুলজবাকের, এখান থেকে বেরিয়ে তুমি কি করবে?'

'আমার স্ত্রী কোথায় আছে জানি না। তখন তো ড্যুসেলডর্ফে ছিলো। কিন্তু ড্যুসেলডর্ফ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'ড্যুসেলডর্ফে থাকলে সে নিরাপদেই আছে। ড্যুসেলডর্ফ এখন ব্রিটিশদের অধিকারে—কিছুদিন আগে রেডিওতে বলেছে।'

'কিংবা মরে গেছে,' স্থুলজবাকের বলে।

'ওই ব্যাপারটা সব সময়েই মাথায় রাখতে হবে। কারণ বাইরের দুনিয়ায় কে কেমন আছে, তা আমরা কি করে জানবো?'

'তারাও আমাদের কথা জানে না,' বুশের জবাব দেয়।

৫০৯ বুশেরের দিকে এক ঝলক তাকায়। বুশেরের বাবা যে মারা গেছেন, তা সে এখনও বুশেরকে বলেনি। উনি কিভাবে মারা গেছেন, তা-ও না। এখান থেকে বেরুলে সেসব কথা বলার মতো অনেক সময় পাওয়া যাবে। বুশেরের

পক্ষেও তখন সেটা মেনে নেওয়া একটু সহজ হবে।

এখান থেকে বেরুলে কেমন লাগবে বলো তো?' মেয়ারহফ জিগেস করে। 'আজ ছ বছর ধরে আমি শিবিরে রয়েছি।'

'আমি আছি বারো বছর,' ব্যার্গার বলে।

'এতোদিন? তুমি কি রাজনীতি করতে?'

'না। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ অব্দি একটা নাৎসি রোগী হিসেবে আমার কাছে আসতো। পরে সে একজন গ্রুপ-লিডার হয়। আসলে সে আমার রোগী ছিলো না। আমার অফিসে এসে সে আমারই এক বন্ধু—এককজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাতো। আমরা এক বাড়িতে থাকতাম বলেই নাৎসিটা আমার অফিসে আসতো—সেটা তার পক্ষে সুবিধেজনক হতো।'

'তাই সে তোমাকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিলো?'

'হ্যাঁ। লোকটার সিফিলিস ছিলো।'

'আর সেই বিশেষজ্ঞটি?'

'তাকে সে গুলি করে মেরে ফেলে। আমি এমন ভান দেখিয়েছিলাম যেন আমি তার আসল রোগের খবর জানি না। কিন্তু লোকটা এতোই সাবধানী ছিলো যে আমাকেও সে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেয়।'

'তুমি এখান থেকে বেরুবার পরেও যদি সে বেঁচে থাকে, তাহলে?'

'জানি না, কি করবো।'

'আমি হলে শালাকে খতম করে দিতাম,' মেয়ারহফ বলে।

'ফের দশ-বিশ বছরের মেয়াদে কয়েদখানায় গিয়ে ঢোকার জন্যে, তাই না?' লেবেনথাল বলে।

৫০৯ জিগেস করে, 'তুমি এখান থেকে বেরিয়ে কি করবে, লিও?'

'একটা ওভারকোটের দোকান খুলবো।'

'তদ্দিনে তো গরম পড়ে যাবে! গরমের দিনে ওভারকোট?'

'স্যুটও রাখবো। তা ছাড়া বর্ষাতি তো থাকবেই।'

'তার চাইতে তুমি বরং খাবারদাবারের ব্যবসা করো না কেন?' ৫০৯ বলে, 'ওভারকোটের চাইতে খাবারের প্রয়োজন বেশি থাকবে। আর এখানে ওই ব্যাপারে তোমার দক্ষতা তো জাদুকরের মতো!'

'তুমি কি তা-ই মনে করো নাকি?' লেবেনথাল স্পষ্টতই চাটুকারিতায় মুগ্ধ।

'অবশ্যই!'

'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো। আচ্ছা, ভেবে দেখবো।'

'তুমি কি করবে, ব্যার্গার?' রোজেন প্রশ্ন করে।

'আমি কোনো ওষুধের দোকানে সাকরেদি করবো। এতোদিন বাদে এই হাত দুটো নিয়ে ফের শল্য চিকিৎসক হওয়া? অসম্ভব!…আর তুমি?'

'আমি ইহুদি—তাই আমার স্ত্রী আমাদের বিয়েটা খারিজ করিয়ে নিয়েছিলো। তার কোনো খবরই আমি জানি না।'

'তুমি তাকে খুঁজবে না?' মেয়ারহফ জিগেস করে।

রোজেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। 'হয়তো ও চাপে পড়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়েছিলো। আমি নিজেই ওকে সেই পরামর্শ দিয়েছিলাম। তা ছাড়া ও আর কি করতে পারতো?'

'হয়তো ইতিমধ্যে সে এমন কুচ্ছিত হয়ে গেছে যে এখন তোমার পক্ষে সেটা আর কোনো সমস্যাই থাকবে না,' লেবেনথাল বলে। 'হয়তো তাকে ছেড়েছো বলে তুমি খুশীই হবে।'

'আমাদেরও কারুর বয়েস কমেনি।'

'না। ন বছর হলো।' সুলজবাকের খুকখুক করে কাশে। 'এতোদিন বাদে ফের কাউকে দেখতে কেমন লাগবে বলো তো?'

'তেমন কারুর দেখা পেলে তুমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারো।'

সুলজবাকের ফের জিগেস করে, 'এতো দিন বাদে আমাদের প্রত্যেককেই কি অপরিচিত বলে মনে হবে না?'

হঠাৎ একটা দৃঢ় পদক্ষেপ শুনে ব্যার্গার ফিসফিসিয়ে বলে, '৫০৯, সাবধান!'

'ওটা লিউইনস্কির পায়ের শব্দ,' বুশের বলে। পায়ের শব্দ শুনে সে লোক চিনতে পারে।

একটু বাদেই লিউইনস্কি এগিয়ে আসে, 'এই নাও—কয়েক টুকরো রুটি আর কয়েকটা গাজর। বেশি কিছু নয়। কিন্তু আজ আমরা এর চাইতে বেশি আর কিছু যোগাড় করতে পারিনি।'

'ব্যার্গার,' ৫০৯ বলে, 'তুমি ওগুলো ভাগ করে দাও।'

প্রত্যেকের ভাগে আধ টুকরো রুটি আর একটা করে গাজর। ব্যার্গার প্রথমে গাজরগুলো বাঁটোয়ারা করে দেয়। তার কয়েক মিনিট বাদে রুটি।

'ওরা সবাই টালমাটাল হয়ে উঠেছে।' লিউইনস্কি ফ্যাসফেসে গলায় বলতে থাকে, 'সবুজ কাপোরাও বুঝতে পারছে না, কোন দিকে চলবে। কাপো, ব্লক

সিনিয়ার, কম সিনিয়ার—সবাই। ওরা খেলতে চাইছে, আমরাও ওদের খেলতে দিচ্ছি। পরে বাছাই করে নেবো। দুজন এস. এস ও রয়েছে। এমন কি হফমানও।'

'হফমান—মানে হাসপাতালের ডাক্তার! ওই শুয়োরের বাচ্চাটা!'

'শুয়োরের বাচ্চা না অন্য কিছু, তা জানি না। তবে ওর মাধ্যমে আমরা খবরাখবর পাচ্ছি। আজ রাতেই নাকি এখান থেকে একটা চালান পাঠাবার হুকুম আসছে।'

'কি বললে?' ব্যার্গার আর ৫০৯ দুজনেই প্রশ্ন করে ওঠে।

'এখান থেকে চালান যাবে। দু হাজার লোককে ছেঁকে তোলা হবে।'

'ওরা কি শিবিরটা খালি করে দেবে নাকি?'

'ওরা এখান থেকে দু হাজার লোককে অন্যত্র পাঠাতে চায়। আপাতত।'

'আমরা এই ভয়টাই করছিলাম,' ব্যার্গার বলে।

'ব্যাপারটা সহজভাবে নাও। লাল চুলওলা কেরানীটি চারদিকে খেয়াল রাখছে। ওরা যদি কোনো তালিকা তৈরি করে, তো তাতে তোমার নাম থাকবে না। এখন চারদিকেই আমাদের লোক আছে। তা ছাড়া গুজব শোনা যাচ্ছে, নয়বায়োর নাকি এখনও ইতস্তত করছেন—তিনি এখনও হুকুমটা মঞ্জুর করেননি।'

'ওরা তালিকা অনুযায়ী চলবে না,' রোজেন বলে। 'আগে লোক তুলে, পরে তালিকা তৈরি করবে।'

'উত্তেজিত হয়ো না! অবস্থা এখনও ততোদূর অব্দি গড়ায়নি। পুরো ব্যাপারটাই যে কোনো মুহূর্তে উলটে যেতে পারে। তেমন খারাপ কিছু হলে, আমরা তোমাদের হাসপাতালে পাচার করে দেবো। হফমান এখন দু চোখ বন্ধ করে রেখেছে। ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকজনকে ওখানে নিয়ে রেখেছি।'

'ওরা কি মেয়েদের তোলার ব্যাপারেও কিছু বলেছে নাকি?' বুশের জিগেস করে।

'না। মেয়েদের সংখ্যা এখানে এমনিতেই বড্ড কম।' লিউইনস্কি উঠে দাঁড়ায়। তারপর ব্যার্গারকে বলে, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'হাসপাতালে। সেখানে কয়েক দিনের জন্যে তোমাকে লুকিয়ে রাখবো।'

'কিন্তু কেন?' ৫০৯ জিগেস করে।

'গুজব শোনা যাচ্ছে, আসছে কালই ওরা চুল্লির কর্মীদের খতম করে দেবে। ব্যার্গারকেও ওরা তাদের সঙ্গে ধরে নেবে কি না, তা আমরা কেউই জানি না। তবে আমার ধারণা ওরা তা-ই করবে।' লিউইনস্কি ব্যার্গারের দিকে তাকায়, 'ওখানে তুমি অনেক কিছু দেখে ফেলেছো। কাজেই ওরা তোমাকে ছেড়ে রাখতে চাইবে না। তাই নিরাপত্তার খাতিরে তুমি আমার সঙ্গেই চলো। একটা লাশের সঙ্গে পোশাক বদলা-বদলি করে নাও।'

'তুমি বরঞ্চ ওর সঙ্গেই যাও, ব্যার্গার।' ৫০৯ বলে।

'ব্লক সিনিয়ারকে তোমরা সামলাতে পারবে তো?'

'পারবো,' সবাইকে অবাক করে আহসফের জবাব দেয়। 'সে যাতে মুখ না খোলে, আমরা তা দেখবো।'

'লাল চুলওলা কেরানীটাকে আগে থেকেই টিপে দেওয়া হয়েছে। চুল্লির শবাগারে দ্রেয়ারও নিজের চিন্তায় ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে—লাশের গাদার ভেতর থেকে সে তোমাকে খুঁজে বের করতে চাইবে না।' সশব্দে নাক টেনে ব্যার্গার ফের বলতে থাকে, 'চারদিকে প্রচুর লাশ জমে উঠেছে…আসার পথে আমি হোঁচট খেতে খেতে এসেছি। সবগুলোকে পোড়াতে চার-পাঁচ দিন সময় লেগে যাবে। তদ্দিনে আরও লাশ জমবে। এখনই চারদিকে এমন তালগোল পাকানো অবস্থা যে কোথায় কি হচ্ছে তা কেউই বুঝতে পারছে না। এসব সময়ে আসল কথা হচ্ছে, নাগালের বাইরে থাকা।'

৫০৯ বলে, 'এসো, আমরা একটা লাশ খুঁজে বের করি যার সংখ্যাটা হাতে উল্কি করা নেই।'

আলো ভীষণ কম। তার মধ্যেই ওরা খুঁজে খুঁজে একটা লাশ বের করে, পোশাক ছাড়িয়ে নেয়। লিউইনস্কি ফিসফিসিয়ে বলে, 'শীগগিরি এগুলো পরে নাও, ব্যার্গার। তোমার জ্যাকেট আর পাতলুনটা আমাকে দাও।' ব্যার্গার পোশাক বদলে নেয়।

'কাল সকালে জানিয়ে দিও, ও মারা গেছে!'

'হ্যাঁ। এস. এস. ব্লক লিডার ওকে চেনে না। আর ব্লক সিনিয়ারকে আমরা সামলে নেবো।'

'তোমরা সত্যিই খুব চালাক হয়ে উঠেছো!' লিউনস্কি মৃদু হাসে। 'চলে এসো, ব্যার্গার।'

'মুলজবাকের ঠিকই বলেছিলো,' রোজেনের চোখ দুটো ব্যার্গারকে অনুসরণ

করতে থাকে। 'ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করা আমাদের উচিত হয়নি। ওতে দুর্ভাগ্য আসে।'

'বাজে বকো না! আমরা যা হোক কিছু খেতে পেলাম, ব্যার্গার বেঁচে গেলো, নয়বায়োর চালানের হুকুম মঞ্জুর করবেন কি না তার ঠিক নেই—তাহলে দুর্ভাগ্য কোথায়? তোমরা কি কয়েক বছরের গ্যারাণ্টি চাও?'

'ব্যার্গার তো বেঁচে গেলো! তাকে তো আর চালানের সঙ্গে যেতে হচ্ছে না!'

'চোপড়াও!' ৫০৯ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলো।

'ব্যার্গার কি ফিরে আসবে?' পেছন থেকে কে যেন প্রশ্ন করলো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কারেলকে দেখতে পেলো ৫০৯। 'আসবে বইকি, কারেল! কিন্তু তুমি ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলে কেন?'

কারেল কাঁধ ঝাঁকালো, 'ভাবলাম তোমার কাছে হয়তো চিবোবার মতো এক ফালি চামড়া পাওয়া যাবে।'

'এই নাও, তার চাইতে ভালো জিনিস আছে।' আহাসফের কারেলকে নিজের রুটি আর গাজরটা এগিয়ে দেয়। এগুলো সে কারেলের জন্যেই রেখে দিয়েছিলো।

ধীরে সুস্থে খেতে শুরু করে কারেল। খানিকক্ষণ বাদে সে অনুভব করে, অন্য সকলে তাকে লক্ষ্য করছে। একটু দূরে এগিয়ে যায় সে। যখন ফিরে আসে তখন তার মুখ আর নড়ছে না।

'দশ মিনিট লাগলো,' নিকেলের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে লেবেনথাল বললো। 'আমি হলে পারতাম না। আমারটা দশ সেকেণ্ডেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো।'

'আচ্ছা, ঘড়িটার বদলে কিছু খাবার পাওয়া যায় না?' ৫০৯ জিগেস করে।

'আজ রাতে আর কিছু পাওয়া যাবে না। সোনার বদলেও না।'

'ইচ্ছে হলে মেটে খাওয়া যায়', কারেল বলে।

'কি?'

'মেটে, তাজা মেটে। সঙ্গে সঙ্গে কেটে বের করে নিলে দিব্যি খাওয়া যায়।'

'কোত্থেকে কাটবে?'

'মরা মানুষের পেট থেকে।'

'এ বুদ্ধিটা তুমি কোত্থেকে পেলে, কারেল?' খানিকক্ষণ বাদে আহাসফের জিগেস করে।

'ব্লাৎজেকের কাছ থেকে।'

'কোন ব্লাৎজেক ?'

'ব্রনো শিবিরের ব্লাৎজেক। সে বলতো, যে মরেছে সে তো মরেই গেছে—সে তো চুল্লিতেই যাবে। কাজেই না খেয়ে মরার চেয়ে মড়ার মেটে খাওয়া অনেক ভালো। ব্লাৎজেক আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। শিখিয়েছে কিভাবে মড়ার মতো পড়ে থাকতে হয়, পেছন থেকে গুলি করলে কিভাবে এঁকেবেঁকে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে হয়—আরও অনেক কিছু। ব্ল্যাৎজেক অনেক জানতো।'

'তুমিও অনেক কিছুই জানো, কারেল।'

'জানি বইকি! তা নইলে আজ আমি আর এখানে থাকতুম না।'

'তা সত্যি!' ৫০৯ বললো। 'কিন্তু এখন বরং অন্য কিছু চিন্তা করা যাক।'

'ব্যার্গারের পোশাকগুলো কিন্তু এখনও ওই লাশটাকে পরানো হয়নি।'

কাজটা সহজেই করা গেলো। লাশটা তখনও আড়ষ্ট হয়ে ওঠেনি। দেহটার ওপরে ওরা আরও কতকগুলো লাশ চাপিয়ে রাখলো। আহাসফের বিড়বিড় করতে শুরু করলো। বুশের বিষণ্ন গলায় বললো, 'আজ রাতে তোমাকে অনেক প্রার্থনা জানাতে হবে, বুড়ো!'

আহাসফের চোখ তুলে তাকালো। খানিকক্ষণ কান পেতে দূরের গুরগুর গর্জনটা শুনলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'বিনা বিচারে প্রথম ইহুদিটা যেদিন খুন হলো, সেদিনই ওরা জীবনের নীতি ভঙ্গ করলো। ওরা বলেছিলো, 'বৃহত্তর জার্মানীর তুলনায় সামান্য কটা ইহুদির ক্ষমতা আর কতোটুকু?' ওদের একটা সেনাবাহিনী ছিলো, যারা তখনও ওই খুনেদের দলে ছিলো না। তারা ইচ্ছে করলে একদিনেই ওসব বন্ধ করে দিতে পারতো। কিন্তু তারা তা করেনি। তাই এখন ঈশ্বরই তাদের শাস্তি দেবেন। একটা চরম হতভাগ্যের জীবনও

আহাসফের ফের বিড়বিড় করতে শুরু করলো। অন্যেরা চুপ করে রইলো।

স্কোয়াড লিডার ব্রয়ার জেগে উঠলেন। ঘুমঘুম চোখে বিছানার পাশে রাখা বিজলি বাতিটার বোতাম টিপে দিলেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপরে দুটো সবুজ আলো জ্বলে উঠলো। আসলে একটা করোটির চক্ষু-কোটরে দুটো ছোটো ছোটো বালব অতি সুদক্ষভাবে লাগিয়ে রাখা হয়েছে—আলোটা তারই। ব্রয়ার দ্বিতীয় বার বোতামটা টিপতেই অন্য সমস্ত আলো নিভে গেলো, শুধু করোটিটাই ঝলমল করতে লাগলো অন্ধকার ঘরে। দৃশ্যটা ব্রয়ারের

ভারি পছন্দ। এটা উনি নিজেই মাথা খাটিয়ে বের করেছেন।

টেবিলের ওপরে একটা পিরিচে গুঁড়ো গুঁড়ো খানিকটা কেক আর কফির একটা শূন্য পেয়ালা। তার পাশে কয়েকখানা বই—কার্ল মে-র লেখা কয়েকখানা দুঃসাহসিক কাহিনী। এগুলো আর কোনো এক নর্তকীর প্রেম-জীবন সম্পর্কে গোপনে ছাপানো একখানা অশ্লীল বই ব্রয়ারের সাহিত্যপ্রীতির পরিচায়ক।

খাটের তলা থেকে এক বোতল ব্রাণ্ডি বের করে টেবিল থেকে একটা কাচের গ্লাস তুলে নিলেন ব্রয়ার। তারপর এক গ্লাস মদ্য পান করে কান পেতে রইলেন খানিকক্ষণ। জানলাটা বন্ধ, তা সত্ত্বেও বন্দুকের গর্জন শোনা যাচ্ছে বলে মনে হলো তাঁর। ফের এক গ্লাস মদ খেয়ে নিলেন উনি। তারপর বিছানা থেকে উঠে হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। রাত আড়াইটে।

পাজামার ওপরেই জুতোজোড়া গলিয়ে নিলেন ব্রয়ার। জুতোজোড়া পরা দরকার—কারণ তিনি পেটে লাথি বসাতে ভালোবাসেন, কিন্তু জুতো ছাড়া লাথিটা ঠিক জুতসই হয় না। আর পাজামা পরাটা সুবিধেজনক, কারণ কুঠরিগুলোতে বড্ড গরম। চুল্লিতে এর মধ্যেই কয়লায় টান ধরেছে, কিন্তু নিজের প্রয়োজনের তাগিদে ব্রয়ার সময় থাকতেই যথেষ্ট কয়লা জমিয়ে রেখেছেন।

বারান্দা ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন ব্রয়ার। কুঠরিগুলো একেবারে চুপচাপ। কেউ এতোটুকু অস্ফুট আর্তনাদ করতেও ভরসা পাচ্ছে না। ব্রয়ার বহুদিন আগেই কুঠরির আবাসিকদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শিখিয়ে দিয়েছেন। তালা খুলে সাত নম্বর কুঠরিতে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। এ কুঠরির বাসিন্দা লুয়েব্বি তাঁর সব চাইতে পুরনো অতিথি। কুঠরিটা ছোটো, ভেতরে অসহ্য গরম। তাপ সঞ্চালক যন্ত্রটা পুরো মাত্রায় খোলা রয়েছে। হাতে-পায়ে শেকল বাঁধা একটা লোক অচেতন অবস্থায় গরম নলগুলো থেকে ঝুলছে। খানিকক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করলেন ব্রয়ার। তারপর বাইরের বারান্দা থেকে এক পাত্র জল নিয়ে এসে লোকটার গায়ে জল ছিটিয়ে দিলেন। জলের ধারা গরম নলগুলোতে লেগে বাষ্প হয়ে উড়ে গেলো, লুয়েব্বি এতোটুকুও নড়লো না। ব্রয়ার শেকলের বাঁধন খুলে দিলেন, বাকি জলটুকুও ঢেলে দিলেন মেঝেতে লুটিয়ে থাকা লোকটার গায়ে, তারপর ফের জল আনতে বাইরে বেরুলেন। বাইরে বেরিয়েই নিস্পন্দ হয়ে গেলেন তিনি। কে যেন গোঙাচ্ছে। জলের পাত্রটা নামিয়ে রেখে, দ্বিতীয় কুঠরিটার তালা খুলে তিনি

ধীরেসুস্থে ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপরেই শোনা গেলো লাথি-ঘুঁষি-কিল আর ঠিকরে পড়ার শব্দ, মর্মভেদী আর্তনাদ এবং আস্তে আস্তে সব আবার স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় কুঠরি থেকে বেরিয়ে, পাত্রটাতে জল নিয়ে, ফের সাত নম্বরে গিয়ে ঢুকলেন ব্রয়ার।

'বাঃ, বেশ! হুঁস এসেছে দেখছি!'

লুয়েব্বি তখন মেঝেতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। চেটে চেটে খাবে বলে দু হাত দিয়ে সে মেঝেতে জমে থাকা জলটুকু চেঁছে নেবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ জলভর্তি পাত্রটা দেখতে পেয়েই তার শরীরটা বেঁকে উঠলো, হাতটা এগিয়ে এলো পাত্রটাকে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টায়। ব্রয়ার পা দিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলেন। লুয়েব্বি কিছুতেই হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারলো না। প্রাণপণে সে এবারে পাত্রটার দিকে গলা বাড়িয়ে দিলো—কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো তার ঠোঁট দুখানা। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্রয়ার বুঝতে পারলেন, লুয়েব্বি প্রায় খতম হয়ে এসেছে।

'যা, গেল্ তাহলে! শেষখানা গিলে নে!' লুয়েব্বির হাতটা ছেড়ে দিলেন ব্রয়ার। লুয়েব্বি এতো দ্রুত পাত্রটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো যে সেটা টালমাটাল হয়ে উঠলো। 'ধীরেসুস্থে খা,' ব্রয়ার ফের বললেন, 'আমাদের হাতে সময় আছে।'

লুয়েব্বি ক্রমাগত জল খেয়ে যায়। সে সবেমাত্র ব্রয়ারের শিক্ষাসূচির ষষ্ঠ অধ্যায়টা পেরিয়ে এসেছে—যে অধ্যায়ে খানা বলতে জোটে শুধুমাত্র লবণে জারানো হেরিং মাছ আর লবণ-জল, সেইসঙ্গে শেকলে বাঁধা থাকতে হয় পূর্ণমাত্রায় তাপ সঞ্চালিত উত্তপ্ত নলগুলোর সঙ্গে।

'যথেষ্ট হয়েছে!' অবশেষে পাত্রটা সরিয়ে নিলেন ব্রয়ার, 'ওঠ। চল আমার সঙ্গে।'

লুয়েব্বি টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। তারপরেই পেছন দিকে হেলে জল উগরে দেয়।

'দেখলি তো! এইজন্যেই আমি তোকে আস্তেসুস্থে গিলতে বলেছিলাম। নে, চল!' ব্রয়ার ওকে বারান্দা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দেন। লুয়েব্বি হুমড়ি খেয়ে পড়ে। 'ওঠ! ওই কুর্সিটাতে বোস!'

লুয়েব্বি কোনোমতে কুর্সিটাতে উঠে বসে। তারপর সামনে পেছনে টলতে টলতে পরবর্তী অত্যাচারের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

ব্রয়ার চিন্তিত দৃষ্টিতে লুয়েব্বির দিকে তাকালেন, 'তুই আমার সব চাইতে

পুরনো অতিথি, লুয়েব্বি। ছ মাস হলো, তাই না রে?'

ওঁর সামনে বসে থাকা প্রেতটা ঘাড় নেড়ে সায় জানালো।

'অনেকগুলো দিন। এই ধরনের জিনিসই মানুষকে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। যে কোনো কারণেই হোক, তুই আমার মনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিস। শুনতে অদ্ভুত লাগে, কিন্তু ব্যাপারটা মোটামুটি তাই। সত্যি বলতে কি, ব্যক্তিগতভাবে তোর বিরুদ্ধে আমার কোনো রাগ নেই—আর তুইও তা জানিস। কি রে, জানিস না?'

প্রেতটা ফের ঘাড় নেড়ে সায় জানায়।

'দুঃখের কথা কি জানিস? ভেবেছিলাম, এ যাত্রায় তুই পুরো ধকলটা সামলে উঠতে পারবি। আর মাত্র দুটো অধ্যায় বাকি ছিলো। পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা আর তার পরেই শেষ অধ্যায়—'বিশেষ পাঠ'। তারপরেই তুই কিন্তু ছাড়া পেয়ে যেতিস! জানিস তা?'

প্রেতটা তা সঠিকভাবে জানে না, তবু ঘাড় নেড়ে সায় জানায়। তবে এটা সত্যি, যে সমস্ত কয়েদীরা সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেও বেঁচে থাকে, কখনও কখনও ব্রয়ার তাদের ছেড়েও দেন। এ বিষয়ে তিনি এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক রীতি মেনে চলেন—যে সমস্ত ধকল সয়েও বেঁচে থাকে তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়।

'তুই বেঁচে গেলে আমি খুশিই হতাম, কারণ তুই যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিস। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, তোকে খতম করে ফেলতে হবে। কেন জানিস?'

লুয়েব্বি কোনো জবাব দেয় না। ব্রয়ার একটা চুরুট ধরিয়ে জানলাটা খুলে দেন। তারপর এক মুহূর্ত কান পেতে শুনে বলেন, 'ওই জন্যে! শুনতে পাচ্ছিস? শত্রুপক্ষের গোলা। ওরা কাছে এগিয়ে আসছে। তাই আজ রাতেই তোকে খতম হতে হবে, বাছা! দুর্ভাগ্য, তাই না?' জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ব্রয়ার হিংস্র ভঙ্গিতে মৃদু হাসলেন, 'ওরা এসে তোদের এখান থেকে মুক্ত করে দেবার মাত্র কয়েকটা দিন আগেই তোকে মরে যেতে হবে! সত্যিই ভারি দুর্ভাগ্য, তাই না রে?'

'না,' লুয়েব্বি ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো।

'কি?'

'না।'

'তুই কি জীবনে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিস?'

লুয়েব্বি মাথা নাড়লো। ব্রয়ার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন। তাঁর মনে

হলো, তাঁর মুখোমুখি বসে থাকা ওই প্রেতটা যেন এক মিনিট আগেকার সেই ভেঙে-পড়া মানুষটা নয়। আচমকা লুয়েব্বিকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন একটা দিন বিশ্রাম করে নিয়েছে। ফিসফিসিয়ে সে বললো, 'আমি ক্লান্ত হইনি। তার কারণ, এবারে ওরা তোদের মহড়া নেবে! তোদের প্রত্যেকের!'

মুহূর্তের জন্যে ব্রয়ার ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি অনুভব করলেন, তিনি একটা ভুল করে ফেলেছেন—লুয়েব্বিকে অত্যাচার করার বদলে তিনি ওর উপকার করে ফেলেছেন। কিন্তু প্রাণের প্রতি হতচ্ছাড়াটার দরদ যে এতো কম, তা কে ভাবতে পেরেছিলো?'

'ও সমস্ত কথা কল্পনাও করিস না! আমি স্রেফ তোকে ধোঁকা দিচ্ছিলাম। আমরা হারবো না! আমরা শুধু এখান থেকে চলে যাচ্ছি—সীমান্তটা একটুখানি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে—তা ছাড়া আর কিছু নয়।'

কথাগুলো খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য শোনালো না। ব্রয়ার নিজেও তা জানেন। এক চুমুক মদ গিলে উনি ফের বলতে লাগলেন, 'তোর যেমন ইচ্ছে হয়, ভেবে নে। তবে যা-ই হোক না কেন, তোর কপাল খারাপ। আমাকে বাধ্য হয়েই তোকে খতম করতে হবে। এটা তোর এবং আমার—দুজনের পক্ষেই দুঃখজনক। তোর মধ্যে যে জিনিসটা আমার ভালো লেগেছিলো তা হচ্ছে, তুই কোনো সময়েই ভেঙে পড়িস নি। কিন্তু তোকে শেষ করতেই হবে, যাতে তুই পরে কাউকে কিছু বলতে না পারিস। বিশেষ করে তুই—আমার সব চাইতে পুরনো অতিথি। প্রথমে তুই, তারপর অন্যদেরও পালা আসবে। কখনও কোনো ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে হয় না—এটা সেই পুরনো ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের নিয়ম।' দেরাজ থেকে একটা হাতুড়ি বের করলেন ব্রয়ার, 'দাঁড়া, চট করে কাজটা সেরে ফেলবো।'

ব্রয়ার হাতুড়িটা টেবিলে রাখতেই লুয়েব্বি কুর্সি থেকে উঠে টেবিলের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো, তারপর দগ্ধ হাত দুটো দিয়ে প্রাণপণে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো হাতুড়িটাকে। ব্রয়ার হাতের মুঠো দিয়ে সামান্য একটু ঠেলে দিতেই লুয়েব্বি মেঝেতে ঠিকরে পড়লো।

'এখনও চেষ্টা!' ব্রয়ার বললেন, 'ঠিক আছে, তুই মেঝেতেই থাক। তাহলে আমার পক্ষে কাজটা অনেক সহজ হবে।' একটা হাত কানের কাছে তুলে ধরে উনি জিগেস করলেন, 'কি? কি বলছিস?'

'ওরা তোদের সব কটাকে খতম করবে···ঠিক একইভাবে, যেভাবে···'

'না, লুয়েব্বি—ওরা তা করবে না। ওসবের পক্ষে ওরা বড্ড বেশি

ভদ্রলোক। তবে আমি তার আগেই হাওয়া হয়ে যাবো। আর তোর কথাও তখন কেউ আর ভাববে না।' ফের খানিকটা মদ গিলে নিলেন ব্রয়ার। তারপর হঠাৎ জিগেস করলেন, 'আগে একটা সিগারেট খেয়ে নিবি না কি ?'

লুয়েব্বি মানুষটার দিকে তাকালো, 'হ্যা।'

লুয়েব্বির রক্তাক্ত ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে দিলেন ব্রয়ার। তারপর একই দেশলাই-কাঠিতে নিজেরটার সঙ্গে লুয়েব্বির সিগারেটটাও ধরিয়ে দিলেন। দুজনে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগলো। লুয়েব্বি বুঝতে পারছিলো, তার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। প্রাণপণে জানলাটার দিকে কান পেতে রেখেছিলো সে। ব্রয়ার মদের গ্লাসটা শেষ করলেন। তারপর সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে হাতুড়িটা তুলে নিলেন, 'এবারে কাজটা সেরে ফেলা যাক।'

'নরকে যা তুই !' ফিসফিসিয়ে বললো লুয়েব্বি। সিগারেটটা তার মুখ থেকে খসে পড়লো না, ওটা তার নিচের ঠোঁটের সঙ্গেই রক্তে সেঁটে গিয়েছিলো। হাতুড়ির ভোঁতা দিকটা দিয়ে বেশ কয়েকবার আঘাত করতে হলো ব্রয়ারকে। আস্তে আস্তে লুটিয়ে পড়লো লুয়েব্বি।

ব্রয়ার খানিকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করলেন। তার পরেই লুয়েব্বির কথাগুলো মনে পড়লো তাঁর। অস্পষ্ট ভাবে তাঁর নিজেরই মনে হলো, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। লুয়েব্বি তাঁকে ঠকিয়েছে। লুয়েব্বির চিৎকার করা উচিত ছিলো। কিন্তু লুয়েব্বি কিছুতেই তা করতো না—আস্তে আস্তে মারলেও না। হয়তো গোঙাতো, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ গোঙানিটা আসলে সজোরে নিঃশ্বাস ফেলার মতো—তার চাইতে বেশি কিছু নয়। জানলা দিয়ে ভেসে আসা গর্জনটা ফের শুনতে পেলেন ব্রয়ার। নাঃ, আজ রাতে কাউকে না কাউকে চিৎকার করতেই হবে। তা না হলে তিনি শান্তি পাবেন না। লুয়েব্বির সঙ্গে সঙ্গেই আজ ব্যাপারটা এভাবে শেষ হতে পারে না। তাহলে লুয়েব্বিই জিতে যাবে। এলোমেলো পায়ে উঠে চার নম্বর কুঠরিটার কাছে এগিয়ে গেলেন ব্রয়ার। ভাগ্য ভালো। চার নম্বর থেকে একটা শঙ্কিত কণ্ঠস্বর চিৎকার করতে শুরু করলো—তারপর অনুনয়-বিনয়, বিলাপ, আর্তনাদ। এবং তারপর ক্ষীণ হতে হতে সম্পূর্ণ থেমে গেলো কণ্ঠস্বরটা।

তৃপ্ত মনে ব্রয়ার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তারপর লুয়েব্বির লাশটাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখলি তো ! ক্ষমতা এখনও আমাদের হাতে !' লাশটাকে একটা লাথি মারলেন উনি। লাথিতে তেমন জোর ছিলো না, কিন্তু তাতেই লুয়েব্বির মুখে কি যেন একটা নড়ে উঠলো। ব্রয়ার একটু সামনে

গিয়ে ঝু কে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হলো, লুয়েব্বি তাঁকে একটা ধূসর রঙের জিভ বের করে দেখাচ্ছে। তারপরেই তিনি আবিষ্কার করলেন, সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে লাশটার জিভে গিয়ে ঠেকেছে—লাথির ধাক্কায় সিগারেটের ছাইটা খসে পড়েছে।...আচমকা ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করলেন ত্রয়ার। লাশটা আর বাইরে টেনে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো না। তাই লাথি মেরে লাশটাকে উনি খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। কাল ওটাকে বাইরে নিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। রক্তের গাঢ় একটা টানা দাগ মেঝেতে রয়েই গেলো। ঘুমঘুম চোখে মৃদু হাসলেন ত্রয়ার। যখন ছোটো ছিলাম, আমি রক্তের দিকে তাকাতেও পারতাম না—ভাবলেন উনি। কি বোকাটে কাণ্ড!

২৩

গাদা গাদা লাশ জমে উঠেছে। ওগুলোকে নিয়ে যেতে আর কোনো ট্রাক আসেনি। বৃষ্টির ফোঁটা বিন্দু বিন্দু রুপোর মতো লেগে রয়েছে লাশগুলোর চুল আর অক্ষিপক্ষ্মে। দিগন্ত থেকে ভেসে আসা কামানের গর্জন এখন শুব্ধ। মাঝরাত অব্দি কয়েদীরা গোলাগুলির ঝলকানি দেখেছে, শুনেছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। তারপর সমস্ত কিছুই থেমে গেছে।

সূর্য উঠেছে। আকাশটা নীল। ফুরফুরে বাতাস বইছে। শহরের বাইরের রাজপথগুলো জনহীন। উদ্বাস্তুদেরও দেখা যাচ্ছে না। নদীটা যেন একটা চকচকে রাক্ষুসে সাপের মতো পোড়া শহরের লাশটাকে বেড় দিয়ে রেখেছে। কোথাও সামরিক বাহিনীর কোনো চিহ্ন নেই।

গত রাত্রে ঘণ্টাখানেক ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েছিলো। কিছু কিছু খানাখন্দে এখনও জল জমে রয়েছে। উবু হয়ে বসে থাকা ৫০৯ হঠাৎ তার পাশের গর্তটায় জমে থাকা জলে তার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলো। আরশিতে শেষ কবে সে নিজেকে দেখেছিলো, তার মনে পড়ে না। নিশ্চয়ই বহু বছর আগে। শিবিরে এসে অব্দি সে কোনো আরশি দেখেনি। এখন জল থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকা ওই মুখটাকেও সে চিনতে পারলো না। মাথায় খোঁচা খোঁচা ধূসর-শুভ্র চুল। শিবিরে আসার আগে তার মাথায় ছিল বাদামী রঙের ঘন চুল। ইতিমধ্যে চুলের রঙ যে বদলে গেছে তা সে চুল ছাঁটার সময়েই বাতিল চুলগুলোকে দেখে বুঝতে পেরেছিলো। কিন্তু তা ছাড়াও নিজের মুখের কিছুই যেন সে চিনতে পারলো না—এমন কি চোখ দুটোও না।

এই কি আমি? ভাবলো ৫০৯।

ফের নিজের দিকে তাকালো সে। তারপর বসে রইলো একেবারে স্থাণু হয়ে। গত কয়েক সপ্তাহে সে অনেক কিছুই চিন্তা করেছে। কিন্তু গত বারো বছরের মধ্যে সে যে বুড়ো হয়ে গেছে, তা সে একবারও চিন্তা করেনি। বারো বছর খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু বারো বছরের বন্দী জীবন অনেকটা দীর্ঘ সময়। এর ফল যে কতোটা সুদূরপ্রসারী তা কে বলতে পারে? ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে সে কি যথেষ্ট শক্তি নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছে? না কি শিবির থেকে বেরুবার পর আপাত স্বাস্থ্যবান কিন্তু ভেতরে ভেতরে পচে ওঠা বনস্পতির মতো সেও ভেঙে পড়বে প্রথম ঝড়ের আঘাতে?

ফের একবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালো ৫০৯। ওই যে আমার চোখ, ভাবলো সে। আরও ভালো করে দেখার জন্যে জলটার আরও কাছাকাছি ঝুঁকে পড়ল সে। তার নিঃশ্বাসের স্পর্শে জলের বুকে মৃদু কাঁপন জাগলো, অস্পষ্ট হয়ে উঠলো প্রতিবিম্বটা। তার মানে, আমার ফুসফুস দুটো এখনও বাতাস গ্রহণ করছে আর ছেড়ে দিচ্ছে। হাত ডুবিয়ে জলটা নেড়ে দিলো ৫০৯। এই আমার হাত, যা এই প্রতিবিম্বটাকে ভেঙে দিতে পারে। ভেঙে দিতে পারে, কিন্তু গড়া? ঘৃণা করতে পারি, কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু? একা ঘৃণার ক্ষমতা সামান্যই। বেঁচে থাকতে হলে ঘৃণা ছাড়া আরও কিছু কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয়।

বুশেরকে এগিয়ে আসতে দেখে ৫০৯ সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'খবর শুনেছো?' বুশের বললো, 'চুল্লির কাজ বন্ধ আছে।'

'অসম্ভব!'

'চুল্লির কর্মীরা খতম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এখন অব্দি ওরা নতুন কর্মী বেছে নেয়নি। কেন, তা কে জানে? তাহলে কি ওরা চুল্লিটা আর চালু করবে না? তাহলে কি ওরা এর মধ্যেই এখান থেকে...'

'সরে পড়ছে?'

'হয়তো তাই। আজ সকালে তো ওরা লাশগুলোও নিতে আসেনি।'

রোজেন আর মুলজবাকেরও ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। রোজেন বললো, 'গুলি-গোলা বন্ধ হয়ে গেছে। কি যে হচ্ছে, কে জানে?'

'হয়তো ওরা এদের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলেছে।'

'কিংবা নিজেরাই পেছিয়ে গেছে। সবাই বলছে, এস. এস.রা শিবিরটাকে প্রতিরোধ করতে চায়।'

'ওটা পাইখানার গুজব। পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে নতুন গুজব বেরুচ্ছে। সত্যি যদি ওরা শিবিরটাকে রক্ষা করতে চায়, তাহলে আমাদের ওপরে বোমা পড়বে।'

৫০৯ আকাশের দিকে তাকালো। এখুনি ফের রাত হয়ে গেলে ভালো হতো, ভাবলো সে। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা সহজ। এখনও যে কতো কি হতে পারে, তা কে জানে! একটা দিনে অনেকগুলো ঘণ্টা, কিন্তু মৃত্যুর জন্যে কয়েক মুহূর্তের বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।

'ওই যে, একটা উড়ো জাহাজ!' হঠাৎ স্থলজবাকের চিৎকার করে উঠলো।

উত্তেজিত ভঙ্গিমায় আকাশের দিকে দেখালো সে। খানিকক্ষণ বাদে ওরা সকলেই ছোট্ট একটা বিন্দু দেখতে পেলো। 'নিশ্চয়ই জার্মান বিমান!' রোজেন ফিসফিসিয়ে বললো, 'নয়তো সংকেত বাজতো।'

চারদিকে চোখ বুলিয়ে ওরা গা ঢাকা দেবার মতো একটা জায়গা খুঁজতে লাগলো। ইতিমধ্যেই গুজব রটে গিয়েছিলো যে, একেবারে শেষ মুহূর্তে শিবিরটাকে পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত করে দেবার জন্যে জার্মান বিমান বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'মোটে তো একটা বিমান! স্রেফ একটা!'

ওরা দাঁড়িয়েই রইলো। বোমা ফেলতে হলে সম্ভবত একাধিক বিমান পাঠানো হতো। হঠাৎ লেবেনথাল হাজির হয়ে বললো, 'ওটা হয়তো একটা অ্যামেরিকান নজরদার বিমান। ওদের জন্যে আজকাল আর সংকেত বাজানো হয় না।'

'তুমি তা কি করে জানলে?'

লেবেনথাল কোনো জবাব দিলো না।

স্থলজবাকের বললো, 'ওটা জার্মান বিমান নয়।'

এতোক্ষণে বিমানটাকে ওরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো। সোজা শিবিরের দিকে এগিয়ে আসছে বিমানটা। ৫০৯-এর মনে হলো, সে যেন নগ্নদেহে একটা মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে…এক ভয়ঙ্কর হত্যা-লোলুপ দেবতার কাছে তাকে উৎসর্গ করা হচ্ছে—কিন্তু সে কিছুতেই পালাতে পারছে না। ৫০৯ লক্ষ্য করলো, তার সঙ্গীরা ইতিমধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়েছে…ওরা বুঝতে পারছে না কেন সে এখনও দাঁড়িয়েই রয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই গুলির আওয়াজ শোনা গেলো। বিমানটাও সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ওপরে উঠে গিয়ে চক্রাকারে শিবিরটাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। এস. এস.-দের বাড়িগুলোর পেছন দিক থেকে

মেশিনগানে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিলো। উড়ো জাহাজটা তখনও বেশ নিচু দিয়েই উড়ছে। সকলে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। হঠাৎ বিমানটার ডানা দুটো নড়ে উঠলো—মনে হলো বিমানটা যেন ওদের দিকে হাত নাড়ছে। প্রথমটাতে ওরা ভেবেছিলো, বিমানটাতে গুলি লেগেছে। কিন্তু বিমানটা ফের একটা চক্কর মেরে আরও দু বার ডানা নাড়লো—পাখিরা যেভাবে ডানা নাড়ে, ঠিক তেমনি। তারপরেই অনেকটা ওপরে উঠে গিয়ে গতি বাড়িয়ে উধাও হয়ে গেলো কোথায়। খানিকক্ষণের মধ্যেই মেশিনগানের গুলি চালানো বন্ধ হয়ে গেলো, শুধু বিমানটার এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যেতে লাগলো তখনও।

বুশের বললো, 'ওটা একটা সংকেত।'

'মনে হলো, উড়োজাহাজটা যেন ডানা নেড়ে ইশারা করছে। হাত নেড়ে যেমন ইশারায় ডাকা হয়, ঠিক তেমনি।'

'ওটা আমাদের জন্যে পাঠানো সংকেত! এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত। তা ছাড়া আর কি হতে পারে?'

'উড়োজাহাজটা দেখাতে চাইছিলো যে ওরা জানে আমরা এখানে রয়েছি। ওটা আমাদের জন্যে পাঠানো সংকেত—তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না! তোমার কি মনে হয়, ৫০৯?'

'আমারও তা-ই ধারণা।'

শিবিরে আসার পর থেকে এই প্রথম ওরা বাইরের পৃথিবী থেকে একটা সংকেত পেলো, ছিন্ন হয়ে গেলো দীর্ঘ কয়েক বছরের ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা। আচমকা ওরা অনুভব করলো, পৃথিবীর কাছে ওরা মৃত নয়। কেউ না কেউ ওদের কথা ভাবছিলো। অজানা উদ্ধারকারীরা ওদের ইশারায় ইঙ্গিত জানিয়েছে। এখন ওরা আর একা নয়। মুক্তির দিক থেকে এই ওদের প্রথম দৃষ্টিগ্রাহ্য সম্ভাষণ। এখন ওরা আর পৃথিবীর জঞ্জাল নয়, আবর্জনা নয়, ঘৃণ্য নয়, কীটের চাইতে অধম নয়—এখন ওরা আবার মানুষ—যে মানুষরা ওদের কথা জানতো না, তাদের কাছে ওরা আবার মানুষ হয়ে উঠেছে।

এ কি হলো আমার? ৫০৯ ভাবলো। অশ্রু? আমি? একটা বুড়োমানুষ?

স্যুটটা সেলমা আলমারির একেবারে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। ইঙ্গিতটা গ্রহণ করে নয়বায়োর হ্যাঙ্গার থেকে স্যুটটা নামিয়ে নিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে তিনি আর কোনো অসামরিক পোশাক পরেননি। তবু উর্দিটা খুলে, ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে, জ্যাকেটটা তিনি গায়ে গলিয়ে

দেখলেন। বড্ড আঁটসাঁট হয়ে গেছে জ্যাকেটটা, পেটটা যথাসাধ্য ভেতরে ঢুকিয়েও বোতামগুলো লাগানো গেলো না। আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন নয়বায়োর। কেমন যেন বোকা বোকা দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাঁর অন্তত তিরিশ-চল্লিশ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ ১৯৩৩-এর আগে তাঁকে যথেষ্ট মিতব্যয়ী হয়ে থাকতে হয়েছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সামরিক উর্দি খুললেই মানুষের মুখ থেকে কিভাবে আত্ম-প্রত্যয়ের ছবিটা মুছে যায়! পাতলুনটা একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন নয়বায়োর। এটা আর পরার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। জ্যাকেটটা যাওবা লেগেছে, এটা তার অর্ধেকও লাগবে না।

শত্রুর কাছে তিনি সঠিক প্রথামতোই আত্মসমর্পণ করবেন। ওরাও নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে ফৌজি প্রথামতো সঠিক ব্যবহার করবে। এসবের জন্যে আলাদা ঐতিহ্য আছে, শিষ্টাচার আছে, ফৌজী কানুন আছে। হয়তো তাঁকে সামান্য কিছু দিনের জন্যে অন্তরীণ-বন্দী করে রাখা হবে। হয়তো এ অঞ্চলেরই কোনো দুর্গে সমপদস্থ কোনো অফিসারের সঙ্গে রাখা হবে তাঁকে। সেটা হতেই পারে। তবে তিনি ওপরের দিকে হাত তুলে হিটলারি কায়দায় স্যালুট দেবেন না। ওসব স্কাউটদের মানায়, অফিসারদের না। তিনি স্যালুট জানাবেন বিশুদ্ধ সামরিক কায়দায়, টুপিতে হাত ছুঁইয়ে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা স্যালুট ঠুকলেন নয়বায়োর। নাঃ, বড্ড আড়ষ্ট হয়ে গেলো। ফের একবার চেষ্টা করলেন উনি। সঠিক ভঙ্গিমার সঙ্গে আভিজাত্য বজায় রেখে স্যালুট করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। হাতটা বড্ড উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। সেই পুরনো অভ্যেস! আরও আস্তে, অতো দ্রুত নয়। আলমারির আরশিতে নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে নজর রাখলেন নয়বায়োর। তারপর কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে ফের সামনে এগিয়ে এলেন, 'হের জেনারেল, আমি আত্ম-সমর্পণ করছি...'

অতীতে এই সময়ে বিপক্ষের সেনাধ্যক্ষের হাতে নিজের তলোয়ারটাও তুলে দিতে হতো। যেমন সেডানে তৃতীয় নেপোলিয়ন করেছিলেন। কিন্তু নয়বায়োরের কোনো তলোয়ার নেই। রিভলভার? প্রশ্নই ওঠে না! তিনি কোনো অস্ত্রই কাছে রাখতে পারবেন না। কিন্তু কোমরবন্ধ আর রিভলভারের খাপটা কি তিনি আগে থেকেই খুলে রাখবেন? এই সমস্ত সময়ে সঠিক সামরিক শিক্ষা না থাকার জন্যে বড়ো দুঃখ হয়। নয়বায়োর অনুভব করলেন, তাঁর মধ্যে ডাকঘরের প্রাক্তন কেরানীর সত্তাটা আবার নতুন করে জেগে উঠছে।

পুরনো প্রথায় স্যালুট করাটা কতো ক্রতই না অভ্যেস হয়ে গেলো! আসলে তিনি কোনোদিনই খুব একটা গোঁড়া নাৎসি ছিলেন না। আসলে তিনি একজন সরকারী কর্মচারী, পিতৃভূমির একজন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী। নাৎসি হচ্ছে ওয়েবের আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা, দিয়েৎজ আর ছোটখাটো দলটা।

আচ্ছা, শত্রুপক্ষ যদি শিবিরটা দেখতে চায়? বেশ তো, দেখুক না! শিবিরের তেমন কোনো ব্যাপার যদি ওদের অপছন্দ হয় তো তিনি বলবেন, সেটা তিনি ওপর মহলের হুকুমমতো করেছেন। অনেক সময়েই বেদনার্ত মনে করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু···

হঠাৎ নয়বায়োরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। খাবার···যথেষ্ট পরিমাণে ভালো ভালো খাবার! প্রথমে ওরা সেটাই দেখতে চাইবে। অবিলম্বে তাঁকে শিবিরে খাবারের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিতে হবে। এভাবেই তিনি দেখিয়ে দিতে পারবেন, মাথার ওপর থেকে ওপর মহলের হুকুম সরে যাওয়া মাত্র তিনি কয়েদীদের জন্যে যা কিছু করা সম্ভব তার সবই করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ক্যাম্প সিনিয়ার দুজনের সঙ্গেও ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবেন। তাহলে পরে তারাও এ ব্যাপারে নয়বায়োরের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

আগ্রহে ঝলমলে হয়ে ওঠা মুখ নিয়ে স্টাইনব্রেনার ওয়েবেরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। 'দুজন বন্দী পালাবার চেষ্টা করছিলো। দুটোকেই গুলি করেছি! মাথায়!'

ওয়েবের অলসভঙ্গিতে টেবিলের কোণটাতে উঠে বসলো, 'কতো দূর থেকে?'

'একজনকে তিরিশ, অন্যজনকে চল্লিশ গজ দূর থেকে।'

'সত্যি?'

স্টাইনব্রেনার লাল হয়ে উঠলো। দুজনকেই সে মাত্র কয়েক ফুট দূরে থেকে গুলি করেছে—যেটুকু দূরে থাকলে আহত স্থানটাতে বারুদের দাগ থাকে না।

'ওরা পালাবার চেষ্টা করেছিলো?' জিগেস করলো ওয়েবের।

'হ্যা।'

দুজনেই জানে, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। এটা আসলে এস. এস.দের মধ্যে একটা জনপ্রিয় খেলা। ওরা কয়েদীদের মাথা থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে পেছনের দিকে ছুঁড়ে দেয়। তারপর সেটাকে কুড়িয়ে আনতে বলে, পেছন থেকে গুলি করে। এ জন্যে সাধারণত পুরস্কার হিসেবে ওরা কয়েক দিনের ছুটি পায়।

'তুমি তাহলে ছুটিতে যেতে চাও?' প্রশ্ন করে ওয়েবের।

'না।'

'কেন?'

'তাহলে সবাই ভাববে, আমি পালাতে চাইছি।'

'তার মানে তুমি ভয় পাওনি?'

'না,' স্টাইনব্রেনার এক দৃষ্টিতে ওয়েবেরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ভালো কথা! এখন আমাদের সৎ লোকের দরকার। বিশেষ করে এখন।' বেশ কিছুদিন ধরেই ওয়েবের স্টাইনব্রেনারের দিকে নজর রাখছিলো। স্টাইনব্রেনারকে তার পছন্দ। স্টাইনব্রেনারের বয়েসটা খুবই কম। যে গোঁড়ামির জন্যে এস. এস.রা একদা বিখ্যাত ছিলো, স্টাইনব্রেনারের মধ্যে এখনও তার খানিকটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে। 'বিশেষ করে এখন,' ওয়েবের কথাটা পুনরাবৃত্তি করে। 'এখন আমাদের প্রয়োজন, এস. এস.দের একজন এস. এস.। আমি কি বলতে চাইছি, তুমি বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ, অন্তত তাই মনে হচ্ছে।' স্টাইনব্রেনার ফের লাল হয়ে উঠলো। ওয়েবের তার আদর্শ পুরুষ। ওয়েবেরের প্রতি তার অন্ধ ভক্তি। সে জানে, ১৯২৯ সালে পাঁচজন কমিউনিস্টকে রাত্রিবেলা বিছানা থেকে তুলে এনে আত্মীয়-পরিজনদের চোখের সামনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সেই হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছিলো বলে ওয়েবেরকে চার মাস কয়েদে কাটাতে হয়েছিলো। গেস্টাপোদের সদর দফতরে ওয়েবের কিভাবে বর্বরের মতো জেরা করে, পিতৃভূমির শত্রুদের প্রতি সে কতোটা নির্দয়—সে সমস্ত কাহিনীও স্টাইনব্রেনারের জানা। তার একটি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, তার আদর্শ মানুষটির মতো হয়ে ওঠা।

'ভালোমতো খোঁজখবর না নিয়েই অনেককে এস. এস. বাহিনীতে নেওয়া হয়েছিলো,' ওয়েবের বললো। 'এবারে শুরু হচ্ছে পরীক্ষা। শ্রেণী বলতে কি বোঝায়, তা আমরা এবারে দেখতে পাবো। এখানে কয়েক ডজন সৎ এস. এস. আছে। আজ রাত সাড়ে-আটটায় এখানে এসো। তখন আরও আলোচনা করা যাবে।'

স্টাইনব্রেনার খুশিমনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওয়েবের টেবিলটার চারদিকে পায়চারি করতে করতে মৃদু হাসে। আরও একজন হলো, ভাবলো সে। বহুদিন আগেই সে লক্ষ্য করেছে, নয়বায়োর নিজেকে একজন নিষ্কলঙ্ক দেবদূত হিসেবে প্রমাণ করে পুরো দোষটা ওয়েবেরের কাঁধে চাপিয়ে

দিতে চায়।

বিকেল তিনটের সময় লাউডস্পিকারযোগে বিশজন কয়েদীর নাম ঘোষণা করা হলো—দশ মিনিটের মধ্যে এদের সকলকে ফটকের কাছে জড়ো হতে হবে। এরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক বন্দী। নির্দেশটা ফের ঘোষণা করা হলো, কিন্তু কেউই তা মানলো না—শিবিরে এই প্রথম খোলাখুলিভাবে নির্দেশ অমান্য করা হলো। কিছুক্ষণ বাদে সমস্ত বন্দীদেরই হাজিরার মাঠে উপস্থিত হবার হুকুম দেওয়া হলো। হাজিরার মাঠে বন্দীদের মুড়িয়ে দেওয়া সহজ। ওয়েবেরের ইচ্ছে ছিলো মেশিনগান চালাবার, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি নয়বায়োরের বিরোধীতা করার সাহস তার হলো না। শিবিরের গোপন সংস্থা সকলকে ছাউনির ভেতরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলো। অফিসের মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছিলো, হুকুমটা শুধুমাত্র ওয়েবেরের—নয়বায়োরের নয়। লাউডস্পিকার যোগে ওয়েবের এবারে ঘোষণা করলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত কয়েদীরা হাজিরার মাঠে উপস্থিত না হবে এবং ওই বিশজনকে তাদের হাতে তুলে না দেবে, ততোক্ষণ অব্দি শিবিরে কোনো রকম খাদ্য সরবরাহ করা হবে না।

চারটের সময় নয়বায়োরের কাছ থেকে নির্দেশ এলো, ক্যাম্প সিনিয়ারদের অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। এবারে নির্দেশটা পালন করা হলো। আধঘণ্টা বাদে তারা ফিরে এসে জানালো, নয়বায়োর চালান পাঠাবার নির্দেশটা তাদের দেখিয়েছেন। একঘণ্টার মধ্যে দু হাজার কয়েদীকে শিবির ছেড়ে চলে যেতে হবে। নয়বায়োর জানিয়েছেন, নির্দেশটা উনি আগামী কাল সকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখতে প্রস্তুত। শিবিরের গোপন সংস্থা এবারে এস এস. ডাক্তার হফমানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করালো যাতে তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে নয়বায়োরের মাধ্যমে বিশজন রাজনৈতিক বন্দীর ওপরে জারি করা ফতোয়াটাও আগামীকাল সকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখেন এবং নাম ডাকার নির্দেশটা বাতিল করে দেন। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই শিবিরে খাদ্য সরবরাহ না করার আদেশটাও বাতিল হয়ে যাবে। হফমান তক্ষুণি নয়বায়োরের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন। স্থির করা হলো, আগামীকাল সকালে চালানে পাঠাবার জন্যে কোনো পরিস্থিতিতেই কাউকে হাজির করা হবে না। কয়েদীদের বলা হলো, তারা যেন হাজিরার মাঠ এড়িয়ে ছাউনি বা শিবিরের পথে-ঘাটে পালিয়ে থাকে। ক্যাম্পের পুলিসবাহিনী—ওরা নিজেরাও কয়েদী—কথা দিলো, এ বিষয়ে ওদের সহায়তা পাওয়া যাবে। অনুমান করে নেওয়া হলো, সামান্য

কয়েক ডজন ব্যতিক্রম বাদে এস. এস.রাও এ ব্যাপারে হুকুম তামিল করতে খুব একটা উৎসাহী হবে না। এ খবরটা পাওয়া গেলো এস. এস. স্কোয়াড লিডার বাইদেরের মাধ্যমে—যার ওপরে যথেষ্ট আস্থা রাখা চলে।

'হফমান কি এখনও নয়বায়োরের কাছে রয়েছে?' প্রশ্ন করলো ভের্নের।

'হ্যাঁ।'

'ও যদি কিছু করতে না পারে, তাহলে আমাদেরই সব করতে হবে।'

'গায়ের জোরে?'

'খানিকটা তাই। তবে আসছে কাল সকালের আগে নয়। আসছে কাল আমরা আজকের তুলনায় দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবো।'

'ঠিক আছে, হের ডক্টর। তাহলে দায়িত্বটা আমি নেবো।' অপসৃয়মান হফমানের দিকে তাকিয়ে মৃদু শিস দিলেন নয়বায়োর। তাহলে তুমিও পথে এসেছো, ভাবলেন উনি। ভালোই, সংখ্যাটা যতো বাড়ে ততোই মঙ্গল। চালান পাঠাবার নির্দেশটা সযত্নে ব্যক্তিগত ব্রিফকেসে গুছিয়ে রেখে নয়বায়োর তাঁর ছোট্ট টাইপরাইটারে চালান পাঠাবার নির্দেশটা স্থগিত রাখার হুকুম টাইপ করে নিলেন। তারপর শিবিরে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ রাখার ব্যাপারে ওয়েবেরের নির্দেশ বাতিল করে, রাতে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করার নতুন একটা নির্দেশ ধীরেসুস্থে টাইপ করে নিলেন। এগুলো সবই ছোটখাটো জিনিস, কিন্তু যথেষ্ট মূল্যবান।

'এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে,' প্রহরীবিহীন মেশিনগান মিনারগুলোর দিকে তাকিয়ে বুশের বললো। আগেও এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা গেছে—কিন্তু তা শুধু স্বল্প সময়ের জন্যে এবং শুধুমাত্র ছোটো শিবিরের ক্ষেত্রে। এখন কোথাও কোনো পাহারাদার দেখা যাচ্ছে না।

'হয়তো ওরা ইতিমধ্যেই শিবির ছেড়ে চলে গেছে।'

'না। লেবেনথাল খবর পেয়েছে, ওরা এখনও আছে।'

কয়েদীরা প্রতীক্ষার প্রহর কাটায়। প্রহরীদের দেখা মেলে না। খাবার আসে। খাদ্যবাহকরা জানায়, এস. এস.রা এখনও আছে—তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তারা শিবির ছেড়ে চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। হাতে হাতে খাবার বিলি করা শুরু হয়। সামান্য একটু হুড়োহুড়ি। ৫০৯ চিৎকার করে বলে, 'অনেক খাবার আছে! প্রতিদিনের চাইতে অনেক বেশি! প্রত্যেকেই

কিছু না কিছু পাবে।'

'দেখেছো কাণ্ড!' আহাসফের অবাক হয়ে বলে, 'সুরুয়াতে আলুও রয়েছে! এ যে অলৌকিক ব্যাপার!'

সুরুয়াটা স্বাভাবিকের তুলনায় যথেষ্ট ঘন, পরিমাণটাও প্রায় দ্বিগুণ। রুটির বরাদ্দও দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এটাও অনেক কম, কিন্তু ছোটো শিবিরে এমন ঘটনার কথা কেউ কখনও শোনেনি। 'নয়বায়োর নিজে হেঁসেলের তদারকি করছিলেন,' বুশের বললো। 'আমি এখানে এসে থেকে এমন ঘটনা এই প্রথম দেখলাম।'

'উনি নিজের দোষ ঢাকার ছুতো খুঁজছেন।'

লেবেনথাল ঘাড় নেড়ে সায় জানায়, 'আমরা যতোটা বোবা হয়ে থাকি, ওরা আমাদের তার চাইতেও বেশি বোবা বলে মনে করে।'

ওরা প্রত্যেকেই উত্তেজিত আর ক্লান্ত। প্রত্যেকেই কথা বলে, কিন্তু কে কি বলছে তা প্রায় কেউই শোনে না। বুশের আস্তে আস্তে হাজিরার মাঠটা পেরিয়ে মেয়েদের শিবিরের বেষ্টনীটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বেষ্টনীটার গায়ে হেলান দিয়ে ডাকে, 'রুথ—'

বেষ্টনীর ওধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুথ। অস্তগামী সূর্যের আলোয় ওর মুখ-খানাকে যেন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলে মনে হয়।

বুশের বলে, 'ছাখো রুথ, আমরা কেমন খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি! অন্তত এখন, এই একবারের জন্যে, আমাদের মনে কোনো উদ্বেগ নেই।'

রুথ ঘাড় নেড়ে সায় জানায়। ওর মুখে এক টুকরো স্মিত হাসি ফুটে ওঠে, 'হ্যাঁ, এই প্রথম।'

'মনে হচ্ছে, এটা যেন একটা বাগানের বেষ্টনী। এটার গায়ে হেলান দিয়ে আমরা দুজনে দুজনার সঙ্গে কথা বলতে পারি। নির্ভয়ে।'

কিন্তু আসলে ওরা নির্ভয় নয়। প্রতি মুহূর্তেই ওরা পেছনে ফিরে ফিরে তাকায়, চোখ বুলিয়ে নেয় নজরদারহীন নজর-মিনারগুলোর দিকে। আসলে ভয়টা ওদের মনের গভীরে শিকড় মেলে রেখেছে। ওরা নিজেরাও তা জানে। এবং এ কথাও জানে যে, এই ভয়কে ওদের জয় করে নিতে হবে। ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে এবং দুজনেই অন্যজনের চাইতে বেশিক্ষণ ধরে এধার-ওধারে না তাকিয়ে থাকতে চেষ্টা করে।

আস্তে আস্তে অন্য সকলেই ওদের অনুকরণ করতে শুরু করে। যাদের ক্ষমতা আছে, তারা হেঁটে চলে বেড়ায়। কেউ কেউ বেষ্টনীটার একেবারে কাছাকাছি

এগিয়ে যায়—এতো কাছে যে প্রহরীরা দেখতে পেলেই ওদের গুলি করতো। ব্যাপারটা নেহাতই ছেলেমানুষী, কিন্তু এতেই যেন একটা আশ্চর্য তৃপ্তি অনুভব করে ওরা।

ক্রমে অস্তগামী সূর্যের লাল আভাটুকু ম্লান হয়ে যায়। নীল ছায়া ছড়িয়ে পড়ে উপত্যকা আর উঁচুনিচু পাহাড়গুলোতে। প্রহরীরা তখনও ফেরেনি। রাত গাঢ়তর হয়। বোলতে সন্ধ্যার হাজিরা নিতে আসে না। লিউইনস্কি খবর নিয়ে আসে, এস. এস.দের শিবিরে প্রচণ্ড তৎপরতা আর গুঞ্জন চলেছে। আশা করা যাচ্ছে, দু-একদিনের মধ্যে অ্যামেরিকানরা এখানে এসে পড়বে। আগামী কাল শিবির থেকে কোনো চালান যাবে না। নয়বায়োর গাড়ি নিয়ে শহরে চলে গেছেন। লিউইনস্কি দাঁত বের করে হাসে, 'আর দেরী নেই!' ছোটো শিবিরে লুকিয়ে রাখা তিনজন কয়েদীকে নিয়ে সে নিজের ছাউনিতে ফিরে যায়। রাত্রিটা ভীষণ শান্ত-নিস্পন্দ হয়ে ওঠে। অনন্ত, আর নক্ষত্রময় রাত।

২৪

ভোরের দিকে হৈচৈ গোলমাল শুরু হলো। ৫০৯ প্রথমে চিৎকারটা শুনতে পেলো। স্তব্ধতা পেরিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছিলো চিৎকারটা। ওটা কোনো অত্যাচারপীড়িত মানুষের চিৎকার নয়, একদল পানোন্মত্ত মানুষের অর্থহীন চেঁচামেচি। তারপর শোনা গেলো গুলির আওয়াজ। জামার তলায় লুকিয়ে রাখা রিভলভারটা একবার হাত দিয়ে অনুভব করে নিলো ৫০৯। তারপর শব্দ শুনে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো শুধুমাত্র এস. এস.রাই গুলি চালাচ্ছে, না কি ভের্নেরের লোকজনও ইতিমধ্যে তার জবাব দিতে শুরু করেছে। একগাদা লাশের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ৫০৯ ছোটো শিবিরের প্রবেশপথের দিকে নজর মেলে রাখলো। হঠাৎ চিৎকার আর গোলাগুলির আওয়াজটা আরও কাছে এগিয়ে এলো। মেশিনগান থেকে বেরিয়ে আসা রক্তিম বিস্ফোরণগুলোও দেখতে পেলো ৫০৯। চতুর্দিকে গুলি ছুটছে। শিবিরের বড়ো রাস্তাটা ধরে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে আধ ডজন এস. এস.। দু ধারের ছাউনিগুলোতেই গুলি ছুঁড়ছে ওরা। মাঝে মধ্যে দু-একটা বিক্ষিপ্ত বুলেট মৃদু শব্দ তুলে গেঁথে যাচ্ছে লাশের স্তূপে। দু ধারেই ভয়ার্ত পাখির মতো উঠে দাঁড়িয়েছে অসহায় কয়েদীর দল। উদ্দেশ্যবিহীন মানুষের মতো এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। 'শুয়ে পড়ো!' ৫০৯ চিৎকার করে বললো, 'মড়ার মতো পড়ে থাকো! নড়ো না!' কেউ কেউ ওর কথাটা শুনতে পেয়ে শুয়ে

পড়লো। বাকিরা টালমাটাল পায়ে নিজেদের ছাউনির দিকে এগিয়ে গিয়ে, দরজার কাছে ভিড়ের জটলায় আটকে পড়লো। এস. এস.দের দলটা তখন শৌচাগার পেরিয়ে ছোটো শিবিরের দিকে এগিয়ে আসছে। আবছা অন্ধকারে ওদের অস্পষ্ট শরীর আর রিভলভারের ঝলকানিতে ওদের বিকৃত মুখগুলোকে দেখতে পেলো ৫০৯। 'এদিকে—এই কাঠের ছাউনিগুলোর দিকে এসো!' একজন চিৎকার করে বললো, 'ভায়ারা বোধ হয় ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে! এসো, ওদের গরম করে তোলা যাক!'

'এসো, স্টাইনব্রেনার। পাত্রগুলো নিয়ে এসো!' ৫০৯ ওয়েবেরের কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলো।

স্টাইনব্রেনার চিৎকার করে বললো, 'ওই ছাখো, দরজার কাছে কয়েকজন জড়ো হয়ে রয়েছে!'

টমিগানগুলো গুলি উগরে দিলো। আস্তে আস্তে লুটিয়ে পড়লো দরজার কাছে জড়ো হয়ে থাকা মানুষগুলো।

'চমৎকার! এসো, এবারে শুরু করা যাক!'

৫০৯ জল গড়াবার মতো শব্দ শুনতে পেলো। আবছা অন্ধকারে সে দেখতে পেলো, ওরা কতকগুলো পাত্র থেকে কি একটা তরল পদার্থ যেন ছাউনিগুলোর দেয়ালে ছড়িয়ে দিচ্ছে। পরক্ষণেই গ্যাসোলিনের গন্ধ পেলো সে।

ওয়েবের আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বিদায় উৎসব পালন করছে। মাঝরাতে শিবির ছেড়ে যাবার হুকুম আসায় অধিকাংশ এস. এস.ই এখান থেকে কুচকাওয়াজ করে চলে গেছে। কিন্তু অমন নিরামিষভাবে চলে যাওয়াটা ওয়েবের এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মনঃপূত হয়নি। তাই ওরা ঠিক করেছিলো, শেষবারের মতো ওরা একবার শিবিরে হানা দেবে। এবং এমন এক দৃশ্য পেছনে রেখে যাবে যা বহুদিন অব্দি সবার মনে থাকবে।

'আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো!' উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো স্টাইনব্রেনার।

একটা দেশলাই-কাঠি জ্বলে উঠলো। তারপর একটা পুরো বাক্স। দেশলাইয়ের উজ্জ্বল রক্তিম শিখাটা থেকে ক্ষীণ একটা নীলাভ দ্যুতি জমির ওপর দিয়ে, ছাউনির দেয়াল বেয়ে, সমস্ত ছাদে ছড়িয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে ছাদটা হয়ে উঠলো যেন একটা কমলা রঙের জলন্ত হৃৎপিণ্ড। ছাউনির দরজাটা সপাটে খুলে যেতেই ওয়েবের নির্দেশ দিলো, 'ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এলেই গুলি চালাবে!'

ওয়েবেরের বগলের তলায় একটা টমিগান। একটা ছায়ামূর্তি ছাউনির দরজার কাছে এগিয়ে এসেই পেছনে হেলে পড়লো। বুশের, ভাবলো ৫০৯। কিংবা আহাসফের। ওরা দরজার একেবারে কাছাকাছি ঘুমোয়। একজন এস. এস. সামনের দিকে ছুটে গিয়ে লোকগুলোকে ভেতরে ঠেলে দিলো। তারপর দরজাটা ফের টেনে দিয়ে আবার পেছনে চলে এলো। 'এবারে শুরু হোক খরগোশ শিকার!' চিৎকার করে বললো একজন। আগুনের লেলিহান শিখা উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। এস. এস.দের উল্লসিত চিৎকারে বন্দীদের আর্তচিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। পাশের ছাউনির দরজাটা খুলে যায়, হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে আসে ভেতরের মানুষগুলো। গুলি ছোটে। একজনও পালাতে পারে না। কিলবিলে মাকড়সার মতো স্তূপীকৃত হয়ে দরজার কাছে পড়ে থাকে সকলে।

প্রথমটাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের মতো পড়ে ছিলো ৫০৯। এবারে সে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়। জ্বলন্ত আগুনের পটভূমিতে এস. এস.দের ছায়া-মূর্তিগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পায় সে। দু পা দু ধারে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়েবের। আস্তে...আস্তে—ভাবে ৫০৯। অথচ তার সমস্ত সত্তা থরথর করে কাঁপে। আস্তে আস্তে সে জামার ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করে। এস. এস.দের উল্লাসধ্বনি আর আগুনের হিসহিসে গর্জনের মাঝখানে সংক্ষিপ্ত স্তব্ধতাটুকুতে কয়েদীদের এক তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পায় সে। এক উচ্চকিত, অমানুষিক চিৎকার। কোনো কিছু চিন্তা না করেই ওয়েবেরের পেছন দিকটাতে লক্ষ্য স্থির করে রিভলভারের ঘোড়া টিপে দেয় ৫০৯।

অন্য গোলাগুলির শব্দে ৫০৯ নিজের রিভলভার থেকে গুলি ছোটার শব্দ শুনতে পায়নি। ওয়েবেরকে সে লুটিয়ে পড়তেও দেখেনি। আচমকা তার মনে হয়, গুলি ছোটার সময় নিজের হাতে রিভলভারের মৃদু ধাক্কাটা সে অনুভব করেনি। ৫০৯-এর হৃৎপিণ্ডে যেন হাতুড়ির আঘাত এসে পড়ে। তার রিভলভার থেকে গুলি ছোটেনি।...৫০৯ বুঝতে পারে না, সে তার ঠোঁটটা ক্রমাগত কামড়ে চলেছে। অক্ষমতার স্রোত রাত্রির মতো তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে—ওই অন্ধকার কুয়াশায় যাতে ডুবে যেতে না হয়, তাই সে কামড়ে চলেছে নিজের ঠোঁটটাকে। হয়তো ভিজে গিয়েছিলো অস্ত্রটা, তাই অকেজো হয়ে গেছে। অশ্রু, লবণ, ক্রোধ...একটা শেষ প্রচেষ্টা। তারপরেই পরম স্বস্তি—৫০৯ বুঝতে পারে, তার রিভলভারের সেফটি ক্যাচটাই খোলেনি।

৫০৯-এর ভাগ্যটা ভালো। এস. এস.দের মধ্যে কেউই ইতিমধ্যে পেছনে ঘুরে তাকায়নি। এদিক থেকে কিছু ঘটার আশঙ্কাই ওরা করেনি। ৫০৯

অস্ত্রটাকে নিজের চোখের কাছে তুলে ধরে। আগুনের কেঁপে কেঁপে ওঠা আভায় সে দেখে নেয়, এবারে সেফটি ক্যাচটা খোলা হয়েছে। হাত দুটো এখনও কাঁপছে। লাশের স্তূপের ওপরে ঝুঁকে, ওদের ওপরে হাতের ভর রেখে দু হাতে লক্ষ্য স্থির করে নেয় সে। মাত্র দশ পা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়েবের। ৫০৯ কয়েকবার আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নেয়, তারপর দম বন্ধ করে আস্তে করে টিপে দেয় আঙুলটা।

অন্য গুলিগোলার শব্দে তার গুলিটার আওয়াজ চাপা পড়ে যায়, কিন্তু নিজের হাতে রিভলভারটার ধাক্কা স্পষ্ট অনুভব করে ৫০৯। ফের একবার গুলি করে সে। ওয়েবের সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে যেন পরম বিস্ময়ে আধ পাক ঘুরে যায়, তারপরেই তার হাঁটু দুটো অবশ হয়ে ওঠে। ৫০৯ তখনও গুলি চালিয়ে যায়। বগলের নিচে টমিগান চেপে রাখা পাশের এস. এস.টাকে লক্ষ্য করেও গুলি চালায় সে। গুলি ফুরিয়ে যাবার পরেও বহুক্ষণ ধরে সে রিভলভারের ঘোড়া টিপে যায়। এস. এস.টা কিন্তু লুটিয়ে পড়ে না। মুহূর্তের জন্যে নিস্তেজ হাতে রিভলভারটা নিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ৫০৯। সে আশা করছিলো ওই মুহূর্তেই তার দিকে গুলি ছুটে আসবে। কিন্তু চতুর্দিকের বিভ্রান্তির মধ্যে কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। তাই ফের সে লাশগুলোর আড়ালে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন এস. এস. ওয়েবেরকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'এ কি! কি হয়েছে, স্টর্ম লিডার?'

'ওঁর চোট লেগেছে!'

'কি করে লাগলো? কে লাগালো?'

ছুটকো গুলি ছাড়া অন্য কোনোভাবে যে ওয়েবেরের চোট লাগতে পারে, এ কথা ওদের মনেই হয়নি।

'কোন্ বুদ্ধু এভাবে...'

ফের গুলির শব্দ শোনা যায়। এবারে শ্রমিক-শিবিরের দিক থেকে ভেসে আসে শব্দটা। একজন এস. এস. চিৎকার করে বলে, 'অ্যামেরিকানরা এসে গেছে! পালাও!'

স্টাইনব্রেনার শৌচাগারের দিকে গুলি চালায়।

'পালাও! ডান দিকে! জলদি!'

'কিন্তু স্টর্ম লিডার!'

'ওঁকে আমরা টেনে নেবো কি করে?'

শৌচাগারের দিক থেকে গুলিগোলার ঝলকানি আরও কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। 'পালাও, পালাও! জলদি!'

এস. এস.রা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে জলন্ত ছাউনিটাকে পাক খেয়ে ছুটে পালায়। ৫০৯ উঠে দাঁড়ায়। তারপর টলতে টলতে গিয়ে ছাউনিটার দরজা খুলে দেয়। 'বেরিয়ে এসো! ওরা চলে গেছে!'

'কিন্তু ওরা তো এখনও গুলি ছুঁড়ছে—'

'ওগুলো আমাদের গুলি। বেরোও!'

দরজার কাছে জমে থাকা লাশগুলোতে হোঁচট খেয়ে ভেতর থেকে লোক বেরুতে থাকে। ৫০৯ দ্রুত এগিয়ে যায়। ক বিভাগের দরজায় ইতিমধ্যেই আগুন ধরে গেছে। ৫০৯ দরজাটার কাছে এগুতে না পেরে ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকে। পরক্ষণেই ছাদ থেকে একখণ্ড জলন্ত কাঠ সশব্দে তার কাঁধে এসে পড়ে। ৫০৯ উঠতে চেষ্টা করে, পারে না। যেন অনেক দূর থেকে অসংখ্য মানুষের এক জনতাকে দেখতে পায় সে। ওরা কেউই এস. এস. নয়—প্রত্যেকেই কয়েদী। অন্য কয়েদীদের ওরা বয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে, তার দেহে হোঁচট খাচ্ছে। কোনো-ক্রমে গুঁড়ি মেরে সরে যায় ৫০৯। দেহে আর এক বিন্দুও শক্তি নেই। কিন্তু সে কারুর পথ জুড়ে থাকতে চায় না। ওই এস. এস.টার গায়ে সে গুলি লাগাতে পারেনি। হয়তো ওয়েবেরকেও ঠিকমতো মারতে পারেনি। গুলিগুলো বৃথাই গেছে। সে সম্পূর্ণ বিফল—কোনো কর্মের নয়। ৫০৯ গুঁড়ি মেরে এগুতে থাকে। ওই যে লাশের স্তূপটা। ওটাই তার সত্যিকারের জায়গা, ওখানেই তার থাকা উচিত। বুশের মরে গেছে। আহাসফেরও নেই। রিভলভারটা বুশেরকেই দেওয়া উচিত ছিলো। তাহলেই বরং কাজ হতো। কিন্তু এখন আর ভেবে কি লাভ? ...কোথায় যেন ব্যথা হচ্ছে। বুকে হাত বুলিয়ে হাতটা তুলে ধরে ৫০৯। রক্ত। কিন্তু রক্ত দেখেও তার মনে কোনো ছাপ পড়ে না। সে যেন আর তার মধ্যে নেই। শুধু বাইরে আগুনের উত্তাপটুকু অনুভব করে সে, শুনতে পায় অসংখ্য মানুষের দূরাগত চিৎকার। তারপর তাও মিলিয়ে যায়।...

জ্ঞান যখন ফিরলো, ছাউনিটা তখনও জলছে। বাতাসে পোড়া কাঠ, ঝলসানো মাংস আর পচা লাশের দুর্গন্ধ। আগুনের তাপে জমে থাকা লাশগুলোতে পচন ধরেছে। বেশ কয়েক দিন ধরেই পড়ে রয়েছে লাশগুলো। চোখের সামনে অর্ধদগ্ধ মানুষগুলোকে বয়ে নিয়ে চলা কয়েদীদের মিছিল। কোথায় যেন বুশেরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ৫০৯। তাহলে বুশের মরেনি! তার মানে সব কিছু তাহলে বিফল হয়নি! চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো

৫০৯। খানিকক্ষণ বাদে সে দেখলো, তার পাশে কি যেন একটা নড়ছে। ওটা কি, তা বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো তার। ওটা ওয়েবের।

উবু হয়ে পড়ে রয়েছে ওয়েবের। ভের্নের আর তার দলবল এসে পৌঁছুবার আগেই সে কোনোমতে বুকে হেঁটে লাশের গাদাটার আড়ালে চলে এসেছে। ওরা তাকে লক্ষ্য করেনি। ওয়েবেরের একটা পা গোটানো, হাত দুটো ছড়িয়ে রয়েছে দু ধারে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের স্রোত। লোকটা এখনও জীবিত।

৫০৯ একটা হাত তুলতে চেষ্টা করলো। সে কাউকে ডাকতে চাইছিলো। কিন্তু শরীরটা বড্ড দুর্বল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ, তাই ভেতর থেকে শুধু একটা খরখরে শব্দ বেরুলো—আগুনে কাঠ ফাটার আওয়াজে চাপা পড়ে গেলো সেটুকুও।

ওয়েবের ৫০৯-এর হাতটাকে নড়তে দেখেছিলো। তারপর তার চোখ দুটো ৫০৯-এর চোখ দুটোর সঙ্গে মিলিত হলো। দুজনে তাকিয়ে রইলো দুজনের দিকে। ৫০৯ জানতো না, ওয়েবের তাকে চিনতে পেরেছে কিনা। ওয়েবেরের চোখ দুটো কি বলছে, তা-ও সে জানতো না। সে শুধু অনুভব করছিলো, ওয়েবেরের চাইতে তাকে আরও বেশিক্ষণ চোখ মেলে রাখতে হবে। আচমকা এক আশ্চর্য উপায়ে তার এই অনুভূতিটা যেন অসীম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। তার মনে হলো চিরদিন সে যা কিছু বিশ্বাস করে এসেছে, যার জন্যে এতোদিন সে লড়াই করেছে, এতো অত্যাচার সহ্য করেছে—তার সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন নির্ভর করছে ওয়েবেরের চাইতে আরও বেশিক্ষণ বেঁচে থাকার ওপরে। এ যেন এক আশ্চর্য দ্বৈরথ, এক স্বর্গীয় সিদ্ধান্ত। সে যদি ওয়েবেরের চাইতে বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারে তাহলে যা তার কাছে এতোদিন এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, যার জন্যে সে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলো তা শেষ অব্দি সূর্য-সত্য হয়ে জেগে থাকবে। এ যেন এক শেষ প্রচেষ্টা। ফের একবার তার হাতে সুযোগ তুলে দেওয়া হয়েছে—সফল তাকে হতেই হবে।

দেহের যন্ত্রণাকে সীমায়িত করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিবার ধীরেসুস্থে আর সন্তর্পণে শ্বাস নিচ্ছিলো ৫০৯। এতোক্ষণ কেউই ওদের লক্ষ্য করেনি। কাছে পিঠে লোকজনও তেমন কেউ নেই। সকলেই আরও খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে জলন্ত ছাউনিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দেয়ালগুলো অনেক জায়গাতেই ধসে পড়েছে। বহু বছরের দুঃখ-বেদনা আর হতাশা ওখানে জলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে দেয়ালে লেখা বহু নাম আর লিপি।

হঠাৎ কড়মড় শব্দে কি যেন ভেঙেচুরে পড়লো। লাফিয়ে উঠলো অসংখ্য অগ্নিশিখা। একরাশ স্ফুলিঙ্গের বৃষ্টি ছড়িয়ে ভেঙে পড়লো ছাউনির ছাদটা। ৫০৯ দেখলো, ছাদের তক্তাগুলো বাতাসে উড়ে চলেছে। যেন ভীষণ আস্তে আস্তে উড়ছে তক্তাগুলো। একটা কাঠের টুকরো লাশের গাদাটার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে একটা লাশের পায়ে ধাক্কা লেগে ওয়েবেরের ঘাড়ে এসে পড়লো। ওয়েবেরের চোখ দুটো কাঁপতে শুরু করলো। ধোঁয়া উঠতে লাগলো তার উর্দির কলার থেকে। ৫০৯ একটু ঝুঁকলেই কাঠের টুকরোটাকে ওয়েবেরের ঘাড় থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতো। অন্তত পারতো বলেই তার ধারণা। কিন্তু সে সঠিকভাবে বুঝতে পারছিলো না, তার ফুসফুস দুটো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না। হয়তো ঝুঁকলেই তার মুখ দিয়েও রক্ত বেরিয়ে আসবে। কিন্তু শুধু সেই কারণেই সে যে কাঠটা সরাবার চেষ্টা করলো না, তা নয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যেও নয়। প্রতিশোধের চাইতেও বেশি কিছু এখন বিপন্ন—তার কাছে প্রতিশোধও নেহাতই তুচ্ছ।

ওয়েবেরের হাতটা নড়ে উঠলো। মাথাটা ঝাঁকুনি তুললো। কাঠটা তখনও তার ঘাড়ে জ্বলছে, ছোটো ছোটো শিখা জেগে উঠেছে তার উর্দির কলারে। মাথাটা ফের একবার নড়ে উঠতেই কাঠের টুকরোটা সামনের দিকে পিছলে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে জ্বলতে শুরু করলো ওয়েবেরের চুলগুলো। আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠলো তার কানের চারপাশে আর সমস্ত মাথাটা জুড়ে। ৫০৯ এবারে ওর চোখ দুটো আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পেলো। অক্ষিকোটর থেকে যেন আরও ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখ দুটো। এতোটুকুও শব্দ না তুলে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এলো ওয়েবেরের মুখ থেকে। হুড়মুড় করে ছাউনিটা ভেঙে পড়ার শব্দে আর কোনো শব্দই শোনা গেলো না কোথাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়েবেরের মাথাটা কালো হয়ে গেলো। চোখ দুটো আর চোখ রইলো না—হয়ে উঠলো জেলির মতো খানিকটা থকথকে পদার্থ। তবু খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলো ৫০৯। তারপর একহাতে দেহের ভর রেখে হাতের জোরে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করলো নিজেকে। কিন্তু শরীরটাতে যেন গোটা দুনিয়ার সমস্ত বোঝা, দেহটা যেন আর তার নিয়ন্ত্রণে নেই। ৫০৯ কিছুতেই সামনে এগুতে পারলো না।

আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকে ৫০৯ নিজের হাতের একটা আঙুল ওয়েবেরের চোখে গুঁজে দিলো। কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটলো না। ওয়েবের মরে গেছে। ফের সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলো ৫০৯, কিন্তু এবারে সেটাও তার

পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। একটু আগেই সে যে আশঙ্কা করছিলো, সামনের দিকে ঝোঁকার ফলে এবারে সেটাই সত্যি হয়ে উঠলো—অতি সহজে আর বিনা যন্ত্রণায় ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। যেন পৃথিবীর বুক থেকে উঠে আসা শান্ত ঝর্ণার মতো তার রক্তস্রোত ঝরে পড়লো ওয়েবেরের মাথায়। ৫০৯ তাকে থামাবার কোনো চেষ্টা করলো না। তার হাত দুটো অবশ হয়ে উঠলো। ধোঁয়ার আড়ালে ছাউনির পটভূমিকায় সে আহাসফেরের দানবের মতো দেহরেখাটাকে দেখতে পেলো। তাহলে আহাসফেরও মরেনি—তখনও ভাবলো ৫০৯। তারপরেই এতোদিন যে পৃথিবীটা তার ভার বহন করে এসেছে, সেটা একটা পাঁকে-ভরা পুকুর হয়ে উঠলো আর ৫০৯ নিঃশেষে ডুবে গেলো তার মধ্যে।

·

এক ঘণ্টা বাদে ওরা তাকে খুঁজে পেলো। প্রথম দিককার প্রচণ্ড উত্তেজনা থিতিয়ে আসার পর ওরা তাকে খুঁজতে শুরু করেছিলো। শেষ পর্যন্ত বুশের ফের একবার ছাউনির কাছটা দেখতে এসে লাশের গাদার পেছনে তাকে খুঁজে পায়। লিউইনস্কি আর ভের্নেরকে এগিয়ে আসতে দেখে সে বললো, '৫০৯ মারা গেছে। গুলিতে। ওয়েবেরও তাই। দুজনেই ওখানে পড়ে রয়েছে।'

'গুলিতে? ও কি বাইরে ছিলো?'

'হ্যাঁ। তখন ও বাইরেই ছিলো।'

'রিভলভারটা কি ওর সঙ্গে ছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'আর ওয়েবেরও মরেছে? তাহলে ও-ই ওয়েবেরকে গুলি করেছিলো,' বললো লিউইনস্কি।

ওরা তাকে তুলে এনে সোজা করে শুইয়ে দিলো। তারপর উলটে দিলো ওয়েবেরের দেহটাকে।

'হ্যাঁ, দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। দুবার ওর পিঠে গুলি চালানো হয়েছে।' এধার-ওধারে তাকিয়ে ৫০৯-এর রিভলভারটা দেখতে পেয়ে তুলে নিলো ভের্নের। 'খালি। তার মানে ৫০৯ এটা কাজে লাগিয়েছে।'

'ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে,' বললো বুশের।

'কোথায় নেবে? সমস্ত জায়গাটা লাশে গিজগিজ করছে। সত্তরজনের বেশি আগুনে পুড়েছে। আহত হয়েছে একশোরও বেশি। একটু জায়গা না করা অব্দি ওকে এখানেই থাকতে দাও।' অন্যমনস্কভাবে ভের্নের বললো, 'ট্রাকগুলো আনার

জন্যে লোক দরকার। চলে এসো, লিউইনস্কি।'

ওরা এগিয়ে গেলো। লিউইনস্কি ফের একবার পেছনে ফিরে তাকালো। তারপর অনুসরণ করলো ভের্নেরকে। শুধু বুশের দাঁড়িয়েই রইলো।

গুপ্ত সংগঠনের নেতারা দ্রুত শিবিরের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিলো। দুপুরের মধ্যেই দেখা গেলো, রসুইখানায় কাজকর্ম চলছে। পাছে এস. এস.রা ফিরে আসার চেষ্টা করে, তাই সশস্ত্র কয়েদীরা ফটকগুলোর সামনে জায়গা নিয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত ছাউনি থেকে বাছাই করা লোকদের নিয়ে গঠিত এক কার্য-নির্বাহী সমিতি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আনার জন্যেও একটা দল গড়ে নেওয়া হলো।

'এবারে তোমার জায়গায় আমি কাজে লাগবো,' কে একজন ব্যার্গারকে বললো।

ব্যার্গার চোখ তুলে তাকালো। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'একটা ইনজেকশন—নইলে আর পারছি না।'

'আমি খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছি,' লোকটা বললো। 'এবারে আমি তোমাকে বিশ্রাম দেবো।'

'অনুভূতি লোপ করানোর ওষুধ আমাদের আর নেই বললেই চলে। অথচ ভীষণ দরকার। হাসপাতাল থেকে ওটা নিয়ে আসার জন্যে যাকে পাঠানো হয়েছিলো, সে কি ফিরেছে?'

চেক বিভাগীয় বন্দী অধ্যাপক সোবোদা মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতিটা বুঝে ফেললো। মৃতের মতো ক্লান্ত একটা যন্ত্রমানুষ যন্ত্রের মতোই ক্রমাগত পরিশ্রম করে চলেছে। এবারে একটু উঁচু গলায় সে বললে, 'তুমি এখন যাও, গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ব্যার্গারের লাল চোখ দুটো পিটপিটিয়ে উঠলো। তারপর আগুনে ঝলসে অঙ্গার হয়ে ওঠা শরীরটার দিকে ফের ঝুঁকে দাঁড়ালো সে।

'যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গে!' সোবোদা ব্যার্গারের হাত ধরে টানলো, 'আমি তোমার জায়গায় কাজ করবো। তোমার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।'

'ঘুম?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।…কিন্তু ছাউনিটা…' মুহূর্তের জন্যে ব্যার্গারের হুঁস ফিরে এলো, 'ছাউনিটা একেবারে পুড়ে ধসে গেছে।'

'পোশাক-বিভাগে যাও। ওখানে আমাদের জন্যে কয়েকটা বিছানা পেতে রাখা হয়েছে। ওখানে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। কয়েক ঘণ্টা বাদেই আমি গিয়ে তোমাকে ডেকে তুলবো।'

'ঘণ্টা ? একবার শুয়ে পড়লে আমি আর জন্মেও উঠবো না। এখনও আমাকে কয়েকটা…আমার ছাউনি…আমাকে এখনও…'

সোবোদা একজনকে সাহায্যের জন্যে হাত নেড়ে ডাকলো, 'একে পোশাক-বিভাগে নিয়ে যাও। ওখানে ডাক্তারদের জন্যে কয়েকটা বিছানা তৈরি করে রাখা হয়েছে!'

লোকটা ব্যার্গারের হাত ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে চললো। ব্যার্গার আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শুধু বললো, '৫০৯…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ৫০৯ ঠিক আছে,' সোবোদা কিছু না বুঝেই বললো', 'সবই ঠিক ঠিক চমৎকার।'

বাইরের বাতাস যেন একটা তীব্র জলস্রোতের মতো ব্যার্গারকে আঘাত করলো। টালমাটাল হয়ে সে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়ালো। 'হে ঈশ্বর, আমি অপারেশন করছিলাম!'

'হ্যাঁ, করছিলে বইকি,' সাহায্যকারী লোকটা ব্যার্গারের দিকে তাকালো।

'আমি অপারেশন করছিলাম!' ফের বললো ব্যার্গার।

'অবশ্যই! প্রথমে কয়েকজনের আঘাতে পট্টি বেঁধে দিলে, তারপরেই হঠাৎ ছুরিটা তুলে নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে শুরু করলে। মাঝে দুবার তোমাকে শুধু দুটো ইনজেকশন আর চার পেয়ালা কোকো দেওয়া হয়েছিলো।'

'কোকো?'

'হ্যাঁ—ওই বেজন্মাগুলো নিজেদের জন্যে রেখে দিয়েছিলো। কোকো, মাখন—আরও কতো কিছু রেখেছিলো, কে জানে!'

'অপারেশন! আমি সত্যি সত্যি অপারেশনই করেছি!'

'হ্যাঁ—আর কি সুন্দর অপারেশনই না করেছো! নিজের চোখে না দেখলে, আমি হয়তো কোনোদিনই বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন কয়েকটা ঘণ্টা তোমাকে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে হবে। সত্যিকারের বিছানা—কোনো এক স্কোয়াড লিডারের। এসো…'

'অথচ আমি ভেবেছিলাম…'

'কি?'

'ভেবেছিলাম আমি আর কোনোদিনও অপারেশন করতে পারবো না।'

ব্যার্গার নিজের হাত দুটোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো, 'হ্যাঁ···ঘুম···'

বিকেলের দিকে হঠাৎ আকাশে একটা উড়ো জাহাজ দেখা গেলো। শহরের পেছন দিকে নিচু হয়ে ভেসে বেড়ানো মেঘের আড়াল থেকে আচমকা বেরিয়ে এলো বিমানটা। সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে উঠলো।

'হাজিরার মাঠে চলো! যারা নড়তে-চড়তে পারো, সবাই মিলে হাজিরার মাঠে চলো!'

আরও দুটো বিমান মেঘের আড়াল থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে এসে প্রথম বিমানটাকে অনুসরণ করে চক্কর মারতে লাগলো। দ্রুত এগিয়ে আসছিলো ওরা। হাজার হাজার মুখ অসীম আগ্রহে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। নেতা গোছের কয়েদীরা শ্রমিক শিবির থেকেও বেশ কয়েক জনকে হাজিরার মাঠে নিয়ে এসেছিলো। সবাই মিলে দুটো দীর্ঘ রেখায় একটা বিশাল ক্রুশের মতো আকৃতি সৃষ্টি করে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। লিউইনস্কি এস. এস.দের ছাউনি থেকে কতকগুলো বিছানার চাদর নিয়ে এসেছিলো। ক্রুশের প্রতিটি প্রান্তে দাঁড়ানো কয়েদীরা চারজনে মিলে এক একটা চাদর আঁকড়ে ধরে নাড়তে লাগলো প্রাণপণে। বিমানগুলো এবারে ঠিক শিবিরের ওপরে এসে চক্কর মারতে মারতে ক্রমশ নিচের দিকে নামতে লাগলো।

'ছাখো, ছাখো!' কে একজন চিৎকার করে বললো, 'ওদের ডানাগুলোকে লক্ষ্য করো! ওরা আবার সেই কাণ্ডটা করছে!'

কয়েদীরা তখনও চাদর নাড়ছে। হাত নাড়ছে। এঞ্জিনের গর্জনের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। অনেকে গায়ের জ্যাকেট খুলেও মাথার ওপরে ঘোরাচ্ছে। বিমানগুলো আরও নিচে নেমে এলো। ফের একবার ডানা নেড়ে সংকেত জানালো। তারপর উধাও হয়ে গেলো কোথায়।

জনতা তখনও উচ্ছ্বসিত। মাঝে মাঝেই ওরা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। একজন বললো, 'গত যুদ্ধের পরে বিদেশ থেকে শুয়োরের মাংস পাঠানো হয়েছিলো···'

তারপরেই রাস্তা ধরে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে নাক গুঁজে এগিয়ে আসা প্রথম অ্যামেরিকান ট্যাঙ্কটাকে আচমকা দেখতে পেলো ওরা।

২৫

বাগান জুড়ে রুপোলি আলো। বাতাসে ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধ। দক্ষিণের

দেয়াল বরাবর ফলের গাছগুলোকে দেখে মনে হয় যেন গোলাপী আর সাদা প্রজাপতির একখণ্ড মেঘ গাছগুলোকে ঢেকে রেখেছে।

আলফ্রেদ আগে আগে হাঁটছিলো। তার পেছন পেছন আরও তিনজন। নিঃশব্দে হাঁটছিলো ওরা। আলফ্রেদ আঙুল তুলে ছাউনিটাকে দেখাতেই অ্যামেরিকান তিনজন নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়লো। এক ধাক্কায় ছাউনির দরজাটা খুলে আলফ্রেদ বললো, 'বেরিয়ে এসো, নয়বায়োর!'

'কে?' ভেতরের উষ্ণ-অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ঘোঁতঘোঁত করে জবাব দিলো, 'কে ওখানে?'

'বেরিয়ে এসো!'

'কি? কে তুমি ··আলফ্রেদ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'নিকুচি করেছে! একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একগাদা আজেবাজে স্বপ্ন দেখলাম!' নয়বায়োর গলাটা সাফ করে নিলেন, 'তুমি কি আমাকে 'বেরিয়ে এসো' বললে?'

একজন অ্যামেরিকান নিঃশব্দে আলফ্রেদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বোতাম টিপতেই টর্চের আলো ঠিকরে উঠলো, 'হাত তোলো! বেরিয়ে এসো!'

আলোর ফ্যাকাশে বৃত্তে দেখা গেলো, অর্ধেক পোশাক পরিহিত অবস্থায় নয়বায়োর একটা ক্যাম্প-খাটে বসে আছেন। চোখ পিটপিটিয়ে উনি ভরাট গলায় বলে উঠলেন, 'কি হচ্ছে এসব? কে আপনারা?'

'হাত তোলো! তোমার নাম নয়বায়োর?'

নয়বায়োর হাত দুটো অর্ধেক তুলে ঘাড় নেড়ে সায় জানালেন।

'মেলার্ন বন্দী-শিবিরের কম্যানডাণ্ট?'

নয়বায়োর ফের ঘাড় নাড়লেন।

'বেরিয়ে এসো।'

স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের নিকষ মুখটা দেখতে পেয়ে নয়বায়োর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এতো দ্রুত নিজের হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে ধরলেন যে ছাউনির নিচু ছাদে আঙুলগুলো ঠুকে গেলো। 'আমার পোশাক পরা নেই।'

'বেরোও বলছি!'

নয়বায়োর দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে শুধু জামা, পাতলুন আর জুতো। একজন ওঁর দেহটা তল্লাশি করে নিলো। আর একজন দেখে নিলো ছাউনির ভেতরটা।

নয়বায়োর আলফ্রেদের দিকে তাকালেন, 'তাহলে তুমিই ওদের এখানে নিয়ে এসেছো ?'

'হ্যাঁ।'

'জুডাস !'

'তুমি এমন কিছু যীশুখৃষ্ট নও, নয়বায়োর !' আলফ্রেদ ধীরেসুস্থে বললো, 'আর আমিও নাৎসি নই।'

'আমি আমার কোটটা পরে নিতে পারি ?' নয়বায়োর প্রশ্ন করলেন। 'ওটা ছাউনির ভেতরে, খরগোশগুলোর খাঁচাটার পেছন দিকে ঝুলছে।'

কর্পোরালটি সামান্য ইতস্তত করে, ভেতর থেকে একটা অসামরিক জ্যাকেট নিয়ে এলো।

'ওটা নয়,' নয়বায়োর বললেন। আমি একজন সৈনিক। দয়া করে আমার টিউনিকটা দিন।'

'তুমি সৈনিক নও।'

'ওটা আমার দলীয় উর্দি।'

কর্পোরালটি ভেতর থেকে টিউনিকটা নিয়ে এলো। নয়বায়োর ওটা গায়ে গলিয়ে, বোতাম লাগিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার নয়বায়োর—এখন আমি আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবারে চলো।'

বাগান দিয়ে এগুতে লাগলেন সকলে। নয়বায়োর লক্ষ্য করলেন, তাঁর টিউনিকের বোতামগুলো সঠিকভাবে লাগানো হয়নি। ফের বোতাম খুলে সেগুলোকে উনি ঠিকমতো লাগিয়ে নিলেন। শেষ মুহূর্তে সমস্ত কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেলো। বিশ্বাসঘাতক ওয়েবের কয়েকটা ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে তাঁকে জব্দ করার চেষ্টা করেছিলো। কাজটা সে সম্পূর্ণ নিজের খুশিতে করেছে এবং সেটা সহজেই প্রমাণ করা যাবে। সন্ধ্যাবেলা নয়বায়োর আদৌ শিবিরেই ছিলেন না, খবরটা উনি দূরভাষযোগে জানতে পেরেছেন। কিন্তু তাহলেও ঘটনাটার গুরুত্ব এখন মারাত্মক হয়ে উঠবে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে, আলফ্রেদ। শেষ মুহূর্তে নয়বায়োর যখন পালাতে চেয়েছিলেন তখন হতচ্ছাড়াটা আসেনি—নয়বায়োরও পালিয়ে যাবার গাড়ি পাননি। পুরো পল্টন ততোক্ষণে চলে গেছে। জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। তাই উনি দ্রুত হিটলারি গোঁফটা কামিয়ে বাগানে এসে লুকিয়ে ছিলেন, ভেবেছিলেন এখানে কেউ কোনোদিনও তাঁকে খুঁজতে আসবে না। কিন্তু

বেজন্মা আলক্রেদটা…

'এধারে বোসো,' কর্পোরালের নির্দেশমতো নয়বায়োর গাড়িতে উঠে বসলেন। সম্ভবত এই গাড়িগুলোকেই ওরা জিপ বলে, ভাবলেন উনি। লোকটার ব্যবহার মোটেই শত্রুভাবাপন্ন নয়। নিঃসন্দেহে ও একজন জার্মান-অ্যামেরিকান। বহু জার্মান ভাই-ই তো বিদেশে বসবাস করছে বলে শোনা যায়।

'আপনি তো চমৎকার জার্মান ভাষা বলেন,' সাবধানে বললেন নয়বায়োর।

'বলাই তো উচিত,' কর্পোরাল ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো, 'আমি ফ্রাঙ্কফুর্টের লোক।'

'ও,' বললেন নয়বায়োর। আজকের দিনটাকে সত্যিই একেবারে বিশ্রী বলে মনে হলো তাঁর। এমন কি খরগোশগুলো পর্যন্ত চুরি হয়ে গেছে! ছাউনিতে ঢুকেই তিনি দেখেছিলেন, খাঁচার দরজাগুলো হাট করে খোলা। ওটাই ছিলো একটা অমঙ্গলের চিহ্ন। এখন হয়তো কয়েকটা চোর-গুণ্ডা খরগোশগুলোকে দিব্যি আগুনে ঝলসে নিচ্ছে।

শিবিরের ফটক সপাটে খোলা। ছাউনিগুলোর সামনে সামনে তাড়াহুড়ো করে তৈরি করে নেওয়া পতাকা ঝুলছে। প্রকাণ্ড একটা লাউডস্পিকারযোগে অস্পষ্টভাবে প্রচারিত হচ্ছে নতুন নির্দেশাবলী। একটা ট্রাক দুধের পাত্র নিয়ে ফিরে এসেছে। পথেঘাটে কয়েদীদের জমাট বাঁধা ভিড়।

নয়বায়োরকে নিয়ে গাড়িটা কম্যানডান্টের সদর-দফতরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একজন অ্যামেরিকান কর্নেল ওখানে দাঁড়িয়ে কয়েকজন অফিসারকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। নয়বায়োর গাড়ি থেকে নেমে, টিউনিকটা একটু টেনেটুনে সোজা করে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'ওবেরস্টুর্মবনফ্যুরার নয়বায়োর। আমি নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।' হিটলারি কায়দায় নয়, ফৌজি প্রথামতো স্যালুট ঠুকলেন নয়বায়োর।

কর্নেলটি কর্পোরালের দিকে তাকালেন। কর্পোরাল নয়বায়োরের কথাগুলো অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলো।

'এটাই কি সেই কুত্তির বাচ্চা?' কর্নেল প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ওটাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দাও। একটু বেগড়বাঁই দেখলেই গুলি চালিয়ে দেবে।'

নয়বায়োর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কথাগুলো বুঝতে চাইছিলেন। তার মধ্যেই

কর্পোরালটি বললো, 'চলে এসো চাঁদ, এবারে তোমাকে গতর খাটাতে হবে। ওই লাশগুলোকে সরাতে শুরু করো।'

নয়বায়োর তখনও আশা করছিলেন, ঘটনার স্রোত অন্য দিকে ঘুরে যাবে। আমতা আমতা করে উনি বললেন, 'কিন্তু আমি একজন অফিসার···পদমর্যাদায় আমি···আমি একজন কর্নেল।'

'তাহলে তো অবস্থা আরও খারাপ!'

'আমার সাক্ষী আছে! আমি মানবিক ব্যবহার করতাম! ওই তো, ওই লোকগুলোকে জিগেস করে দেখুন!'

'আমার তো মনে হয় তোমার ওই লোকজনেরা যাতে তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে না ফেলে, সেজন্যে আমাদের আবার কয়েকজন লোক লাগাতে হবে। নাও, এগোও এবারে!'

নয়বায়োর ফের একবার কর্নেলটির দিকে তাকালেন। কিন্তু তিনি তখন আর নয়বায়োরকে লক্ষ্যই করছেন না। নয়বায়োর পেছনে তাকিয়ে দেখলেন, দুটো লোক তাঁর দু পাশে হাঁটছে আর তৃতীয় একজন রয়েছে ঠিক তাঁর পেছনে।

সামান্য কয়েক গজ যেতে না যেতেই সকলে নয়বায়োরকে চিনে ফেললো। যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কায় অ্যামেরিকান তিনজন নয়বায়োরের গায়ের সঙ্গে লেগে রইলো। নয়বায়োর ঘামতে শুরু করলেন। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে উনি এমনভাবে এগুতে লাগলেন যেন উনি একই সঙ্গে ধীরে এবং দ্রুত গতিতে হাঁটতে চাইছেন। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। কয়েদীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে নয়বায়োরের দিকে তাকিয়ে রইলো। কেউ ওঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো না। কেউ ওঁর দিকে একটা ঢিলও ছুঁড়লো না। ওরা স্রেফ তাকিয়েই রইলো। চোখ না তুলেও নয়বায়োর ওদের দৃষ্টি অনুভব করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিলো, ওদের ওই দৃষ্টি যেন তাঁর চামড়ায় এসে বিঁধছে···যেন উকুন হয়ে তাঁর রক্ত শুষে খাচ্ছে। নিজেকে ঝাঁকুনি দিলেন নয়বায়োর, কিন্তু ওদের ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না···চামড়া ফুটো করে ওদের দৃষ্টি তাঁর শিরায় শিরায় ঢুকে পড়েছে। বিড়বিড় করে নয়বায়োর বললেন, 'আমি···আমি শুধু কর্তব্য···আমি তো এমন কিছু করিনি ···চিরদিনই আমি···কি চায় ওরা···?'

বাইশ নম্বর ছাউনিটা যেখানে ছিলো, সেখানে পৌছনোর মধ্যে নয়বায়োর ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে গেলেন। বন্দী করে রাখা ছজন এস. এস. ওখানে কয়েকজন কাপোর সঙ্গে কাজ করছিলো। কাছেই টমিগান হাতে কয়েকজন অ্যামেরিকান। আচমকা মাটিতে পড়ে থাকা কয়েকটা কালো কঙ্কাল দেখে নয়বায়োর থমকে

দাঁড়ালেন, 'এগুলো…এগুলো কি এখানে…?'

'বোকা সাজার ভান কোরো না,' কর্পোরালটি জবাব দিলো। 'তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা এই ছাউনিটাতেই আগুন ধরিয়েছিলো। এখনও অন্তত তিরিশটা লাশ ভেতরে পড়ে রয়েছে। যাও, বের করে আনো ওদের হাড়গোড়গুলোকে!'

'এটা…এটা আমার হুকুমে হয়নি।'

'অবশ্যই না!'

'আমি এখানে ছিলাম না…আমি এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না। আমার অজান্তে অন্যেরা এসব করেছে…'

'তা বটেই তো! আর বছরের পর বছর যারা এখানে পচে পচে মরেছে, তাদের বেলা? সেটার দায়িত্বও তো তোমার নয়, তাই না?'

'সেগুলো ছিলো ওপর-মহলের হুকুম। আমি শুধু কর্তব্য…'

কর্পোরালটি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে ঘুরে তাকালো, 'আগামী কয়েক বছর জার্মানিতে এই দুটো অজুহাত খুব চালু থাকবে—আমি হুকুমমতো কাজ করেছি, আর—আমি এসব ব্যাপার কিছুই জানতাম না।'

নয়বায়োর ওর কথাটা শুনতে পাননি। তিনি ফের বলতে শুরু করলেন, 'আমি সর্বদাই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে…'

'এটা হবে তৃতীয় অজুহাত!' তিক্তস্বরে কথাটা বলেই কর্পোরালটি আচমকা চিৎকার করে উঠলো, 'কাজ শুরু কর! মড়াগুলোকে বের কর ওখান থেকে!'

নয়বায়োর সামনের দিকে ঝুঁকে অনিশ্চিত ভঙ্গিমায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তল্লাশি চালাতে শুরু করলেন।

প্রথমে ওরা স্নান করতে রাজী হয়নি। সাবান আর তোয়ালে দেখিয়েও কোনো কাজ হলো না। ওরা জানে, এসব দেখিয়েই বন্দীদের গ্যাস-কুঠরিতে ঢোকাতে রাজী করানো হয়। শেষ অব্দি স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে আসা প্রথম দলটাকে দেখে ওরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করলো। গরম জল ওদের দেহে যেন উষ্ণ হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিলো। নরম হয়ে উঠলো শরীরে জমে থাকা নোংরার স্তর। সাবানের ফেনা উপবাসী ত্বকে পিছলে পিছলে গলিয়ে দিলো নোংরার প্রলেপ। এ এক জান্তব আনন্দ। পুনর্জন্মের আনন্দ। ওরা নিরাপত্তা অনুভব করলো। সব চাইতে সহজ নিরাপত্তা—উষ্ণতার অনুভূতি। প্রথম আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে যা অনুভব করেছিলো আদিম যুগের গুহামানব।

স্নানের পর ওদের পরিচ্ছন্ন পোশাক দেওয়া হ

হলো অন্য একটা ঘরে। স্নান ওদের উদ্দীপ্ত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ক্লান্তও করে তুলেছিলো। ঘুম-ঘুম পায়ে ওরা এগুচ্ছিলো, ওদের মন তখন আরও কিছু অলৌকিকত্ব বিশ্বাস করার জন্যে প্রস্তুত। তাই বিছানা সাজানো ঘরটাতে ঢুকে ওরা তেমন অবাক হলো না। সারি সারি বিছানাগুলোর দিকে তাকিয়ে ওরা ফের এগুতে যাচ্ছিলো। এমন সময় ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলা অ্যামেরিকানটি বললো, 'এই যে—এখানে।'

ওরা লোকটার দিকে তাকালো, 'এগুলো আমাদের জন্যে ?'

'হ্যাঁ। ঘুমোবার জন্যে।'

'একটাতে কজন ?' লেবেনথাল সামনের বিছানাটাকে দেখিয়ে নিজেকে আর বুশেরকে দেখালো, 'দুজন ?' তারপর ব্যার্গারকে দেখিয়ে তিনটে আঙুল তুলে জিগেস করলো, 'না কি তিনজন ?'

অ্যামেরিকানটি মৃদু হাসলো। তারপর লেবেনথালকে সব চাইতে কাছের বিছানাটাতে, বুশেরকে দ্বিতীয়টাতে, ব্যার্গারকে তৃতীয়টাতে এবং সুলজবাকেরকে তারপরের বিছানাটাতে আস্তে করে ঠেলে দিলো।

'প্রত্যেকের জন্যে এক একটা বিছানা !'

'তার সঙ্গে একটা করে কম্বল !'

'আমি আর পারছি না !' লেবেনথাল বললো. 'বালিশও রয়েছে যে !'

'ঘুমোও !' অ্যামেরিকানটি বললো, 'তোমরা প্রাণভরে যতোক্ষণ খুশি ঘুমোও।'

বুশের মাথা নাড়লো, 'কি কাণ্ড ! অথচ এরাই নাকি আমাদের শত্রু !'

ওদের একটা শবাধার দেওয়া হয়েছিলো। কালো রঙের, হালকা, সাধারণ মাপের একটা শবাধার। কিন্তু ৫০৯-এর পক্ষে সেটাই অনেক প্রশস্ত। সহজেই ওটার মধ্যে আরও একজন এঁটে যায়। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম ৫০৯ নিজের জন্যে এতোটা জায়গা পেলো।

একদিন যেখানে বাইশ নম্বর ছাউনিটা ছিলো, সেখানেই খোঁড়া হয়েছিলো কবরটা। ওদের মতে, ওটাই ৫০৯-এর পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত জায়গা। দেহটাকে ওরা যখন ওখানে নিয়ে গেলো, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এক টুকরো বাঁকা চাঁদ ঝুলে রয়েছে ঝাপসা আকাশটাতে। ওদের সঙ্গে ছোট্ট একটা বেলচা। প্রত্যেকেই খানিকটা করে মাটি ছড়িয়ে দিলো শবাধারের ওপরে। তারপর ফিরে চললো সকলে। রোজেনের হাতে বেলচাটা। বিশ নম্বর ছাউনির

দরজা দিয়ে তুজন এস. এস. একটা লাশ বের করে আনছিলো। রোজেন ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সামনের এস. এস টার নাম স্নিমান—সেই ইনজেকশন বিশেষজ্ঞ। অ্যামেরিকানরা ওকে শহরের বাইরে পাকড়াও করে ফের এখানে নিয়ে এসেছে। স্নিমানই সেই স্কোয়াড লিডার, যার হাত থেকে ৫০৯ রোজেনকে বাঁচিয়েছিলো। রোজেন সামান্য একটু পেছিয়ে গেলো, তারপর বেলচা তুলে প্রাণপণে আঘাত করলো স্নিমানের মুখে। ফের বেলচাটা তুললো সে, কিন্তু পাহারাদার অ্যামেরিকানটি এগিয়ে এসে তার হাত থেকে বেলচাটা কেড়ে নিলো।

রোজেনের সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। আঘাতটাতে স্নিমানের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি, শুধু মুখের খানিকটা চামড়া ছড়ে গেছে। ব্যার্গার গিয়ে রোজেনের একখানা বাহু চেপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে হুহু করে কেঁদে ফেললো রোজেন। ব্যার্গার তার অন্য হাতখানা ধরে বললো, 'ওরা লোকটাকে সাজা দেবে, রোজেন। সব কিছুর জন্যেই সাজা দেবে।'

'ওদের পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলা উচিত! তাছাড়া অন্য কিছুতেই কোনো লাভ হবে না! তা না হলে ওরা বারবার ফিরে আসবে!'

রোজেনকে ওরা টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে যায়। অ্যামেরিকানটি বেলচাটা বুশেরের হাতে তুলে দেয়। ওরা হাঁটতে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে লেবেনথাল বলে, 'মজার কথা হচ্ছে, এতোদিন একমাত্র তুমিই কোনো প্রতিশোধ নিতে চাওনি।'

'ওকে আর ঘাঁটিয়ো না, লিও।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

প্রতিদিনই কয়েদীরা শিবির ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ছোটো শিবিরের প্রায় সকলেই কোথাও চলে যাবার পক্ষে বড্ড তুর্বল। এখনও কিছুদিন ওদের দেখাশুনো করা প্রয়োজন। তাছাড়া শিবির ছেড়ে কোথায় যাবে, তা অনেকেই জানে না। ওদের আত্মীয়স্বজন হয় বিচ্ছিন্ন, নয়তো মৃত। বিষয়-সম্পত্তি চুরি হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে নিজেদের শহর নগর। ওরা এখন মুক্ত, কিন্তু মুক্তি নিয়ে কি করবে তা ওদের জানা নেই।

'আমরা যতো শীগগির এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি, ততোই মঙ্গল।' সুলজবাকের বললো।

'তুমি কি মনে করো, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার মতো যথেষ্ট শক্তি তোমার

শরীরে আছে ?'

'আমার দশ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে।'

'সেটা যথেষ্ট নয়।'

'ওতেই হয়ে যাবে।'

'কিন্তু যাবে কোথায় ?'

'ডুসেলডর্ফে। আমার স্ত্রীকে খুঁজতে।'

'কিন্তু ডুসেলডর্ফে যাবে কি করে ? কোনো ট্রেন আছে কি ?'

'জানি না,' স্থলজবাকের কাঁধ ঝাঁকালো। 'তবে এখান থেকে আরও দুজন ওদিকে যাবে বলে ঠিক করেছে। সোলিনজেন আর ডুইসবুর্গে। আমরা এক সঙ্গেই যেতে পারি।'

'তুমি কি ওদের চেনো ?'

'না, তবে একা যাওয়ার চাইতে সেটা অনেক ভালো।'

'ঠিকই বলেছো।'

'আমারও তাই ধারণা,' চারদিকে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলো স্থলজবাকের।

'সঙ্গে যথেষ্ট খাবার আছে তো ?' জিগেস করলো লেবেনথাল।

'দুদিনের মতো আছে। পথে না হয় অ্যামেরিকান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করবো। যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সোলিনজেন আর ডুইসবুর্গগামী লোক দুটোর সঙ্গে পাহাড়ি পথে নামতে লাগলো স্থলজবাকের। একবার সে হাত নাড়লো, তারপর আর নাড়লো না।

'ও ঠিকই করেছে,' লেবেনথাল বললো। 'আমিও চলে যাচ্ছি। আজকের রাতটা আমি শহরে কাটাবো। শহরের একটা লোক আমার অংশীদার হবে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া দরকার। আমরা একটা ব্যবসা শুরু করবো। ওর মূলধন আছে। আর আমার আছে অভিজ্ঞতা।'

লেবেনথাল পকেট থেকে এক প্যাকেট অ্যামেরিকান সিগারেট বের করলো। প্যাকেটটা সকলের হাতে হাতে ঘুরলো। লেবেনথাল জিগেস করলো, 'তুমি কি করবে, বুশের ? এখান থেকে যাবে না ?'

'না। রুথ একটু শক্ত-সমর্থ না হওয়া অব্দি অপেক্ষা করবো।'

'বেশ।' লেবেনথাল পকেট থেকে একটা অ্যামেরিকান কলম বের করে কি যেন লিখে দিলো, 'এই নাও—এটা আমার শহরের ঠিকানা। যদি কোনো…'

'কলমটা তুমি কোথায় পেলে?' ব্যার্গার প্রশ্ন করলো।

'বদলাবদলি করে। অ্যামেরিকানরা শিবিরের স্মৃতিচিহ্ন যোগাড় করতে লাগল। রিভলভার, ছোরা, চাবুক, ঝাণ্ডা—যা পাওয়া যায়! ভালো ব্যবসা। আমি খুব সময়মতো তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম।'

'লিও,' ব্যার্গার বললো, 'তুমি বেঁচে রয়েছো—ভালোই হয়েছে।'

লেবেনথাল বিনা বিস্ময়ে ঘাড় নাড়লো। 'তুমি কি আপাতত এখানেই থাকছো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি প্রায়ই এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। আমি শহরে ঘুমোবো, কিন্তু খেতে এখানে আসবো। তোমাদের কাছে যথেষ্ট সিগারেট আছে তো?'

'না।'

'এই নাও,' লেবেনথাল পকেট থেকে দুটো আনকোরা নতুন প্যাকেট বের করে ব্যার্গার আর বুশেরকে দিলো।

'তোমার কাছে আর কি আছে?' জিগেস করলো বুশের।

'টিনের খাবার।' লেবেনথাল নিজের হাতঘড়িটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো, 'এবারে আমাকে যেতে হচ্ছে—'

বিছানার তলা থেকে একটা নতুন বর্ষাতি বের করে গায়ে গলিয়ে নিলো লেবেনথাল। কেউ আর নতুন কোনো মন্তব্য প্রকাশ করলো না। ওর জন্যে বাইরে একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলেও অন্যেরা অবাক হতো না।

'ঠিকানাটা হারিয়ো না কিন্তু!' লেবেনথাল বললো, 'আমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেললে, সেটা খুবই দুঃখজনক হবে।'

'হারাবো না।'

'আমরা দুজনে একসঙ্গেই যাচ্ছি,' ব্যার্গারের সামনে দাঁড়িয়ে আহাসফের বললো, 'আমি আর কারেল।'

'আরও কয়েকটা সপ্তাহ এখানেই থেকে যাও,' ব্যার্গার বললো, 'এখনও তোমার শরীরে তেমন শক্তি হয়নি।'

'আমরা এখান থেকে বেরুতে চাই।'

'কোথায় যাবে, জানো?'

'না।'

'তাহলে কেন যেতে চাইছো ?'

'অনেক দিন ধরেই তো এখানে রয়েছি। তাছাড়া কায়েলকে যেতেই হবে।'

আহাসফেরের গায়ে একটা পুরনো কেতার ওভারকোট। ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা লেবেনথাল ওটা তাকে সংগ্রহ করে দিয়েছে।

বুশের ততোক্ষণে ওদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। কারেলের অ্যামেরিকান সাজ-পোশাক লক্ষ্য করে সে জিগেস করলো, 'তোমার ব্যাপারখানা কি ?'

'অ্যামেরিকানরা ওকে দত্তক নিয়েছে। ওকে নিয়ে যাবার জন্যে তারা একটা জিপও পাঠিয়ে দিয়েছে। আমিও ওর সঙ্গে কিছুটা পথ যাবো।'

'তারা কি তোমাকেও দত্তক নিয়েছে নাকি ?'

'না, আমি খানিকটা পথ ওর সঙ্গে গাড়িতে যাবো।'

'তারপর ?'

'তারপর ?' আহাসফের নিচের উপত্যকার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো। 'কতো শিবিরের কতো লোককেই তো আমি চিনতাম···'

ব্যার্গার ওর দিকে তাকালো। লেবেনথাল ওকে সঠিক পোশাকেই সাজিয়েছে, ভাবলো সে। ওকে তীর্থযাত্রীর মতো দেখাচ্ছে। ও এক শিবির থেকে আর এক শিবিরে···একটা কবর থেকে অন্য আর একটা কবরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু কোন্ কয়েদীর কপালেই বা কবরের বিলাসিতা জুটেছে ? তাহলে কিসের সন্ধানে যাচ্ছে ও ?

আহাসফের ফের বলে, 'আচমকা কতো লোকের সঙ্গেই তো পথেঘাটে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যায়···'

'হ্যাঁ।'

ওদের দৃষ্টি আহাসফের আর কারেলকে অনুসরণ করে। বুশের বলে, 'আশ্চর্য ! কি ভাবে আমরা সকলে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছি !'

'তুমিও কি শীগগিরি চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এভাবে একে অন্যের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়াটা উচিত নয়।'

'হ্যাঁ', সেটাই উচিত।'

'আবার আমাদের দেখা হবে। এখানকার সমস্ত পাট চুকে যাবার পর। কোনো একদিন। অন্য কোনোখানে।'

'না।'

বুশের চোখ তুলে তাকায়।

'না,' ব্যার্গার ফের বলে। 'আমরা এসমস্ত কথা ভুলবো না। কিন্তু এর ভেতর থেকে আমরা কোনো পূজা-পদ্ধতিও গড়ে তুলবো না। তাহলে চিরদিনই আমরা এই মিনারগুলোর ছায়ার আড়ালে পড়ে থাকবো।'

ছোটো শিবিরটা খালি হয়ে গেছে। আবাসিকদের রাখা হয়েছে শ্রমিকদের শিবির আর এস. এস.দের আস্তানায়। জল, সাবান আর রোগবীজনাশক ওষুধ দিয়ে ছোটো শিবিরটাকে সাফ করা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু, আবর্জনা আর দুঃখ-দুর্দশার দুর্গন্ধ এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে ওখানকার বাতাসে বাতাসে।

'তোমার কি মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে?' রুথকে জিগেস করে বুশের।

'না।'

'তাহলে যাই, চলো। আচ্ছা, আজ কি বার বলো তো?'

'বেস্পতিবার।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দিনগুলো আবার নাম ফিরে পেয়েছে। এতোদিন ছিলো শুধু কতকগুলো সংখ্যা। এক সপ্তাহ মানে সাতটা দিন। প্রতিটা দিন একই রকম।'

শিবিরের পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওরা নিজেদের কাগজপত্র পেয়ে গেছে। 'কোথায় যাবো আমরা?' জিগেস করে রুথ।

'ওখানে,' সাদা বাড়িটাকে চূড়ায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টিলাটাকে দেখায় বুশের। 'আগে ওখানে গিয়ে বাড়িটাকে একটু ভালো করে দেখবো। চলো। বাড়িটা আমাদের সৌভাগ্য এনে দিয়েছে।'

'তারপর?'

'তারপর? তারপর আবার এখানে ফিরে আসতে পারি। এখানে খাবার আছে।'

'আর এখানে ফিরো না, লক্ষ্মীটি! কোনোদিনও না!'

বুশের অবাক হয়ে রুথের দিকে তাকায়, 'বেশ। তাহলে তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি আমাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।'

জিনিসপত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। তবে কয়েকদিনের মতো রুটি আর দু টিন কনডেন্সড্ মিল্ক আছে। 'আমরা কি সত্যিই যাচ্ছি?' জিগেস করে রুথ।

বুশের ওর মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখতে পায়, 'হ্যাঁ, রুথ।'

ব্যার্গারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা কাঁটাতারের বেষ্টনীটা পেরিয়ে

আসে। এর আগেও ওরা বেশ কয়েকবার বেষ্টনীর বাইরে এসেছে—কিন্তু এতোদূরে এই প্রথম। ধীর পায়ে পাশাপাশি এগিয়ে চলে ওরা। মেঘে ঢাকা দিনমান। বছরের পর বছর ওরা বাধ্য হয়ে বুকে হেঁটেছে. গুঁড়ি মেরে চলেছে, ছুটে বেড়িয়েছে—এখন ওরা সটান ভঙ্গিমায় শান্ত ধীর পায়ে হাঁটছে···কোনো নিদারুণ বিপর্যয় ওদের অনুসরণ করছে না, কেউ ওদের দিকে গুলি চালাচ্ছে না, কেউ চিৎকার করে কোনো হুকুম দিচ্ছে না।

'পেছনে ফিরে ফিরে তাকিয়ো না, রুথ।' বুশের জিগেস করে, 'তুমি কি পেছনটা দেখতে চাইছো?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে কে যেন আমার মাথার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে আমার মাথাটাকে ওদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।'

'অন্তত একবারের জন্যে পেছনের কথা ভুলে যাও, রুথ। এসো, আমরা যতোক্ষণ পারি পেছনের কথাটা ভুলে থাকি।'

'আচ্ছা।'

পায়ের নিচে ঘাসের নরম স্পর্শ অনুভব করে ওরা। এ অনুভূতিও ওদের কাছে নতুন। এতোদিন ওরা শুধু হাজিরার মাঠে শক্ত মাটির স্পর্শ অনুভব করে এসেছে। বুশের বলে, 'ডান দিকে যাই, চলো।' ওরা ডান দিকে এগিয়ে যায়। ব্যাপারটা ছেলেমানুষী বলে মনে হলেও এতে ওরা এক গভীর তৃপ্তি পায়। এখন ওরা যা খুশি তাই করতে পারে। এখন ওরা মুক্ত। ওরা স্বাধীন। রুথ বলে, 'মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন। শুধু ভয় হয়, ঘুম ভেঙে হয়তো আবার সেই ছাউনি—সেই নোংরা-জঞ্জাল দেখতে হবে।'

'অমন স্বপ্ন আমি কোনোদিনও দেখিনি। স্বপ্ন দেখে আমি শুধু আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতাম।'

'এখন আর ওসব কথা বোলো না।'

'না।'

'এখানে বাতাসটাও অন্য রকম,' রুথ বুক ভরে শ্বাস নেয়। 'তাজা বাতাস, মড়া নয়।'

বুশের নিবিষ্ট হয়ে ওর দিকে তাকায়। রুথের মুখখানা ঈষৎ রক্তিম। চোখ দুটো যেন আচমকা ঝিলমিলিয়ে উঠেছে। 'হ্যাঁ, বাতাসটা তাজা। সুগন্ধে ভরা। দুর্গন্ধ নেই।' কয়েকটা পপলার গাছের কাছে দাঁড়িয়ে বুশের বলে, 'ইচ্ছে হলে আমরা এখানে একটু বসতে পারি। কেউ আমাদের তাড়িয়ে দেবে না। ইচ্ছে হলে একটু নাচতেও পারি।'

ওরা বসে বসে কীটপতঙ্গ আর পাখিগুলোকে লক্ষ্য করতে থাকে। শিবিরে শুধু ইঁদুর আর নীল মাছি ছিলো। কান পেতে ওরা পপলারগুলোর নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনীর কলতান শোনে। দ্রুত ছুটে চলেছে স্বচ্ছ জলের স্রোত। শিবিরে ওরা কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে জল পায়নি। অথচ এখানে কেউ না চাইলেও মুক্ত গতিতে বয়ে চলেছে অনাবিল জলস্রোত। নতুন অনেক কিছুতেই আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে ওদের।

ইচ্ছেমতো সময় নিয়ে, মাঝে মাঝেই একটু বিশ্রাম নিয়ে ওরা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে। তারপর একসময় একটা ফাঁকা জায়গায় নেমে এসে পেছনে তাকিয়ে দেখতে পায়, শিবিরটা কখন যেন ওদের দৃষ্টির নাগাল থেকে উধাও হয়ে গেছে।

বাগানটা ফুলে ভরা। কিন্তু সাদা বাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে ওরা দেখতে পায়, একটা বোমা পড়ে বাড়ির পেছন দিকটা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে। শুধু সামনের অংশটা রয়ে গেছে অবিকৃত অবস্থায়। সামনের দরজাটা খুলতেই ধ্বংসস্তূপটা দেখতে পায় ওরা।

'বাড়িটা যে ধ্বংস হয়ে গেছে তা এতোদিন আমরা জানতে পারিনি। ভালোই হয়েছে।'

ওদের বিশ্বাস ছিলো, যতোদিন বাড়িটা টিঁকে থাকবে ততোদিন ওরাও বেঁচে থাকবে। আসলে এতোদিন ওরা এক অলীক দৃশ্যকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে এসেছে। বিশ্বাস করে এসেছে অবিধ্বস্ত সদরসহ একটা ধ্বংসস্তূপকে। এ যেন এক নিদারুণ বিদ্রূপ—অথচ সেই সঙ্গে এক আশ্চর্য স্বস্তিও বটে। এটা এতোদিন ওদের বাঁচতে সাহায্য করে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই সব চাইতে বড়ো হয়ে উঠেছে।

ওরা কোনো মৃতদেহ দেখতে পায় না। বোমা বর্ষণের সময় বাড়িটা নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত ছিলো। ধ্বংসস্তূপের নিচে, একটা ধারে ওরা সঙ্কীর্ণ একটা দরজা দেখতে পায়। কব্জাগুলোর সঙ্গে তির্যগভাবে ঝুলে রয়েছে দরজাটা। দরজার ওধারে রান্নাঘর। ছোট্ট ওই ঘরটার শুধু একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। চুল্লিটা অটুটই রয়েছে—এমন কি কয়েকটা পাত্র এবং কিছু বাসনপত্রও।

'বাইরে যথেষ্ট কাঠ রয়েছে। আমরা চুল্লিতে আগুন জেলে নিতে পারি।' ধ্বংসস্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে বুশের বলে, 'জঞ্জালের নিচে কয়েকটা তোশকও রয়েছে। সামান্য কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করলেই আমরা ওগুলোকে বের করে নিতে

পারবো। এসো, এখুনি কাজ শুরু করা যাক।'

'এটা আমাদের বাড়ি নয়।'

'এ বাড়ি কারুরই নয়। আমরা নিশ্চিন্তমনে কয়েকটা দিন এখানে থাকতে পারি। অন্তত শুরুর সময়টা।'

সন্ধ্যার মধ্যে ওরা ছুটো তোশক ঘরে নিয়ে আসে। খড়ির গুঁড়োয় ঢাকা কয়েকটা কম্বল আর একটা আস্ত কুঁসিও ওরা খুঁজে পেয়েছে। টেবিলের দেরাজে কয়েকটা চামচ, কাঁটা চামচ আর একটা ছুরি ছিলো। চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। নলের ভেতর দিয়ে চুল্লির ধোঁয়া জানলার বাইরে চলে যাচ্ছে। বুশের তখনও বাইরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তল্লাশ চালাচ্ছে।

রুথ এক টুকরো আরশি খুঁজে পেয়ে সেটা চুপিচুপি নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিলো। এখন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ও আরশিটার দিকে তাকায়। ও শরের ডাক শুনতে পাচ্ছে, সাড়াও দিচ্ছে—কিন্তু আরশিতে ও যা দেখতে চ্ছে, সেখান থেকে আর চোখ সরিয়ে নেয়নি। ধূসর চুল, কোটরগত চোখ, বিচ্ছিরি একটা মুখ, মুখের ভেতরে দাঁতের মাঝে মাঝে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। অনেকক্ষণ ধরে নির্দয়ের মতো আরশিটার দিকে তাকিয়ে থাকে রুথ। তারপর আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আরশিটাকে।

বুশের ভেতরে এসে ঢোকে। সে একটা বালিশও খুঁজে পেয়েছে। ইতিমধ্যে আকাশটা আপেলের মতো সবুজ আর সন্ধ্যাটা নিশুব্ধ-নিঝুম হয়ে উঠেছে। ভাঙা জানলাটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আচমকা ওরা নিজেদের নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। নিঃসঙ্গতার রূপ ওরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। শিবিরে ওরা সর্বদাই থাকতো এক পাল মানুষের সঙ্গে—মাঝে মধ্যে একা হতে না পারাটা তখন বড়ো দুঃসহ বলে মনে হতো ওদের।

'একবারের জন্যে একা হওয়া কিন্তু বেশ, রুথ।'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আমরা যেন পৃথিবীর শেষ মানুষ।'

'শেষ নয়—প্রথম।'

একটা তোশক ওরা এমনভাবে পেতে নেয়, যাতে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকানো যায়। একটা দুধের টিন খুলে খেতে শুরু করে দুজনে। তারপর দুজনে মিলে পাশাপাশি হয়ে দোরগোড়ার কাছে বসে। ধ্বংসস্তূপের পেছনে দু ধারে ঝিলমিল করতে থাকে দিনের শেষ আলোটুকু।

—•